

বাংলা শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক সরকারী ও সরকারী সহযোগী-প্রীত উক্ত
প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে লাইব্রেরীর ও আইস-বই-এর সমস্ত অনুমোদিত—
(বেঙ্গল এডুকেশনাল গেজেট, জুলাই ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ)

বাংলা বর্ষালিপি



১৩৫৭

(সপ্তম বর্ষ)

সম্পাদক

শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী বি. এ.,

সহযোগী সম্পাদক

হুমায়ুন চন্দ্র বিশী এম. এ. এস. সি.,

অমিতকুমার রায় বি. এস. সি. ; এম. এ.,

শ্রীকৃষ্ণ বৈঠক

১৭ পবিত্র রাস্তা
কলিকতা, ভারত

মূল্য : দুই টাকা

বিস্তৃত সংস্কৃতি

প্রকাশক : সংস্কৃতি বৈঠকের পক্ষে

শিশিরকুমার আগার্য চৌধুরী

সংস্কৃতি বৈঠক :

১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস
বালিগঞ্জ, কলিকাতা ২০

প্রচ্ছদপট :

ব্রজেন চৌধুরী

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

টাওয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস

পুস্তক মুদ্রণ :

হরিপদ পাত্র

সত্যনারায়ণ প্রেস

১৬০, মসজিদাডী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বান্ধাই : নিউ ইণ্ডিয়া বাইণ্ডিং রুম প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৫, বাহুবলগাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Uttarpara J. Krishna Public Library
Lit No 4827 Date 15/10/03



সংস্কৃতি বৈঠক

১৭ পতিতিয়া মেন্স, কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

প্রথমেই আমরা আমাদের সুধী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, বিজ্ঞাপনদাতা শুভাকাজীদের অভিবাদন জানাই। তাঁহাদের শুভেচ্ছার স্বর্বাঙ্গী সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল।

বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা-সমূহ এই গ্রন্থের প্রশংস করিয়া আমাদের যে উৎসাহিত করিয়াছেন তজন্ত আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দপ্তর, বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী প্রচার বিভাগ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা কর্পোরেশন, জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, আলিপুর আবহবিজ্ঞানাগার প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠা ও দেবেন্দ্র নাথ ভাট্টাচার্য শ্রুতি-গ্রন্থাগার হইতে আমরা তথ্য সংগ্রহ সাহায্য পাইয়াছি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও সংবাদপত্রসমূহ হইতেও আমরা সাহায্য পাইয়াছি। এ সাহায্যের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই 'ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীই প্রথম—'অধ্যায়ের অন্ত্র শ্রীযুক্ত হিমাংশুবাণী ভাট্টাচার্যকে আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট হইতে পুস্তকের উন্নতি মতামত আহ্বান করিতেছি। নমস্কার। ইতি। বৈশাখ ১৩৫৭।

ভবদীয়

সম্পাদকমণ্ডল

নব ডিওর দিয়ে যখন
দেখি ভুবন খানি—

রবীন্দ্রনাথ—



হেমন্ত সুখোপাধ্যায়

7701 { তধু তোমার বাণী ময়গো
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন
—রবীন্দ্র-সঙ্গীত

কুমারী গীতা নাহা

7703 { গানের তিতর দিয়ে
মরিলো মরি
—রবীন্দ্র-সঙ্গীত

সেবত্রত বিশ্বাস

7702 { এইতো ভালো লেগেছিল
এখন আমার সময় হল
—রবীন্দ্র-সঙ্গীত

বিজেন সুখোপাধ্যায়

7705 { হে মহা পৃথিবী
আমি কবি এই বিশ্বজন্মের
—আধুনিক



সৌরীন্দ্রদার ভট্টাচার্য

GE 7704 { মোর কেনে আসা পথে
তোমার এ ঝালা কিরায়ে
—আধুনিক

বিমল ভূষণ

GE 7706 { তোমারে দিয়েছি বিদায়
ভূমি তো আমোলা ভালোবেসে
—আধুনিক

‘কুলসীদার’, ‘সুখসেবতা’, ‘বৈকুণ্ঠের উইল’, ‘জিগসি মেয়ে’,
‘ইন্দিরা’ প্রভৃতি বাঁকীচন্দ্রের গান কলম্বিয়া রেকর্ডে শুদ্ধ।

রবীন্দ্র সম্প্রদায়ের নতুন পুস্তিকা প্রকাশিত হল।



কলম্বিয়া গ্রাফোফোন কোম্পানী লিমিটেড

কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
● আদমসুমারী		অবিভক্ত বাংলার জেলাসমূহ
অবিভক্ত ভারতবর্ষ	১৪	পশ্চিম-বঙ্গের গ্রাম, সহর প্রভৃতির
„ ভারতেব বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী		লোকসংখ্যা
লোকসমূহ	১৪	পশ্চিম-বঙ্গের জেলাসমূহের
„ „ প্রদেশসমূহের		লোকসংখ্যা
লোকসংখ্যা	১৫	বাংলার বাহিরে বাংলাভাষী
„ „ ত্রইলক্ষাধিক জনাকীর্ণ		অঞ্চলের লোকসংখ্যা
সহরসমূহ	১৬	অবিভক্ত বাংলার সহরবাসী
কলিকাতা	১৬	ও গ্রামবাসী
বাংলাদেশ	১৬	পূর্ব-বঙ্গের সহরের লোকসংখ্যা

“পূর্ব ও পশ্চিম-বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য একত্রে প্রকাশ করিয়া বহুসিপিধানি আপনাদি
ধারা অঙ্গুর রাখিয়াছে।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা

“...বাংলা দেশের, ভারতবর্ষের খুঁটিনাটি অনেক সংবাদ ও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত
অনেক সংবাদ ইহাতে রহিয়াছে।”

—সংগঠন

“...The editors have left no avenues unexplored to
make the current issue as useful as possible.”

—Amrita Bazar Patrika

“হাতের কাছে এইরূপ একখানি নির্ভরযোগ্য পুস্তক থাকিলে অনেক সুবিধা হয়।”

—ভারত

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫	ভারতের কয়েকটি প্রদেশের কলিকাতার সংবাদপত্র	১৬৮
লোকসংখ্যা ২৮	কলিকাতা হাইকোর্ট	১৬৯
৫ ও রাজ্যসমূহের বর্তমান জনসংখ্যা ৩২৪	কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র- দিগের নাম	৪৩
ওজন, মাপ, অর্থ	কলিকাতার তাপ ও বৃষ্টিপাত	১২০
ইত্যাদি ১৮৬	কলিকাতার বাসের (bus) পথ	১৭০

কলিকাতা

● কৃষি

কাতা	১৬১	কৃষি	২১২
কাতা কর্পোরেশন	১৬১	অবিভক্ত বাংলার প্রধান কৃষিজাত	
কাতার ধানাসমূহ	১৬৪	দ্রব্যসমূহ	২১৫
কাতার ডাকঘর এলাকা	১৬৪	পশ্চিম-বঙ্গের আবাদী ও পতিত	
কাতার হাসপাতাল	১৬৫	জমি	২১৬

“...এরূপ বর্ষালিপি অত্যন্ত এইবার দূর হইল। বইটি বেশ সুন্দর হইয়াছে।”

--প্রভাতী

“...পুস্তকখানা শুধু ছাত্র, শিক্ষাত্রী বা সাংবাদিকের পক্ষেই নয়, বাল্যাদী গৃহস্থেরও বিশেষ কাজে আসিবে।”

—প্রবাসী

“...অত্যন্ত ছাত্রকে বইখানা ভাল করিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। প্রতিটি দুল ও দাবারপ পাঠানারে রাখা উচিত।”

—পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

“...সকল পুস্তকখানার বিশেষতঃ শিক্ষানালারে ও শিক্ষালয়ে এই বইখানি থাকি-
উচিত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।”

—শিক্ষা

“...বিবিধ জাতীয় বিদ্যার সম্পর্কে সর্বজনীন ও সর্ববয়সের পাঠক পাঠিকার অংশ-
সকলকে আসিবে সন্দেহ নাই।”

হিন্দু বাণী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
পশ্চিম-বঙ্গের কসল	২১৭	আগা খাঁ প্রতিযোগিতা
পশ্চিম-বঙ্গের জেলাসমূহে কসলের		আন্তঃপ্রাদেশিক হকি
চাষ	২১৯	প্রতিযোগিতা
অর্মিতে চাষ করে বাহার।—	২২০	টেনিস—
● খেলাধুলা		নিখিল ভারত লন টেনিস
ফুটবল—		প্রতিযোগিতা
সন্তোষ মেমোরিয়াল কাপ	২৭	এশিয়া টেনিস প্রতিযোগিতা
আই, এক, এ শীল্ড	২৭	ক্রিকেট—
কলিকাতা ফুটবল লীগ	২৮	রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা
রোভাস' কাপ (বোম্বাই)	১০০	রণজি প্রতিযোগিতার কয়েকটি
হকি—		রেকর্ড
বাইটন কাপ	১০৮	ভারতবর্ষ-ইংলণ্ড প্রতিযোগিতা
কলিকাতা হকি লীগ	১০৯	ভারতবর্ষ-অস্ট্রেলিয়া

“...প্রতি বৎসরই নূতন বিষয়বস্তুর সংযোজনায় পুস্তকটি ক্রমশঃ উন্নততর হইয়াছে।”

—জীবন বীমা

“...ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর শেল্ফে শোভা পাইবার যোগ্য।”

—সাপ্তাহিক মহানন্দী

“...(It) covers practically all items of information which one looks for in such a publication...”

—Saturday Mail.

“...পুস্তকখানির বিষয় নির্বাচন প্রশংসার যোগ্য।”

—আর্থিক ভারত

“...বাংলা ভাষায় এ রকম একখানি নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন ছিল।”

—পাঠশালা

সুশীলচন্দ্র বিশী এম, এস-সি ও

অসিতকুমার রায় বি, এস-সি ; এম, এ

অনুদিত

ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য—১৥০

কয়েকটি অভিযত :

“.....এরূপ ছরুহ ও জটিল বিষয়কে সহজবোধ্য ভাষায় অনুবাদ করা সহজ কাজ নহে। অনুবাদকর সে বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অনুবাদ সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হওয়ার কাহারও পক্ষেই বিষয়টি বুঝিতে কষ্ট হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।” —**লেখ**

“.....This arresting, brilliant and instructive piece of work can be commended to every man who wants to know in a small compass about the personality and the finding of one of the most creative thinkers and philosophers of the modern age.”

—AMRITA BAZAR PATRIKA

.....“অনুবাদ মূল গ্রন্থের মতই স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল হয়েছে।... আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।” —**মন্ন নারী**

“...সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লেখকর বাঙ্গলার পাঠক সমাজকে মনোবিজ্ঞা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন এই গ্রন্থে।...” —**প্রত্যহ**

“.....বিখ্যাত মনঃতত্ত্ববিদ ডাঃ ক্লিফোর্ড এলেনের “মডার্ন ডিস্-কভারিস ইন মেডিক্যাল সাইকলজি” নামক প্রামাণিক পুস্তকের দুইটি অধ্যায় সহজ ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার। বাংলা সাহিত্যের সত্যকার সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।” —**ভারত**

সংস্কৃতি বৈঠকের বই

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
কমনওয়েলথ্ ক্রিকেট দলের ভারত	●	ছায়াচিত্র
সফর ১০৬	১২৪২	এর বাংলা ছবি
বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতা	১১৪	ভারতের ছুডিও
● ঘটনা প্রবাহ (১৩৫৬)	৩২৭	„ প্রদর্শনী গৃহ
● চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য	●	জাতীয় সঙ্গীত
পশ্চিম-বঙ্গের হাসপাতাল	৩১৮	বন্দেমাতরম্
পশ্চিম-বঙ্গের জন্ম ও মৃত্যু	৩১২	জন-গণ-মন
ভোর কমিটির রিপোর্ট	৩২০	● ডাক মাণ্ডুল
পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের চিকিৎসা-		ভারতীয় ডাকবিভাগ
বিষয়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩২১	● তাপ ও বৃষ্টিপাত
দৈর্ঘ্যের অনুপাতে শরীরের ওজন	৩২৩	পশ্চিম-বঙ্গের জেলাসমূহের
শরীরের তাপ ও নাড়ীর বেগ	৩২৩	বৃষ্টিপাত

“...পুস্তকখানি সর্বত্র সমদূত হইবে বলিয়া আশা করি। ছাপা ও সন্নিবেশ এবং প্রচ্ছদপট স্বকৃতি সম্পন্ন।”

—বীকুড়া দর্পণ

“...The publication is a laudable effort and fills a distinct need in the statistical literature in Bengali Vernacular.”

—Joint-Stock Journal.

“...হাতের কাছে সব সময় এরূপ একটি সঞ্চয়ন থাকা প্রয়োজন।”

—কৃষক

“—ইহার সম্পাদক মহশী বাঙ্গালীদের নিকট ধন্যবাদার্থ। পুস্তকখানির বহুল প্রচারে বাঙ্গালী স্বাত্রই বিশেষ উপকৃত হইবেন।”

—খুলনাবাসী

“—আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কার্য করি।”

—কুপাত্তর

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিভিন্ন সহরের তাপ ও বৃষ্টিপাত	১৮৯	পাকিস্তান হাইকোর্টসমূহের	
● পাকিস্তান		বিচারপতিগণ	২৩৭
পাকিস্তান	২২৯	পাকিস্তান গণপরিষদের	
পাকিস্তানের গভর্নর-শাসিত		সদস্যবৃন্দ	২৩৮
প্রদেশসমূহ	২৩০	পাকিস্তান সরকারের বাজেট	২৩৯
পূর্ববঙ্গের জেলা ও মহকুমা	২৩১	● বাজেট	
পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার	২৩৩	ভারত সরকারের বাজেট	৩০১
প্রাদেশিক গভর্নর ও		ভারতীয় রেলপথের বাজেট	৩০২
মন্ত্রীমণ্ডলী	২৩৩	ভারতের রাষ্ট্রসমূহের বাজেট	৩০৩
পাকিস্তানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের		পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেট	৩০৪
প্রতিনিধিবর্গ	২৩৫	কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্টের বাজেট	৩০৯
বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাকিস্তানের		বাংলা—পশ্চিমবঙ্গ	
প্রতিনিধিবর্গ	২৩৬	বাংলা	১১

“...(It) has already endeared itself to all Bengali knowing people in this province...”

—Insurance World.

“...Barshalipi has removed a long-felt want of the Bengali readers...”

—Illustrated News.

“—বান্ধাবি অল্প জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ এ জাতীয় বই বাজারে যোগ হয় নাই ।
সাংবাদিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি সকলেরই উপযোগী ।”

—হিন্দুস্থান

“—বইখানি স্থলশাসিত, তথ্য বহুল এবং ছাপা, মলাট ইত্যাদিতে হুঁচকির পরিচয়
পাওয়া যায় ।”

—রামধনু

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পশ্চিমবঙ্গ	১৪১	● বিজ্ঞান	
পশ্চিম বঙ্গের জেলা ও মহকুমা	৩৩	বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	৪১
পশ্চিম-বঙ্গের সংলগ্ন বাংলা-ভাষা- ভাষী অঞ্চলসমূহ	৩৩	রয়েল সোসাইটির ভারতীয় সদস্যবৃন্দ	৪১
পশ্চিম-বঙ্গের জেলাবোর্ড	১৭৫	ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস	৪১
পশ্চিম-বঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটি রাজ্যপাল, মন্ত্রীমণ্ডলী ও পরিষদ সচিববর্গ	১৭৬	বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি- গণের নাম	৪১
পশ্চিম-বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ	১৪২	নোবেল পুরস্কার	৫
বাংলার মানচিত্র	১৮০	নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ	৫
বর্তমানের বিশিষ্ট বাজালী	১৮০	পৃথিবীর মৌলিক পদার্থ	৩১
		ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা	২০
		● ভারতবর্ষ	
		ভারতবর্ষ	

"...We are sure this brilliant year-book will receive due recognition."

—Forward.

“—প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানি হবিতার লাভ করুক সর্বশ্রেণীর লোকের কাছে, ইহাই আমাদের কামনা।”

—অন্নকুমি

“—প্রত্যেক স্থলে ইহার একখানি রাখিয়া শিক্ষকগণ বাবে বাবে হাতবগকে পড়িয়া জ্ঞানাইলে অনেক উপকার হইবে।”

—বরিশাল হিষ্টেবী

"...Will be of great demand from all quarters such as writers, teachers and students and traders etc."

—Hindusthan Standard

ভারত পুজ্য মহামহোপাধ্যায়
ঋণী কবিরাজ
গণতান্ত্র সৈন্য
আবিস্কৃত

কল্যাণ



প্রাণচাৰ্য্য কবিরাজ
ঐশ্বৰ্য্য কুমার সৈন্য
মহাশয়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে
প্রস্তুত

চলটি সন্মত ফলপ্রসূ মহোপকারী মহোষধি। ইহার প্রত্যেকটি অঙ্গণিত নরনারীকে রোগমুক্ত করিয়াছে

অমৃত ভোগ

অমৃতভোগ্য ও মৃতসঞ্জীবন :
বিবাহিত জীবনে অপরিহার্য
তরুণী পুরুষের অবিভক্তি,
শৈশবে অধিপতির কৈশরে
মৃতিক পৰিপোষক, বারুকো
কর নিবারণক—দুৰ্ভাগ্য ও
পুষ্টিৰ বাস্তব ও উষ্ম—
এতি টিট—২

মাহেশ্বর চক্রিকা

বিস্ত বিশ বৎসর যাবৎ এই
ঔষধ রক্তের চাপ হ্রাস (High
Blood Pressure) অনিচ্ছা
ও শিথিলতা বশতঃ মৃতিক বিকৃত
রোগে মৃত্যুঞ্জয় জায় কার্য করিয়া
আসিতেছে। মূল্য—১০০ বটিকা—
পূর্ণ ১ টিন—১

অম্লপিভাভুক

আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠকাঠিন্য,
অজীর্ণ, অরুচি, অরুচি, চোয়া-
ফেঁদুর ও তজ্জনিত উপসর্গমূহের
জ্ঞাত ফলপ্রসূ ঔষধ।
ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে
উপশম হয়। মূল্য প্রতি শিশি
(৪ আঁ:)—২

বৃক্ষ্য যোগ

যৌবনে যাহারা অকালবৃদ্ধ
হইয়াছেন তাহাদের পক্ষে
অমৃতভুক্ত। ইহা ঋণ, মৃগনাভী
ও উৎকৃষ্ট মকরজ্ঞে সহযোগে
প্রস্তুত। প্রত্যেক কলপ্রাপ
বলকারক মহোষধি। মূল্য
প্রতি শিশি ৩০ দিন
ব্যবহারোপযোগী—১০৪

কল্যাণ আয়ুর্বেদ ভবন

কল্যাণ প্রাসাদ • ২২৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ • কলিকাতা-৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভারতের ভাস্কর্য ও ঐতিহ্যের নিদর্শন	২	বিদেশে ভারতের বাণিজ্যদূত ভারতে বিদেশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ	১৩১ ১৩২
ভারতের বিখ্যাত মিউজিয়ম	২০৫	ভারতীয় রাষ্ট্রদূতবাসের ব্যয়	৩০২
ভারতের শৈলাবাস	১১	ভারতীয় পাল্লীমেন্ট	১৩৫
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রসমূহ, রাজ্যপাল ও মন্ত্রীমণ্ডলী	১৪০	● ভারতের শাসন-সংস্কার	
ভারতের বেতারকেন্দ্র	১৮৮	ক্রিপ্স প্রস্তাব	২৫৮
ভারতের রেলপথ	৩২৫	সিমল সম্মেলন	২৫৯
ভারতের বিমানপথ	৩০৬	ব্রিটিশ পাল্লীমেন্টারী ডেলিগেশন	২৬১
● ভারত-সরকার		ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন	২৬১
ভারতের রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীবর্গ	১ ৭	গণপরিষদ ও নূতন শাসনতন্ত্র	২৭২
বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিবর্গ	১২৮	ভারতের শাসন ব্যবস্থার মূল সূত্র	২৭৩
বিভিন্ন বিভাগের সচিববর্গ	১৩৪	● রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	
		ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র	২৭৪

‘—এই পুস্তক পাঠে বিচিত্র ঘটনা ও তথ্য শিগাহ বাঙালী পাঠককে তৃপ্ত করিবে
ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।’

—সোনার বাংলা

“...We recommend this year-book to every Bengali
family.”

—Fieldman.

‘—এমন একখানি পুস্তক বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে থাকা উচিত।’

—দেব

‘—এই বর্ষলিপিকানি সত্যিই একখানি মূল্যবান গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়েছে।’

—মহম্মদ

‘—আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় এর প্রতিটি অধ্যায়ের প্রয়োজনীয়তা :
অনবীকার্য।’

—উত্তর

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	২৪০	লৌহ ও ইস্পাত শিল্প	৭২
কংগ্রেস সভাপতিগণের নাম	২৪৭	চিনি শিল্প	৬৪
হিন্দু মহাসভা	২৫০	লবণ শিল্প	৬৬
ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল	২৫৪	কাগজ শিল্প	৬৬
ফরোয়ার্ড ব্লক	২৫৪	রসায়ন শিল্প	৬৭
ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি	২৫৫	পাট শিল্প	৬৯
স্বাভিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২৫৫	কুইনিং শিল্প	৬৮
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন		খনিজ শিল্প	৭১
কংগ্রেস	২৫৬	কয়লা শিল্প	৭১
নিখিল ভারত জাতীয় ট্রেড		সিমেন্ট শিল্প	৭৪
ইউনিয়ন কংগ্রেস	২৫৭	সীসা, তামা, এলুমিনিয়াম শিল্প	৭৪
● শিল্প ও বাণিজ্য		প্লাস্টিক শিল্প	৭৫
বস্ত্র শিল্প	৬২	কাঁচা ফিল্ম শিল্প	৭৫

‘বইখানি নিজগুণেই কোঁতুলী পাঠকদের কাছে সমাদর লাভ করিবে।’

—প্রবর্তক

‘পুস্তকখানি সর্বত্র সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।’

—পাণ্ডুলিপি

‘সংস্কৃতি বৈঠকের এই প্রচেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্যে একক স্থান অধিকার করিয়া আছে।’

—বার্তাবহ

‘আমরা পুস্তকখানিকে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দেখিতে ইচ্ছা করি।’

—প্রণব

“...Sanskriti Baithak has been rendering valuable service to Bengali literature by publishing this interesting & infomative year book.”

—Modern Review.

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃত্রিম রেশম শিল্প	৭৫	দ্রুত ও মাখন	৮১
কাঁচ শিল্প	৭৬	দিয়াশলাই শিল্প	৮২
চীনা মাটি শিল্প	৭৬	বিবিধ শিল্প	৮২
সাবান শিল্প	৭৬	ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের	
রং বাণিশ শিল্প	৭৭	উৎপাদন	৮৩
পশম শিল্প	৭৭	আমদানি রপ্তানি	৮৪
লাক্সা শিল্প	৭৮	ভারতের যুদ্ধোত্তর আর্থিক	
রেশম শিল্প	৭৮	পুনর্গঠন পরিকল্পনা	৮৫
রজ্জু শিল্প	৭৮	ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের	
গেঞ্জি শিল্প	৭৮	অর্থ নৈতিক অবস্থা	৮৭
চামড়া শিল্প	৭৯	বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব	৩১১
রবার শিল্প	৮১	বাংলার শিল্প	৮৮
বনস্পতি শিল্প	৮১	ব্যাঙ্কিং ও ইন্স্যুরেন্স	৯৫

“বাংলা বর্ধলিপি অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা ও গৃহস্থ-উভয়ের বিশেষ উপকার আসিবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।’

—স্বরাজ

‘সহস্র ও হ্রস্বগ্রাহী ভাষায় বাংলা ও সমগ্র ভারতের প্রায় সকল জাতব্য বিষয়সমূহ তথ্যে ইহা পূর্ণ। বাংলার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একখানি করিয়া রাখা উচিত।’

—শিক্ষক

“—বর্ধলিপির দিক হইতেই শুধু নহে, নানা জাতব্য তথ্যের ভাণ্ডাররূপে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।”

—অন্নপূর্ণা

“...যেহেতু নিপুণভাবে সকল জাতব্য বিষয় সরিষিষ্ট করা হয়েছে, তাহে প্রতিটি অধ্যায় অনুসন্ধিৎসু মনের আসের পরিসর বৃদ্ধি করবে।”

—দীপান্বন

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	৩১৬	● সাধারণ জ্ঞান	
● শিক্ষা		পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গসমূহ	৩৩
ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	১০২	„ উচ্চতম অট্টালিকাসমূহ	৩৯
মলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- চ্যান্সেলারগণের নাম	৪৩	„ বৃহত্তম মহাসাগরসমূহ	৩৯
জাত্যন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড	২০৪	„ দীর্ঘতম স্তম্ভপথসমূহ	৩৯
ভারতের চারুকলা শিক্ষা		„ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী	৩৯
প্রতিষ্ঠান	২০৫	„ বৃহত্তম দ্বীপসমূহ	৩৯
পশ্চিম-বঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা	২০৬	„ বৃহত্তম নগরসমূহের	
● সংশোধন সংযোজন	১৮০	জনসংখ্যা	৪০

জনসংখ্যা, পূর্ত বিভাগ ও জিলাবোর্ড প্রভৃতির

কন্ট্রোল

টিউবওয়েল খননকার্যে বিশেষজ্ঞ

শি, বি, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং

সন্তোষপুর

পোঃ—দত্তপুকুর

২৪ পরগণা

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পৃথিবীর বিখ্যাত ভূমিকম্প ও অগ্ন্যাংগার	৪০	বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভাপতির নাম	১২৫
পৃথিবীর বৃহত্তম, দীর্ঘতম প্রভৃতি	৪০	" " প্রধান মন্ত্রীর নাম	১২৬
ভারতের বৃহত্তম দীর্ঘতম প্রভৃতি	৪১	পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ	২২
ভারতের সুদীর্ঘ সেতুসমূহ	৪২	● সংশোধন-সংযোজন	
নতুন হাওড়া সেতু	৪২	● সেচ	
ভারতের মধ্যে বাঙ্গালীই প্রথম—	৪৪	ভারতের বিভিন্ন জলসেচ	
বুটিশ র‍্যাকাডেমীর ভারতীয় সদস্য	৪৭	পশ্চিমবঙ্গের সেচ ব্যবস্থা	২২৬
বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজার নাম	১২৫	পশ্চিমবঙ্গের সেচ পরিকল্পনা	২২৮
" " বড়লাটের নাম	১২৫	● দিনপঞ্জী—১৩৫৭ পরিশিষ্ট	

ইঙ্গিত

(১ম ভাগ—২য় সংস্করণ)

মূল্য দেড় টাকা ।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—

‘—ইঙ্গিত বইখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ
করিলাম । ইহার ইঙ্গিতগুলি বিচিত্র রসে
পূর্ণ ।’

“—গল্পগুলি হৃদয়কে স্পর্শ করে, আনন্দিত করে স্রিয়মান করে, মুগ্ধ করে । বইট
কাব্য রসিকের পাঠ্য ।”

—প্রবাসী

“—আলোচ্য গল্পের বইখানি আপন বৈশিষ্ট্যের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ।”

—ভারত

‘—বাঙ্গলা সাহিত্যে এটি একটি অভিনব গ্রন্থ ।’

—আনন্দবাজার পত্রিকা

“...It gave us great delight to go through the short
& beautiful sketches of Mr. Acharya Chowdhury.
...These sketches of surprising merit & interest...”

—Amrita Bazar Patrika.

সংস্কৃতি বৈঠক কর্তৃক প্রকাশিত

বিষয় সমূহ

মাদম জুমাৰী	বাংলা—পশ্চিমবঙ্গ
জন, মাপ, অর্থ ইত্যাদি	বাংলার মানচিত্র
লিলাত	বিজ্ঞান
ফবি	ভারতবর্ষ
খলা-খলা	ভারত সরকার
টিনা-প্রবাহ (১৩৫৬)	ভারতের শাসন সংস্কার
চকিংস ও জনস্বাস্থ্য	রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
হায়াচি	শিল্প ও বাণিজ্য
হাতের সজীত	শিক্ষা
গক মাণ্ডল	সংশোধন-সংযোজন
গপ ও বৃষ্টিপাত	সাধারণ জ্ঞান
গিকিহান	সেচ
ত'মানের বিশিষ্ট বাঙ্গালী	পরিশিষ্ট—দিনপঞ্জী (১৩৫৭)
জ্যেট	

“...বাংলা ভাষার নির্ভরযোগ্য বর্ধলিপির যে অভাব ছিলো, ‘বাংলা বর্ধলিপি’
নিঃসন্দেহে তা পূরণ করবে বলেই আশা করা যায়।...”

—সত্যমুগ

‘...আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।’

—সাপ্তাহিক বিশ্ববার্তা

‘...ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠক পাঠিকারই বিশেষ কাজে আসিবে।’

—বঙ্গীয় গ্রন্থপ্রচার সমিতি

‘...বাংলা ভাষায় ইহা একটি প্রয়োজনীয় বই।’

—বঙ্গলক্ষী

‘...এরূপ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ পুস্তক সকল দেশের লোকের নিকট সমাদৃত হইবার
শা করা যায়।’

—নীহার

সংশোধন, সংযোজন, শেষ সংবাদ

পৃ: ২৯—

হইবে—

আয়তন

লোকসংখ্যা

ভারতবর্ষ (যুক্তরাষ্ট্র)	১২,২০,০০০ বর্গমাইল	৩৩ কোটি ৬৩ লক্ষ
পাকিস্তান	৩,৫৭,৬৮৩	৭ " ৬১

পৃ: ১০১—

খেলাঘুলা—রগজি প্রতিযোগিতা—

১৯৪২-৪০—বিজেতা—বরোদা।

পৃ: ১১০—

আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতা—

১৯৫০—বিজেতা—কাটমন্স।

পৃ: ১১১—

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা—

বিজেতা—১৯৪২—পূর্ব-পাঞ্জাব; ১৯৫০—পাঞ্জাব।

কলিকাতা হকি লীগ—১৯৫০—বিজেতা কাটমন্স।

পৃ: ১৩২—

ভারতে ইন্ডোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত—ডা: সুদর্শন।

পৃ: ১৫১—

পাঞ্জাবের (ভারত) নতুন মন্ত্রী—ক্যাপ্টেন রগজিৎ সিং (পৃষ্ঠ ৩
বিভাগ)।

পৃ: ২০৪—

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—

নতুন গভর্নর—লে: কর্নেল সাহেব জাদা মহম্মদ খুরশীদ।

পৃ: ২৫৩—

হিন্দু মহাসভা—

১৯৪২ খ্র: ২ মে তারিখে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী
সমিতি পুনরায় মহাসভার রাজনীতিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাংলা বর্ষলিপি

‘বাংলার বর্ষলিপি প্রকাশ করার পথিকৃৎ আলোচ্য পুস্তকের প্রকাশকমণ্ডলী।

—কান্তনী

‘বিশেষ ইহার ভাষা সরল, বিষয় নব্বিশে শতাব্দীর প্রাচীনতা এবং ছাপাই ও প্রচ্ছদপট স্থলর হওয়ার গুণের তুলনায় মূল্য অল্পই হইয়াছে।’

—প্রদীপ

‘প্রত্যেক বাঙ্গালী এই গ্রন্থটিকে সমাদরে গৃহে স্থান দিবে এই আমরা চাই।’

—সাপ্তাহিক কংগ্রেস

‘আধুনিক দিনের অনেক জ্ঞাতব্য পুস্তকখানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।’

—আর্য্য

‘এইরূপ প্রয়োজনীয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া সংস্কৃতি বৈঠক বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।’

—ইউনিয়ন বোর্ড

‘ইহাতে জানিবার ও শিখিবার অনেক কিছুই রহিয়াছে।’

—মুর্শিদাবাদ হিতৈষী

‘ইহার ভাষা সরল, পতি সহজ, পরিধি ব্যাপক। বাংলা বর্ষলিপির সম্মানকমণ্ডলী আজ সারা বাংলার কাছেই ধন্যবাদার্থ।’

—মহাজাতি

‘আমরা অনুসন্ধিৎ বাঙ্গালী পাঠকমহলে এই পুস্তকটির বহুল প্রচলন কামনা করি।’

—আর্থিক জগৎ

‘...The editor has done a valuable service to the nation’

—Nation

‘বাংলার ঘরে ঘরে এর প্রচলন দেখলে খুশী হব।’

—রামধনু

‘খুঁটির পাতার পাতার এত পড়বার আবদার জিহ্বা আছে যে বাস্তবে প্রকাশিত অনেক নাটক মতনের চেয়ে অনেক বেশী সুখপাঠ্য।’

—ক্রীড়া

সংস্কৃতি বৈঠক



লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-রসিক

শ্রীরাজশেখর বসু

ভূমিকায় লিখেছেন—

—এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, সকল দারিদ্র
আমাদের উপর পড়েছে, হুতরাং ক্ষত্রবৃদ্ধির
উপযুক্ত চর্চা এখন ধর্ম'কার্য। লেখার ক্ষেত্রে
আবাল বৃদ্ধ, হিংসক অহিংসক সকল লোকেরই
উপভোগ্য হয়েছে। এই চিত্তাকর্ষক পুস্তকের
কামনা করি।

প্রসিদ্ধ শিকারী

মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহের

শিকারের কথা

পড়ে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছেন—

কিশোরদের জন্য রচিত হলেও বড়রাও এই গ্রন্থ পাঠে সমান আনন্দ
পাইবেন। আজগুবি গ্র্যাডুয়েটস্‌কারের কাহিনী অব্যবহিত শিশু সাহিত্যে
গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট আসন দাবী করিবে।

প্রবাসী, মৌচাক, মন্দিরা প্রভৃতিও বইখানি
পড়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন।

সচিত্র, বোর্ডে বাঁধাই—মূল্য আড়াই টাকা

বর্তমান শতাব্দীর ভারতের তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীর কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য ও আনন্দ বাঙালীরা বিশেষভাবেই লাভ করেছি এবং এই পরিচয়কে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলার কতবাও আমাদের রয়েছে। সাহিত্য-বিবেচনার কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে বিচারগুলি একত্র করে রবীন্দ্রনাথের মতামতকে পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করে উপস্থিত করার প্রয়াস এই গ্রন্থে করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী এম, এস-সি ; এম, এ
লিখিত

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শন

"...in his illuminating book reflects the subtle sensibility of Rabindranath helps to understand him better. This tense significant a interpreting volume will have meremous admiress."

—Amrita Bazar Patrika

আলোচনাগুলি সংক্ষিপ্ত, সরল ও হৃদয়গ্রাহী ; লেখক বিভিন্ন মতবাদ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া পৃথকখানিকে ভাষাক্রান্ত করিয়া তোলেন নাই বলিয়া সাধারণ পাঠকও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান ও ধারণা লাভ করিতে পারিবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

ফুলট কাগজে ছাপা, বোর্ডে বাঁধাই—বেড় টাকা

সংস্কৃতি বৈঠকের বই

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিজ্ঞান বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে হইতেছে। কিন্তু, বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি না যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতি ক্রটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অথু যে-কোনো কারণে হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরে অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাহা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তাশুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিঃ যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাহাদের নিকট রুদ্ধ। আঃ যাহারা ইংরেজী জানেন, স্বভাবতঃই তাঁহারা ইংরেজি ভাষা দ্বারস্থ হন বলিয়া, বাংলাসাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লা করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলাসাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাশ্রুত হইলে চলিবে না। তাই এই ত্র্যুযোগে মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ত্র্যতী হইয়াছেন।

১ বৈশাখ ১৩৫০ হইতে এই গ্রন্থমালা নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে।

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

। ডালিকার কল্প পত্র লিখুন।

বিশ্বভারতী

৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর সেন, কলিকাতা ৭

প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসরে

২০ টা কা বোনা স

সামান্য প্রিমিয়ামে বীমাকারীর নিজের বার্ষিক্যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তাঁর
প্রিয়জনের সাচ্ছন্দ্য সাধনের এটি একটি লোভনীয় ব্যবস্থা।

২৫ বৎসর বয়স থেকে বৎসরে মাত্র ২৩১৮/১০ প্রিমিয়াম দিয়া গেলে ২৫ বৎসর
পরে বছরে ২০ টা কা নিশ্চিত বোনাসসহ মোট ৭৫০০ টা কা পাওনা পাড়াবে,
কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটলে ৫০০০ টা কা ও তৎসঙ্গে
প্রতি বৎসরে ১০০ টা কা বোনাস কোম্পানীর কাছ থেকে পাওনা হবে।
এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কিংবা হেড
অফিসে এসে বা লিখে জেনে নিন।

আর্যস্থান

ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

আর্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং,

১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

টেলিফোন : সিটি ৪০৬৬

জেনারেল ম্যানেজার—

শ্রীমহরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল

অন্তান্ত অফিসসমূহ—

মাঝাই, দিল্লী, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, বধমান, জলপাইগুড়ি, প্রভৃতি সহরে।

গোপাল সোপ ওয়ার্কসের

জি, এস, ডব্লু বার এবং রেডক্রস সাবান

প্রণে অননন্দ্য :

গোপাল সোপ ওয়ার্কস

১১৩, রাজা দীনেশ্বর ষ্ট্রিট, কলিকাতা

(কোন বি. বি. ১১৮)

কুমিল্লা ইউনিয়ন

ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত : ১৯২২

রেজিঃ অফিস :—৮, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা ।

২৭ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ দৃঢ় ভিত্তির উপর
নির্ভর করিয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন ।

কলিকাতার শাখাসমূহ : ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, ৯৯, এ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, ২২৫,
কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, ১৫৭-বি, ধর্মতলা স্ট্রিট, ১৩৯বি, রসায় রোড, ২১০১এ,
রাসবিহারী এভেনিউ ।

অস্তিত্ব শাখা : পশ্চিমবঙ্গ :—বোলপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর যেদিনীপুর । পূর্বা
বঙ্গলা :—বরিশাল, শৈবস্বজাঙ্গার; ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম
ঢাকা, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, মির্জাপুর, পাবনা, পুরাণবাঙ্গার, রাজশাহী ।
আসাম :—ধুবড়ী, ডিব্রুগড়, গোঁহাটি, জোড়হাট, নগাঁও, তিনহুঁকিয়া ।
বিহার :—পাটনা, পাটনা সিটি, হারভাঙ্গা, ভাগলপুর, মলংকরপুর ।
বোম্বাই :—দালাল স্ট্রিট, কোর্ট বোম্বাই, কলবাদেরী, বোম্বাই । মাদ্রাজ :—
৪০, মুকের নালা মুম্বাই স্ট্রিট । ইউ পি :—বেনারস, এলাহাবাদ ।

বিশেষতঃ এজেন্সীসমূহ : লণ্ডন—বার্কলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ।

আমেরিকা :—গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব্ নিউইয়র্ক ।

অষ্ট্রেলিয়া :—ব্যাঙ্ক অব্ নিউ সাউথ ওয়েলস, সিডনী ।

মধ্যপ্রাচ্য : বার্কলেজ ব্যাঙ্ক (ডি সি এবং ও এ) ।

কানাডা : বার্কলেজ ব্যাঙ্ক (কানাডা) । হালয় : ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : ডাঃ এস বি দত্ত

For Rexine, Oil-Cloth, Rain-Coats, Hat-Cover

—Etc.—

Calcutta Waterproof Works Ltd.

Office—87 Manicktolla Main Road, Calcutta.

Factory—84 Manicktolla Main Road, Calcutta.

Sree Satindra Nath Ganguly

Phone : B. B. 5519.

Managing Director.

রোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

স্থাপিত—১৮৭১

ভারতের সর্বপ্রাচীন জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান

দস্তিদার এণ্ড সন্স, চীফ এজেন্টস্
৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

ফোন—পি, কে—৩৫৩

ভাল বই পড়ুন

(৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞাপনদাতাগণের নাম

কলম্বিয়া গ্রাফোফোন কোম্পানী লি:	দৈবমন্ত্র কার্যালয়
কল্লতরু আয়ুর্বেদ ভবন	ডিরিয়েন্ট প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং
পি. বি. চ্যাটার্জি এণ্ড কোম্পানী	হাউস
বিশ্বভারতী	ক্যালকাটা ড্রাগ হাউস
আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী লি:	লেন্দারল্যাণ্ড লিমিটেড
গোপাল সোপ ওয়ার্কস	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লি:	
ক্যালকাটা ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস লি:	সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল
বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স	ইনসিওরেন্স কোম্পানী
সোসাইটি লিমিটেড	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লি:
ক্যালকাটা ক্যাবিনেট কোং	ইণ্ডিয়া গ্রাশনাল ডেয়ারী ফার্ম লি:
চোলকো কেমিকেল ওয়ার্কস	সোমরাজ
ভারত অয়েল মিল	চোল এণ্ড কোং
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ডট্রাষ্ট লি:	ক'থুদাবানল
লুইসি কানন	স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী
বঙ্গলক্ষী ইনসিওরেন্স লি:	ক্যালকাটা গ্রাশনাল ব্যাঙ্ক লি:
জিওয়ারাল লিমিটেড	কৃষ্ণ মিত্র এণ্ড কোং
ডাঃ এস. স্ত্রাবান	গ্রাশনাল ইকনমিক প্রভিডেন্ট
সুনোহর সার্ভিস স্টেশন	ইনসিওরেন্স
ইণ্ডিয়া স্নাক এণ্ড মার্কেটাইল কোং	কুঁচের তৈল
শিল্পক	ভিলক আয়ুর্বেদিক ফার্মেসী লি:
হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লি:	ভাগ্যলক্ষী ইনসিওরেন্স লি:
মেটাল সিনাস' স্মাণ্ড প্রিন্টার্স লি:	প্যালেডিয়াম স্মাণ্ডারেন্স কোং লি:

বাংলা বর্ষলিপি

সপ্তম বর্ষ

১৩৫৭

হে ভারত,....ভুলিও না—নীচ জাতি, মুখ,
 দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত তোমার
 ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে
 বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই;
 বল—মুখ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, জ্ঞান্ধ
 ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমরা ভাই; তুমিও
 কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—
 ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ,
 ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ
 আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার
 বার্ককোর বারাগসী; বল ভাই—ভারতের মুক্তিকা
 আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ,
 আর বল দিন রাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে,
 আমায় মনুষ্য দাও; না, আমার দুর্বলতা
 “কাপুরুষতা দূর কর, আমার মানুষ কর।”

—স্বামী বিবেকানন্দ

জনগণমন—

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা ।

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ

বিজ্জা হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল কলধিতরঙ্গ

তব শুভ নামে জাগে,

তব শুভ আশিষ মাগে,

গাহে তব ভয়গাথা ।

জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা ।

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

অহরহ তব আস্থান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী

হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী

পূরব পশ্চিম আসে

তব সিংহাসন-পাশে

প্রেমহার হয় গাঁথা ।

জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা ।

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

পত্তন অভ্যদয় বজ্রর পদ্মা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,

হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি ।

দারুণ বিপ্লব-মাঝে

তব শঙ্খধ্বনি বাজে

সংকটদুঃখত্রাতা ।

জনগণপথ পরিচায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা ।

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মুর্ছিত দেশে

জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেঘে ।

দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে

রক্ষা করিলে অঙ্গে

স্নেহময়ী তুমি মাতা ।

জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা ।

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

রাজি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয় গিরি ভালে,

গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন রস চালে ।

তব করুণাকরুণাগে

নিজিত ভারত জাগে

তব চরণে নত মাথা ।

জয় জয় জয় হে, জয় রাধেশ্বর ভারত ভাগ্যবিধাতা ।

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুকলাং মলয়জ শীতলাং
শতশ্রামলাং মাতরম্ ।

গুহ্যজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীম্
ফুলকুসুমিতক্রমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীম্ সুমধুর ভাবিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটীভু তৈজস্বত খর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে ।

বহুবলধারিণীম্ নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীম্ মাতরম্ ।

তুমি বিজ্ঞা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
স্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।

বাহতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ।

স্বং হি জুগা দশপ্রহরণ ধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিজ্ঞাদারিণী নমামি স্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্
সুজলাম্ সুকলাম্ মাতরম্ ।
বন্দে মাতরম্ ।

শ্রমিলাম্ সরলাম্ স্নানিতাম্ ভূষিতাম্
ধরণীম্ তরণীম্ মাতরম্
বন্দে মাতরম্ ।

—বঙ্কিমচন্দ্র

“ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল মেত্র,
মহিমার তুমি কণ্ঠস্থি না, এশিয়ার তুমি তাঁর্য্যকত্র ।

—বিজ্ঞানলাল

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের ইতিহাস এক সুপ্রাচীন সভ্যতার অবদান ও অগ্রগতির কাহিনী । এই সভ্যতার পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষসাধনের বিভিন্ন ধারা দেখা যায় । বিভিন্ন ধারাকে রূপনান করিয়াছে ভারতের চিন্তা ও মননশীলতা, তাহার ঐক্য ও সমন্বয়ের সাধনা । জাতিগত সংমিশ্রণ, ভূ-পরিবেশ ইত্যাদি ইহার উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া উঠিয়াছে ।

ভারতের সভ্যতা যুগ-যুগান্তকালের হইলেও অতীত দেশের মতই এখানে একটি “প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের” অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় । “আদি-প্রস্তরযুগের” ভারতবাসী ব্যবহার করিত পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র ও দৈনিক প্রয়োজনীয় ব্যবহার-দ্রব্য । কৃষির প্রচলন, অগ্নির ব্যবহার এবং মৃৎ অথবা ধাতুশিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োগ তখন ছিল না । ইহার পর “নব্য-প্রস্তরযুগ” আসিল সভ্যতার প্রথম পরিচয় লইয়া । কৃষির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এখন অগ্নির ব্যবহার শিখিয়াছে । ইহার কিছু পরেই তামা ও লোহা প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল “ধাতু-যুগ” । এই নব্য-প্রস্তরযুগ হইতে ধাতু-যুগের বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করিতে পারি-নিম্ন সিদ্ধ উপত্যকার মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতার মধ্যে । এই সভ্যতাকে ভারতের সর্বপ্রাচীন সভ্যতা আখ্যা দেওয়া বাইতে পারে । এই সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় ও মেসোপটেমিয় সভ্যতার মিল খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে । তাহা হইতে এই সভ্যতার তারিখ নির্দেশ করা হইয়াছে খৃঃ পূঃ তিন হাজার থেকে চার হাজার বছরের মধ্যে । এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে দেখা যায় এক পরিপূর্ণ নাগরিক জীবনের বিকাশ । মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্থল হইতে যে অবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নাগরিক জীবনের সুবিধার সমস্ত রকমই বন্দোবস্ত দেখা যায় । এখানকার লোকদের ধর্ম বিশ্বাসের যেটুকু নিদর্শন

আমরা পাই তাহাতে হিন্দুধর্মের কিছু ভাব বখা—শিব-উপাসনা ও সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনা দেখা যায়। এখানকার সভ্যতাকে ত্রাবিড় সভ্যতা বলিয়া মনে করা হয়। ইহার পর আমরা পরিচিত হই ঋগ্বেদের যুগের আর্যসভ্যতার সঙ্গে। আর্যসভ্যতার প্রাথমিক বিকাশের তারিখ এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই এবং তাহার ফলে এই সভ্যতার সঙ্গে নিম্ন-সিদ্ধু সভ্যতার সম্পর্ক নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। গ্রামীন্ ঋগ্বেদীয় সভ্যতা শেবোক্ত সভ্যতা হইতে ভিন্ন ধরণের ছিল। 'গ্রামকে' কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন আর্য গোষ্ঠী এখনকার আকগানিহান ও পাজাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। প্রকৃতি-উপাসনা ছিল নবাগত কৃষি-জীবী আর্যদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী বৈদিকযুগে দেখা যায় আর্যরা পাজাবের সীমা অতিক্রম করিয়া গন্ধা-যমুনা বিধৌত অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। এদেশে স্থায়ীভাবে স্থিতি পাওয়ার এখন তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আসিল। সমাজের বিভিন্ন ধরণের কাজের প্রয়োজনে ও নিজেদের থেকে বিজিত দস্যু-দিগকে পৃথক বা হীন মনে করার জন্ত জাতিভেদ প্রথা স্থাপিত হইল। সমাজ আচার অনুষ্ঠানের নিগড়ে বাঁধা পড়িল—বাগ যজ্ঞের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। সামাজিক বিধি ব্যবস্থার জীবন যখন অনেকটা স্থিতিশীল হইল তখন আর্যগণ জীবনের অর্থ অনুসন্ধানের অবকাশ পাইল। তাহাই অভিব্যক্তি পাওয়া যায় উপনিষদের দর্শনে। কিন্তু সাধারণ লোকের গভীর প্রব্ধ লইয়া আলোচনার অবসর ছিল না—তাহাদের সামাজিক দায়িত্বই ছিল বেশী। এদিকে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে ইতিহাসের পরিচিত রাজনৈতিক জীবনের সূত্র। উত্তর ভারতে প্রায় বোলটি 'জনপদ' বা রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল না। এই রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইয়া উঠে মগধ। এই ধারার আমরা চরম পন্নিপতি দেখি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য পশ্চিমে আকগানি-

স্থান হইতে পূর্বে বাংলা দেশে ও উত্তরে কান্দীর নেপাল হইতে দক্ষিণে মহীশূরের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের কথা বলিতে গেলে ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্ম-জীবনের বিপ্লবের কথা বলা অগরিহায্য। সামাজিক অবিচার ও অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন মহাবীর গৌতম ও বুদ্ধ। বৈদিক ধর্ম ও পুঁথিকে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা জনসাধারণের সম্মুখে এক নৈতিক জীবনের আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন। বৌদ্ধধর্ম কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের না হইয়া সর্বজনীন ধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। সম্রাট অশোকের সময় মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার, ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অর্থাৎ গ্রীসে, উত্তর আফ্রিকার ও মিশরে, সিংহল ও ব্রহ্মে বুদ্ধের বাণী পৌঁছিল। জৈনধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে আবদ্ধ রহিল। মোর্ঘ সাম্রাজ্যের পতনের পর আমরা শুণ্ড সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে (খৃঃ চতুর্থ শতকে) রাজনৈতিক বিবর্তনের আর এক পরিচর পাই। কিন্তু আমাদের নিকট এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তীকালীন ইতিহাস কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের সভ্যতা এই সময়ে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নানা জাতির অবদানে। মোর্ঘ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে পারসিক ও গ্রীক আক্রমণের দ্বারা বিদেশীদের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে পাকাব ও সিদ্ধ পারস্তের প্রদেশরূপে পরিগণিত হইত। তাহার পর খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ঘটে। কিন্তু মোর্ঘ সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের ঐক্যবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। উত্তর পশ্চিম ভারতে ও আকগানিস্থানে আগমন হইল ব্যাকট্রিয়ান, পার্থিয়ান, শক ও কুষাণদের। নব নব জাতির সভ্যতার সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হইল ভারতবর্ষ। খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে কণিক রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার সময়ে কুষাণ রাজ্যের সীমানা মধ্য এশিয়া হইতে ভারতের মধ্যে গঙ্গা-যমুনা অঞ্চল অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন আসিয়াছিল স্বাভাবিক

ভাবে। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রান্তে ও মধ্য এশিয়ার ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিমের গান্ধার অঞ্চলে একটি বিশেষ শিল্প গড়িয়া উঠে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রীক পদ্ধতিতে ভাস্কর্যের মধ্যে ভারতীয় ভাবধারা পরিষ্কৃটন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম ও 'হীনযান' ও 'মহাযান' রূপ পরিগ্রহণ করে। দেবতারূপে কল্পনা করিয়া বুদ্ধের উপাসনা আরম্ভ হয় 'মহাযান' মতাবলম্বীদের মধ্যে।

মৌর্য রাজবংশের পতনের পর মগধে স্তম্ভ ও কাস্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় ও দক্ষিণ ভারতে অভ্যুত্থান হয় অন্ধ্র বা শতবাহন পরিবারেয়। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল শকরাজ্য-সমূহ। গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠার ফলে ভারতে পুনরায় ঐক্যবন্ধন গড়িয়া উঠিল। সমুদ্রগুপ্তের সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদ আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় এই সাম্রাজ্যের চরম ব্যাপ্তি ঘটে। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট ও পাকিস্তান হইতে পূর্বে বাংলা দেশ পর্যন্ত ও দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশ লইয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল। গত বিভিন্ন শতাব্দীর সংস্কৃতির সঞ্চয়ের এক পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় গুপ্ত আমলের "সুবর্ণযুগে"। হিন্দু ধর্ম রাষ্ট্র ধর্ম হইলেও ধর্ম প্রতিভা বিকাশের প্রতিগহী হইয়া উঠে নাই। শিল্প, চাক্রকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইল। সুশাসিত রাজ্যে জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের মানও ছিল খুব উচ্চ। ভারতবাসীর বিজ্ঞানী মনের পরিচায়ক হিসাবে এই সময়ে জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে উন্নতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

বৈদেশিক হুণদের আক্রমণে ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগে গুপ্ত সাম্রাজ্য খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তারপর খানেশ্বর ও কনৌজের রাজা ধ্রু: সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর ভারতকে কিছু ঐক্যবদ্ধ করিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে আরম্ভ হইল ছোট ছোট রাজ-বংশের ইতিহাস। উত্তর ভারতের গুজর প্রতিহার ও পাল রাজবংশ

এবং দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূট এই ত্রিশক্তির মধ্যে প্রাধান্যের জন্ত সংগ্রাম ইতিহাসের গতি পরিচালনা করিল। কোনোজে যখন গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন উঃ পঃ ভারতে উন্ম বা উদভাণ্ডপুরে হিন্দু শাহী রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। এদিকে গুর্জর প্রতিহার রাজগণের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া গুজরাট, মালব, রাজপুতানা ও মধ্যভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যখন ভারতবর্ষের এইরকম রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তখন ভারতবর্ষে গজনির সুলতান মাহমুদের আগমন হইল। তাহার পূর্বে সিন্ধুদেশ আরবদিগের দ্বারা বিজিত হইয়াছিল; কিন্তু ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক তখন বিশেষভাবে স্থাপিত হয় নাই। সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণও ভারতের আর্থিক সম্পদহানি ছাড়া বিশেষ কিছু ঘটাতে পারে নাই। তবে উঃ পঃ সীমান্ত এলাকা ও পাঞ্জাব গজনির অধীন হইল। একাদশ শতকের প্রারম্ভে সুলতান মাহমুদের আক্রমণ হইয়াছিল এবং তাহার দ্বারা ভারতের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকট হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নূতন আক্রমণ হইল 'ঘোর রাজ্যের শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর দ্বারা। ভারতবর্ষে এখন মুসলমান আধিপত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সময় (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনার) উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারত বিজয় আরম্ভ হইল। হিন্দু রাজ্যগুলি আলাউদ্দিনের আত্মগত্য স্বীকার করিল। কিন্তু ভারতের ইতিহাসের কেন্দ্রাতিগ গতি দেখা দিল তুঘলক রাজবংশের দুর্বলতার তৈমুরের ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্তী সৈয়দ ও লোদীবংশীয় রাজগণ এই গতি রোধ করিতে পারেন নাই। উত্তর ভারতে গুজরাট মালব, মেবার, বাংলাদেশ, জৌনপুর ইত্যাদি স্বাধীন রাজ্যের এবং দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর ও বাহমণী রাজ্যদ্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতে আর একজন নূতন আক্রমণকারী আসিলেন

বার। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। আকবরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্য অসুস্থ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল এবং আওরংজেবের কালে সাম্রাজ্যের পরিসর সর্বাধিক বৃদ্ধি পাইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশে আগমন হইল ইউরোপীয়দের। বাণিজ্য-সম্পদ আহরণের জন্য সমসাময়িক রাজনীতি সাম্রাজ্যলিপ্সু হইয়া উঠার সুযোগ দিল। তাহারই পরিণতি দেখা যায় উন্নততর শিল্পজীবনের দীক্ষায় দীক্ষিত ইংরাজদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়।

ভারতবর্ষের জীবনে মুসলমান সভ্যতার প্রভাব জানা না থাকিলে গ্রীক-ইউরোপীয় ইতিহাসের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। বিজয়ী শাসকরূপে তুর্ক আফগান ও মোগলেরা এদেশে আসিয়াছিলেন এবং ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি এত বেশী ছিল যে পূর্বের মত হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে তাহার অবলুপ্তি ঘটে নাই। তবে ভারতবর্ষে যে একটা হিন্দু-ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যে, স্থাপত্যশিল্পে, চিত্রকলায়, দর্শনে, এমন কি ধর্মে এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। উচ্চতর রাজনীতি মানুষের জীবনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাই জনসাধারণের মধ্যে খুব বেশী বুঝাপড়ার অভাব ছিল না। রাজপুত ভজিমার চিত্রকলা, উর্দু সাহিত্যের বিকাশ, সুফী দর্শন ও হিন্দুধর্মে “ভক্তি” মতবাদের প্রাবল্য ইহারই ফল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উৎপীড়ন ছিল না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

মোগল শাসনের শেষভাগ দেখা যায় শিল্প বাণিজ্যে অবনতির সূচনা, অর্থবিপ্লব, বহিঃআক্রমণ ও ক্ষুদ্র জাতীয়তাবোধ। এই দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজদের আগমন হয়। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চল অধিকারের পর তাহাদের মহীশূরের হারদার আলি ও টিপুসুলতানের ও মারাঠাদের প্রতিপক্ষতার সম্মুখীন হইতে হয়। লর্ড ক্লয়েলসলি

তাহার “অধীনভামূলক মিত্রতা” নীতি প্রয়োগ করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ইংরেজ প্রভাব বিস্তার করিলেন। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে পঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হওয়ার সাম্রাজ্যের বিস্তার অনেক বাড়িল। তাহার “বাজেয়াপ্তকরণ” নীতির ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ইংরাজদের পদানত হইল। ইংরাজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম মতবাদ দেখা দিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে। তাহারই পরিণতি ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রত্যাকভাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ। ইংলণ্ডের রাণী হইলেন ভারতের সাম্রাজ্ঞী। দেশীয় রাজাগুলির উপর তাহার সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইংরাজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে দেখা দিল জাতীয়তার উন্মেষ। পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীরা মধ্যে দেশপ্রেমের নবজাগরণ হইল। সামাজিক জীবনেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই নূতন পথের প্রথম পথিক রাজা রামমোহন রায়। সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক সচেতনতার তিনি হইলেন অগ্রদূত। ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করার জন্ত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান কন্সগ্রেশনের প্রতিষ্ঠা হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয়েরা এই আন্দোলনে অগ্রণী হইলেন। ইহার পর মুসলমান জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব করিলেন জ্ঞান সৈয়দ আহমেদ আলিগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা। তৎপরে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠিত হইল মুসলীম লীগ। ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের ইতিহাস জাতীয়সংগ্রামের ইতিহাস— বাহার পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাহারই পরিসমাপ্তি। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষ স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র রূপে ঘোষিত হইল।

ভারতের ভাস্কর্য ও ঐতিহ্যের নিদর্শন

• **অজন্তা**—হারজাবাদ রাজ্যে অবস্থিত গিরিগুহাগুলির প্রাচীরচিত্র-সমূহ প্রাচীন ভারতীয় উচ্চাঙ্গ শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন।

ইলোরা—হারজাবাদ রাজ্যের ওরঙ্গাবাদ জেলার অবস্থিত গিরি-গুহাগুলি প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের শিল্পনৈপুণ্য বহন করিতেছে।

• **কোনারকের সূর্যমন্দির**—উড়িষ্যার পুরী হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই বিরাট প্রস্তর মন্দিরের কিয়দংশ নষ্ট হইলেও ইহা এখনও প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের চরম নিদর্শন। ইহা বিদেশীর নিকট "স্ন্যাক প্যাগোডা" নামে পরিচিত।

হস্তী-গুহা—বোম্বাই শহরের অনতিদূরে এলিফাণ্টা দ্বীপে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বরের মন্দির—উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দিরগুলিতে উচ্চাঙ্গের শিল্পচাতুর্য লক্ষিত হয়।

ধর্মমন্দির—পূর্বপাঞ্জাবের অমৃতসরে অবস্থিত শিখধর্মের ধর্মমন্দির।

সীমাচলম্ মন্দির—মাদ্রাজে ওয়ালটেরর হইতে ৮ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত বরাহ নরসিংহের মন্দির।

মিনাক্ষীদেবীর মন্দির—দক্ষিণভারতের মাদুরায় অবস্থিত শিব ও মিনাক্ষীদেবীর মন্দির প্রাচীন দ্রাবিড়-সংস্কৃতির নিদর্শন।

কিছুমন্দির—মাদ্রাজের ত্রিচিনপল্লীতে অবস্থিত এই বিরাট মন্দিরে এক হাজার খাম আছে।

রামেশ্বরের মন্দির—দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরে অবস্থিত এই বিরাট মন্দিরটির স্বল্প ভাস্কর্য ভারতের পুরাতন শিল্পনৈপুণ্যের উৎকর্ষতার পরিচায়ক।

বিজয়-স্তম্ভ—রাজপুতানার চিতোরে অবস্থিত ১২২ ফিট উচ্চ স্তম্ভ।

সাঁচী-স্তূপ—ভূপাল রাজ্যে সাঁচীতে একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ৫৬ ফিট উচ্চ এই স্তূপটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন।

• **বুদ্ধগয়ার মন্দির**—২০০ ফিট উচ্চ এই মন্দিরটি বিহারে গয়ায়

সন্নিকটে অবস্থিত। গৌতম-বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের স্থানকে স্মরণীয় করার জন্ত এই মন্দিরটি রাজা অশোক কর্তৃক নির্মিত হয়।

সারনাথের স্তূপ—কাশীর সন্নিকটে সারনাথ নামক স্থানে অবস্থিত ১০৪ ফিট উচ্চ স্তূপ। এখানে বুদ্ধদেব তাঁহার নির্বাণের বাণী প্রথম প্রচার করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় বৌদ্ধযুগের বহু প্রাচীন নিদর্শন ভূগর্ভ খনন করিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে।

• **তাজমহল**—যুক্ত-প্রদেশের আগ্রায় যমুনানদীর তীরে সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক তাঁহার মহিষী মমতাজমহলের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত খেত-মর্মর সৌধ। ২৩০ ফিট উচ্চ এই সৌধটি মোগল-ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কুতুবমিনার—দিল্লীর অনতিদূরে অয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত ২৮০ ফিট উচ্চ এই মিনারটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ মিনার।

মহেঞ্জোদারো—উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইষ্টক নির্মিত গৃহাদি ও জলনিকাসন ব্যবস্থা, অলঙ্কার, শিল্পকার্যখচিত মৃৎপাত্র প্রভৃতি পুরাতন যুগের উন্নত সভ্যতার পরিচয় দিতেছে। ইহা বর্তমানে পাকিস্থানে অবস্থিত।

গোলগড়—বিজাপুরে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম গম্বুজ।

আগ্রা ও দিল্লীর দুর্গ—আগ্রা ও দিল্লীর দুর্গ দুইটি মোগল যুগের স্থাপত্য ও শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন।

• **নালান্দা**—বিহারে বজ্রিয়াপুরের অনতিদূরে নালান্দায় বৌদ্ধ-যুগের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার নিদর্শন বহন করিতেছে।

তক্ষশীলা—রাওলপিণ্ডির ২০ মাইল দূরে অবস্থিত বৌদ্ধযুগের খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত হাজার বছরের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে পাকিস্থানে অবস্থিত।

ভারতের শৈলাবাস

শৈলাবাস	উচ্চতা (ফিট)	শৈলাবাস	উচ্চতা (ফিট)
অমরনাথ (কাশ্মীর)	১৩,০০০	ল্যান্ডাউন (যুক্তপ্রদেশ)	৬,০৬০
ডালহৌসী (যুক্তপ্রদেশ)	৭,৮৬৭	আলমোড়া (ঐ)	৪,৫০০
উটকামণ্ড (মাদ্রাজ)	৭,৪২০	শ্রীনগর (কাশ্মীর)	৫,২৫০
কোদাইকানাল (ঐ)	৭,০০০	শিলং (আসাম)	৪,৯৮৭
সিমলা (পূর্ব পাঞ্জাব)	৭,০৫৭	কার্গিল (পশ্চিমবঙ্গ)	৪,৮৬৪
দার্জিলিং (পশ্চিমবঙ্গ)	৬,৮১২	কুলুভালা (পূর্ব পাঞ্জাব)	৪,৭০০
কুহুর (মাদ্রাজ)	৬,৭৪০	পাঁচমারী (মধ্যপ্রদেশ)	৪,৫০০
মুসোরী (যুক্তপ্রদেশ)	৬,৬০০	মহাবালেশ্বর (বোম্বাই)	৪,৫০০
নৈনিতাল (ঐ)	৬,৪০০	কালিম্পং (পশ্চিমবঙ্গ)	৩,৯৩৩
কসৌলী (পূর্ব পাঞ্জাব)	৬,২০০	মাউন্ট আবু (রাজপুতানা)	৩,৮০০

বাংলা

ঐচৈতন্য, জীৱামক্‌ক, স্বামী বিবেকানন্দ, জীৱরবিক, রাজা
 রামমোহন, দেশপূজা সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র,
 সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ,
 কথামিষ্টা শরৎচন্দ্র, আচার্য্য অগস্টীনিচন্দ্র, দার্শনিক ব্রজেননাথ, আচার্য্য
 প্রমুখচন্দ্র প্রমুখ প্রখ্যাতমান্য মনীষীদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের উত্তরে গিরিরাজ হিমালয়, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি ও রাজমহল পাহাড়, দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যার পাহাড়. দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়শ্রেণী। এত অধিক সংখ্যক নদনদী ভারতের আর কোথাও নাই। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এই তিনটি নদীর সহিত বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত।

পাহাড়পুর, গোড় প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। কুটির শিল্পে বাংলার স্থান যে কত উচ্চে ছিল তাহা ঢাকার মসলীন বস্ত্রের উৎকর্ষতা হইতে ভালভাবে অনুমান করা যাইতে পারে। টহা পৃথিবীর সর্বত্রই সমাদৃত হইত। এখনও ঢাকা, টাঙ্গাইল, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের সুন্দর কার্পাসবস্ত্র, মুশিনাবাদ, মান্দহ, বিষ্ণুপুরের রেশমীবস্ত্র, ঢাকার শাঁখা ও কুমিল্লনগরের মৃতশিল্প এই উৎকর্ষতার নিদর্শন বহন করিয়া আসিতেছে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের পাট জগতের সমস্ত স্থানের চাহিদা পূরণ করিয়া আসিতেছে। রাণীগঞ্জ আসানসোল প্রভৃতি স্থানের খনিজ সম্পদ শিল্পপ্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ভাষা এই বাংলাভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের দ্বারা পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্য ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী সাহিত্য।

সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, আচার-ব্যবহারে বাংলার বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করেন। ভারতের আর্য অনার্য সভ্যতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশ বহন করিয়া আসিতেছে। সমস্ত দিক হইতে দেখিলে বাংলাদেশকে সর্বাপেক্ষা প্রগতিসম্পন্ন বলিলে ভুল হয় না।

মৌর্যগণ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার রাজত্ব করেন। মৌর্যযুগের পর গুপ্তবংশ, পালবংশ ও সেন বংশের রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা বৃদ্ধি হইয়া যায়।

বাংলাদেশ পাঠানগণের অধিকারে আসিলেও বাংলাদেশের প্রকৃত মালিক বাঙ্গালীরাই ছিল। তুর্কতানগণ দিল্লীর অল্পমোদন সাপেক্ষে গোড়ের রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলা শাসন অসম্ভব বুঝিতে পারায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় এবং তাহারা মিলিতভাবে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে অজ্ঞধারণ করে। পাঠানগণের দুইশত বৎসর রাজত্বের পরে বাংলাদেশ মোগলদের অধিকারে আসে। মোগলগণের আমলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রতাপাদিত্য জৈশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি বার-দুইরা—বাহারা পাঠান আমলে সসম্মানে বাংলাদেশ শাসন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই মোগলের আমলে ক্ষমতাচ্যুত হইলেন।

ইহার পর সিরাজদৌলার আমলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশে অশাসন চলিতে লাগিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের সহিত যুদ্ধে সিরাজদৌলা পরাজিত হন এবং বাংলার শাসনভার বিদেশীগণের হস্তে চলিয়া গেল।

ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে ভারতকে দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া ভবিষ্যতে ক্ষমতামালী স্বাধীন ভারতের আধিপত্যের আশঙ্কাকে বিনষ্ট করিবার শেষ চেষ্টা করিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট বিভক্ত ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল। যে বাঙালী চিরকাল ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে, ভারতের বাহিরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেব পুরোভাগেও ছিল যে বাঙালী বীর ইংরাজের বিভাগ নীতির কলে সর্বাপেক্ষা কতি স্বীকার করিল সেই বাঙালী জাতি।

বাঙালী বিভক্ত হইয়া পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা এই দুইটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হইল। পশ্চিম বাংলা ভারতীয় রাষ্ট্রের ও পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আদম সুমাত্রী, ১৯৪১

অবিভক্ত ভারতবর্ষ (বাৰীম রাজ্যসমূহ সহ)

(১৫,৮১,৪১০ বর্ষমাইল)

বৎসর	লোকসংখ্যা	বৎসর	লোকসংখ্যা.
১৮২১	২৭,২৪,৪৬ ২৪৮	১৯২১	৩০,৫৬,২৩.০৬৩
১৯০১	২৮,৩৮,৭২ ৩৫২	১৯৩১	৫৩ ৮১,১৯.১৫৪
১৯১১	৩০,৩০,১২,৫২৮	১৯৪১	৫৮,৮২ ২৭,২৫৫
১৯৪১—	সহরের সংখ্যা		২,৭০৩
	গ্রামের সংখ্যা		৬,৫৫ ৮২২
	বসতবাড়ীর সংখ্যা		৭,৬০,৩৫,৩৪৫
	সহরের লোকসংখ্যা		৪,২৬,২৬,০৫৩
	গ্রামের লোকসংখ্যা		৩৩ ২৩,০১.২০২
	পুরুষের সংখ্যা		২০,১০,২৫,৭২৬
	স্ত্রীলোকের সংখ্যা		১৮,৭২,৭২.২২৯

অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকসমূহের সংখ্যা

হিন্দু	২৫,৪২,৩০,৫০৬	পার্সী	১,১৪,৮২০
মুসলমান	৯,২০,৫৮,০২৬	বৌদ্ধ	২,৩২,০০৩
খৃষ্টান	৬৩,১৬,৫৪২	ইহুদী	২২,৪৮০
শিখ	৫৬,২১,৪৪৭	পার্বত্যজাতি	২,৫৪,৪১,৪৮২
জৈন	১৭,৭২,২৮৬	অজ্ঞাত	৪,০২,৮৭৭

[উঃ পঃ সীমান্ত রাজ্যের কতক অংশে গণনার ধর্ম বিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা ২৩,৩১,৩৩২]

বাঙলা বলুন, বাঙলার লিখুন, অন্তর্কে বাঙলা শিখতে স্বেচছা ও উৎসাহ দি

অবিভক্ত ভারতের প্রদেশ সমূহের লোকসংখ্যা (১৯৪১)

প্রদেশ	লোকসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান	অজ্ঞাত	হিন্দু মুসলমান শতকরা
বাংলা	৬,০০,০৬,৫২৫	২,৫০,৫২,০২৭	৩,৩০,০৫,৩৪৪	২২,৪২,০৬৭	৫.৪৫
যুক্তপ্রদেশ	৫,৫০,২০,৬১৭	৪,৫৮,১১,৬৬২	৮৪,১৩,০০৮	৭,২২,৬৪০	১৫.২
মাজিষ	৪,২০,৪১,৮১০	৪,২৭,২২,৮২২	৩৮,২৬,৪৫২	২,৪৪,৫৫০	৭.৮৭
বিহার	৩,৬৩,৪০,১৫১	২,৬৫,১৪,২৬২	৪৭,১৬,০১৪	৫১,০২,৫৬৭	১১.৫
পঞ্জাব	২,৮৪,১৮,৮১২	৭৫,৫০,৩৭২	১,৬২,১৭,২৫২	২৩,৫১,২০৫	৫.৭১
বোম্বাই	২,০৮,৪০,৮৪০	১,৬৫,৫৫,০২০	১২,২০,০৮৭	২০,৬৫,০০০	২.২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,৬৮,১৩,৫৮৪	১,২২,৩১,২২৬	৭৫,০৮,০৮৭	২০,৭৪,২৭১	৩.৮
আসাম	১,০২,০৫,৭৩৩	৪২,১৩,২২৩	৩২,৪২,৪৮২	২০,৫০,০০০	৩.৫
উড়িষ্যা	৮৭,২৮,৫৪৪	৬৮,০২,০০৬	১০,০৬,৪৮১	৯,১৯,০৬২	৩.৮৬
মিছু	৪৫,৩৫,০০৮	১২,২২,২২৬	৩২,৮০,০২৫	৬০,৫২,৪৮১	৩.৮৬
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩৮,০৬,০৬৭	১,৮০,৩২১	২৭,৮৭,৭২১	৩৮,২৮,০৬৮	৫.২
মিচী	২,১৭,২০২	৫,৬৭,২২৫	৩,০০,৪৮১	৩৪,৬৭,৪৮১	৩.৮৬
বেনগাল	৫,০১,৬০১	৪৪,৬২৩	৪,০০,০০০	১৬,০০,০০০	৩.৮৬
আজমীর মাদোয়াড়	৫,৮০,৬২৩	৩,৬৬,৬৬১	২৫,৮৭,৬৬১	৩৮,৬৬,৬৬১	৩.৮৬
কুর্গ	১,৬৮,৭২৬	১,০০,৭৫৩	১,০০,৭৫৩	১,০০,৭৫৩	৩.৮৬
আন্দামান নিকোবর	৩০,৭৬৮	৮,৪২৭	৮,৪২৭	৮,৪২৭	৩.৮৬
পাছ পিনসোলা	৫,২৬৭	৪	৪	৪	৩.৮৬
মোট	২২,৪৮,০৮,৭২২	১২,০০,৮,২৫০	১,২০,৫০,৮,২৫০	২,৪৮,০৮,৭২২	৩.৮৬

Uttarpara Jankrishna Public Library

Gift No. 4827 Date 15/10/05

দুইলক্ষাধিক জনাকীর্ণ অবিভক্ত ভারতের সহরসমূহ (১৯৪১)

সহর	লোকসংখ্যা	সহর	লোকসংখ্যা
কলিকাতা	২১,০৮,৯৮১	নাগপুর	৩,০১,২৫৭
বোম্বাই	১৪,৮২,৮৮০	আগ্রা	১,৮৪,১৭২
মাদ্রাজ	৭,৭৭,৪৮১	ইন্দোর	২,৭১,৬২৫
হারদ্রাবাদ	৭,৩২,১৫২	বেনারস	২,৬১,১০০
লাহোর	৬,৭১,৬৫৩	এলাহাবাদ	১,৬০,৬৩০
আমেদাবাদ	৫,২১,১৬৭	পুণা	২,৫৮,১২৭
দিল্লী	৫,১১,৮৪২	বাক্সালোর	২,৪৮,৩৩৪
কানপুর	৪,৮৭,৩২৪	মাদুরা	২,৩২,১৪৪
অমৃতসর	৩,২১,০১০	ঢাকা	২,১৩,২১৮
লক্ষৌ	৩,৮৭,১৭৭	শোলাপুর	২,১২,৬২০
হাওড়া	৩,৭২,২২২	ত্রীনগর	২,০৭,৭৮৭
		করাচী	৩,৭২,৪২২

কলিকাতা (৩৩.৭ বর্গমাইল) ১৯৪১—

বৎসর	লোকসংখ্যা	পুরুষ	১৪,৫২,৩৩২
১৮৯১	৭,৪৭,২৪২	স্ত্রীলোক	৬,৫৬,৫২৩
১৯০১	৯,২১,৩৮০	হিন্দু	১৫,৩১,৫১২
১৯১১	১০,১৩,১৪৩	মুসলমান	৪,২৭,৫৩৫
১৯২১	১০,৪৬,৩০০	ভারতীয় খ্রীষ্টান	১৬,৪৩১
১৯৩১	১১,৬৩,০৭১	শিখ	৮,৪৫৬
১৯৪১	১১,০৮,৮২১	জৈন	৬,৬৮২
		অজ্ঞাত	৪৮,২৬৮

বাংলাদেশ (৮২,৮৭৬ বর্গমাইল)

বৎসর	লোকসংখ্যা	বৎসর	লোকসংখ্যা
১৮৯১	৩,২১,১৩,১৩৩	১৯২১	৪,৭৬,০৫,৬২৮
১৯০১	৪,২৮,৮২,৪৫৩	১৯৩১	৫,১০,৭৮,৮৮৫
১৯১১	৪,৬৩,১৩,৬২১	১৯৪১	৬,১৪,৬০,৩৭৭

অবিভক্ত বাংলার মহরবাসী ও গ্রামবাসী

স্থান	আরম্ভ	মহর	গ্রাম	মহর	গ্রাম	বসত বাড়ীর সংখ্যা
	(বর্গমাইল)					
বাংলাদেশ	৮২,৮৭৬	১৫৬	২০,০০০	১১,১৭,২৩৮	১,০২,৩৭,২১৬	১,১৩,৫৫,৮৫৪
ব্রিটিশ অধিকৃত	৭৭,৪৪২	১৪৩	৮৪,২২৩	১১,১০,০৮৮	১,০০,৩০,২২২	১,১১,৪১,০৮০
ফরাসী রাজ্য	৫,৪৩৪	৭	৫,৭৮৭	৭,৮৫০	২,০৬,২২৪	২,১৪,৭৭৪

লোকসংখ্যা

পুরুষ

	মহর	গ্রাম	মোট	মহর
বাংলাদেশ	৫২,৮৩,২২০	৫,৫৪,৭৭,০৮৭	৬,১৪,৬০,৩৭৭	৩৭,২১,৫৪৫
ব্রিটিশ অধিকৃত	৫২,৬৮,৭৭৬	৫,৪৩,৬৭,৭৪২	৬,০৩,০৬,৫২৫	৩৭,৬৪,৭৭৬
ফরাসী রাজ্য	৪৪,৫১৪	১১,০২,৩৩৮	১১,৫৩,৮৫২	২৬,৭৬২

পুরুষ

স্ত্রীলোক

	গ্রাম	মোট	মহর	গ্রাম	মোট
বাংলাদেশ	২,৮৫,৬৮,৮৫৬	৩,২৩,৬০,৪০১	২১,২১,৭৪৫	২,৬২,০৮,২৩১	২,২০,২২,২৭৬
ব্রিটিশ অধিকৃত	২,৭২,৮২,৬১২	৩,১৭,৪৭,৩২৫	২১,৭৪,০০০	২,৬৩,৮৫,১৩০	২,৮৫,৫২,১৩০
ফরাসী রাজ্য	৫,৬৬,২৩৭	৬,১৩,০০৬	১৭,৭৪৫	৫,২৩,১০১	৫,৭০,৮৪৬

অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা

স্থান	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	১৬,৪০২	১,২৮,১৭,০৮৭	৭১,০৫,২.১	৫৭,১১,১৭৬
জেলা কলিকাতা	৩৪	২১,০৮,৮২১	১৪,৫২,৩৬২	৬,৫৬,৫২২
২৪ পরগণা	৩,৬২৬	৩৫,৩৬,৩৮৬	১২,৪৩,৩৬৫	১৫,২৩,০২১
নদীয়া	২,৮১২	১৭,৫২,৮৪৬	২,০২,১৩৩	৮,৫০,৭১৩
মুর্শিদাবাদ	২,০৬৩	১৬,৪০,৫৩০	৮,২৭,৪৮৩	৮,১৬,০৪৭
যশোহর	২,২২৫	১৮,২৮,২১৬	২,৫৭,৮৭৬	৮,৭০,৩৪০
খুলনা	৪,৮০৫	১০,৪৩,২১৮	১০,১৮,৬২২	২,২৪,৫২৬
বর্ধমান বিভাগ	১৪,১৩৫	১,০২,৮৭,৩৫২	৫৩,৭৮,৮৮৮	৪৮,০৮,৪৮১
জেলা বর্ধমান	২,৭০৫	১৮,৯০,৭৩২	৯,২৮,৮২৫	৮,৬১,৯০৭
বীরভূম	১,৭৪৩	১০,৫৮,৩১৭	৫,২৪,৫১৭	৫,২৩,৮০০
বাঁকুড়া	২,৬৪৬	১২,৮২,৬৪০	৬,৫৮,৮৮১	৬,৩৭,৭৫৯
মেদিনীপুর	৫,২৭৪	৩১,২০,৬৪০	১৬,৩১,৬৭৩	১৫,৫৮,৯৬৪
হুগলী	১,২০৬	১০,৭৭,৭২২	৭,৩৮,৫৬১	৬,৩২,১৬৮
হাওড়া	৫৬১	১৪,২০,৩০৪	৮,৩৩,৪৩১	৬,৫৬,৮৭৩
রাজসাহী বিভাগ	১২,৬৪২	১,২০,৪০,৪৬৫	৬২,৮৩,৩৩২	৫৭,৫৭,১২৬২
জেলা রাজসাহী	২,৫২৬	১৫,৭১,৭৫০	৮,২১,১১৩	৭,৫০,৬৩৭
দিনাজপুর	৩,২৫৩	১২,২৬,৮০৩	১০,১৮,৫০২	২,০৮,৩০৪
জলপাইগুড়ি	৩,০৫০	১০,৮২,৫১৩	৫,২১,২২৪	৪,৬১,২৮৯
দার্জিলিং	১,১২২	৩,৭৬,৫৬২	১,৯০,৮২১	১,৮৬,৭৪১
রংপুর	৩,৬০৬	২৮,৭৮,৮৪৭	১৫,০২,৪০৭	১৩,৭৬,৪৪০
বগুড়া	১,৪৭৫	১২,৬০,৪৬৩	৬,৪৮, ৯২	৬,১২,১৬৪
পান্সনা	১,৮৩৬	১৭,০৫,০৭২	৮,৭৫,৫২৪	৮,২৯,৫৪৮
মালদহ	২,০০৪	১২,৩২,৬১৮	৬,১২,২৭২	৬,২০,৩৪৬

সমুদ্রের লোকসংখ্যা

হিন্দু	মুসলমান	অজ্ঞাত	হিন্দু	মুসলমান শতকরা
৬৮,৮৩,২১৭	৫৭,১১,৩৫৪	২,২২,৫১৬	৫৩'৭	৪৪'৬
১৫,৩১,৫১২	৪,৯৭,৫৩৫	৭২,৮৪৪	৭২'৬	২৩'৬
২৩,০৯,২২৬	১১,৪৮,১৮০	৭৮,২১০	৬৫'৩	৩২'৫
৬,৫৭,২৫০	১০,৭৮,০০৭	২৩,৮৮২	৩৭'৪	৬১'৩
৬,৮৪,২৮৭	২,২৭,৭৪৭	২৭,৭২৬	৪১'৭	৫৬'৬
৭,২১,০৭২	১১,০০,৭১৩	৬,৪২৪	৩৯'৪	৬০'২
৯,৭৭,৬২৩	৯,৫৯,১৭২	৬,৩৫৩	৫০'৩	৪৯'৪
৮১,২৫,১৮৫	১৪,২৯,৫০০	৭,৩২,৬৪৮	৭৯'০	১৪'৯
১১,৯৩,৮২০	৩,৩৬,৬৬৫	১,৬০,২৪৭	৭৩'৭	১৭'৮
৬,৮৬,৪৩৬	২,৮৭,৩১০	৭৪,৫৭১	৬৫'৫	২৭'৪
১০,৭৮,৫৫৯	৫৫,৫৬৪	১,৫৫,৫১৭	৮৩'৮	৪'৩
২৬,৮১,৯৬৩	২,৪৬,৫৫৯	২,৬২,১২৫	৮৪'১	৭'৭
১০,৯৯,৫৪৪	২,০৭,০৭৭	৭১,১০৮	৭৯'৮	১৫'০
১১,৮৪,৮৬৩	২,৯৬,৩২৫	২,১১৬	৭৯'৭	১৯'৬
৩৪,৭৩,৮০৯	৭৫,২৮,১১৭	৮,৩৮,৫৩৯	৩৪'৫	৬২'৫
৩,২৯,২৩০	১১,৭৩,২৮৫	৬৯,২৩৫	২০'৯	৭৪'৬
৭,৭৪,৬২২	৯,৬৭,১৬৬	১,৮৪,২৬৫	৪০'২	৫০'২
৫,৫১,৬৪৭	২,৫১,৪৬০	২,৮৬,৪০৬	৫০'৬	২৩'০
১,৭৮,৪২৬	২,১২৫	১,৮৮,৭৪৮	৪৫'৭	২'৪
৮,০২,৮৪৯	২০,৫৫,১৮৬	১২,৮১২	২৭'৯	৭১'৪
১,৮৭,৫৩২	১০,৫৭,৯০২	১৫,০২৯	১৪'৯	৮৩'৯
৬,৮৩,৭৫৫	১৩,১৩,৯৬৭	৭,৩৪১	২২'৫	৭৭'০
৪,৬৫,৬৭৮	৬,৯৯,৯৭৫	৬৬,৯৯৫	৩৭'৮	৫৬'৮

স্থান	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক
ঢাকা বিভাগ	১৫,৪২৮	১,৬৬,৮৩,৭১৪	৮৬,১১,৮৫২	৮০,৭১,৮৬২
জেলা ঢাকা	২,৭৩৮	৪২,২২,১৪৩	২২,৬১,৭১৮	২০,৬০,৪২৫
ময়মনসিংহ	৬,১৫৬	৬০,২৩,৭৫৮	৩১,৩৭,৫৭১	২৮,৮৬,১৮৭
ফরিদপুর	২,৮২১	২৮,৮৮,৮০৩	১৪,৮১,০৮১	১৪,০৭,৭২২
বাখরগঞ্জ	৩,৭৮৩	৩৫,৪২,০১০	১৮,৩১,৪৮২	১৭,১০,৫২৮
চট্টগ্রাম বিভাগ	১১,৭৬৫	৮৪,৭৭,৮২০	৪৩,৬৭,৪০৫	৪১,১০,৪১৫
জেলা চট্টগ্রাম	২,৫৬২	২১,৫৩,২২৬	১০,২৩,২৬২	১০,৩০,৩০৪
নোয়াখালি	১,৬৫৮	২২,১৭,৪০২	১১,৪৩,১৭৭	১০,৭৪,২২৮
ত্রিপুরা	২,৫৩১	৩৮,৬০,১৩২	১৯,২২,৪৪৭	১৮,৩৭,৬৮৫
পার্বত্যচট্টগ্রাম	৫,০০৭	২,৪৭,০৫৩	১,৩০,৮২২	১,১৬,২৩১
মোটা	৭৭,৪৪২	৬,০৩,০৬,৫২৫	৩,১৭,৪৭,৩২৫	২,৮৫,৬৪,২০০
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,১১৬	৫,১৩,৩০৫		
কুচবিহার রাজ্য	১,৩১৮	৬,৩২,৮২৮		

বাংলাদেশে প্রতি দশ হাজারে হিন্দু মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত।

	১৪	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
হিন্দু	৪,১২৮	৪,৩৪৮	৪,৩৭২	৪,৫২৩	৪,৭০০
মুসলমান	৫,৪৩০	৫,৪৪৪	৫,৩৫৫	৫,২৩৪	৫,১১২

“কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, এইবার তাহাকে সংগ্রামের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক মুক্তি অর্জন করিতে হইবে। স্বাধীননৈতিক মুক্তি সংগ্রাম অপেক্ষা ভবিষ্যতের এই সংগ্রাম আরও কঠিন।”

মহাত্মা গান্ধী।

হিন্দু	মুসলমান	অজ্ঞাত	হিন্দু	মুসলমান
শতকরা				
৪৬.২১,৬৩৭	১,১২,৪৭,১৭২	১,১৭,২০৫	২৭'৬	৭১'৬
১৩,৬০,১৩২	২৮,৪১,২৬১	২০,৭৫০	৩২'২	৬৭'৩
১২,২৬,৬৩৮	৪৬,৬৪,৫৪৮	৬২,৫৭২	২১'৫	৭৭'৪
১০,০৬,২৩৮	৮,৭১,৩৩৬	১১,২২৯	৩৪'৮	৬৪'৭
২,৫৮,৬৩৯	২৫,৬৭,০২৭	২৩,৩৫৪	২৬'২	৭২'৩
১৭,৫৫,১৭৮	৬৩,২২,২২১	৩,৩০,৪২৩	২০'৭	৭৫'৪
৪,৫৮,০৭৪	১৬,০৫,১৮৩	২০,০৩২	২১'২	৭৪'৬
৪,১২,২৬১	১৮,০৩,২৩৭	১,২০৪	১৮'৫	৮১'৪
৮,৭২,২৬০	২২,৭৫,২০১	৪,২৭৮	২২'৭	৭৭'০
৪,৮৮১	০,২৭০	২,৩৪,২০২	১'২	২'৯
২,৫০,৫২,০২৪	৩,৩০,০৫,৭৩৪	২২,৪২,০৬৭	৪১'৪	৫৪'৭
৫,৪৭,৭৫২	১,২৩,৫৭০	৪১,২৮৩	৬৭'৬	২৩'৯
৩,২৪,২৪৮	২,৪২,৬৮৪	২,২৬৬	৬১'৬	৩৭'৮

শতকরা হারে হিন্দু মুসলমানের দ্রাস-বৃদ্ধি

১৮৩১—৪১	১৮২১—৩১	১৮১১—২১	১৮০১—১১
+১৬.১	+৬.৭	—০.৭	+৩.২
+২০.১	+২.১	+৫.২	+১০.৪

“স্বাধীনতা বর্ধিতে ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা বৃদ্ধার। বর্তমানে বাহারা জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব করিতেছে তাহাদের নহে। আজ জনসাধারণ শাসকদের পদতলে; এই জনসাধারণের ইচ্ছা ও সমর্থনের উপরই স্বাধীন ভারতের শাসকদের অস্তিত্ব নির্ভর করিবে।”

—মহাত্মা গান্ধী

পশ্চিম-বঙ্গের থানা, সহর, গ্রাম এবং সহরবাসী, গ্রামবাসী,

লোক-

জেতার নাম	থানার নাম	সহরের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	সহরবাসী	গ্রামবাসী
বর্ধমান	২৩	১০	২,৭০০	২,২৩,১৫৪	১৬,৬৭ ৫৭৮
বীরভূম	১৪	৫	২,২১১	৬০ ৩৪৪	২,৮৭ ৯৭৩
বাকুড়া	১৯	৪	৩,৫২২	২১,২৭৬	১১,২৭,৬৬৪
মেদিনীপুর	৩৩	৯	১০,৭১১	১,৮৮,০৪৭	৩০,০২,৬০০
হাওড়া	১৩	২	৮২৮	৪,২২,৬৮৯	১০,৬০,৭১৫
হুগলী	১৮	১০	১,৯০৮	২,৮২,৯০২	১০,২৪,৮২৭
২৪ পরগণা	৪০	২৯	৪,০২৫	৮,৭২,০৬১	২৭,২৭ ৪২৯
কলিকাতা	৩৫	১	—	২১,০৮,৮২১	—
নদীয়া	১৩	৬	১,২২৮	১,১৬,২৮৬	৭,২৪,০১৭
মুর্শিদাবাদ	২০	৭	১,৮২৭	১,২০,৪৪৯	১৫,২০,০৮১
পশ্চিম দিনাজপুর	১০	১	২,৩৩৪	৬,২৫২	৫,৭৬,৫৩২
মালদহ	১০	২	১,৪১৫	২৭,১৭৯	৮,১৭,১৩৬
জলপাইগুড়ি	১২	১	৮৮৯	২৭,৭৬৬	৮,১৭,২৩৬
দার্জিলিং	১২	৬	৫৭৮	৫৮,১৬৪	১৭,১৮,২০৫
পশ্চিমবঙ্গ মোট	২৭২	৯৩	৩৪,২৪৯	৪৬,১৩,৮৬০	১,৬৫,৮২,৫২৩
(কুচবিহার ব্যতীত)					

বাংলার লিখুন

বাংলার কথা বলুন

আরও কেনী বাংলা বই পড়ুন

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা (১৯৪১-এর গণনা অনুসারে)

সংখ্যা

লোকসংখ্যার শতকরা অনুপাত

মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক	সহরবাসী	গ্রামবাসী	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১৮,৯০,৭৩২	৯,৯৮,৮২৫	৮,৯১,৯০৭	১১'৮	৮৮'২	৫২'৮	৪৭'
১০,৪৮,৩১৭	৫,২৪,৫১৭	৫,২৩,৮০০	৫'৮	৯৪'২	৫'০	৫০'
১১,৮৯,৬৪০	৬,৫১,৮৮১	৬,৩৭,৭৫৯	৭'১	৯২'৯	৫০'৫	৪৯'
৩১,৯০,৬৪৭	১৬,৩১,৬৭৩	১৫,৫৮,৯৭৪	৫'৭	৯৪'১	৫১'১	৪৮'
১৪,৯০,৩০৪	৮,৩৩,৪৩১	৬,৫৬,৮৭৩	২৮'৮	৭১'২	৫৫'৯	৪৪'
১৩,৭৭,৭২৯	৭,৩৮,৫৬১	৬,৩৯,১৬৮	২০'৫	৭৯'৫	৫৩'৬	৪৬'
৩৬,৬৯,৪৯০	২০,১৩,৯৮৩	১৬,৫৫,৫০৭	২৩'৮	৭৬'২	৫৪'৯	৪৫'
২১,০৮,৮৯১	১৪,৫২,৩৬২	৬,৫৬,৫২৯	১০০'০	—	৭৮'৯	৩১'
৮,৪০,৩০৩	৪,৪১,৯২৩	৪,০৮,৩৮০	১৩'৮	৮৬'২	৫১'৪	৪৮'
১৬,৭০,৫৩০	৮,২৪,৭৮৩	৮,১৭,০৪৭	৭'৩	৯২'৭	৫০'৩	৪৯'
৫,৮৭,৪৮৪	৩,০৫,৪০৩	২,৭৮,০৮১	১'২	৯৮'৮	৫২'৩	৪৭'
৮,৪৪,৩১৫	৪,২৫,৮৩২	৪,১৮,৪৮৩	৩'২	৯৬'৮	৫০'৪	৪৯'
৮,৪৫,৭০২	৪,৬০,৪৪০	৩,৮৫,১৬২	৩'৩	৯৬'৭	৭৪'৫	৪৫'
৩,৭৬,৩৬৯	১,৯৯,৮৯১	১,৭৫,৪৭৮	১'৫	৮৪'৫	৫৩'১	৪৬'
২,১১,৯৬,৪৫০	১,১৪,৯৩,৩০৫	৯৭,০৩,১৪৮	২১'৮	৭৮'২	৫৪'২	৪৫'

আরও বেশী বই কিনুন,

. নই

আরও বেশী বই পড়ুন,

উপহারে বই দিন ।

পশ্চিম বঙ্গের জেলাসমূহের

লোকসংখ্যা

	মোট লোকসংখ্যা	বর্ণ হিন্দু	হিন্দু- তপস্বীগণ	মুসলমান
ধর্মাবলম্বী	১৮,২০,৭০২	২,৬৩,৫২০	৪,৩০,৩০০	৩,৬৬,৬৬৫
ব্রাহ্মণ	১০,৪৮,৩১৭	৪,০৬,১৮২	২,৮০,২৫৪	২,৮৭,৩১০
কুড়ি	১২,৮২,৬৪০	৭,২৩,২৬২	৩,৫৫,২২০	৫৫,৭৬৪
মহিলাপুত্র	৩১,২০,৬৪৭	২৩,৪২,৮২৭	৩,৩২,০৬৬	৭,৪৬,৫৫২
শ্রী	১৪,২০,৩০৪	১০,০০,৫৪৫	১,৮৪,৩১৮	২,২৬,৩২৫
গণ	১৩,৭৭,৭২২	৮,৫৩,৭৩৪	২,৪৫,৮১০	২,০৭,০৭৭
৪-পরিগণ	৩৬,৬২,৪২০	১৬,০৩,০৭৭	৭,৬০,৫৭৩	১২,২৫,২৮২
লিঙ্গাতা	২১,০৮,৮২১	১৪,৭৬,২৮৪	৫৫,২২৮	৪,২৭,৫৩৫
লিঙ্গ	৮,৪০,৩০৩	৩,০৭,৪৬৬	৮৪,৮৪১	৪,৩০,৭০৪
শিখাবাদ	১৬,৪০,৫৩০	৫,১৭,৮০৩	১,৬৭,১০৪	২,২৭,৭৪৭
শিখ দিনাজপুর	৫,৮৩,৪৮৪	১,৫২,৬২০	১,০৬,২৬৮	২,২৪,৭৭০
লম্ব	৮,৪৫,৩১৫	৩,২৬,০৬৭	৫২,২৮০	৪,১৪,০৩১
লপাইগুড়ি	৮,৪৫,৭০২	১,২৪,২৪৫	২,২৩,৩১৭	১,৪৩,০৩২
জিলাং	৩,৭৬,৩৬২	১,৪২,৫৭৪	২৮,২২২	২,১২৫
মোট	২,১১,২৬,৭৫৩	১,১০,১৭,২৭২	৩৩,১৩,৬৫১	৫৩,০১,৬২৭
বিহার	৬,৩২,৮২৮	৩,২৪,২৪৮	—	২,৪২,৬৮৪
শিখবঙ্গ মোট	২,১৮,৩৬,৩৫১	১,১৪,১২,২২৭	৩৩,১৩,৬৫১	৫৫,৪৪,৩৮১

লোকসংখ্যা (১৯৪১-এর গণনা অনুযায়ী)

লোকসংখ্যার শতকরা অস্থগাত

অজ্ঞাত	বর্ণ-হিন্দু	হিন্দু- তপসী গভূজ	মুসলমান	অজ্ঞাত
১,৬০,৩৪৭	৫১'০	২২'৭	১৭'৮	৮'৫
৭৪,৫৭১	৩৮'৮	২৬'৭	২৭'৪	৭'১
১,৫৫,৫১৭	৫৬'১	২৭'৫	৪'৩	১২'১
২,৬২,১২৫	৭৩'৪	১০'৬	৭'৭	৮'৩
৯,১১৬	৬৭'১	১২'৪	১৯'৯	০'৬
৭১,১০৮	৬২'০	১৭'৮	১৫'০	৫'২
৮০,৫৫৮	৪৩'৭	২০'৭	৩৬'৪	২'২
৭২,৮৪৪	৭০'০	২'৬	২৩'৬	৩'৮
১৭,১২২	৩৬'৬	১০'১	৫১'৩	২'০
২৭,৭২৬	৩১'৬	১০'২	৪৬'৫	১'৭
২২,৮৫৬	২৬'২	১৮'২	৫৮'৫	১৭'১
৫১,৯৪১	১৮'৬	৬'২	৪৯'০	৬'২
২,৮৫,১০৮	২৩'০	২৬'৪	১৬'২	৩৩'৭
১,৮৮,৭৪৮	৩৯'৭	৭'৭	২'৪	৫০'২
১৫,৬৩,২২৭	৫২'০	১৫'৬	২৫'০	৭'৪
২,২৬৬	৬১'৬	—	৩৭'৮	০'৬
১৫,৬৫,১২৩	৫২'২	১৫'৬	২৪'০	—

বাংলার বাহিরে বিভিন্ন

স্থানের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট লোকসংখ্যা	বাক্সালী
-------------	-----------------------	---------------	----------

১। মানভূম জেলার

সদর মহকুমা	৩৩৪৪	১২,৮২,৭২৮	১০,৪৬,৬৫৩
ধানবাদ মহকুমা	৮০৩	৫,২১,০২২	১,৭৬,০২৬

২। সিংভূম জেলার

ধল ভূম মহকুমা	১১৬০	৩,২৪,৫২৫	১,৪১,১০৫
---------------	------	----------	----------

(জামসেদপুর সহ)

জামসেদপুর সহর	৮৩,৭৩৮	১৭,৭৬৮
---------------	--------	--------

৩। সাঁওতাল পরগণা জেলার

জামতাড়া মহকুমা	৬২৩	২,৪৩,৮৫৪	৭৩,৭২১
ছমকা মহকুমা	১৪৬৩	৪,৬৬,১৫৭	৪৬,০৭৮
পাকুড় মহকুমা	৭০০	২,৭৫,৫৭৪	৬৮,৭৩২
রাজমহল মহকুমা	৭৪০	৩,৩১,১৩৬	৪২,২৩৭

৪। পূর্ণিমা জেলা

সদর মহকুমা	২৫৭৫	১১,১১,৭২২	৮৬,৬২১
কিষণগঞ্জ মহকুমা	১৩৪৬	৫,৬০,৫৭৭	২২,৩২৮

“ভারতবর্ষের ধনমহিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহনযোগে
 স্বীকৃত হইতেছে সে-কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের
 একটা তথ্যকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণা-
 শক্তি বীর্বাভিমান নয়, সে হচ্ছে ধনের লোভ, এই তথ্যটি মনে রাখা চাই।
 রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানসিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধন-
 লোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না।”

—রবীন্দ্রনাথ

স্থানের বাংলাভাষী লোকসংখ্যা

হিন্দী	উড়িয়া	সাঁওতালী	ভূমিজ	হো	ওয়াও ও অজান্ত
৬,২৬২	—	১,৬৮,৭১৪	২,৮১৭	—	—
২,৫২,৪২১	—	৭৩,৩৭৭	—	—	—
৪২,৬২৪	৪৪,৬৪০	২৭,১১২	২২,৮২৮	২৪৬৭	—
৩৬,৭২২	৮,৭২১	৫৬৪	৩০৭	২৬১৬	—
৭০,৩৬২	—	২২,১১৭	—	—	—
১,৭২,৪৩৪	—	২,২৬,২৬৮	—	—	৭০১২
৪২,৪৫৫	—	১,৪৫,৬২৬	—	—	১৪,২১০
১,২২,৬০১	—	১,৩০,৬৪৪	—	—	২৭,৮৬১
২,৭৪,৩৭২	—	৩৪ ২০৪	—	—	১২,৬৭১
৪,২৪,২০২	—	৪,৬৮৩	—	—	১,৩৩৪

“বহু মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অস্তুনিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্তই ভাগ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্ত সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।”

—রবীন্দ্রনাথ

**পূর্ব বঙ্গের মুসলমান-প্রধান জেলাসমূহের প্রধান
সহরে জনসংখ্যা (১৯৪১)**

সহর	অমুসলমান	মুসলমান	অমুসলমানের শতকরা হার
ঢাকা	১,৩০,৫২৫	৮২,৬৯৩	৬১'২২
ময়মনসিংহ	৪১,৪৭৫	১১,৪৬৫	৭৮'৬৯
বরিশাল	৪৩,৯৯৬	১৮,২১০	৭০'২৮
ফরিদপুর	১৭,৫৬৫	৮,১০৬	৬৮'৪২
কুমিল্লা	২৪,১৩৩	২৪,২২০	১০'০০
নোয়াখালি	৫,০৬২	১৩,২১৩	২৫'২৫
চট্টগ্রাম	৪৪,৬২৭	৪৭,৬৭৪	৪৮'৩৫
রাজশাহী	২৪,১৩৩	১৬,০৪৫	৬০'৬৫
দিনাজপুর	২০,৪১১	৭,৭৭৯	৭২'৪০
রংপুর	২৬,৫৮৭	৭,৪৫২	৭৮'১১
বগুড়া	১২,২০৩	৯,৪৭৮	৫৬'২৮
পাবনা	১৭,৯৩১	১৪,৩৬৮	৫৫'৫৯
মালদহ	২,৮২০	১,০৩৫	৭৩'০৮
যশোহর	১৪,১৯৩	৪,২১৭	৭৭'০৯

**বিত্তত ভারত ও পাকিস্তানের কয়েকটি প্রদেশের
লোকসংখ্যা (১৯৪১)**

আসাম	৭২,০৪,০৫৪	পূর্ববঙ্গ	৪,১৮,৪২,৬৪১
পূর্ব-পাঞ্জাব	১,২১,৭২,৩১৯	পশ্চিম-পাঞ্জাব	১,৬২,৪৫,৯০০

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

দেশের নাম.	রাজধানী	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা.
এসিয়া			
ভারতবর্ষ	নূতন দিল্লী	১৫,৮১,৪১০	৩৮,৮২,২৭,২৫০ *
পাকিস্তান	করাচী	৩,৬১,২১৮	৭১,০০,০০০
আফগানিস্তান	কাবুল	২,৫০,০০০	১,০০,০০,০০০
ইরাক		১,১৬,০০০	৪৬,১,২৫০
ইরান	তেহেরান	৬,১৮,০০	১,৫০,০০,০০০
আরব		১২,০০,০০০	১,০০,০০,০০০
তুরস্ক	আনকারা	২,৯০,১০৭	১,৮৮,৬০,২২২
প্যাণ্টাষ্টাইন	জেরুজালেম	১০,৪৬০	১৮, ৪,২০০
সিরিয়া	লেবানন	৭৬,০০০	৩৭,৫০ ০০০
সিংহল	কলম্বো	২৫,৩৩২	৬৬,৫২,০০০
ব্রহ্মদেশ	রেঙ্গুন	২,৬১,৬১০	১,৪৬,৬৭,০০০
ইন্দোচীন	সাইগন	২,৮৬,০০০	২,৩৭,০০,০০০
ফিলিপাইন	ম্যানিলা	১,১৫,৬০০	১,৬২,৭১,১০০
ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ		৭,৩৫,০০০	৭,০০,০০,০০০
মালয়	সিঙ্গাপুর	২৭,৫৪০	২২,১২,০০০
শ্রীলঙ্কা	কলম্বো	২,০০,১৪৮	১,৫৭,১৮,০০০
নেপাল	কাটমান্ডু	৫৭,০০০	৫৬,০০,০০০
চীন	নানকিং	৩১,৮০,৬২২	৪৫,৭৩,২০,০০০
জাপান	টোকিও	২,৬০,৬৬২	১০,৫২,২৬,০০০
(কোরিয়া ও কম্বোডিয়া সহ)			

* অক্ষ ও বৃত্তীয় দ্বারের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতের (দেশীয় রাজ্য ব্যতীত) জনসংখ্যা ৩০ কোটি ১৭ লক্ষ ছিল বলিয়া অনুমানিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের জনসংখ্যা ৩০ কোটি ৮০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য প্যাটেলের উক্তি

দেশের নাম	রাজধানী	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
ট্রান্স জর্ডান		৩৪,৭৪০	৪০ ০০০
ইউরোপ			
গ্রেটব্রিটেন	লন্ডন	৮৮,২০৮	৪,৬৪,৫০,৫০০
আয়ার	ডাবলিন	২৬,৬৯২	৩০,০০,০০০
ফ্রান্স	প্যারী	২,১২,৬৪৯	৪,০৮,৩৯,৬৫৫
স্পেন	মাদ্রিদ	১,৯৫,৫০৪	২,৭২,৮৫,৪৮৯
পোর্টুগ্যাল	লিসবন	৩৫,৪২০	৮১,২৩,৯৪২
বেলজিয়াম	ব্রাসেল্‌স	১১,৭৭৫	৮৩,৩২,৫৩৪
নরওয়ে	ওস্লো	১,২৪,৫০০	৩১,২৬,৮৮৩
ডেনমার্ক	কোপেনহাগেন	১৬,৫৭০	৪০,৪৫,২৩২
ডানজিগ্	—	৭৪৫	১,১৭,৬১৬
জার্মানি	বার্লিন	১,৮১,৬৩০	৬,৯৬,২২,০০০
পোল্যান্ড	ওয়ার্স	১,১৯,৭০৩	২,৩৯,১১,১৭২
ফিনল্যান্ড	হেলসিংফর্স	১,৩০,১৬৫	৩৮,৮৭,২১৭
বুলগেরিয়া	সোফিয়া	৩৯,৮২৫	৬৭,০০,০০০
রুম্যানিয়া	বুখারেস্ট	৯১,৬৭১	১,৬৪,০২,৩৬৭
রুগোয়াভিয়া	বেলগ্রেড	৯৬,১৩৫	১,৬০,০০,০০০
চেকোস্লোভাকিয়া	প্রাগ	৪৯,৩৭৩	১,৩৪,৫২,০০০
অস্ট্রিয়া	ভিয়েনা	৩২,০০০	৭০,০০,০০০
সুইটজারল্যান্ড	বার্ন	১৫,৯৪৪	৪২,৬৫,৭০৩
সুইডেন	স্টকহোলম	১,৭৩,৪০৫	৬৬,৭৩,৯৫৬
ইটালী	রোম	১,১৯,৭৩৩	৪,৫৬,৮১,০০০
গ্রীস	এথেন্স	৫০,১৪৭	৭৩,৩৫,৬৪৫
সারভিয়েট রাশিয়া	যক্ষো	১,০৮,০৭০	১৯,৩২,০০,০০০

দেশের নাম	রাজধানী	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
হাঙ্গেরি	বুডাপেস্ট	৩৫,৮৭৫	২৩,১২,২২২
আমেরিকা			
যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন	৩৭,৩৫,২২৩	১৪,১২,৮৮,৬৯৩
ক্যানাডা	অটোয়া	৩৬,২০,৪১০	১,১৫,০৬,৬৫৫
আর্জেন্টিনা	বুয়েনস্ এয়ারিস	১০,৭২,২৬৫	১,৪,৩০,৮৭১
ইকুয়েডর	কুইটো	১,৭৫,৮৫৫	৩২,০০,০০০
মেক্সিকো	মেক্সিকো	৭,৬৪,০০০	১,২৫,৫৩,৫৫২
ব্রাজিল	রাও-ডি-জেনিরো	৩২,৭৫,৫১০	৪,৬২,০০,০০০
ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ		১০,৮৫০	১৮,৩১,০০০
আফ্রিকা			
মিশর	কাইরো	৩,৮৬,০০০	১,৭৬,২৫,৬১৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	কেপটাউন ও ইউনিয়ন	প্রিটোরিয়া	৪,৭২,৪২৪
ইথিওপিয়া		৩,৪৭,০০০	৫,৫০,০০০
অস্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	২২,৭৪,৫৮১	৪৪,৭৮,৬০১

“বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দয়ম বোধ হয় এই উত্তরের অভাব ঘটাতেই হুঃখীর হুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে; কিন্তু এই অভাবের জন্তে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা কেয়ানি-তৈরীর কারখানা বসাবার জন্তেই একদা আমাদের দেশে বণিক রাজঘে ইকুয়েল পত্তন হয়েছিল।”

—রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'চারশ' বছরের পাশ্চাত্য দর্শন

অভিষত :

“...শুধু সরল নয়, এমন সরল বাংলা ভাষায় যে দর্শন শাস্ত্রের বিষয়-বস্তু সঙ্ক্ষে আলোচনা করিতে পারা যায় তাহা নিশ্চয়ই অনেকের ধারণার অতীত।...দর্শনশাস্ত্রের চিবস্তন বিষয়বস্তু সঙ্ক্ষে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ গত চারিশত বৎসর ধরিয়৷ যে ভাবে গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন তাহা প্রায় গল্পের মত করিয়াই গ্রহকার এই পুস্তকে দিয়াছেন।...”

—প্রবাসী

“...‘চার শ’ বছরের জ্ঞানকে সংহত করিয়া সরল ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়—কিন্তু গ্রহকার তাহাতে সফল হইয়াছেন কারণ অনেক জানিলে তবেই অল্পে প্রকাশ করা যায়, জ্ঞান গভীর হইলে তবেই সহজ ভাষায় প্রকাশ করা যায়। গ্রহকারের জ্ঞান যে গভীর ও বহু বিস্তীর্ণ সে কথা নুতন করিয়া বলা নিশ্চয়োজন।”

—আনন্দবাজার

“...একখানি সুন্দর দর্শনের বই।...আমরা বইখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি এবং আশা করি পাঠকবর্গও করিবেন।”

—দেব

অভিষত :

This compact, concise and meaty book has few equals in the Bengali language.

—Hindusthan Standard

পশ্চিম বঙ্গের জেলা ও মহকুমা

জেলা

মহকুমা

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

কলিকাতা—

(পশ্চিম-বঙ্গের রাজধানী)

২৪ পরগণা—আলিপুর, বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁ ও
ডারমগুহারবার ।

নদীয়া—কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট ।

মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর, লালবাগ, অঙ্গাপুর, ও কাঁদি ।

জলপাইগুড়ি—জলপাইগুড়ি ও আলিপুরছয়ার ।

পশ্চিম দিনাজপুর—বালুবঘাট ।

মালদহ—ইংরাজবাজার ।

কুচবিহার—কুচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ মেকলিগঞ্জ ।

বর্ধমান বিভাগ

বীরভূম—সিউড়ি ও রামপুরহাট ।

বর্ধমান—বর্ধমান, আসানসোল, কালনা ও কাটোয়া ।

বাকুড়া—বাকুড়া ও বিষ্ণুপুর ।

মেদিনীপুর—মেদিনীপুর, তমলুক, ঘাঁটাল, কাঁধি ও ঝাড়গ্রাম ।

হুগলী—হুগলী, শ্রীবামপুর ও আরামবাগ ।

হাওড়া—হাওড়া ও উলুবেড়িয়া ।

পশ্চিম-বঙ্গের সংলগ্ন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ

বাংলাদেশ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট বিভক্ত হওয়ার পূর্বে বাংলা
দেশে অমুসলমানের সংখ্যা ছিল ২,৭০,০১,০২১ । বঙ্গ বিভাগের
পরে, পশ্চিম-বঙ্গের অমুসলমানের সংখ্যা হইয়াছে ১,৫৮,৯৫,৫৭০ ।
অবিভক্ত বাংলার আরতন ছিল ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল, বর্তমানে পশ্চিম
বঙ্গের আরতন ২৮,০০০ বর্গমাইল । বাংলা বিভক্ত হইবার পরে

বহুসংখ্যক হিন্দু পূর্ব-বঙ্গ হইতে বাস্তু ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। এ ক্ষেত্রে লোক-সংখ্যার অল্পপাতে পশ্চিমবঙ্গে যে জমি আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে বাক্সালী হিন্দুর বাচিবার কোন আশা নাই। সেইজন্য পশ্চিম-বঙ্গের বাহিরে যে বাংলা-ভাষা-ভাষী অঞ্চলসমূহ আছে এবং যাহার উপর ভাষা দাবী শুধু বাক্সালীরই হওয়া উচিত, সেগুলি অবিলম্বে ফেরত পাওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে বিহার সরকার মানভূম প্রভৃতি বাক্সালী-প্রধান অঞ্চলের বাক্সালীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল ঘোষের নেতৃত্বে বাক্সালীগণ মানভূমে ৬ এপ্রিল হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অহিংস সত্যাগ্রহীদিগের উপর অত্যাচারের নমুনায় ইহাই পরিষ্কৃত হইয়াছে যে এই অঞ্চল সমূহ পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত যুক্ত না হইলে এখানকার বাক্সালীর ভাষা, মর্যাদা ও সংস্কৃতি লোপ পাইবার বিলম্ব নাই। কেন্দ্রীয় সরকার বা কংগ্রেস কতৃপক্ষ এ বিষয়ে উদাসীন—পশ্চিম-বঙ্গ সরকারও এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন আছেন বলিয়া মনে হয় না।

১৯৫০ সালে লর্ড কাজ'নের আমলে বাক্সালীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। বাংলার তীব্র আন্দোলন দেখা দেয় এবং ইহার ফলে ১৯১১ সালে এই বিভাগের আদেশ বাতিল করা হয়।

১৯১১ সালে তিনটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করা হয়—বিহার ও উড়িষ্যা, বাংলা এবং আসাম। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসের দরবারে ভারত সম্রাট ভারত ভিত্তিতে প্রদেশের সীমা নির্ধারণের আশ্বাস দেন। ঐ সময়েই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিহার হইতে বাংলা-ভাষী অঞ্চলসমূহ বাংলাদেশকে অত্যন্ত আগ্রহের সূচনা করে।

১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সুপারিশ সমর্থন করেন। তাঁহার। এই মত প্রকাশ করেন যে মানভূম জেলা, সিংভূম জেলার ধলভূম পরগণা এবং সাঁওতাল পরগণার বাংলা-ভাষী অঞ্চল বাঙ্গলাদেশের সহিত যুক্ত হওয়া উচিত। ঐ সময়ে ভারত সভার সম্পাদক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের নিকট ভাষা অতুসারে বাঙ্গলা পুনর্গঠনের প্রস্তাবকে কার্যকরী করার দাবী করেন। ইহার উত্তরে বাঙ্গলা সরকার জানান যে সীমানা পুনর্গঠনের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাব বলা হয় যে বাংলা ভাষী অঞ্চলসমূহ বাঙ্গলার বাহির হইতে ফিরাইয়া আনিয়া বাঙ্গলা সরকারের অধীনে শাসিত হওয়া আশু প্রয়োজন।

১৯১৭ সালে ভারত সভার পক্ষ হইতে মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের নিকট দাবী করা হয় যে শাসন কাৰ্যের সুবিধার জন্য একই ভাষা ভাষী অঞ্চলসমূহ একই প্রাদেশিক সরকারের অধীনে থাকা উচিত। বাঙ্গলার বাহিরে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাঙ্গলাদেশের সহিত যুক্ত হওয়া আশু প্রয়োজন।

১৯২০ সালে প্রকাশিত নেহেরু রিপোর্টে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠনের পক্ষে লত প্রকাশ করা হয়। সাইমন কমিশনের রিপোর্টেও উল্লিখিত হয় যে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠনের নিমিত্ত অবিলম্বে একজন নিরপেক্ষ সভাপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা উচিত।

পণ্ডিত জগদ্বরলাল নেহেরু বিভিন্ন সময়ে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইচ্ছাহারে বলা হয় যে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগুলি গঠন করিতে হইবে।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গণ-পরিষদের অধিবেশনের ভাষা ও

সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশগুলি গঠন করার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার জন্ত ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে দার কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি বর্তমান অবস্থায় ভাষাগত প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন স্থগিত রাখিবার পরামর্শ দেন। দার কমিটির বিবরণী প্রকাশিত হইলে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে, বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্ত কংগ্রেস সভাপতি, সদার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুকে লইয়া একটি নূতন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির বিবরণীতে কয়েক বৎসর ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অতীত প্রদেশ সম্পর্কে বিবেচনার পূর্বে অল্প প্রদেশের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের ৫ এপ্রিল কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই রিপোর্ট গৃহীত হয়।

নব-বঙ্গ সমিতি বাংলা ভাষা ভাষী যে অঞ্চলগুলি ফেরত পাইবার জন্ত দাবী করেন ও তাহার মূলে যুক্তিগুলি নিম্নে দেওয়া হইল—

মানভূম জেলা সম্পূর্ণ :—

মানভূম জেলা ১৯১২ সালের পূর্বে বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। মানভূম জেলায় বাংলাদেশের ছায় দায়ভাগ আইন এখনও প্রচলিত। মানভূম জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যাই সর্বাধিক। বাংলা ভাষাই সবচেয়ে অধিক সংখ্যক লোকে ব্যবহার করে। এখানকার সাঁওতালেরা বাংলাভেই কথাবার্তা বলে। মানভূমের মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৮০ জন বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

শুধু ধানবাদ মহকুমার আদমশুমারী অনুযায়ী হিন্দুস্থানীর সংখ্যা অধিক। ধানবাদ মহকুমার আলোচনা একটু স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইবে। এখানে শতকরা ৫০ জন হিন্দুস্থানী, ৩৪ জন বাঙ্গালী ও ১৪ জন সাঁওতাল। হিন্দুস্থানীদের অধিকাংশই বরিশা ও ধানবাদ এলাকার কক্সখালিতে কাজ করে। ইহার এখানকার বাসিন্দা

নহে। কার্য উপলক্ষে ইহারা এখানে আসে। যেহেতু আদমশুমারীতে তাহাদের সংখ্যা ধানবাদ মহকুমাতে গণনা করা হইয়াছে তাহার অল্প ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের সময় তাহাদের স্থানীয় অধিবাসীরূপে পরিগণিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেইজন্য ধানবাদ জেলার সম্পূর্ণ অংশে পশ্চিম বাংলার ভাষা দাবী।

২। ধলভূম (সিংভূমের মহকুমা)

ধলভূম ১২১২ সালের পূর্বে বিহারের অন্তর্গত ছিল না। বঙ্গভঙ্গ রদ করার ফলে ইহাকে বিহারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ধলভূমের সমস্ত লোকই বাঙ্গালী। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার আচার ব্যবহার এখানে প্রচলিত। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় সকলেই বাংলাভাষার কথাবার্তা বলে।

জামসেদপুরে শুধু হিন্দুস্থানীর সংখ্যা বেশী। এখানকার অবস্থাও ধানবাদের মত। সুতরাং সমস্ত বিষয় যুক্তিপূর্ণভাবে বিবেচনা করিলে সমগ্র ধলভূম মহকুমাও পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত হওয়া উচিত।

৩। সোরাইকেল্লা—

সোরাইকেল্লার লোকসংখ্যা শতকরা ৩০ জন বাঙ্গালী, ২৫জন উড়িয়া, ৩জন হিন্দুস্থানী ও অবশিষ্ট হইল উপজাতীর শ্রেণীর লোক। উপজাতীরদের অধিকাংশই বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। সুতরাং সোরাইকেল্লার উপর পশ্চিম বাংলার দাবী সর্বাঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত।

৪। রাঁচি জেলার ৪টি পরগণা, হাজারীবাগ জেলার তিনটি থানা, এবং হাজারীবাগের সংলগ্ন সাঁওতাল পরগণা জেলার পশ্চিমপ্রান্ত—

এ সমস্ত স্থানে বাংলা ভাষাই বেশী সংখ্যক লোক ব্যবহার করে। আচার-ব্যবহারও পশ্চিম বাংলারই অনুরূপ। সাঁওতাল পরগণা জেলার কামতাড়া, হুমকা, পাকুড় ও রাজমহল মহকুমা পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত হওয়া উচিত। ১২১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সাঁওতাল পরগণার কতক অংশ জাঙ্গলপুর এবং কতক অংশ বীরভূমের ভিতর ছিল।

পূর্ণিমা জেলার পূর্বাংশ—

এই অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যাই বেশী। স্যাডক্লিক সাহেবের বিভাগের ফলে দাঙ্গিলিং ও জলপাইগুড়ির সহিত পশ্চিম-বাংলার সরাসরি কোন যোগ নাই। এই যোগ স্থাপন করিতে হইলে পূর্ণিমা পশ্চিমবাংলার সহিত যুক্ত হওয়া একান্ত যুক্তিযুক্ত।

পৃথিবীর মৌলিক পদার্থগুলির নাম

(১) হাইড্রোজেন (২) হিলিয়াম (৩) লিথিয়াম (৪) বেরিলিয়াম (৫) বোরন (৬) কার্বন (৭) নাইট্রোজেন (৮) অক্সিজেন (৯) ফ্লোরিন (১০) নিয়ন (১১) সোডিয়াম (১২) ম্যাগনেসিয়াম (১৩) এলুমিনিয়াম (১৪) সিলিকন (১৫) ফস্ফরাস (১৬) সাল্ফার (১৭) ক্লোরিন (১৮) আরগন (১৯) পটাশিয়াম (২০) ক্যালসিয়াম (২১) স্ক্যানডিয়াম (২২) টাইটেনিয়াম (২৩) ভ্যালাডিয়াম (২৪) ক্রোমিয়াম (২৫) ম্যাঙ্গানিজ (২৬) আয়রন (২৭) কোবাল্ট (২৮) নিকেল (২৯) কপার (৩০) জিঙ্ক (৩১) গ্যালিয়াম (৩২) জারমেনিয়াম (৩৩) আরসেনিক (৩৪) সেলেনিয়াম (৩৫) ব্রোমিন (৩৬) ক্রিপ্টন (৩৭) রুবিডিয়াম (৩৮) ষ্ট্রনসিয়াম (৩৯) ইট্রিয়াম (৪০) জেরিকোমিয়াম (৪১) কলাম্বিয়াম (৪২) মলিব্‌ডেনাম (৪৩) ম্যান্‌গনিয়াম (৪৪) রুদেনিয়াম (৪৫) রোডিয়াম (৪৬) সিলভার (৪৭) ক্যাডমিয়াম (৪৮) ইণ্ডিয়াম (৪৯) টিন (৫০) স্মাট্টমি (৫১) টেলুরিয়াম (৫২) আইওডিন (৫৩) জেনন্ (৫৪) কেসিয়াম (৫৫) বেরিয়াম (৫৬) ল্যান্থানাম (৫৭) সেরিয়াম (৫৮) প্রোসিওডিমিয়াম (৫৯) নিওডিমিয়াম (৬০) প্যালাডিয়াম (৬১) ইলিয়াম (৬২) স্ত্রামেরিয়াম (৬৩) ইউরোপিয়াম (৬৪) গ্যাডোলিনিয়াম (৬৫) টারবিয়াম (৬৬) ডিসপ্রোসিয়াম (৬৭) হোলমিয়াম (৬৮) আরবিয়াম (৬৯) থুলিয়াম (৭০) ইটারবিয়াম (৭১) লুটেসিয়াম (৭২) হাফনিয়াম (৭৩) ট্যানটালাম (৭৪) টায়টানিয়াম (৭৫) রেনিয়াম (৭৬) অস্মিয়াম (৭৭) ইরিডিয়াম (৭৮) প্লাটিনাম (৭৯) গোল্ড (৮০) মার্কাসি (৮১) থ্যালিয়াম (৮২) লেড (৮৩) বিসমথ (৮৪) পোলোনিয়াম (৮৫) নিট্রন বা রেডন (৮৬) রেডিয়াম (৮৭) র্যাডোনিয়াম (৮৮) থোরিয়াম (৮৯) মোটোরোয়াক্টিনিয়াম (৯০) ইউরেনিয়াম (৯১).....(৯২)...

পৃথিবীর

সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ

এভারেস্ট	২২,১৪১ ফিট
গডউইন অস্টেন	২৮,২৭৮ ”
ইলাম্পু	২৫,২৪৮ ”
ম্যাকিনলে	২০,৪৬৪ ”
কোটোপাক্সি	১২,৬১৩ ”
মাউন্ট লোগান	১২,৫৩২ ”
মাউন্ট ইলিয়স	১২,৫০০ ”

পৃথিবীর

দীর্ঘতম জুড়নপথ

পূর্ব-কিঞ্চল হইতে মর্ডেন	১৭ মাইল
গোল্ডার্স গ্রীণ	” পঃ উইম্‌ব্লডন ১৬ ”
বেন নেভিস	১৫ ”
টান্না	১৩ ”
সিম্পল্‌ন	১২ ”
ক্রোয়েন্স হইতে বোলন	১১ ”
ল'রটস বার্গ	৯ ”

পৃথিবীর উচ্চতম অট্টালিকা

সোভিয়েট প্রাসাদ, মস্কো	১,৩০০ ফিট
এম্পায়ার স্টেট, নিউ ইয়র্ক	১,২৪৭ ”
ক্রাউসলার	১,০৪৬ ”
ইফেল টাউয়ার, প্যারিস	২৮৪ ”
মানহাট্টান ব্যাঙ্ক, নিউ ইয়র্ক	২২৫ ”
উলওয়ার্থ	৭৯২ ”
মেট্রপলিটান লাইফ	৭০০ ”
লিঙ্কন	৬৩৮ ”

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী

খৃষ্টান	৬২,১০,০০,০০০
কনফিউসিয়ান	৩৫,০০,০০,০০০
হিন্দু	২৩,০০,০০,০০০
মুসলমান	২০,২০,০০,০০০
বৌদ্ধ	১৫,০০,০০,০০০
এনিমিস্ট	১৩,৫০,০০,০০০
সিণ্টোইস্ট	২,৫০,০০,০০০
ইহুদী	১,৬০,০০,০০০
অজ্ঞান	৫,০০,০০,০০০

পৃথিবীর বৃহত্তম

মহাসাগরসমূহ

মহাসাগর	বর্গমাইল
প্রশান্ত	৬,৩২,৮৮,০০০
অতলান্তিক	৩,০০,০০,০০০
	২,৮৩,৫০,০০০

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপসমূহ

গ্রীণল্যান্ড	৮,৩০,০০০ বর্গমাইল
নিউগিনি	৩,৩০,০০০ ”
ম্যাডাগ্যাস্কার	২,২০,০০০
বোর্নিও	২,১০,০০০
	১,৯০,০০০

পৃথিবীর বৃহত্তম নগরসমূহ
ও জনসংখ্যা

লণ্ডন	৮৬,৫০,০০০
নিউইয়র্ক	৭২,২০,০০০
টোকিও	৬৫,৮০,০০০
কলিকাতা	* ৫০,০০,০০০
বার্লিন	৪৩,০০,০০০
মস্কো	৪১,৪০,০০০
সাংহাই	৩৫,৭০,০০০
ওসাকা	৩৩,২০,০০০
চিকাগো	৩৩,৮০,০০০
লেনিনগ্রাড	৩১,২০,০০০
প্যারিস	৩০,০০,০০০
বুয়েনস্‌ এয়রস	২৩,৬০,০০০
ফিলাডেলফিয়া	১৯,৫০,০০০
ভিয়েনা	১৮,২০,০০০

পৃথিবীর বিখ্যাত ভূমিকম্প
ও অগ্ন্যুৎসার

পম্পেরি	৭৯ খৃঃ
ক্রাকাটোয়া	১৮৮৩ "
মার্টিনিক	১৯০২ "
সান-ফ্রান্সিসকো	১৯০৬ "
মেশিনা	১৯০৮ "
ইটালি	১৯২০ "
জাপান	১৯২৩ "
নেপিয়ার	১৯৩১ "
কালিকোর্গিয়া	১৯৩৩ "
বিহাব	১৯৩৪ "
কোয়েটা	১৯৩৫ "
চিলি	১৯৩৯ "
তুরস্ক	১৯৩৯ "

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম, দীর্ঘতম প্রভৃতি

বৃহত্তম নগর	লণ্ডন	বৃহত্তম অন্তরীপ	ভারতবর্ষ
" অট্টালিকা	মিশরের পিরামিড	" দেশ	ব্রেজিল
" মহাদেশ	এশিয়া	" দ্বীপ	গ্রীণল্যান্ড
" পর্বত	হিমালয়	সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ	এভারেস্ট
" ঘণ্টা	মস্কোব ঘণ্টা	" সূতি	স্বাধীনতার
" প্রাসাদ	ভ্যাটিকান, রোম	" মিনার	সূতি, নিউইয়র্ক
" হ্রদ	কাস্পিয়ান সাগর	" মিনার	ইকেল টাউয়ার
" বজ্রহ্রদ	স্পিরিটের হ্রদ	"	প্যারিস "
" জাহাজ	কুইন্স এলিজাবেথ	" দীর্ঘতম খাল	পোটা ক্যানাল

• বৃহত্তম নদী	আমাজান, দক্ষিণ আমেরিকা
• দীর্ঘতম "	মিসিসিপি মিসৌরী, উত্তর "
• বৃহত্তম মিউজিয়ম	ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন
• সর্বোচ্চ অট্টালিকা	সোভিয়েট প্যালেস, মস্কো
দীর্ঘতম রেলওয়ে প্লাটফর্ম	শোনপুর স্টেশন, বিহার
বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন	গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাল, নিউইয়র্ক
" রাজপ্রাসাদ	মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদ
• " আগ্নেয়গিরি	মনা লোয়া, হাওয়াই
" ও গভীরতম মহাসাগর	প্রশান্ত মহাসাগর
বৃহত্তম সেতু	স্ট্রান ফ্রানসিস্কোর ওকল্যান্ড সেতু
" গীর্জা	সেন্ট পিটার গীর্জা, রোম
• " গ্রন্থালয়	ক্যাশনাল লাইব্রেরী রাশিয়া
" রেলপথ	ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ
" আঁচ-ওয়ে সেতু	সিডনি হারবারসেতু, অস্ট্রেলিয়া
• " জলাধার	টালার ট্যাক, কলিকাতা
" জলপ্রপাত	ভেনিজুয়েলা, দক্ষিণ আমেরিকা
" হৃদয়পথ	পূর্ব ফিঞ্চলে হইতে মর্ডেন
" দূরবীণযন্ত্র	২০০" ব্যাস-বিশিষ্ট রিফ্লেক্টর, কালিফোর্নিয়া
" গম্বুজ	গোল গম্বুজ, বিজাপুর (১৪৪' ব্যাস)
দীর্ঘতম বারান্দা	দক্ষিণ-ভারতের রামেশ্বর মন্দিরে
" রেলদোড়	রিগা হইতে ব্লাডিভস্তক, রাশিয়া
	(৬,০০০ মাইল)
সর্বোচ্চ বাঁধ	বোল্ডার ডাম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
" বুক	কালিফোর্নিয়ার হ্যামবোর্ট পার্কে (৩৬৪')
" নগর	ফারি. তিব্বত (১৪,৩০০ ফিট উচ্চে)
" গীর্জা	আম ক্যাথিড্রাল, আমানি
• সর্বাধিক বেশী বৃষ্টিপাত	চেরাপুঞ্জি, আসাম

দীর্ঘতম প্রাচীর	চীনের প্রাচীর	বৃহত্তম মসজিদ	বেরেসকোর্ড হোম
বৃহত্তম বাঁধ	লয়েড বাঁধ	" মসজিদ	জুম্মা মসজিদ দিল্লী
" মরুভূমি	সাহারা	" মুক্কা জাহাজ বর্ডজজ', বুটেন	
" হীরক	কুলিনান	" ব-দ্বীপ	সুন্দরবন

ভারতে বৃহত্তম, দীর্ঘতম প্রভৃতি—

বৃহত্তম নগর	কলিকাতা	সর্বোচ্চ মূর্তি	গোমতেশ্বর,
" প্রদেশ	মাদ্রাজ		মহীশূর
দেশীয় রাজ্য	কাশ্মীর	বৃহত্তম গিরিগুহা	ইলোরা
" হ্রদ	উলার হ্রদ	দীর্ঘতম রাজপথ	গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড
সর্বোচ্চ জলপ্রপাত	গারসোপ্পা জল- প্রপাত, মহীশূর	বৃহত্তম তোরণ	বুলন্দ দরজা, ফতেপুর সিক্রী
" ধ্বজা	কুতুবমিনার	" মেলা	শোনপুর মেলা

নুতন হাওড়া সেতু

ভারতের সুদীর্ঘ সেতুসমূহ

৬ বৎসর ৩ মাসে নির্মিত হয়।

শান সেতু	১০,০৫২ ফিট	ট্রাম-চলাচল আরম্ভ হয় ১ ফেব্রুয়ারী
গাদাবরী "	২,০২৬ ফিট	১৯৪৩। যাত্রী ও অস্ত্রান্ত্র বানবাহন
হানদী "	৬,২০২ "	চলাচল শুরু হয় ২২ ফেব্রুয়ারী। লৌহ
ইলিংডন "	২,৬১০ "	লাগিয়াছে ২৬হাজার টন। মোট ব্যয় হয়
গুজড়া "	২,১৫০ "	৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। বার্ষিক
		স্বাক্ষরবেক্ষণ ব্যয় দেড় লক্ষ টাকা। দৈর্ঘ্য
		২১৫০ ফিট; উচ্চতা প্রায় ৩০০ ফিট।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রদিগের নাম

১৯২৪ চিত্তরঞ্জন দাশ	১৯৩৮ এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া
১৯২৫ বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	১৯৩৯ নিশীথচন্দ্র সেন
১৯২৮ বি, কে, বসু	১৯৪০ আবদুর রহমান সিদ্দিকী
১৯২৯ বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	১৯৪১ হেমচন্দ্র নন্দর
১৯৩০ সুভাষচন্দ্র বসু	১৯৪২ ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
১৯৩১ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	১৯৪৩ সৈয়দ বদরুদ্দুজা
১৯৩৩ সন্তোষ কুমার বসু	১৯৪৪ আনন্দলাল পোদ্দার
১৯৩৪ নলিনী রঞ্জন সরকার	১৯৪৫ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯৩৫ এ, কে, ফজলুল হক	১৯৪৬ মহম্মদ ওসমান
১৯৩৬ শ্রী হরিশঙ্কর পাল	১৯৪৭ সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী
১৯৩৭ সনৎ কুমার রায়চৌধুরী	১৯৫২ -

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারদের নাম

১৮৯০ শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯২১ শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৮৯৩ জোনাস কোয়েল পিগট	১৯২৩ ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৮৯৩ শ্রী আলফ্রেড ক্রফ্ট	১৯২৪ শ্রী ডব্লিউ, ই, প্রীভাস
১৮৯৭ ই, জে, ট্রেভেলিয়ান	১৯২৬ শ্রী বহুনাথ সরকার
১৮৯৮ শ্রী এক, ডব্লিউ, ম্যাকলিন	১৯২৮ ডাঃ ডব্লিউ, এস, আর্কোহাট
১৯০০ শ্রী টমাস র্যাগে	১৯৩০ শ্রী হাসান সুরাবর্দী
১৯০৪ শ্রী এ, পেডলার	১৯৩৪ ডাঃ শ্রীমানপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১৯০৬ শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৯৩৮ শ্রী মহম্মদ আজিজুল হক
১৯১৪ শ্রী শ্রীমানপ্রসাদ সর্বাধিকারী	১৯৪২ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
১৯১৮ শ্রী লার্সনলিট শ্রীশঙ্কর	১৯৪৪ ডাঃ রাধা বিনোদ পাল
১৯১৯ শ্রী নীলরতন সরকার	১৯৪৬ শ্রীমানপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯৪৯ চারুচন্দ্র বিশ্বাস

ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীই প্রথম—

হাইকোর্টের বিচারপতি	রমাশ্রসাদ রায়
" প্রধান বিচারপতি	শ্রীর রমেশচন্দ্র মিত্র
" আই-সি-এস (অস্থায়ী) বিচারপতি	বিহারীলাল গুপ্ত
এরোপ্লেনে উঠেন প্রথম রমণী	রাণী মুণালিনী দেবী
হাইকোর্টের আই-সি-এস (স্থায়ী) বিচারপতি	শ্রীর বসন্ত কুমার মল্লিক
"নাইট" উপাধি পান	রাধাকান্ত দেব বাহাদুর
ডিভিসনাল কমিশনার	রমেশচন্দ্র দত্ত
সার্জেন জেনারেল (অস্থায়ী)	কর্ণেল মন্থনাথ চৌধুরী
মুন্সেফ হইতে হাইকোর্টের বিচারপতি	শ্রীর প্রমদারঞ্জন ব্যানার্জি
পোষ্ট গ্র্যাণ্ড টেলিগ্রাফের স্যাসিষ্ট্যান্ট	রায় রাধিকা মোহন
ডিরেক্টর জেনারেল	লাহিড়ী বাহাদুর
স্যাকাউণ্ট্যান্ট জেনারেল	মন্থনাথ ভট্টাচার্য
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য	শ্রীর কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত
স্যাডভোকেট জেনারেল	শ্রীর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র
স্বরাজ্য নীতির প্রবর্তক	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
আঙার সেক্রেটারী অব ষ্টেট	শ্রীর সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
ইংরাজী কবিতায় যশস্বিনী মহিলা	তরু দত্ত
পদার্থ বিজ্ঞান কৃতিত্ব লাভ করেন	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
বিলাতে লর্ড সভার সদস্য	লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান কৃতিত্ব লাভ করেন মধুসূদন গুপ্ত	
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মহিলা সদস্য	স্বর্ণকুমারী দেবী
মিলিটারী ফাইন্যান্সিয়াল স্যাডভাইসর	শ্রীর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র
ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ	পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী
ভারতের বাহিরে হিন্দুধর্ম প্রচারক	স্বামী বিবেকানন্দ
ভারতে ইংরাজী শিক্ষার সমর্থক	রাজা রামমোহন রায়

জানিটারী কমিশনার

ব্যারিটারী পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইস চ্যান্সেলার

কিংস্ কাউন্সেল

সম্মানে আই-সি-এস পদ ত্যাগ করেন

বহির্ভারতে পাশ্চাত্য চিত্রকলার কৃতিত্ব লাভ

বহির্ভারতে সৈনিক বিভাগে কৃতিত্ব লাভ

ভারতের বাহিরের প্রাচ্য গীতবাঞ্চে সুখ্যাতি

অর্জন করেন—প্রথম মহিলা

আধুনিক প্রাচ্য চিত্রকলার প্রবর্তক

গভর্নর

নোবেল পুরস্কার পান

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি

বেলুনে উঠেন

ব্যারিটারী পাশ করেন

বড়নাটের একজিকিটিভ কাউন্সিলের সদস্য

আই, সি, এস পরীক্ষায় পাশ করেন

আই, সি, এস পরীক্ষায় প্রথম হন

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাংলার

বিশিষ্ট বিলাত যাত্রী

গ্র্যাজুয়েট

কর্পোরেশনের মেয়র

ইঞ্জিনিয়ার

বিলাতে ভারতের হাই-কমিশনার

ব্রিটিশসাম্রাজ্য বন্দুকছোড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম দেবেন্দ্রনাথ ভাট্টা

ভারত সরকারের একাউন্ট্যান্ট জেনারেল

কর্ণেল কে, পি, ওপ

নৃপেন্দ্র নাথ সরকার

শ্রীর গুরুদাস ব্যানার্জি

শ্রীর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

সুভাষ চন্দ্র বসু

শশিকান্ত হেব

কর্ণেল সুরেশ বিখাস

সত্যবালা দেবী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর

শ্রীর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীর অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি

আনন্দ মোহন বসু

রাজা রামমোহন রায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ওষদ্বনাথ বসু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

নীলমণি মিত্র

শ্রীর অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি

উপেন্দ্রলাল বসু

রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য	শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত
ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল	শ্রী সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন	আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
কেম্ব্রিজের স্থিতি প্রাইজ পান	ভূপতি মোহন সেন
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস-সি	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী	সরোজিনী নাইডু
ব্রিটিশ কেমব্রিজের সদস্য	লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ
চীফ-ইঞ্জিনিয়ার	রাজেশ্বর মিত্র
চীফ সেক্রেটারী	শ্রী অতুলচন্দ্র চ্যাটার্জি
পোস্ট গ্যাং টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর জেনারেল	জ্ঞানেন্দ্র প্রসন্ন রায়
ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে 'নাইট' উপাধি পান	বসন্ত কুমার মল্লিক
ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের কর্নেল	কে, জি, গুপ্ত
তিব্বত ভ্রমণকারী	রাজা রামমোহন রায়

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	আবিষ্কারক
ডিনামাইট	নোবেল (সুইডেন)
সেলাইয়ের কল	থিমনিয়ার (ফ্রান্স)
বৈজ্ঞানিক টেলিগ্রাফ	মোস (আমেরিকা)
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	গ্যালিলিও (ইটালী)
* ফাউন্টেন পেন	ওয়ারটারম্যান (আমেরিকা)
জিপেলিন	কাউন্ট জিপেলিন (জার্মানি)
এরোপ্লেন	রাইট ভ্রাতৃদ্বয় (আমেরিকা)
সেকিট রেজর	জিলেট (আমেরিকা)
বায়ুচাপমান যন্ত্র	টরিসেলি (ইটালী)
লিনোটাইপ	* বার্ভেন থেলার (আমেরিকা)

টেলিফোন	বেল (আমেরিকা)	টিম এজিন	ওয়াট (ইংলণ্ড)
রিভলবার	কোল্ট "	রেল এজিন	টিভেন্সন "
ফ্লোথ্রাফ	এডিসন "	টেলিভিসন	বেরার্ড "
ট্রেন্সমিস্কোপ	লেনেক (ফ্রান্স)	সামরিক ট্যাঙ্ক	হুইটন "
দিয়াশালাই	সোরিয়া "	পেনিসিলিন	ফ্রেমিং "
থার্মোমিটার	ফারেনহিট "	মেসিনগান	গ্যাটেলিন ও লুই
বেলুন	মঙ্গলফারার "	মাইক্রোফোন	এমিল বার্লিনার (আমেরিকা)
রেডিয়ম	মেরী কুরী (আমেরিকা)	টাইপ্রাইটার	সোল্‌স্
মোটরগাড়ী	বেঞ্জ	বেতার	মার্কনি (ইটালী)।
রঞ্জন রশ্মি যন্ত্র	রঞ্জন (জার্মেনি)	তারযোগে ছবি প্রেরণ	করুন (আমেরিকা)
আনবিক বোমা হান ও মিটনার	চলচ্চিত্র যন্ত্র	এডিসন "	
(আমেরিকা)	ফটো ফিল্ম	ইটম্যান "	
সাইকেল	ম্যাকমিলন (স্কটল্যান্ড)		

রয়েল সোসাইটির ভারতীয় সদস্যবৃন্দ

আর্দে'শির কুরশেঠজি (১৮৪১—ইঞ্জিনিয়ারিং); রামানুজন্ (১৯১৮—গণিত); শ্রী অগদীশচন্দ্র বসু (১৯২০—জৈব পদার্থ বিজ্ঞান); শ্রী চন্দ্রশেখর ভেনকাটা রমণ (১৯২৪—পদার্থ বিজ্ঞান); ডাঃ মেঘনাদ সাহা (১৯২৭—পদার্থ বিজ্ঞান); ডাঃ বীরবল সাহানী ১৯৩৬—উদ্ভিদ বিজ্ঞান); শ্রী কে, এস, কৃষ্ণান্ (১৯৪০—পদার্থ বিজ্ঞান); ডাঃ এইচ, জে, ভাবা (১৯৪১—পদার্থ বিজ্ঞান); শ্রী শান্তি স্বরূপ ভাটনগর (১৯৪৩—রসায়ন); সুব্রাহ্মণিয়া চন্দ্রশেখর (১৯৪৪—পদার্থ বিজ্ঞান; ; অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (১৯৪৫—পরি সংখ্যাণ্'।

ব্রিটিশ ম্যাকাডেমীর ভারতীয় সদস্য

শ্রী সর্বশ্রী রাধাকৃষ্ণ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ মিলিত হইয়া বাহাতে নানারূপ বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের স্থাপনা হয়। ১৯১৪ সালে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যবস্থাপনার পরলোকগত শ্রীর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় উপরোক্ত এসিয়াটিক সোসাইটিভবনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। বিজ্ঞানের মাত্র ছয়টি বিভিন্ন শাখার আলোচনা এই অধিবেশনের অন্তর্গত ছিল কিন্তু বর্ধিত হইয়া এখন ১৩টি শাখা ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। বাৎসরিক অধিবেশনের স্থান ভারতের প্রসিদ্ধ সহরগুলিতে চক্রাকারে নির্ণীত হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মিলিত অধিবেশন কলিকাতায় শ্রীর জেমস জীন্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় একত্র মিলিত হইবার সুযোগ পান। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের সভাপতিত্বে গুণায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭ তম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ব্রুটেন, রাশিয়া, আমেরিকা, জামেনী ও ফ্রান্স হইতে ২২ জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এই অধিবেশনে যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে রবার্ট রবিনসন, ফ্রেডারিক জোলিও, ইরিগ কুরি, জে, ডি, বার্গাল, ডক্টর কণ্ডপ, ডক্টর হারম্যান মার্ক, ডক্টর বম্পটন ও অধ্যাপক এঙ্গেল হার্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান বৎসরের বিভিন্ন শাখায় সভাপতিত্ব করেন—

পদার্থ বিজ্ঞা—ডক্টর আর এন ঘোষ (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)

রসায়ন জে. কে. চৌধুরী (বহুবিজ্ঞান মন্দির)

গণিত	ডক্টর নগিনী মোহন বসু (আম্বিক বিশ্ববিদ্যালয়)
পরিমল্ধ্যাণ	শি তি স্খায়া (আওরা বিশ্ববিদ্যালয়)
কৃষি	রামলাল শেঠী (ভারত সরকার)
শারীর বৃত্ত	কালিদাস মিত্র (ভারত সরকার)
প্রাণি বিজ্ঞান	ডক্টর বি সি বসু
নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব	সি হুরার হাইমেন ডক (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়)
উদ্ভিদ বিজ্ঞান	ডক্টর পি মহেশ্বরী (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)
মনোবিজ্ঞান	কালীপ্রসাদ (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়)
ভূতত্ত্ব	জে কোটস
পুত্ ও ধাতুবিজ্ঞান	ডক্টর ডি আর মালাহাদ্র (ভারত সরকার)
ভেবজ ও পশুচিকিৎসা	ডক্টর এম ডি রাধাকৃষ্ণ রাও
	(বোম্বাই সরকার)

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতিদের তালিকা

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১৯১৪	কলিকাতা	ডাক্তার অশ্বতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯১৫	মাদ্রাজ	মেকর-জেনারেল ডব্লিউ, ক্যানারম্যান
১৯১৬	লক্ষ্ণৌ	ডাক্তার সিডনি বার্নার্ড "
১৯১৭	বাকালোর	ডাক্তার র্যালফ্রেড গীবস বোর্ণ
১৯১৮	লাহোর	ডক্টর গীলবার্ট টি ওয়াকার
১৯১৯	বোম্বাই	লেঃ-কর্ণেল ডাক্তার লিওনার্ড রজাস
১৯২০	নাগপুর	ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
১৯২১	কলিকাতা	ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯২২	মাদ্রাজ	সি, এম, মিড্‌ল মিস
১৯২৩	লক্ষ্ণৌ	ডাক্তার এম, বিবেকরাজ্য
১৯২৪	বাকালোর	ডক্টর টমাস নেলসন আনানডেল
১৯২৫	বেনারস	ডক্টর এম, ও, করটার

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	মতাপত্তি
১৯২৬	বোম্বাই	র্যালবার্ট হাওয়ার্ড
১৯২৭	লাহোর	শ্রীর জগদীশচন্দ্র বসু
১৯২৮	কলিকাতা	ডক্টর জে, এল, সিমন্সেন
১৯২৯	মাদ্রাজ	শ্রীর সি, ডি, রমণ
১৯৩০	এলাহাবাদ	কর্ণেল এস. আর, ক্রিষ্টোকার
১৯৩১	নাগপুর	লেঃ কর্ণেল আর, বি, সেমুরসিউয়েল
১৯৩২	বাকালোর	রায় বাহাদুর লাল শিবরাম কান্তপ
১৯৩৩	পাটনা	ডক্টর লুই এল, কারমোর
১৯৩৪	বোম্বাই	ডক্টর মেঘনাদ সাহা
১৯৩৫	কলিকাতা	ডক্টর জে, এইচ, হাটন
১৯৩৬	ইন্দোর	শ্রীর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
১৯৩৭	হায়দ্রাবাদ	শ্রীর সি. এস, ভেন্কাটা রমণ
১৯৩৮	কলিকাতা	শ্রীর জেমস জীন্স
১৯৩৯	লাহোর	শ্রীর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
১৯৪০	মাদ্রাজ	ডক্টর বীরবল সাহানী
১৯৪১	বেনারস	শ্রীর আদর্শির দালাল
১৯৪২	বরোদা	শ্রীর ডি, এন, ওয়াদিয়া
১৯৪৩	কলিকাতা	শ্রীর ডি, এন, ওয়াদিয়া
১৯৪৪	দিল্লী	অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু
১৯৪৫	নাগপুর	শ্রীর শান্তিস্বরূপ ভাটনগর
১৯৪৬	বাকালোর	ডক্টর আকজল হোসেন
১৯৪৭	দিল্লী.	পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
১৯৪৮	পাটনা	ডক্টর রামনাথ চোপরা
১৯৪৯	এলাহাবাদ	শ্রীর কে, এস, কৃষ্ণাণ
১৯৫০	পুণা	অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ °

নোবেল পুরস্কার

সুইডেনের বিখ্যাত রাসায়নিক ন্যাশক্রেড বার্গহাড নোবেলের প্রদত্ত ১১ লক্ষ পাউণ্ডের অর্থ হইতে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। জাতি-ধর্ম-ক্রী-পুরুষ নিবিশেষে পাঁচটি বিষয়ে অধী ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এতোকটি বিষয়ে ৮,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয়। বিষয়গুলি—রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান অথবা ভেতজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি এচেষ্টা। ১৯০১ সাল হইতে পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয়। এ পর্যন্ত মাত্র দুইজন ভারতীয় এই পুরস্কার লাভের সম্মান অর্জন করিয়াছেন। ১৯১৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজী “গীতাঞ্জলি” পুস্তকের জন্য সাহিত্যে এবং ১৯৩০ সালে তার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কাটা রমণ পদার্থ-বিজ্ঞানে এই পুরস্কার লাভ করেন।

সুন্দরীকৃত
৭ আগস্টের জন্য—



ফোন:
বি.বি.
৫১৮৬

ক্যালকাটা ক্যাবিনেট কোঃ
শো-রুম - ৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিঃ
কমারখানা - ২৪৯, বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা

বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত

বৎসর	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন
১৯০১	ডব্লিউ, সি, রঞ্জন (জার্মেনি)	কে, এইচ, হক (ইংলণ্ড)
১৯০২	এইচ, এ, লরেন্স ও পি, জিহ্যান (ডেনমার্ক)	এমিল ফিসার (জার্মেনি)
১৯০৩	এ, এইচ, বিকোরেল ও পিয়েরে ও মেরী কুরী (ফ্রান্স)	এস, এ, আরহেনিয়াস (সুইডেন)
১৯০৪	লর্ড র্যাণ্ডে (ইংলণ্ড)	স্ভার ডব্লিউ রায়সে (ইংলণ্ড)
১৯০৫	কিলিপ লেগার্ড (জার্মেনি)	এ, ভন, বেরার (জার্মেনি)
১৯০৬	কে, জে টমসন্ (ইংলণ্ড)	অধ্যাপক এইচ মরস্যা (ফ্রান্স)
১৯০৭	এ, এ, মিচেলসন (আমেরিকা)	ই, বুচনার (জার্মেনি)
১৯০৮	জি, লিপম্যান (ফ্রান্স)	অধ্যাপক ই, রাদারফোর্ড (ইংলণ্ড)
১৯০৯	জি, বার্কনি (ইটালী) ও এক, ব্রন্ (জার্মেনি)	অধ্যাপক ডব্লিউ অসোরাল্ড, (জার্মেনি)
১৯১০	জে ডি, ভ্যান-ডার-ওয়ালস (ইংলণ্ড)	অটো ওয়ালাচ (জার্মেনি)
১৯১১	অধ্যাপক ডব্লিউ ইরেন (জার্মেনি)	মেরী কুরি (ফ্রান্স)

ব্যক্তিগণের নাম

ডেবক বিজ্ঞান বা

সাহিত্য

শাস্তি অচেতা

শারীর বিজ্ঞা

এডল্ফ ভন বেরিং
(জার্মেনি)

আর, সালিগ্রামোনি
(ফ্রান্স)

হেনী ডুন্যান্ট (সুইটজারল্যান্ড)
ও ফ্রেড্রিক গ্যাসি (ফ্রান্স)

ভার রোনাল্ড রস
(ইংলণ্ড)

টি, বরমসেন (জার্মেনি)

ই, ডুকোমান ও এ, গোবাট
(বেলজিয়াম)

এন, আর, কিনসেন
(ডেনমার্ক)

বি, জর্গসন (নরওয়ে)

ডব্লিউ, আর ক্রেমার (ইংলণ্ড)

আই, পি, পাওলাও
(রাশিয়া)

এইচ, এফ, মিবট্রাল
(ফ্রান্স) ও জোল
এটিগ্যারে (স্পেন)

ইনস্টিটুট অব ইন্টারন্যাশনাল
ল (বেলজিয়ান)

আর, কক্ (জার্মেনি) এইচ সিদ্ধিউইজ
(গোলাণ্ড)

বার্থা বি-ভন স্তানার অস্ট্রিয়া)

অধ্যাপক রামনি
ক্যাজাল (স্পেন) ও

জি, কাহ্ ইসি (ইটালি)

টি, রুজভেট (আমেরিকা)

ক্যামিলো গলগি (ইটালি)

সি, এল, এ ল্যাভার্ণ আর, কিপ্লিং (ইংলণ্ড)
(ফ্রান্স)

ই, টি, মনেটা (ইটালি) ও লুই
রেনল্ট (ফ্রান্স)

ডাঃ পল এরলিচ
(জার্মেনি)

আর, ইউকেন (জার্মেনি)

কে, পি, আর্নল্ডসন (সুইডেন)
ও ফ্রেড্রিক বেজার (ডেনমার্ক)

টি, কচার (জার্মেনি) সেলমা ল্যাগারলফ
(সুইডেন)

ব্যরণ ডি কনস্ট্যান্ট (ফ্রান্স) ও
এম, বিরজার্ট (বেলজিয়াম)

এ, কসেল (জার্মেনি) পল হেসে (জার্মেনি)

ইন্টারন্যাশনাল পার্মানেন্ট পিস্
বিউরো (সুইটজারল্যান্ড)

এ, গালফ্র্যাও
(সুইডেন)

এম, মেটারলিক
(বেলজিয়াম)

অধ্যাপক টি, এম, সি, ক্যাসের
(হল্যান্ড) ও এ, ক্রিয়েড (অস্ট্রিয়া)

বৎসর	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন
১৯১২	গুস্টাফ ড্যালেন (সুইডেন)	অধ্যাপক গ্রিগনার্ড ও অধ্যাপক পি, ক্রাভাটিয়ার (ফ্রান্স)
১৯১৩	অধ্যাপক ক্যামারলিং ওনেস (ডেনমার্ক)	এলফ্রেড ওয়ার্গার (সুইটজারল্যান্ড)
১৯১৪	অধ্যাপক এম, ডন-লওই (জার্মেনি)	টি, ডব্লিউ, রিচার্ডস্ (আমেরিকা)
১৯১৫	অধ্যাপক ডব্লিউ, এইচ, ব্রাগ ও ডব্লিউ, এল, ব্রাগ (ইংলণ্ড)	জার উইলস্ট্যাটার (জার্মেনি)
১৯১৬	—	—
১৯১৭	সি, জি, বাল'কা (ইংলণ্ড)	—
১৯১৮	ম্যাক্স প্রাঙ্ক (জার্মেনি)	ফ্রিড হারবার (জার্মেনি)
১৯১৯	অধ্যাপক জে, টার্ক (জার্মেনি)	—
১৯২০	অধ্যাপক সি, ই, গিলবি (সুইটজারল্যান্ড)	ওয়ার্ণার নান'ট (জার্মেনি)
১৯২১	ডাঃ এলবার্ট আইনটাইন (জার্মেনি)	অধ্যাপক এক, লডি (ইংলণ্ড)
১৯২২	নিরেলস্ বোর (ডেনমার্ক)	এক, ডব্লিউ স্যাসটন (ইংলণ্ড)
১৯২৩	জার, এ, মিলিক্যান (আমেরিকা)	ফ্রিড প্রেন্স (অস্ট্রিয়া)

বাংলা বর্ষজিপি

ভেদক বিজ্ঞান বা শারীর বিজ্ঞান	সাহিত্য	শান্তি প্রচেষ্টা
ডাঃ এ, ক্যারেল (আমেরিকা)	জি, হপম্যান (জার্মেনি)	এলিউ রুট (আমেরিকা)
সি, রিচেস্ট (ফ্রান্স)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতবর্ষ)	এইচ, লা কোটেন (বেলজিয়াম)
ডাঃ আর, ব্যারানি (অস্ট্রিয়া)	—	—
—	রম্যা রল্যা (ফ্রান্স)	—
—	ভি, হিডেনস্টাম (সুইডেন)	—
—	কাল' জেলেরাপ ও এইচ পণ্টলিড্যান (ডেনমার্ক)	ইণ্টারভিশানাল রেড ক্রস (জেনেভা)
ডাঃ জে, বডেট (বেলজিয়াম)	সি, স্পিট্টেলার (সুইটজারল্যান্ড)	উল্ফো উইলসন (আমেরিকা)
অধ্যাপক এ, ক্রক (ডেনমার্ক)	লুটি হামসন (নরওয়ে)	লিওঁ বুর্জি (ফ্রান্স)
—	আনাভোল ফ্রাঁস (ফ্রান্স)	কে, এইচ, ব্যাকিং (সুইডেন) ক্রিশ্চিয়ান এল, ল্যান্স (নরও)
অধ্যাপক এ, হিল (ইংলণ্ড) ও অধ্যাপক বেরারহক (জার্মেনি)	জে, বেনাভেত্তে (স্পেন) এক, নানসেন (নরওয়ে)	
ডাঃ এক, জি, ব্যাকিং ও ডাঃ জে, জে, আর ম্যাকলয়েড (কানাডা)	উইলিয়াম বি, ইয়েটস (আয়ারল্যান্ড)	—

সংস্করণ

পদার্থ বিজ্ঞান

রসায়ন

- ২৪ কে, এম, জি, সিংহান (সুইডেন) —
ও ডাঃ গুস্টাভ হার্ট (জার্মেনি)
- ২৫ ডাঃ জেমস্ ব্র্যাড (জার্মেনি) আর, জিগমণ্ডি (জার্মেনি)
- ২৬ জিন, বি, পেরিন (ফ্রান্স) ডাঃ টি., ভেডমার্ক (সুইডেন)
- ২৭ অধ্যাপক আর্থার কন্টন অধ্যাপক এইচ, উইল্যাণ্ড (জার্মেনি)
(আমেরিকা) ও
সি, টি, আর, উইলসন (ইংলণ্ড)
- ২৮ অধ্যাপক ও ডব্লিউ রিকার্ডসন ডাঃ এ, উইন্ডস (জার্মেনি)
(ইংলণ্ড)
- ২৯ এল, ভি, ডি-ব্রগাইল (ফ্রান্স) ডাঃ এ, হার্ডেন (ইংলণ্ড) ও অধ্যাপক
এইচ, ভন ইউলার-চেপলিন (সুইডেন)
- ১০ স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ হ্যান্স কিসার (জার্মেনি)
(ভারতবর্ষ)
- ১১ — অধ্যাপক কাল'বস্ ও অধ্যাপক এক
বার্কিনাস্ (জার্মেনি)
- ১২ ডব্লিউ হাইসেনবার্গ (জার্মেনি) আই, ল্যাণ্ডস্হইল (আমেরিকা)

পি, এ, এম, ডিয়ারক (ইংলণ্ড)

বাংলা বর্ষসিঁথি

ডেবজ বিজ্ঞান বা শারীর বিজ্ঞা	সাহিত্য	শান্তি প্রচেষ্টা
ডব্লিউ, আইনটোডেন (হল্যান্ড)	ডব্লিউ, এস, রেমন্ট (স্পেন)	জেনারেল ডরেন্স (আমেরিকা) ও স্যার অস্টেন চেম্বারলিন (ইংলণ্ড)
অধ্যাপক জে, ফিবিগার (ডেনমার্ক)	গ্রেজিয়া ডি লেডা (ইটালি)	এ, ত্রিয়াণ্ড (ফ্রান্স) ও জি স্ট্রেসিম্যান (জার্মানি)
কুলিয়াস ডব্লিউ অরোগ (অস্ট্রিয়া)	হেনরী বার্মস (ফ্রান্স)	এফ, বুইস (ফ্রান্স) ও লাডউইগ কুইড (জার্মেনি)
চার্লস নিকলে (ফ্রান্স)	এস, উগুসেট (নরওয়ে)	
ডাঃ এফ, জি, হপকিন্স (ইংলণ্ড) ও ডাঃ ই, একম্যান (হল্যান্ড)	টি, ম্যান (জার্মেনি)	এফ, বি, কেলগ (আমেরিকা)
কার্ল ল্যাণ্ডস্টেনার (আমেরিকা)	সিনক্লার লিউইস (আমেরিকা)	ডাঃ এন, সডারলম (সুইডেন)
অটো এইচ, ওয়ারবার্ক (জার্মেনি)	ই, এ, কার্লকেন্ড (সুইডেন)	জেন র্যাডাম্স ও ডাঃ এন, এম বাটলার (আমেরিকা)
স্যার চার্লস শেরিংটন ও অধ্যাপক ই, ডি, এড্রিয়ান (ইংলণ্ড)	জে, পল্লুওয়ার্ডি (ইংলণ্ড)	
টি, এইচ, মর্গান (আমেরিকা)	ইভান বুনি (রাশিয়া)	নরম্যান র্যাডেল (ইংলণ্ড)

সংস্করণ

পদার্থ বিজ্ঞান

রসায়ন

১২৫৪

—

ডাঃ এইচ, সি, উরে (আমেরিকা)

১২৫৫ জেমস চ্যাডউইক (ইংলণ্ড)

অধ্যাপক জলিরট ও মিসেস্ জলিরট
(ফ্রান্স)

১২৫৬ অধ্যাপক ডি, হেস (জার্মেনি)

অধ্যাপক ডে, বাই (জার্মেনি)
ও সি, এণ্ডারসন্ (আমেরিকা)

১২৫৭ সি, জে ডেভিসন (আমেরিকা)

অধ্যাপক ডব্লিউ, এন, হাওয়ার্থ
ও জি, সি, টমসন (ইংলণ্ড) (ইংলণ্ড) ও অধ্যাপক পল কেরার
(সুইটজারল্যান্ড)

১২৫৮ ই, ফার্মি (ইটালি)

অধ্যাপক আর, থান (জার্মেনি)

১২৫৯ অধ্যাপক ই, ও, লরেন্স
(আমেরিকা)অধ্যাপক বটেনানড (জার্মেনি) ও.
" ক্লজিকা (সুইটজারল্যান্ড)

১২৬০-১২৬২

—

—

১২৬৩ অটো স্টার্ন (আমেরিকা)

অধ্যাপক জি, হেভেসী (হাঙ্গেরী)

১২৬৪ অধ্যাপক ইসিডর র্যাবি
(আমেরিকা)

—

বাংলা-বর্ষালিপি

ভেষজ বিজ্ঞান বা শারীর বিজ্ঞান	সাহিত্য	শান্তি প্রচেষ্টা
ডাঃ জি, মিনট, ডাঃ ডব্লিউ পি, মার্কি ও ডাঃ জি, এইচ, হাইপ্ল (আমেরিকা)	এল, পিরাগমেরো (ইটালি)	এ, হেগারসন (ইংলণ্ড)
ডাঃ এইচ স্পেয়ান (জার্মেনি)	—	কার্ল ভন ওসিটস্‌গি (জার্মেনি)
ডাক্তার এইচ, এইচ, ডেল ই, ও, নিল (ইংলণ্ড) ও অধ্যাপক অটো লো (অস্ট্রিয়া)	সি, এস, ল্যামাস (আর্জেন্টাইন) (আমেরিকা)	
অধ্যাপক এ, ভি, জেনজিরগি (হাঙ্গেরী)	রবার্ট মার্টিন ডুগার্ড ভাইকাউন্ট সিসিল (ইংলণ্ড) (ফ্রান্স)	
অধ্যাপক সি, হেমান্স মিসেস পাল বাক (বেলজিয়াম)	বি নানসেন অফিস (জেনেভা) (আমেরিকা)	
অধ্যাপক জি, ডোম্যাগ (জার্মেনি)	এমিল সিলান পা (কিনল্যাণ্ড)	—
—	—	—
অধ্যাপক হেনরিক দাম (ডেনমার্ক) ও অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডরসি (আমেরিকা)		—
অধ্যাপক জোসেফ এরল্যাণ্ডার (আমেরিকা)	ডাঃ জে, ভি, জেনসেন (ডেনমার্ক)	ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস (জেনেভা)
অধ্যাপক কার্বার্ট ম্যাসার (আমেরিকা)		

ংসর	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন
১৪৫	অধ্যাপক ডব্লিউ পার্কলি (অস্ট্রিয়া)	অধ্যাপক অটো হান (জার্মানি) ও " এ, উইর্ভার্নেন (ফিনল্যান্ড)
১৪৬	অধ্যাপক পার্সি উইলিয়াম ব্রিজম্যান (আমেরিকা)	ডাঃ জেমস বি. সামার (আমেরিকা) ডাঃ ওয়েণ্ডেল এম, স্ট্যানলি (") ডাঃ জন এইচ, নর্থরপ (")
১৪৭	স্মার এডওয়ার্ড ভিক্টর অ্যাপলটন (ইংলণ্ড)	স্মার রবার্ট রবিনসন (ইংলণ্ড)
১৪৮	অধ্যাপক পি, এম, এস ব্রাকেট (ব্রুটেন)	অধ্যাপক আর্গ টিসে
১৪৯	হিডেকি ইরোকাওয়া (জাপান)	উইলিয়াম গিরাফি (আমেরিকা)

জি.কে.এস.!

দাদেবর মলয়

সর্ব প্রকার
চাপ ও প্রকাশ
অফিস

১০১ হি.বি.সি.সি. স্ট্রীট

১০১ হি.বি.সি.সি. স্ট্রীট

বাংলা বর্ষজিপি.

ডাঃ এ, ফ্রেমিং (ইংলণ্ড) সেনোরিতা এল, জি. কর্ণেল হাল (আমেরিকা)

„ এইচ ফ্লোরী „ ও একারাগা (চিলি)

ডাঃ ই, বি, চেন „

ডাঃ হার্বীন জে, মুলার
(আমেরিকা)

হার্বীন হেসি

ডাঃ আর, বট (আমেরিকা)
(সুইটজারল্যান্ড) অধ্যাপক এরিলি গ্রীন বলা

ডাঃ কার্ল এবং টেরেসো আন্দ্রে জিদ (ফ্রান্স) লোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস্ (ই
কোরী (আমেরিকা) ও (আমেরিকা শাখা)

অধ্যাপক বার্নার্ডো

হুসেস (আর্জেন্টিনা)

ডাঃ পল মুলার

টি, এস, ইলিরট

(সুইটজারল্যান্ড)

(বুটেন)

গুয়ার্টার ব্রডলক হেস

(সুইটজারল্যান্ড)

ও ইগাস ননিজ

পটুগ্যাল)

ফোন ২৭৭৪

বড়বা

ভারত অয়েল মিলে

মানির তৈল

ব্যবহার করুন

মিল-২৪৩ আপার সারবুলার বোড

শিল্প ও বাণিজ্য

বস্ত্রশিল্প—

ভারতে প্রথম কাপড়ের মিল স্থাপিত হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। ২০৫ খৃষ্টাব্দের বদেশী আন্দোলনের কালে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই এ দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৭। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের হাসমরে বিলাতী ও জাপানী কাপড়ের আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। এই সময়ে ভাবতে বস্ত্রশিল্প বিশেষ প্রসার লাভ কবে। পরে যুদ্ধোত্তর কালে জাপানী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে এই শিল্পের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য বস্ত্র শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হয়। বিলাতী দ্রব্য কিন্তু শতকরা ৫ হইতে ৬৫ টাকা শুদ্ধ সুবিধা পাইতে থাকে। অটোরা চুক্তি (১৯৩২), মোদি ঋণ চুক্তি (১৯৩৫) এবং বিলাতী দ্রব্যসম্ভার আমদানির সুরোগ আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সুরোগে ভারতে বস্ত্রশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির অভাব, যানবাহনাদির অসুবিধা, কয়লাব অনটন, প্রমিত ধর্মঘট প্রভৃতি কারণে আমাদের কাপড়ের কলগুলিতে হ্রাসোৎপাদন প্রকৃত পরিমাণে কমিয়া যায়। ভারতের কলগুলিতে ১৯৩৮-৩৯, ১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে বর্ষাক্রমে ৪২৭, ৪৬৫ ও ৩৮৬ কে টি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে ৪৩ কোটি গজ ও ১৯৪৯ সালে ৩২২ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ বৎসরে বর্ষাক্রমে ১৪৪ কোটি ও ১৩৬ কোটি পাউণ্ড সুতা ভারতের কলগুলিতে প্রস্তুত হয়। ১৯৩৮-৩৯ ও ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে কলের ও তাঁতের কাপড়ের মোট বোয়ান ছিল বর্ষাক্রমে ৬৬২ ও ৬৬৩ কোটি গজ। যুদ্ধ-পূর্বকালে ভারতবাসীরা সাধারণতঃ প্রায় ১৬ গজ কাপড় পাইত কিন্তু ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পরিমাণ দাঁড়ায়

বৎসর ১০ ও ১৪ গজ ; ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে মাথাপিছু কাপড়ের পরিমাণ ১১ গজেরও কম বলিয়া অনুমান করা হয় ।

বর্তমানে ভারতে ৪২১টি কাপড়ের কল আছে । আরও ৩২টি কল স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । ভারতীয় কলগুলির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৬০০ কোটি গজ । কেন্দ্রীয় সরকার যুগ্মোত্তর বস্ত্র পরিকল্পনা সমিতির পরামর্শ অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে নতুন কল স্থাপনের জন্য তাঁত (looms) ও মাকুর পরিমাণ ভাগ করিয়া দিয়াছেন । বুটেনে প্রেরিত “ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প প্রতিনিধিদলের” প্রচেষ্টায় বুটেনের যন্ত্র বিবরণ সাহায্য ও সহযোগিতায় ‘জ্ঞানানাল ম্যাক্যাকচারার্স’ নামে একটি কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার কারখানা ভারতে স্থাপিত হইবার আয়োজন করা হইয়াছে । এই কারখানার প্রতি মাসে ২০,০০০ মাকু তৈয়ার হইবে । বস্ত্র উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করিতেছেন—কলগুলির উৎপাদনের সুব্যবস্থা, কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কলগুলিকে দিবারাত্র চালু রাখিবার আর যেখানে তাহা সম্ভবপর নহে সেখানে শ্রমিকদের দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাজ করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন । ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৪০০ কোটি গজ মিলের কাপড় ও ১২০ কোটি গজ তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যায় । ১৯৪২-৫০ সালে মোট ৩২০ কোটি গজ কাপড় প্রদেশে প্রস্তুত হইয়াছে । ঐ সময়ে শুধু পাকিস্থানেই ৩ কোটি ২ লক্ষ গজের উপর কাপড় চালান দেওয়া হয় । ১৯৪৯ সালের প্রথম ১০ মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতে ৫ কোটি গজ কাপড় আমদানি কর হইয়াছে । কাপড়ের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি শুধু পরামর্শ-দাতা সমিতি (Tariff Board) বিবেচনা করিতেছেন । এখানে উল্লেখ করা বাইতে পারে, আমাদের বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষণের আর প্রয়োজন নাই বলিয়া ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিল হইতে সংরক্ষণ-সুবিধা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে ।

১৯৪৮ সালে ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি রিফ্রেশ হইতে ভারতে আমদানি করা হইয়াছে । ২৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের

বস্ত্রপাতির অভ্যর্থনা দেওয়া হইয়াছিল। ৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের ২,১৪৫টি তাঁত আমদানি করা হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে ১,১১,০০৬টি বাক্স বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। ভারত সরকার এইগুলি নিরলিখিত প্রদেশ-গুলিকে বণ্টন করেন—বোম্বাই—২,৬৭,০০২ পশ্চিম-বঙ্গ—৩২,৩.৬ মাদ্রাজ—২৩,২৬০, হায়দ্রাবাদ—১৬,২৫২, মধ্যভারত—৮০৮, দিল্লী—৩,২০০, মহীশূর—১৭,০০০, যুক্তপ্রদেশ—২২,২২৮, বিহার—৫,০০০, উড়িষ্যা—১৪,৫৪০। ইহা ব্যতীত ১০,০০০ তাঁতও আমদানি করা হয়।

১৯৪৯ সালে ভারতবর্ষে ৩২২ পাউণ্ড ওজনের ২৪ হইতে ২৭ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপাদন হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের মিলগুলিতে ৪৬ লক্ষ গাঁইট তুলার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে তুলার ঘাটতি পূরণ হইবে পূর্ব-আফ্রিকা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, সুদান, মিশর ও পাকিস্তান হইতে আমদানির দ্বারা। ১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্তান হইতে মোট ১,৩৮,২১৪ গাঁইট তুলা আম করা হয়।

১৯৪৯ সালে ভারতে কাপড়ের কলগুলিতে লম্বা আঁশের তুলা হইতে ১,১৪,৩২,৫৬,০০০ গজ মিহি কাপড় ও ১৮,২৪,৩৩,০০০ গজ মিহি সূতা প্রস্তুত হয়।

চিনি শিল্প—

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সংরক্ষণ-সুবিধা পাইয়া চিনি-শিল্প আমাদের দেশে দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এতি বছরে ভারতে গড়গড়ড়া ১০ লক্ষ টন চিনি বিদেশ হইতে আমদানি হইত। ইহার মূল্য ছিল প্রায় ১৬ কোটি টাকা। ১৯২০ হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০টি চিনির কল এদেশে স্থাপিত হয়। তাহার পর ১৯৩১ সালের ১ এপ্রিল হস্তর এতি ৭ টাকা ও ১৯৩৫ সালের ১ মার্চ হইতে হস্তর এতি ৯ টাকা ১ আনা বিদেশী চিনির উপর আমদানি শুদ্ধ দ্বার্য হওয়ার চিনি শিল্প যে সংরক্ষণ সুবিধা পাইল তাহাতে চিনির কলের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে বর্তমানে ১৮৬টিতে

আসিয়া পাড়াইরাছে। প্রায় ৩০ কোটি টাকা মূলধন চিনি শিল্পে নিয়োজিত আছে। এই শিল্পে শিক্ষিত কারিগর ও শ্রমিকের সংখ্যা হইবে বৎসরক্ৰমে ৩ হাজার ও ১ লক্ষ ২০ হাজার। শতকরা ৫০টি কারখানা উত্তর প্রদেশে ও শতকরা ২৫টি বিহারে অবস্থিত। ১৯৪৫-৪৬ সালে বাঙ্গলার মাত্র ১টি কারখানা ছিল এবং ২২,৬০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে যে পরিমাণ চিনির প্রয়োজন তাহার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ আসে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হইতে। সমগ্র ভারতে ১৯৪৩ সালে প্রায় ১২'২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু গত কয়েক বছরে শ্রমিক অসন্তোষ, বানবাহনাদি, কমলা প্রভৃতির অসুবিধা, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক চিনির মূল্য নির্দ্ধারিত প্রভৃতি কারণে উৎপাদন বহুলাংশে কমিয়া যায়। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে—

	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৬-৪৭
গভর্ণমেন্টের পূর্বাভাস (টন)	১১,০০,০০০	১১,১৪,০০০	১০,৫০,০০০
প্রকৃত উৎপাদন (টন)	২,৫১,৮৫২	২,৪৫,১৮২	২,২১,১৭৭

উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার কারখানাগুলির খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। এদিকে গত কয়েক বছরে ইন্ধু ক্রয় বাবদ ব্যয়ও বিপুল হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে আবকারি কর ছাড়া চিনির মূল্যের শতকরা ৭২ ভাগ ইন্ধুর মূল্য ছিল। এখানে উল্লেখ করা বাইতে পারে যে ভারতে জন প্রতি গড়ে ৭ পাউণ্ড চিনি ও ২০ পাউণ্ড শুড় ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইংলণ্ড আমেরিকা ও হল্যান্ডে ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ বৎসরক্ৰমে ১০৬, ২৭ ও ১১৬ পাউণ্ড। ১৯৪৮-৪৯ সালের শেষ ৫ মাসে ভারতে চিনির কলগুলিতে মোট ২,২৮,২৫,০০০ মণ চিনি উৎপন্ন হয়।

বর্তমানে ভারত গভর্ণমেন্টের 'চিনি-শিল্প উন্নয়ন সমিতি' ভারতবর্ষের আরও ৪৫টি চিনির কারখানা স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ভারতবর্ষে বার্ষিক ১৮,৫০,০০০ টন

চিনি উৎপন্ন হইবে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য ৩,৪০ লক্ষ টন।

লবণ শিল্প—

ভারতবর্ষের লবণের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত বৎসরে ১ কোটি মণ বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। ভারতবর্ষে ১৯৪৬ সালে ৪৭২ লক্ষ মণ, ১৯৪৭ সালে ৫১৬ লক্ষ মণ, ১৯৪৮ সালে ৬১৩ লক্ষ মণ ও ১৯৪৯ সালে ৬০১ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছে। পাকিস্তান ভারতবর্ষ হইতে ১৯৪৮ সালে ১৬ লক্ষ মণ লবণ আমদানি করিয়াছে। বর্তমানে ভারতে লবণের চাহিদা বৎসরে ৬৪৮ লক্ষ মণ। ১৯৭৮ সালে ভারতকে বিদেশ হইতে ১ কোটি মণ লবণ আমদানি করিতে হয়।

কাগজ শিল্প—

ভারতের প্রথম কাগজের কল “রয়েল পেপার মিল” ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী নদীর তীরে বালীতে স্থাপিত হয়। তাহার পর পুণা, বোম্বাই, লক্ষৌ, টিটাগড়, কীকিনাড়া ও রাণীগঞ্জ কতকগুলি কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতে কাগজের মিলের সংখ্যা ১৩টি। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার ৮টি নূতন কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছেন। এই নূতন কারখানাগুলিতে বৎসরে ৭৫,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইবে। কাগজ-শিল্পে বাঁশের তৈয়ারী কাগজ সংরক্ষণ সুবিধা পায় ১৯২৫ সাল হইতে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে কাগজের কারখানাগুলিতে ১১,৮৬,০০০ হক্সর কাগজ উৎপন্ন হয় এবং বিদেশ হইতে ৪৩,০০,০০০ হক্সর কাগজ ও বোর্ড আমদানি হয়। গত মহাব্যুৎসবের সময় এ দেশে গড়ে বৎসরে ১,০৭,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হইত কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে রাসায়নিক জ্বরের অভাব ও অন্যান্য কারণে কাগজের উৎপাদন বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। ১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৬-৪৭ সালে যথাক্রমে ২৬,০০০ ও ৮০,০০০ টন কাগজ এদেশে উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে এই উৎপাদন ২৮ হাজার ও ১৯৪৯ সালে ১,০৩,১৩০ টন হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে ভারতে ১

লক্ষ ৫০ হাজার টন কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে কাগজ ও বোর্ড উৎপাদনের লক্ষ্য ১,১০,০০০ টন। আমাদের কাগজ-শিল্প আর শৈশব অবস্থার নাই। এইজন্য ১৯৪৭ সালের ১ এপ্রিল হইতে বিদেশী কাগজের উপর সংরক্ষণ শুল্ক ভারত সরকার টেরিক বোর্ডের পরামর্শক্রমে তুলিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে দেশী কাগজের উপর হইতে নিরস্ত্রণ তুলিয়া দিবার জন্য কাগজের কারখানার মালিকগণ ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভারতে মাথা-পিছু কাগজের ব্যবহার গড়ে বৎসরে ১ পাউণ্ড, ব্রুটনে ৮১ পাউণ্ড, আমেরিকায় ১৫২ পাউণ্ড, বেলজিয়ামে ৫০ পাউণ্ড ও জার্মানিতে ৪৮ পাউণ্ড। ভারতের “বনজ সম্পদ গবেষণা বিভাগ” অনুরোধে ভারতে কাগজ-প্রস্তুত প্রণালী করিবার উদ্দেশ্যে বাশ-জাতীয় বৃক্ষাদি লইয়া গবেষণা করিতেছেন।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ২,২৭ লক্ষ টাকা মূল্যের সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানি করা হয়।

রপায়ন-শিল্প —

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে রপায়ন শিল্পের জন্ম হয় বলা বাইতে পারে, কিন্তু “ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড্” প্রমুখ শক্তিশালী বিদেশী কোম্পানীর প্রতিযোগিতার ফলে এই শিল্পটির উন্নতি হইতেছে না। অবশ্য ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত শিল্পটিকে সংরক্ষণ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর শিল্পটির পক্ষে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখে বাঁচিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়িল। ১৯৩৯ সালে ‘ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাউন্সিল্’ স্ট্যান্ডার্ডের’ এলাকাধীন মাত্র ৩৪টি কারখানা ছিল আর শ্রমিকের সংখ্যা ৪,৭৫০ ছিল। ১৯৪৩ সালে কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬ এবং শ্রমিকের সংখ্যা ১৭,৫৪৮। গত মহাযুদ্ধেই শিল্পটির অশেষ উন্নয়ন হয়। শিল্পটি পশ্চিম-বঙ্গ ও বরোদা-তেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ; এই শিল্পের শ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশ পশ্চিম-বঙ্গ ও বরোদার অবস্থিত কারখানাগুলিতে কাজ করে। বর্তমানে

প্রায় ২০ কোটি টাকা মূলধন এই শিল্পে নিয়োজিত আছে। রসায়ন শিল্প সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ১৯৪৫ সালে ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক যে দুইটি কমিটি নিযুক্ত হয় তাহার বোপান ও চাহিদা অনুসারী করেক বছরের মধ্যে রসায়ন শিল্পের উৎপাদন বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করেন।

নিম্নে ভারতের উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল—

	১৯৪৮	১৯৪৯
সালফিউরিক অ্যাসিড	৮০,০০০ টন	৮২,০০০ টন
সুপার-কসফেট	২১,৩৫০ "	৪৩,২৫০
কস্টিক সোডা	৪,৩৮০ "	৬,২০০ "

সুস্থ রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংক্রান্ত শিল্প সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ভারত সরকার যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইরাছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কমিটি এই দেশে বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ আগামী ১৫ বছরে বর্তমানের ১ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ২০ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত বাড়াইবার পরামর্শ দিয়াছেন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃত্রিম সার উৎপাদনের প্রসার বিশেষ কিছু হয় নাই। কৃত্রিম সারের চাহিদা বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টন কিন্তু ১৯৪৭ সালে মাত্র ৭৬,০০০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী হইয়াছিল। সিঙ্কিতে বাৎসরিক ৩,৫০,০০০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী করার জন্য ভারত সরকার শীঘ্রই একটি কারখানা স্থাপন করেন। ৮০,০০০ টন সালফিউরিক অ্যাসিড ও ২,৫০০ টন সোডা অ্যাস ১৯৪৭ সালে উৎপন্ন হইরাছে। ঔষধ প্রস্তুত শিল্পে ভারতবর্ষ এখনও বহু পিছনে। ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রায় ২,৬৮,০০,০০০ টাকার ঔষধ বিদেশ হইতে আবাদানী হইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে অন্তর্বর্তী শুষ্ক পরামর্শ-দাতার সুপারিশক্রমে ভারত-সরকার বাইকোমেট, ক্যালসিয়াম, ক্লোরাইড প্রমুখ ৭টি শিল্পকে সংরক্ষণ সুবিধা দিয়াছেন।

কুইনিন শিল্প—

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কুইনিন ব্যবহৃত হইরাছে, ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতে প্রস্তুত এবং অবশিষ্ট ২০ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশ হইতে

আমদানি করা হয়। এই আমদানি-কৃত কুইনিনের মূল্য পাউণ্ড প্রতি ৪১ হইতে ৬২ টাকা পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে কুইনিন প্রস্তুত করিতে পাউণ্ড প্রতি ২২ টাকা খরচ হয়।

পাট শিল্প—

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম পাটের কল ভারতে স্থাপিত হয়। ১৮২৬ হইতে ১২০০ সালকে পাটশিল্পের উন্নতির যুগ বলা বাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যেই প্রায় ১০০টি পাটের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে পাটকলের সংখ্যা হইতেছে ১১২ তন্মধ্যে ১০০টি পশ্চিম-বঙ্গে অবস্থিত। ভারত তাহার পাটজাত দ্রব্যের শতকরা ২৫ ভাগের বেশী ব্যবহার করে না বাকী সমস্ত বিদেশে রপ্তানী হয়।

১২০৮-০৯, ১২৪৫-৪৬ ও ১২৪৬-৪৭ সালে পাটজাত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২,২২,০০০ টন, ২,৭৩,০০০ টন ও ১০,৪২,০০০ টন, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়া বাইবার কারণ কাঁচা পাটের অভাব, শ্রমিক অসন্তোষ, কয়লা ও যানবাহনাদির অভাব। ১২৪৫-৪৬ সালে কাঁচা পাটের বোগান ছিল ৭১ লক্ষ ৬৬ হাজার গাঁইট, ১২৪৬-৪৭ সালে ছিল ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট। কাঁচা পাটের উৎপাদন কমিয়া বাওয়ার প্রধান কারণ বাল্লা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পাটচাষের জমির পরিমাণ কমানো আর ঋণদ্রব্যের মূল্যের বৃদ্ধি পাওয়াতে কৃষকদের অল্প কসল চাষ করিবার দিকে ঝোঁক। ১২৪৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে কাজের সময় সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টা নাহিয়া যাওয়া ও ১২৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাটের উপর মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার হওয়াতে কাঁচা মালের রপ্তানি বাঢ়িয়া যায় এবং কারখানাগুলিকে বাধ্য হইয়া ১২৪৬-৪৭ সালে কম পাট ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তাহা ব্যতীত পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক পশ্চিম বঙ্গে পাটের কলগুলিতে পাট পাঠান ব্যাপারে অসহযোগের মনোভাব ও শেষ পর্যন্ত পাট শুক এবংতর্ন করার ফলে পাটের বোগান কমিয়া গিয়াছে।

১৯৪৬-৪৭ সালে পাটের চাষ ও উৎপাদন

	পাটের জমি (একর)	পাটের উৎপাদন (গাইট)
মুর্শিদাবাদ	২৬,৬৫০	৮৫,২৮০
২৪ পরগণা	২৪,০৭৫	৭৭,০৪০
জলপাইগুড়ি	১৭,৩১১	৫১,৪০২
হুগলী	১৭,০৬৫	৬১,০১০
মালদহ	১০,৬৫১	৫৫,৫১৭
নদীয়া	১৫,৭৩৬	৫০,২০২
দার্জিলিং	১,২৭০	৪,১২০
দিনাজপুর	১০,৮৭৫	৩২,৬২৬
মেদিনীপুর	৫,৭১৫	২১,৪২০
বশোহর	৫,২২৭	১৮,২৩১
বর্ধমান	৩,২৪০	১১,৩৪০
হাওড়া	৩,৫৩৫	১০,৬২০
বাকুড়া	২০০	৬৪০
বীরভূম	৬৫	২১০
পশ্চিমবঙ্গ (মোট)	১,৫৪,১২৫	৪,৭৫,৮৭৫
কুচবিহার	২৫,৮২৫	৫৫,৫৫৫
জিপুরা রাজ্য	১০,০০০	২২,০০০
পশ্চিমবঙ্গ (দেশীররাজ্য সহ)	১,৯০,৯৫০	৫,৫৩,৪৩০
বিহার	১,৪৪,২০০	২,৫০,৭০০
উড়িষ্যা	২৩,৮০০	৫৮,০২০
আসাম	১,৬১,৫০০	৪,০৭,৩০০
ভারতীয় সুকরাষ্ট্র	৫,২০,৬৫০	১২,৬৯,৪৫০
মোট	৫,২০,৬৫০	১২,৬৯,৪৫০

১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতবর্ষে ৬,৫১,৭৮৫ একর জমিতে ও ১৯৪৮-৪৯ সালে ৭,৫৬,০০৫ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ১৯৪৮ সালে ১২,৮০,০০০ গাঁইট ও ১৯৪৯ সালে ২৭,৭০,০০০ গাঁইট।

খনিজ শিল্প—

ভারতের খনিজ সম্পদ প্রচুর কিন্তু এই সম্পদের সু-নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এতদিন ছিল না। ১৯১৭ সালে জাহ্নগারী মাসে 'মিনারেল পলিসি কন্কারেন্স' সিদ্ধান্ত করেন যে গভর্নমেন্ট সমস্ত খনিজ-সম্পদের অধিকারী হইবেন। ইহা ব্যতীত ১৯৪৭ সালের মে মাসে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' পুনর্গঠন ও তাহার কার্যের পরিধি বাড়াইবার জন্য একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা অজুয়ারী 'মিনারেল ইম্ফরমেশন বোর্ড' ইতিমধ্যেই শিল্পপতিগণকে লইয়া খাত সঞ্চায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। খনিজ-শিল্প সম্প্রসারণের প্রধান বাধা শিক্ষিত ও উপযুক্ত ইন্জিনিয়ার ও কারিগরের অভাব। এইজন্য ভারত-সরকার খানবাদের 'ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্স'কে 'লণ্ডন স্কুল অব মাইন্সের' আদর্শে গঠিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। মৌলিক শিল্পের উন্নতির মূলে খাত-বিভাগ বিশেষ স্থান। কেন্দ্রীয় শিল্প বিভাগ খাত-শিল্পের উন্নতিকল্পে ১৯৪৭ সালে একটি গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। তাহা ব্যতীত ভারত-সরকার আনবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য একটি পরিষদ গঠন করিয়াছেন।

কয়লা শিল্প—

১৯৪৬ সালের শেষভাগে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান কোলকিন্‌ডস কমিটি'র বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান বিবরণীর কথা উল্লেখ করা বাইতে পারেন। ভারত সরকার ঐ সবিস্তার মূলাধিষ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। মূল মূলাধিষ্টগুলি হইতেহে এইরূপ—(১) ভারত সরকার শক্তি

সম্পদের মালিক হইবেন। (২) কয়লার উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। ১২৪৬ সালের মধ্যে প্রতি বৎসর ৪২০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করিবার লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। (৩) কয়লা সংরক্ষণ করিবার জন্ত পরিকল্পনা করিতে হইবে। (৪) একটি গ্যাড-হক্ কমিটি রেল-গাড়ীতে কয়লা পাঠাইবার প্রশ্ন বিবেচনা ও বিভিন্ন স্থানে ও শিল্পে প্রয়োজন অল্পব্যয়ী কয়লা বণ্টন করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য ৩.০ লক্ষ টন।

১৯৮৮ সালের ভারতের কয়লা খনিগুলি হইতে ৩০৩ লক্ষ টন কয়লা তোলা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে ২৫০ লক্ষ টন বাহিরে রপ্তানি করা হইয়াছে। পাকিস্থানে প্রতি মাসে ১,৭০,০০০ টন কয়লা এবং ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ৮৫,০০০ টন কয়লা রপ্তানি করা হয়। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর হইতে পাকিস্থানে কয়লা রপ্তানি বন্ধ করা হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—

এদেশে প্রথম লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। ইহার নাম ছিল “বারাকপুর আয়রন্ কোম্পানি”। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হস্তান্তরিত হইয়া ইহার নাম হয়—“বারাকপুর আয়রন্ এণ্ড স্টীল কোম্পানী”। দুই বৎসর পরে আবার কোম্পানী হস্তান্তরিত হয় এবং “বেঙ্গল আয়রন্ এণ্ড কোম্পানী” নামে অভিহিত হয়। অবশেষে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে “ইণ্ডিয়ান আয়রন্ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। ১৯০৭ সালে জামশেদজী টাটার উদ্যোগে “টাটা আয়রন্ এণ্ড স্টীল কোম্পানী” স্থাপিত হওয়ার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে টাটার জ্যায় কোন কারখানা নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আমাদের দেশে দ্রুত উন্নতি লাভ করে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটি কঠোর বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এইজন্য ১৯২৪ সালে পঞ্চদশম বৈশ্বাভিমানিক সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

সময় এই শিল্প এত উন্নীত হয় যে এই শিল্পের উপর হইতে ১৯৪৭ সালের ১০ এপ্রিল হইতে সংরক্ষণ সুবিধা ভুলিয়া লওয়া হয়। বর্তমানে এই শিল্পের মোট মূলধন প্রায় ২৫ কোটি টাকা এবং এই শিল্পে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক কাজ করিতেছে। যুদ্ধোত্তরকালে কিন্তু যানবাহনাদির অসুবিধা, কয়লার অভাব, শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি কারণে উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। কেবলমাত্র “স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল”এ ধর্মঘটের ফলে ১৯৪৬-৪৭ সালে ১ লক্ষ টন ইস্পাত কম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ১০ লক্ষ টন। নিয়ে গত কয়েক বৎসরের উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল।

(নিম্নের অঙ্কগুলি হাজার টনে দেওয়া হইল)

		লৌহ-পিণ্ড	ইস্পাত	উচ্চাঙ্কের ইস্পাত
		(Pig-iron)		
১৯৩৮-৩৯	—	১,৫৭,৫৬	২৭,৭৪	২৩,৫০
১৯৪২-৪৩	—	১,৮০,৪২	১২৯,২১	১,২৫,১৫
১৯৪৩-৪৪	—	১,৬৪,৬৪	১,৩৬,৫৫	১,৩৫,২৮
১৯৪৪-৪৫	—	১,৩০,০৪	১,২৫,৩৯	১,২৬,৮০
১৯৪৫-৪৬	—	১,৪০,৬২	১,২৯,৯৯	১,৩৮,৮৪
১৯৪৬-৪৭	—	১,৩৬,৪৩	১,১৯,৯৩	১,১৬,০২

উৎপাদন কমিয়া যাওয়ার লৌহ ও ইস্পাতের রপ্তানি বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাবে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—

(হাজার টন হিসাবে)

	১৯৩৮-৪২	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৫-৪৬
লৌহ	৫১৪.৫	২৪২.১	১৮৬.৩	১৫২.০	২৭.৫
ইস্পাত	৮৪.৬	৬.১	২.১	৩.১	১.১

সম্প্রতি গতবর্ষে ৪৫ কোটি টাকা খরচে দুইটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্যেকটি কারখানা হইবে ৫ লক্ষ টন বাতুপিণ্ড উৎপন্ন হইবে।

সীসা, তামা, এলুমিনিয়াম শিল্প—

বর্তমানে ভারতবর্ষে সীসার বাৎসরিক চাহিদা ৯,০০০ টন। ভারত-বর্ষে বর্তমানে বৎসরে মাত্র ৫০০ টন সীসা উৎপাদন হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ১১৭ লক্ষ টাকা মূল্যে আমদানি করিতে হয়।

ভারতবর্ষে বাৎসরিক তামার প্রয়োজন ৫০ হাজার টন তন্মধ্যে ৬ হাজার টন ভারতবর্ষে উৎপাদন হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ৭,৫০ লক্ষ টাকা মূল্যে বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়।

ভারতবর্ষে ১৯৪৭ সালে ৩,৩৬২ টন ও ১৯৪৯ সালে ৩,৪৮৬ টন এলুমিনিয়াম উৎপাদন হয়। বৎসরে প্রায় ২,০০০ টন (ইহার মূল্য ২৬০ লক্ষ টাকা) বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের উৎপাদনের লক্ষ্য ৩,৫০০ টন।

সিমেন্ট শিল্প—

ভারতের সিমেন্ট শিল্পে “এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানি”, ডালমিয়ার ‘সোনভ্যালি সিমেন্ট কোম্পানি’, “আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট” প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কয়েক বছরের উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল—

বৎসর	উৎপাদন (টন)	বৎসর	উৎপাদন (টন)
১৯৩৭-৩৮	১৩,০০,০০০	১৯৪৩-৪৪	২১,১২,০০০
১৯৪১-৪২	২৩,০০,০০০	১৯৪৪-৪৫	২০,৪৭,৫৪৩
১৯৪২-৪৩	২১,৮৩,০০০	১৯৪৫-৪৬	২০,১৬,০০০

ভারতে বর্তমানে ২১টি সিমেন্টের কারখানা আছে। এই সব কারখানাগুলির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক ২৮,০০,০০০ টন।

১৯৪৭ সালে ভারতে ১৪,৪১,৩৩৫ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের উৎপাদনের পরিমাণ ১৫,৫২,৯০৭ টন ও ১৯৪৯ সালের মধ্যে পর্ব ১১ মাসের উৎপাদন ১৮,৬১,৮২০ টন।

প্লাস্টিক শিল্প—

১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে গড়ে জন প্রতি প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ '০০৩ পাউণ্ড ; জার্মানি; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের ব্যবহারের পরিমাণ গড়ে জনপ্রতি যথাক্রমে ১'৫, ১'৪ ও ১'০ পাউণ্ড। কৃত্রিম উপারে প্লাস্টিক প্রস্তুতের সম্পদ ভারতে রহিয়াছে। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সমিতি প্লাস্টিক শিল্পের উন্নতি বিধানের নানাবিধ মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। বর্তমানে ভারতে অনেকগুলি প্লাস্টিক প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ও সেখানে নানাবিধ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

কাঁচা ফিল্ম শিল্প—

ভারতের নানাবিধ শিল্পের মধ্যে ফিল্ম শিল্প একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ৮ কোটি বর্গফুট কাঁচা ফিল্ম আমদানি হইত। ভারত সরকারের এই শিল্প সম্বন্ধে গঠিত একটি কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন একটি কারখানা স্থাপন করা উচিত, যেখানে সকল রকমের ৫ কোটি বর্গফুট কাঁচা ফিল্ম উৎপাদন করা যাইবে।

১৯৪৮-৪৯ সালে ৭৬,৯৬,৪১৬ টাকা মূল্যের কাঁচা ফিল্ম ও ৩ ৫২,০৪২ টাকা মূল্যের তৈরী ছবির ফিল্ম ভারতে আমদানি করা হয়।

কৃত্রিম রেশম শিল্প—

যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে গড়ে প্রতিদিন ৬০ হইতে ৭০ টনের মত কৃত্রিম রেশমের চাহিদা ছিল। ভারতবর্ষে ইহা মোটেই উৎপাদন হয় না এবং ১৯৩৯-৪০ সালে চাহিদার বৃহৎ অর্থাৎ ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কৃত্রিম রেশম জাপান হইতে আসিত। এই সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত সমিতি প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম রেশম এদেশে উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক বিবরণী পেশ করেন। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষে ৩৭টি কারখানা বেখানে

প্রতিদিন প্রত্যেকটিতে ১০ টনের মত কৃত্রিম রেশম উৎপাদন হইতে পারে, তাহা এখনই স্থাপন করা বাইতে পারে এবং পরে আরও ৪৫টি কারখানা স্থাপনের অবকাশ আছে।

কাঁচ শিল্প—

ভারত বিভাগের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রায় ৮০টি কাঁচের কারখানার মধ্যে ৩০টি বাঙ্গলায় অবস্থিত ছিল। বেশীর ভাগ কারখানাই ছোট-খাটো। ভারতবর্ষে কাঁচের চুড়ী, গেলাস, বাটি প্রভৃতি, শিশিবোতল কাঁচের শিট, বৈজ্ঞানিক কার্যের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। কাঁচ শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি বহু মূল্যবান তথ্যাদি পেশ করিয়াছেন এবং একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ৭০ হাজার টন। ১৯৫০-৫১ সালে উৎপাদনের লক্ষ্য ১ লক্ষ টন। ১৯৪২ সালে ভারতে ৭,৩৬,৬২০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে।

চীনা মাটি শিল্প—

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে মোট ৪২টি কারখানা ছিল। নিম্নে উৎপাদনের একটি হিসাব দেওয়া হইল—

	১৯৩৯	১৯৪৫
বাসন-পত্র	২,০০০ টন	৫,৬৪০ টন
ইনসুলেটর	২,২০০ "	৮,৩০০ "
কড়ির জিনিসপত্র	৪,৫০০ "	৫,৪০০ "

এই শিল্পের জন্য ভারত সরকারের নিযুক্ত কমিটি উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২০, ১৫ ও ২০ ভাগ বৃদ্ধি করার জন্য একটি সুপারিশ পেশ করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে ভারতে উৎপাদনের পরিমাণ ২৪ হাজার টন।

সাবান শিল্প—

ভারতবর্ষে রেজিস্ট্রিকৃত প্রায় ৭০টি সাবানের কারখানা আছে। ১৯৪৮ সালে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন সাবান ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়, কিন্তু

এই কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ২ লক্ষ টনের অধিক। ভারতবর্ষে জনপ্রতি গড়ে বৎসরে প্রায় দেড় পোয়া সাবান ব্যবহৃত হয়। এই পরিমাণ অতি সামান্য। ভারত-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এই শিল্প-সম্বন্ধীয় কমিটি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া প্রায় ৩ লক্ষ টন করার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে ১৮৩ টন সাবান বিদেশে হইতে আমদানি করা হয়।

রং ও বাণিশ—

ভারতবর্ষে ৩৮টি রংএর কারখানা আছে, তন্মধ্যে ১৫টি বেশ বড়। ৩৫টি গুঁড়া-রং তৈয়ারীর কারখানা আছে। এই শিল্প সম্বন্ধে অল্প-সম্বন্ধের জ্ঞান নিযুক্ত কমিটি সুপারিশ করেন যে আরও ৫০,০০০ টন রং উৎপাদন করা প্রয়োজন।

পশম-শিল্প—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভে ভারতবর্ষে মোট ১৫টি পশমের মিল ছিল এবং এই শিল্পে ১৯৩৯ সালে ২।৩ কোটি টাকা নিয়োজিত ছিল। এই শিল্পে বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণের একটি মোটামুটি হিসাব নিম্নের তালিকা হইতে পাওয়া যায়—

মাকু সংখ্যা	—	৮৭,৫০০
শক্তি চালিত তাঁতের সংখ্যা	—	২,৩০০
হস্ত চালিত তাঁতের সংখ্যা	—	৫০০

ভারতবর্ষে ৮ কোটি পাউণ্ডের মত পশম উৎপাদিত হয় এবং ৩ কোটি ৩০ লক্ষাধিক পাউণ্ড বিদেশী-পশম আমদানি করা হয়। মোট

মূল্যবান পাথর ও অলঙ্কার—

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষে ৭৮ লক্ষ টাকার মূল্যবান পাথর ও ১,৬৪ লক্ষ টাকার অলঙ্কার বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় এবং ৪৬৫ লক্ষ টাকার মূল্যবান পাথর ও ১২৮ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

পশমের শতকরা ৬৩ ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ভারতবর্ষের নিজের কাজে লাগে প্রায় আড়াই কোটি পাউণ্ড।

১৯৪২ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর এই ৭ মাসে ২৫ লক্ষ টাকার কাঁচা পশম এবং ১৫৪ লক্ষ টাকার পশম-জাত বস্ত্র ভারতবর্ষে আমদানি করা হয়।

লাক্ষা শিল্প—

গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুত করিবার জন্য লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। ২ কোটি হইতে ১০ কোটি টাকার লাক্ষা ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এই শিল্পে প্রায় ৩০,০০০ শ্রমিক ভারতবর্ষে নিযুক্ত আছে।

রেশম শিল্প—

ভারতবর্ষে বার্ষিক ৪০ লক্ষ পাউণ্ড কাঁচা রেশম বায় হইয়া থাকে। এদেশে প্রায় ২২ লক্ষ পাউণ্ড রেশম উৎপাদন হইয়া থাকে, অবশিষ্ট রেশম বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ১,৮৪ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম বিদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে।

রজত শিল্প—

যুদ্ধের পূর্বে নারিকেলের ছোবড়া ও ছোবড়াজাত দড়ির উৎপাদনের পরিমাণ ১,২২,৩২৬ টন। যুদ্ধের পরে এই পরিমাণকে বাড়াইয়া ২২২,১২৫ টনে পরিণত করিবার জন্য ভারত সরকারের নিযুক্ত কমিটি এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন।

গেজি শিল্প—

গেজি শিল্প সাধারণতঃ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, উত্তর-প্রদেশ, বোম্বাই এবং মাদ্রাজেই সীমাবদ্ধ। যুদ্ধের পূর্বে ভারতের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ খুব সামান্যই ছিল। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এই সম্পর্কীয় কমিটি উৎপাদনের পরিমাণ নিম্ন-

লিখিত ভাবে বাড়াইতে একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন—

প্রকার	১৯৫১ সালের শেষে বাৎসরিক উৎপাদনের লক্ষ্য
আগার ওয়ার	৬০ কোটি ষণ্ড
গেঞ্জি প্রভৃতি	১০ " "
মোজা	" "

চামড়া শিল্প—

ব্যবহার্য বিভিন্ন রকমের চামড়ার পরিমাণ—

	মোট কাঁচা	ভারতে কৃত পাকা	বিদেশে রপ্তানি-
	চামড়ার	চামড়ার	কৃত কাঁচা
	পরিমাণ	পরিমাণ	চামড়ার পরিমাণ
মহিষের চামড়া	৬১ লক্ষ ষণ্ড	৫৫'৮ লক্ষ ষণ্ড	৬'২ লক্ষ ষণ্ড
গরুর " ২০৫ " "	১৫৮'৯ " "	৪৬'১ " "	
ছাগলের " ৩০০ " "	৬০'৬ " "	২৩৯'৪ " "	
ভেড়ার " ২০০ " "	১৮৬'৮ " "	১০'২ " "	

যুদ্ধের পূর্বে উৎপাদন এবং বুদ্ধাবসানে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি নির্ধারিত উৎপাদন লক্ষ্য—

	যুদ্ধ-পূর্ব উৎপাদন	যুদ্ধান্তর লক্ষ্য
(১) পাকা চামড়া	৯১ লক্ষ ষণ্ড	২৫'৫ লক্ষ ষণ্ড
(২) অর্ধপাকা " "	৮৬ " "	৮৬ " "
(৩) ছাগল ও ভেড়ার চামড়া	১৯০ " "	২৭২ " "
(৪) মোটা " ৬ " "	৪২ " "	৪২ " "
(৫) বাল্ল প্রভৃতির " ৭৩০ " "	১৪০ " "	১৪০ " "

পাছকা

দেশী ধরণের জুতা	৭০ কোটি জোড়া	১৫০ কোটি জোড়া
বিদেশী " " " " "	" " " " "	৪'৫ " "

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায়
ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

নিজ্ঞান মন

অভিপ্রায় :—

"...The book is well-written and the topics are sufficiently diversified to attract the attention of the general public...It contains a clear and simple presentation of the different mental mechanisms with the minimum use of technical terms"

—Samiksa

"...This is a valuable contribution to the meagre literature on psychology in Bengali.....The treatment is simple and fairly complete"

—Hindusthan Standard

"...কলিত মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের একটি নতুন শাখা, ইহার যথোচিত পরিভাষা এখনো বাক্যলাতে চলিত হয় নাই—এ রকম ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য পুস্তক লেখা রীতিমত কঠিন। লেখক এ বিষয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

"...এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অসংখ্য তথ্য যেমন সহজ, সরল, স্পষ্টভাবে স্মৃতিষ্ট মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে যে কেউ এর প্রশংসা না করে পারবেন না।"

—দ্বীপায়ন

"...(The author) is fortunate to have a facile pen which makes his writing even on abstract subjects, pieces of literature"

—Modern Review

রবার শিল্প—

বর্তমানে ভারতবর্ষে বৎসরে ২১,০০০ টন রবার ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ১৬,০০০ টন এদেশে উৎপন্ন হয়। ১৯৫০-৫১ সালে সাইকেলের টায়ার ও টিউব উৎপাদনের লক্ষ্য ৬০ লক্ষ জোড়া ও মোটরের টায়ার টিউব উৎপাদনের লক্ষ্য ১০ লক্ষ জোড়া।

বনস্পতি শিল্প—

১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে ৩৮ হাজার টন বনস্পতি ব্যবহৃত হইত। ইহা বাড়িয়া ১৯৪১ সালে ৮২ হাজার টন ব্যবহৃত হয়। এই শিল্পের উন্নতিকল্পে ভারত সরকারের নিযুক্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে ১৯৫০ সালে ৪ লক্ষ টন বনস্পতি প্রস্তুত হওয়া উচিত। বর্তমানে যে সব বনস্পতির কারখানা আছে এবং যে সমস্ত বনস্পতির কারখানা প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে মোট ৩,৭০,০০০ টন বনস্পতি উৎপাদন হইতে পারিবে। বনস্পতি শিল্পে সাধারণতঃ চীনা বাদামের তৈল, তিল তৈল এবং তুলার বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল ব্যবহৃত হয় এবং কমিটির মতে তুলার বীজের ব্যবহার আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।

১৯৪৮ সালে ভারতবর্ষে ১,২২,৬২১ টন বনস্পতি উৎপাদিত হইয়াছে।

স্নাত, মাখন ও তৈল—

ভারতবর্ষে বৎসরে আনুমানিক ১১৪ লক্ষ মণ স্নাত ও ২৮ লক্ষ মণ মাখন উৎপাদন হয়।

ভারতবর্ষে ৬০০টি তেলের কল আছে এবং এইগুলিতে বৎসরে ২৭,৭৩,০০০ টন তৈল বীজ পেষণ করা যাইতে পারে। গ্রামে ঘানিতে বৎসরে ৬,৬৩,০০০ টন তৈলবীজ পেষণ করা হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে ২,৩০০ টন তৈল ও ২৫,৩০০ টন তৈলবীজ ডলার এলাকার রপ্তানি করা হয় এবং ৫৫,৭১০ টন তৈল ও ২১,৩০০ টন তৈলবীজ টার্নিং এলাকার রপ্তানি করা হয়। ১৯৫২-৫০ সালে ১,৭০০ টন তৈল ও ১৬,১০০ টন তৈলবীজ ডলার এলাকার ও ৬৭,০০০ টন

তৈলবীজ ঠালিং এলাকার রপ্তানি হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ডলার এলাকা হইতে ১,১০০ টন তৈলবীজ ও ঠালিং এলাকা হইতে ৭,৬০০ টন তৈল ও ৩১,২০০ টন তৈলবীজ ভারতবর্ষে আমদানি করা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে ডলার এলাকা হইতে ২০০ টন তৈলবীজ ও ঠালিং এলাকা হইতে ২৮,৫০০ টন তৈল ও ১৯,২০০ টন তৈলবীজ আমদানি করা হয়।

দিয়াশালাই শিল্প—

অবিভক্ত ভারতে ২০০ দিয়াশালাইয়ের কারখানা ছিল। ঐ কারখানাগুলির মধ্যে ৫টি সম্পূর্ণ যন্ত্রচালিত, ২৫টি আংশিকভাবে যন্ত্রচালিত ও অপরগুলি কুটির হিসাবে কাজ করিতেছিল। ভারত বিভক্ত হইলে ১টি বড় ও ৬টি ছোট কারখানা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৯৪৮ সালে ভারতে ৩,১৯,২৪,৫৫০ গ্রোস দিয়াশালাই প্রস্তুত হয়।

বিবিধ শিল্প—

১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে যথাক্রমে বাই-সাইকেল ৬৪,৭৪০ ও ৭১,২২০টি, ইলেকট্রিক বাল্ব ২২,৪৬,০০০ ও ১,৩৫,৬৫,০০০টি ও ইলেকট্রিক মোটর ৬০,০০০ ও ৬৯,৫৪৭ অংশজুতি ভারতে উৎপাদন করা হয়। ১৯৪৮ সালে ২১,০২,৪৬,২০,০০০ সিগারেট, ২,৭০,৭০০ হারিক্যান লঠন ও ২০,০০০ সেলাইয়ের কল প্রস্তুত হয়। ভারতে ৪টি প্রতিষ্ঠান বেতার যন্ত্র (রেডিও) প্রস্তুত করে এবং বৎসরে মোট ২৫,০০০টি যন্ত্র এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরবরাহ করে।



১৯৪৮ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই ৯ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৩১৩,৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে এবং ৩৫৫,৮৩ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি হইয়াছে—

(নিম্নে টাকার অঙ্কগুলি লক্ষে দেওয়া হইল)

রপ্তানি—		আমদানি	
কাঁচা পাট ও	}	কলকজা	৫৬,৬২
পাটজাত দ্রব্য		মংদা	৪৮,৩৭
চা	৪১,৮০	তুলা	৩৮,৭০
কার্পাসজাত সূতা	}	খনিজ তৈল	২৭,৩০
ও বস্ত্রাদি		ধাতু	২৩,৮১
তুলা	১৪,৪২	গাড়ী	২৩,৫০
বনস্পতি প্রভৃতি	}	ঔষধ	২১,৫৫
উদ্ভিদ তৈল		রং	১২.২১
চামড়া	৮,৮৪	ছুরি কাঁচি	}
		যন্ত্রপাতি ইত্যাদি	
গঁদ, লাক্ষা, রজন	৭,৩২		
তামাক প্রভৃতি	৬,৫২		
বীজ	৫,৩০		

ভারত হইতে যে কয়েকটি প্রধান দেশে রপ্তানি করা হয় তাহাদের দ্রব্যাদির মূল্য—

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	৭০,৪৪	অস্ট্রেলিয়া	১৫,৪২
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫৩,৭৪	আর্জেন্টিনা	১১,১৪
পাকিস্তান	৩৬,৩৫		

অধিকতর খাড়াশস্ত্র উৎপাদন পরিকল্পনার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ১,২৪,৪২০টি কুপ খনন করা হইয়াছে—ইহাতে ব্যয় হইয়াছে ৩৭৭ লক্ষ টাকা। এই কুপগুলি হইতে ২,৩০,০০০ একর জমিতে জলসেচ হইতেছে এবং ৭৬,০০০ টন শস্তের উৎপাদন হইতেছে।

বিদেশ হইতে আমদানি জব্যাদির মূল্য—

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	১০২,১৫	ইটালি	১৪,৮২
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৭৬,২৩	পাকিস্তান	১১,৩০
মিশর	১২,৭০	কেনারা	৮,২২
অষ্ট্রেলিয়া	১৬,৮১	স্ট্রেট-সেটলমেন্ট	৫,২৪
ইরান	১৫,৭২	ক্যানাডা	৫,২৩
ব্রহ্মদেশ	১৪,২৬		

ভারতের যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা

ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্ত সরকারী ও বেসরকারী কতকগুলি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। বেসরকারী পরিকল্পনাগুলির মধ্যে টাটা, বিড়লা প্রমুখ রচিত বোম্বাই পরিকল্পনা, গান্ধী পরিকল্পনা ও বিবেকানন্দের “যুদ্ধোত্তর ভারতে পুনর্গঠন পরিকল্পনা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারত আদেশের দালালের আমলে ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর ভারতের বিভিন্ন শিল্পের স্বযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্ত অনেকগুলি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত কমিটি ভারতের শিল্প সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত বিবরণী প্রকাশ করেন। কয়েকটি দেশীয় রাজ্যও নিজ নিজ আর্থিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির আদেশে ভারত গভর্নমেন্টের শিল্প প্রসারের জন্ত একটি পরামর্শ দাতা বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ডের কৃষি শিল্প সম্বন্ধে ব্যাপক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত বিভাগের পূর্বে ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন খাতে ব্যয় ও কেন্দ্রীয় সরকার হইতে তাহারা যে সাহায্য পাইবে স্থির হয়, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২৫০ লক্ষ বুলেট গম ও ৭৫ লক্ষ বুলেট ময়দা ক্রয় করিবে।

[লক্ষ টাকা হিসাবে]

প্রদেশ	মোট ব্যয়	কৃষি	সেচ	শিল্প	শিক্ষা	স্বাস্থ্য	রাস্তাঘাট	কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য
বাংলা	১৫২,০০	৩৭,০৫	৩৫,২২	৩,৭৪	২,৪৪	২২,৫৮	২৩,৩৪	৬২,০০
আসাম	২৬,৫০	৫,১৮	—	৭৫	১,০২	৭,৫১	৫,৩২	১১,৫৩
উড়িষ্যা	৩৪,০০	৭,৬৫	১,৩৩	২,১০	৪,৮৬	২,০২	৪,০০	১০,০০
বিহার	৭৬,০০	১১,২২	১১,৭২	২,৭৪	২,০৫	২,৫৫	১৩,৬০	৩১,০০
মাদ্রাজ	১২২,০০	১২,৬০	২১,৮০	২,৪৪	৩০,৬৭	১৪,০৮	২০,৭৭	৪২,০০
মধ্য-প্রদেশ ও বেরার	৩১,০০	৪,০৬	—	৭	১১,৬৪	৪,৪২	৭,০০	১৪,০০
মুম্বাই	১০৮,০০	১৩,৬৬	৩,৮১	২,৮৬	১২,৬২	১৮,৩২	৩০,৭২	৪৭,০০
পাঞ্জাব	১১৬,০০	১১,৪২	৪০,৩১	৫,০০	১০,০০	১১,২২	১২,৪২	২৪,০০
সিন্ধ	৪৪,০০	১১,১২	১৬,২৪	২৭	৪৫	৪,১৫	৮,৮৫	৩,২০
বোম্বাই	৫৩,০০	৮,১৫	৫,৭৫	৬৭	৩,৩২	৪,৬২	২০,৮০	১৭,৭৫

“আমি পুনর্জন্ম চাহি না—তবে যদি আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়
চাহা হইলে যেন অশ্লীল হইয়াই জন্ম লাভ করি। অশ্লীলদের হৃৎ
বেদনা ও তাহাদের উপর যে অপমান বর্ষিত হয় তাহার অংশ লইতে পারি—
নজের ও তাহাদের শোচনীয় অবস্থার মুক্তির জন্ত সচেষ্ট হইতে পারি।”

—মহাত্মা গান্ধী

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের অর্থ নৈতিক অবস্থা

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানের ধন-সম্পদের বিনিময় মূলতঃ স্বতন্ত্র। পাকিস্তান কৃষিপ্রধান আর ভারত শিল্প প্রধান। ভারত বিভাগের পরে ভারত ও পাকিস্তানের খনিজ ও শিল্প সম্পদের একটি মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল।

উৎপাদনের পরিমাণ

কৃষিজাত	ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র	পাকিস্তান
চাউল	১,৭১,২২,০০০ টন	৫৩,৭৬,০০০ টন
গম	২৬,৩১,০০০ "	২৭,৮৫,২৬০ "
চিনি	২৬,১১,০০০ "	৫,১৭,৩০০ "
চা উৎপাদন	শতকরা ৮৫ ভাগ	শতকরা ১৫ ভাগ
কফি "	" ১০০ "	—
চিনাবাদাম "	" ১০০ "	—
কয়লা	২৭০ লক্ষ টন	১০ লক্ষ টন
লৌহ ধাতুপিণ্ড	২৫ " "	—
পেট্রোল	৬৬০ " গ্যালন	২১০ লক্ষ গ্যাঃ
ক্রোমাইট	৫,১৬৪ টন	২১,৮৩২ টন
তাম্র ধাতুপিণ্ড	৩ লক্ষ টন	—
ম্যাঙ্গানিজ "	৭,০০,০০০ "	—
অত্র	১,৪২,০০০ "	—
চা-চাষের ভূমি	৬,৫০,০০০ একর	১,৫০,০০০ একর
ভূগা " "	১,৩৭,০০,০০০ "	২৭,০০,০০০ "

১৯৪৮ সালে বুটেন হইতে ভারতবর্ষে ১২,৯২১টি মোটর গাড়ী ও ট্যান্ডি এবং ৩,৫৭৪টি ট্রাক আমদানি করা হইয়াছে।

কারখানার সংখ্যা

লৌহ ও ইস্পাত কারখানা	১৮	—
কাপড়ের কল	৩৮৯	১০
পাটের কল	১০৮	—
চিনির কল	১৫৬	১০
কাগজের কল	১৫	১
সিমেন্টের কারখানা	১৬	৩
কাঁচের কারখানা	৭৭	২

বাংলার শিল্প

বাংলার শিল্প প্রচেষ্টাকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, যে শিল্প শিল্পকারের ঘরেই তাহার স্থান নিরূপণ করিয়া লয় তাহাকে কুটার শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। আর দ্বিতীয় ধরনের শিল্প প্রচেষ্টা বিশেষ কর্মশালায় পরিবর্তিত হয়। এই সব কর্মশালায় উৎপন্ন দ্রব্য দেশের বাহিরে পর্যন্ত চালান যায় যেমন পাট শিল্প চা শিল্প প্রভৃতি। কুটার শিল্পের প্রতিপত্তি গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া বাওয়ার ক্ষমতা নহে। তাহা হইলেও কখনও কখনও স্থানীয় শিল্প এতদূর অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ায় যে দেশের ও দেশের মধ্যে বিনা চেষ্টায় তাহার প্রসার হইয়া পড়ে। কৃষিপ্রধান দেশে কুটার-শিল্প কৃষিকার্যের প্রায় সহগামী, বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান—সেজন্য কুটার-শিল্প বাংলায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গণনামূলক তথ্যের অভাবে বাংলার কুটার শিল্পের বর্তমান ব্যবস্থা সম্যকভাবে বর্ণন করা সম্ভবপর নহে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায়শ্চৈতন্যে বাংলা প্রদেশে প্রায় ৬৫টি সরকারী সাহায্য পরিপুষ্ট প্রতিষ্ঠান কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। সাধারণ যে

সব প্রতিষ্ঠান কর্মরত ছিল তাহার মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা
কাপড়ের কল	৩৭	২৬,২৬৩
পাটের কল	১০১	২,৮৪,২২৩
কাঁচের কারখানা	৩৩	৪,৬৪৯
চামড়ার „	৮	৩,৫০০
চিনির কল	৭	৩,৮৩১
কাঠের বড় কারখানা	৫০	৭,১০০
কলকজা (ইঞ্জিনিয়ারিং)	২৬৬	৭৮,২০০
খাদ্য সামগ্রী, পানীয় ও তামাকের কারখানা	৩৯১	২৩,৭০০
রাসায়নিক দ্রব্যাদির কারখানা	১০১	১৬,৪০০
কাগজের কল ও বড় ছাপাখানা	১১৬	১৬,২০০
খনিজ দ্রব্যের প্রতিষ্ঠান	১২	১৭,৫০০

বঙ্গবিভাগের ফলে বাংলায় সারা বৎসর চালু থাকে একরূপ ২,০১১টি কারখানার মধ্যে ১,৭৫৫টি কারখানা পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের কারখানার কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৬,০২,৯৬৩।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯১টি নূতন কারখানা রেজিস্ট্রীকৃত হইয়াছে। রেজিস্ট্রীকৃত কারখানাসমূহের সংখ্যা ২,০৫০-এর উপর দাঁড়াইয়াছে।

বাংলার শিল্পকে—কি ধরনের শিল্প এই হিসাবে—প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম যে সব শিল্প কৃষিকার্যের সহিত সংযুক্ত, যেমন চাউলের কল তেলের কল ইত্যাদি। এই প্রদেশে প্রায় চারিশত চাউলের কল দিবারাত্র কাজ করিয়া চলিয়াছে। তেলের কল, ময়দা বা আটার কল এদিকে ওদিকে অনেক ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পর চা-শিল্পের কথা বলিতে হয়। বাংলার ৪১২টি

বেশ বড় বড় চা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। পাটের গাঁইট বাধিবার কল আছে প্রায় চল্লিশটি। বাংলার গুড়ের কারখানাতেও বছরে বেশ মোটা পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে বাংলার ৭টি কারখানাতে ২০,৬০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে।

বাংলার দ্বিতীয় ধরণের শিল্প হইতেছে—খনিজ দ্রব্যের শিল্প। রাণীগঞ্জে কয়লার খনিগুলি হইতে বছরে দুই কোটি মণের উপর কয়লা তোলা হয়। লোহার কাজও হিরাপুর, কুলটিতে বেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

বাংলার প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে তৃতীয় ধরণের শিল্পের পর্যায়ে পড়ে সেই সব শিল্প, যেগুলি এমন কোন সামগ্রী তৈয়ার করে যাহা কাঁচা মাল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রায় ১০১টি পাটের কল হুগলী নদীর দুই তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। গড়ে প্রায় ২ লক্ষ ৮৫ হাজার লোক প্রত্যহ এখানে কাজ করিতেছে। প্রায় ২৩ কোটি টাকা এই সব ব্যবসায়ে খাটিতেছে। ১৯৩৭ সালে মোট ৭০,০৪,০০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হয় এবং তন্মধ্যে ১৮,০০,০০০ গাঁইট বিদেশে রপ্তানি হয়। পাট শিল্পের পরেই বাংলার বস্ত্র শিল্পের স্থান। বাংলাদেশ চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩৭; উহাদের তাঁত ও টাকুর সংখ্যার যথাক্রমে ১১,২৬৭ ও ৪ ৭৬,৪৩২; ঐ সকল মিলে দৈনিক গড়ে ২৬,৯৬৩ কর্মী কাজ করে। ১৪টি নূতন কল প্রতিষ্ঠার কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে প্রায় ২০ কোটি গজ কাপড় তৈয়ারী হইয়াছে। বাংলার কাগজ-শিল্প সারা ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি (কলিকাতার নিকটবর্তী তিনটি স্থান) ও রাণীগঞ্জ—এই চারিটি স্থানে চারিটি কাগজের কল রহিয়াছে। নৈহাটিতে কাগজের মণ্ড তৈয়ারী হয়। উহা ব্যতীত তিনটি বেশ বড় রকমের কার্ডবোর্ড (মোটা কাগজ) প্রস্তুত করিবার কারখানা রহিয়াছে। রবারের জুতা তৈয়ারীর জন্য বোলটি কারখানা কাজ করিয়া বাইতেছে। হুগলীর সাহাঙ্গঞ্জে ডানলপ্

রবার কোম্পানীর কারখানায় মোটর ও সাইকেলের টায়ার ও টিউব তৈয়ারী হইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণে বজ্রবজ্র লাইনে ছুড়িতে বাটা কোম্পানীর জুতা তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। জুতা তৈয়ারীর এরূপ বিস্তৃত ব্যবস্থা ভারতে এই প্রথম। আসানসোলে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন্ কোম্পানী রেলগাড়ীর কামরা তৈয়ারীর কাজ করে। কলিকাতার সন্নিকটে বেঙ্গুড়ে গ্রাশকাল আইরণ ও ষ্টিল কোম্পানী লোহার নানা প্রকার জিনিষ তৈয়ারী করিতেছে। বেঙ্গুড়ে এ্যালুমিনিয়ামের বাসন তৈয়ারীর কারখানাও রহিয়াছে। সেলুলয়েডের জিনিস যশোহরের এক কারখানায়, রবারের নানা জিনিস বেঙ্গল ও ক্যালকাটা ওয়াটার প্রফ কোম্পানীর কারখানায় বৈজ্ঞানিক জিনিষ-পত্র বেঙ্গল বাগব, ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট বড় কারখানাতে যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে। তারপর দিয়াশালাই, কাঁচের জিনিস, চিনামাটির বাসন, সাবান প্রসাধন দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্যাদি হোসিয়ারীর জিনিস অনেক ছোট বড় প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তুত হইতেছে। অন্ত্যান্ত বেসব শিল্প বাংলার বেশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম এইরূপ করা বাইতে পারে—ইন্জিনিয়ারিং, বেকারী অর্থাৎ কুটি-বিস্কুট তৈয়ারীর কারখানা, কাঠ কাটার কল, মরদার কল, গান-বাজনার যন্ত্র, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা, তৈজসপত্র, কাঁচের বাসন, গ্যামপুল, কার্ডবোর্ডের বাক্স তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠান এবং ঢালাইয়ের কারখানা।

বাংলার শিল্প-প্রসারের মূলে বাঙালীর নিজস্ব কৃতিত্ব বড় বেশী নয়, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাটশিল্পে প্রায় পনের আনাই বিদেশী অথবা ভিন্ন-প্রদেশীয়রাই অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তবে বস্ত্র-শিল্পে বাঙালীর চেষ্টা বেশ ভালভাবে দেখা গিয়াছে।

বাংলাদেশের বস্ত্র-শিল্পের মোটামুটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বৎসরে	কলের সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা	মাকুর সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	আদারীকৃত মূলধন (টাকা)
১৯৩৭	২৬	—	—	২৭,৪৮৪	
১৯৩৭-৪০	৩০	২,২২৮	৪,১৫,৮৭৬	২১,৮৫২	২ কোটি ২০ লক্ষ
৩১-৮-৪৩	৩৪	১০,৮৫১	৪,৭১,১৪১	২৮,০৪২	৩ „ ২৩ „
৩১-০-৪৪	৩৪	১০,৬৮৩	৪,৮১,২০৬	২২,১৩৩	৩,৬১,৪৮,৯১৭

১৯৪৩ সালের ৩১ আগষ্ট যে বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ বৎসরে বাংলার কাপড়ের কলগুলি মোট ১,৫২,২৪৬ গাইট তুলা বস্ত্র বয়নে ব্যবহার করিয়াছে। ঐ সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ৫৮,৯০,২৮৮ গাইট তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বাংলায় গড়ে বৎসরে মোট উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ২২,০০০ লক্ষ গজ
জনপ্রতি বৎসরে ১৬½ গজ হিঃ বাংলার মোট বস্ত্রের

চাহিদা ১,০৭,০০ লক্ষ গজ

অল্প প্রদেশ হইতে আমদানি বস্ত্রের পরিমাণ ৪০,০০ লক্ষ গজ

১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানি

বস্ত্রের পরিমাণ ৬০,০০ লক্ষ গজ

বাংলার শ্রমিক বিরোধ

বৎসর	ধর্মঘটের সংখ্যা	সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা	মজুরী নষ্ট দিন
১৯৪৬	৩৯৩	৪,৮৬,৩৭৮	৪৬,৮২,১৪৬
১৯৪৭	৩৭৬	৪,১২,৪৩২	৫২,৮৪,৭৪২
১৯৪৮	২০০	১,৩৮,৮৫৮	২২,২২,৭৮২

(নভেম্বর পর্যন্ত)

ব্যাঙ্কিং ও ইনস্যুরেন্স

শিল্প প্রচেষ্টার পর ব্যাঙ্কিং ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর কথা বলা যাইতে পারে। গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলায় ব্যাঙ্কিং (টাকা লেনদেনের ব্যবসা) বেশ কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। ১৯০৫-৬ সালে বাংলায় রেজিস্ট্রীকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭ টি, ১৯১০-১১ সালে ১৫টি, ১৯১৫-১৬ সালে ২০২টি, ১৯২০-২১ সালে ১০১টি (এই সময় বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের পতন দেখা যায়) ১৯২৫-২৬ সালে ১২০ টি ১৯৩০-৩১ সালে ৮০১টি, ১৯৩৫-৩৬ সালে ১১০০টি। রেজিস্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কিং ব্যবসার মোটামুটি ইতিহাস এই সংখ্যাপাতের উপর নির্ভর করিয়া আছে, বলা যাইতে পারে। বাংলার ব্যাঙ্কিং ব্যবসাগুলি সঙ্কটে কোন কিছু বলিবার আগে বলিতে হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি লোন কোম্পানী অর্থাৎ মহাজনী কারবারের অন্তর্ভুক্ত। এইসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই গ্রাম অঞ্চলে টাকা ধার দেওয়ার কাজ করিয়া আসিতেছে। আর এই সব প্রতিষ্ঠান প্রায়ই অবস্থার কলে অকাল মৃত্যুর কবলে পড়িয়া আসিতেছে।

ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে বীমার কাজের বেশ একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

ভারতবর্ষে আধুনিক প্রথায় পরিচালিত পুরাতন কোম্পানীর ভিত্তর লাহোরের খ্রিস্টিয়ান মিউচুয়াল এন্স্যুরেন্স কোম্পানী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলধন লইয়া গঠিত এবং সম্পূর্ণ নূতন ও আধুনিক প্রথায় পরিচালিত সর্বপ্রথম জীবন বীমা কোম্পানী হইতেছে ওরিয়েন্টাল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী। ইহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে স্থাপিত হয়। মূলধন ছাড়া সম্পূর্ণ আধুনিক ও নূতন প্রথায় প্রচলিত মিউচুয়াল কোম্পানী হইতেছে বোম্বাই মিউচুয়াল লাইফ এন্স্যুরেন্স কোম্পানী।

বাংলাদেশের প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী বলিতে গেলে হিন্দু

মিউচুয়াল লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকেই বুঝায়। ইহা ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে পুণ্যাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ক্যামিলি পেন্সন ফাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু ইহা বিদেশী কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে কতকগুলি কোম্পানীর কর্মীদের পরিবারের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকায়, জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয় নাই। দেশভক্ত বাঙালীদের প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ, গ্রামশ্রম, গ্রামশ্রম ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি কয়েকটি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া অতি সহজেই বাংলাদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। শ্রীযুক্ত অম্বিকা উকিল, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্রার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি এই তিনটি জীবন বীমা কোম্পানীর ভিতর দিয়া বাঙালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতি ও শ্রদ্ধা আগাইয়া তুলিলেন।

বীমা কোম্পানীর সংখ্যা

নূতন জীবন বীমার পরিমাণ

বৎসর	ভারতীয়	বিদেশী	মোট	গড়ে জন প্রতি বীমা	ভারতীয়	
					কোম্পানীর	কোম্পানীর
					অংশ	অংশ
					টাকা	টাকা
১৯৩৭	২১২	১৪২	৩৫৮	—	৩১,০০ লক্ষ	২,৬৫ লক্ষ
১৯৩৯	১৯৭	৯৮	২৯৫	৭'২	৪২,৫১ "	৪,০৩ "
১৯৪১	২০৯	৯৩	৩০২	৭'৫	৪,৩১৪ "	৫,৩৭ "
১৯৪৩	২২০	৯৪	৩১৪	৯'২	৬৫,২৪ "	৯,১৮ "
১৯৪৪	২২৮	৯৫	৩২৩	১১'৮	৯৫,২০ "	১১,০০ "
১৯৪৫	২৩৪	৯৬	৩৩০	১৩'৮	১,২২,৭৮ "	১২,৬০ "
১৯৪৬	২৩৯	১০১	৩৪০	—	১,৩১,৪৩ "	১১,৮৪ "
১৯৪৭	২৩২	১০৭	৩৩৯	—	১,১৪,০৬ "	১২,৩৪ "

বৎসর	প্রিমিয়াম আর		চলতি বীমার পরিমাণ	
	ভারতীয়	বিদেশী	ভারতীয়	বিদেশী
	কোম্পানী	কোম্পানী	কোম্পানী	কোম্পানী
	টাকা (লক্ষে)	টাকা (লক্ষে)	টাকা (লক্ষে)	টাকা (লক্ষে)
১৯৪০	১০,৬৯	৩,৩০	২২৫,৫১	৬০,১২
১৯৪১	১১,২৭	৩,২৪	২২৭,২৪	৫৪,৪১
১৯৪২	১২,৬৬	৩,২৯	২৬৬,৬০	৭২,২৬
১৯৪৩	১৫,১৯	৪,২৩	৩১০,২৫	৭৪,৬২
১৯৪৪	১২,৩১	৪,৫২	৩৬৬,১৫	৭৬,২৮
১৯৪৫	২২,৮১	৫,৪৩	৪৫২,৪৪	২১,৮৫
১৯৪৬	২৫,৫২	৫,৬২	৫১৪,৫০	১০০,৮৫
১৯৪৭	২৬,২৮	৫,৮৩	৫১৭,১৭	১০১,২০

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট

লিমিটেড

৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা

চেয়ারম্যান—

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বি, ই ; আই, এম, ই (মিচিগন)

বাদবগুর কলেজ অব টেকনোলজির তৃত্বপূর্ব অধ্যাপক

জমি উন্নয়ন ও গৃহ নির্মাণের একটি উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান

বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

সেক্রেটারী

- অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের
**ভারতীয় বহুরের
পাশ্চাত্য দর্শন**
সহজ ভাষায় লেখা গুপ্ত চরিত্র বহুরের ইউরোপ ও আমেরিকার দার্শনিক চিন্তার ধারাবাহিক বিবরণ।
মূল্য : আড়াই টাকা।
- ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
নিজের মন
অভিজ্ঞ মনোবিদের লেখা সহজ ভাষায় মনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের পরিচয়।
মূল্য : আড়াই টাকা।
- সুনীল বিনী ও অসিত রায়ের
**ফ্রেড ও
মনঃসমীক্ষণ**
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
বিজ্ঞ মনোবিদ সিগমন্ড ফ্রয়েড ও তাঁহার আবিষ্কৃত মনঃসমীক্ষণের সরল ও সহজ আলোচনা—অমুবাদ।
মূল্য : দেড় টাকা।
- কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরীর
ইকিত (১ম ভাগ)
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
নূতন ধরনের ছোট গল্পের সমষ্টি।
মূল্য : দেড় টাকা।
- মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহের
শিকারের কথা
বিখ্যাত শিকারীর গারো পাহাড় ও অজ্ঞাত স্থানে শিকারের অভিজ্ঞতার সহজ ভাষায় বর্ণনা।
মূল্য : আড়াই টাকা।
- অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরীর
**রবীন্দ্রনাথের
সাহিত্যাদর্শ**
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে সহজ আলোচনা।
মূল্য : দেড় টাকা।
- ডাঃ সূর্যচন্দ্র মিত্রের
অনিচ্ছাকৃত
মনোবিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ের সরল আলোচনা।
মূল্য : আড়াই টাকা।

খেলা-ধুলা

আমাদের দেশের খেলা-ধুলার সম্বন্ধে মোটামুটি এইরূপে ভাগ করা বাইতে পারে—

ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাসের প্রথমদিক পর্যন্ত—হকি। মে হইতে আগষ্টের শেষভাগ পর্যন্ত—ফুটবল। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর—রাগ্‌বি। অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারী—ক্রিকেট। নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী—টেনিস। অক্টোবর হইতে ফেব্রুয়ারী—ব্যাডমিন্টন। ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী—স্নাথ্‌লেট্‌ক্‌স। মে হইতে আগষ্ট—সাঁতার।

ফুটবল—

সম্ভোষ মেমোরিয়াল কাপ

আই, এক, এ-র ভূতপূর্ব সভাপতি পরলোকগত সম্ভোষের মহারাজার স্মৃতিরক্ষার্থে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার জন্ত আই এক এ কর্তৃক এই কাপ প্রদত্ত হয়। বিজেতাদের নাম—

১৯৪১	বাংলা	১৯৪৫	বাংলা
১৯৪২	খেলা হয় নাই	১৯৪৬	মহীশূর
১৯৪৩	খেলা হয় নাই	১৯৪৭	বাংলা
১৯৪৪	দিল্লী	১৯৪৮	দিল্লী
		১৯৪৯	পশ্চিম-বঙ্গ

ভারতবর্ষের অঙ্গতম প্রধান প্রতিযোগিতা আই, এক, এ শীল্ড প্রতি বৎসর কলিকাতার অর্হুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার স্থানীয় দলগুলির প্রধান প্রতিযোগিতা ফুটবল লীগ।

আই, এক, এ শীল্ড

১৮৯৬-৯৭	রয়েল আইরিশ	১৮৯৮	ক্যালকাটা
১৮৯৯	রয়েল ওয়েল্‌স	১৮৯৭	ডালহৌসি
	কুজিনিয়াস	১৮৯৮	মসেটার রেজিমেন্ট

১৮২২	সাউথ ল্যান্সার	১২২২-২৪	ক্যালকাটা
	রেজিমেন্ট	১২২৫	রয়েল স্কট ফুজিলিয়ান্স
১২০০	ক্যালকাটা	১২২৬-২৮	শেরউড ফরেস্টার্স
১২০১	রয়েল আইরিশ	১২২৯	রয়েল আলস্টার্স
	রাইফলস	১২৩০	সিফোর্থ হাইল্যান্ডার্স
১২০২	২৩নং হাইল্যান্ডার্স	১২৩১	এইচ, এল, আই
১২০৩-০৪	ক্যালকাটা	১২৩২	এসেক্স রেজিমেন্ট
১২০৫	ডালহৌসি	১২৩৩	ডি, সি, এল, আই
১২০৬	ক্যালকাটা	১২৩৪	পরিত্যক্ত
১২০৭	এইচ, এল, আই	১২৩৫	ইষ্ট ইয়র্কস
১২০৮-১০	গার্ডনস	১২৩৬	মহমেডান স্পোর্টিং
১২১১	মোহনবাগান	১২৩৭	বষ্ট ফিল্ড ব্রিগেড
১২১২-১৩	রয়েল আইরিশ	১২৩৮	ইষ্ট ইয়র্কস
	রাইফলস	১২৩৯	পুলিস
১২১৪	কিংস ওন রেজিমেন্ট	১২৪০	এরিয়ান্স
১২১৫	ক্যালকাটা	১২৪১-৪২	মহমেডান স্পোর্টিং
১২১৬	২য় নর্থ ডাকোটার্স	১২৪৩	ইষ্ট বেঙ্গল
১২১৭	১০ নং মিডিলসেক্স	১২৪৪	বি গ্যাণ্ড এ রেলওয়ে
১২১৮	ট্রেনিং রিজার্ভ	১২৪৫	ইষ্ট বেঙ্গল
	ব্যাটেলিয়ন	১২৪৬	খেলা হয় নাই
১২১৯	ব্রেকনকশার	১২৪৭-৪৮	মোহনবাগান
১২২০	ব্লাক ওয়াচ	১২৪৯	ইষ্ট বেঙ্গল
১২২১	উরুচেটারশার রেজিমেন্ট		

কলিকাতা ফুটবল লীগ (প্রথম বিভাগ)

১৮২৮	প্রথম মস্টার্স	১২০০-০১	রয়েল আইরিশ
১৮২৯	ক্যালকাটা		রাইফলস

১২০২	কিংস ওন ক্টিশ	১২২০	ক্যালকাটা
১২০৩	২৩'নং হাইল্যাণ্ডস	১২২১	ডালহৌসী
১২০৪-০৫	কিংস ওন ল্যান্ডস্টার	১২২২-২৩	ক্যালকাটা
১২০৬	এইচ, এল, আই	১২২৪	ক্যামেরন হাইল্যাণ্ডস
১২০৭	ক্যালকাটা	১২২৫	ক্যালকাটা
১২০৮-০৯	২য় গর্ডন হাইল্যাণ্ডস	১২২৬-২৭	১ম নর্থ স্ট্র্যাফোর্ডস
১২১০	ডালহৌসী	১২২৮-২৯	ডালহৌসী
১২১১	৭০ কোং আর, জি এ	১২৩০	২য় রয়েল রেজিমেন্ট
১২১২-১৩	ব্র্যাক ওয়াচ	১২৩১-৩৩	ডারহাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি
১২১৪	২১ নং হাইল্যাণ্ডস	১২৩৪-৩৮	মহমেডান স্পোর্টিং
১২১৫	দশম মিডলসেক্স	১২৩৯	মোহনবাগান
১২১৬	ক্যালকাটা	১২৪০-৪১	মহমেডান স্পোর্টিং
১২১৭	১ম লিংকলন্	১২৪২	ইষ্ট বেঙ্গল
১২১৮	ক্যালকাটা	১২৪৩-৪৪	মোহনবাগান
১২১৯	১২ নং স্পেশাল সার্ভিস	১২৪৫-৪৭	ইষ্ট বেঙ্গল
	ব্যাটেলিয়ান	১২৪৮	মহমেডান স্পোর্টিং
		১২৪৯	ইষ্ট বেঙ্গল

“আমরা মৃত্তিকার ঈশ্বরদেবীর মধ্যে শ্রীভগবানকে দেখিতে পাই। কৃষ্ণ-বেদী-বসন্ত দেবতারা আমাদের মধ্যে বাস করিয়া আমাদের ও প্রদেশের সেবার আত্মনিয়োগ করিয়া যান, তাঁহাদের প্রতি আমাদের সমাদরের একান্ত অভাব। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত আমরা তাঁহাদের নির্ধাতন করিতে কুষ্ঠিত হই না, এবং অদেহশ্রীতি ও পবিত্র ধর্মের নামে স্বীয় বিবেক গোপন করিতে-চেষ্টা করি।”

—রাষ্ট্রকর অরেন্দ্রনাথ

রোভার্স কাপ (বোম্বাই)

১৮২১-২২	১ম উরচেষ্টার	১২২৪-২৬	২য় মিডল সেক্স রেজিঃ
১৮২৩	২য় ফুজিলিয়স	১২২৭	১ম চেসায়ার রেজিঃ
১৮২৪	প্রথম রয়েল স্কট	১২২৮-২৯	১ম ওয়ারউইকসায়ার
১৮২৫	২য় রয়েল স্কট	১২৩০	কে, ও, এস্. বি
১৮২৬	২য় ডারহামস	১২৩১	রয়েল কেন্ট
১৮২৭	২য় মিডল সেক্স	১২৩২	রয়েল আইরিস্ ফুজিলিয়স
১৮২৮	হাইল্যাণ্ড এল, আই	১২৩৩	কিংস লিভারপুল রেজিঃ
১৮২৯	২য় আইরিস্ ফুজিলিয়স	১২৩৪	সেরউড ফরেস্টার
১২০০	৪২ রয়েল হাইল্যাণ্ডস	১২৩৫-৩৬	কিংস লিভারপুল রেজিঃ
১২০১	২য় রয়েল আইরিস্	১২৩৭-৩৮	বাক্সলোর মুসলিম্
১২০২-০৪	১ম চেসায়ার রেজিঃ	১২৩৯	২৮ ফিল্ড বিগ্রেড
১২০৫	১ম সীকোর্থ হাইল্যাণ্ড	১২৪০	মহামেডান স্পোর্টিং
১২০৬	২য় স্কট ফুজিলিয়স	১২৪১	ওয়েলস্ রেজিঃ
১২০৭	২য় ইস্ট ল্যান্ডস্	১২৪২	বাটা স্পোর্টিং ক্লাব
১২০৮	২য় উরচেষ্টার রেজিঃ	১২৪৩	আর, এ, এফ
১২০৯-১০	২য় লিসেসটারসায়ার	১২৪৪	ব্রিটিশ রি-ইন ফোর্স মেন্ট ক্লাব
১২১১	১ম ওয়ারউইকসায়ার	১২৪৫	মিলিটারী পুলিশ
১২১২	২য় ডরস্টে রেজিঃ	১২৪৬	খেলা হয় নাই
১২১৩	১ম স্কট ফুজিলিয়স	১২৪৭	মোহনবাগান-স্টাফোর্ড
১২১৪-২০	খেলা হয় নাই		ফাইনাল খেলা পরিত্যক্ত
১২২১	১ম কে, ও, এল, আই	১২৪৮	বাক্সলোর মুসলিম
১২২২-২৩	২য় ডারহাম এল আই	১২৪৯	ইস্ট বেঙ্গল

“বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার দ্বারা যদি গঙ্গা যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে।”

—রবীন্দ্রনাথ

ক্রিকেট—

আন্তঃ-প্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিং-এর স্মৃতিরক্ষার্থে আন্তঃ প্রাদেশিক খেলার জন্ত পাতিলালের মহারাজা একটি সুরম্য স্মরণ 'কাপ' প্রদান করেন এবং ১৯৩৪ সাল হইতে খেলা আরম্ভ হয়। বিজিতাদের নাম নিয়ে দেওয়া হইল।

১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	১৯৪২-৪৩	বরোদা
১৯৩৫-৩৬	বোম্বাই	১৯৪৩-৪৪	পশ্চিম ভারত রাজ্য
১৯৩৬-৩৭	নওনগর	১৯৪৪-৪৫	বোম্বাই
১৯৩৭-৩৮	হায়দ্রাবাদ	১৯৪৫-৪৬	হোলকার
১৯৩৮-৩৯	বাংলা	১৯৪৬-৪৭	বরোদা
১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র	১৯৪৭-৪৮	হোলকার
১৯৪০-৪১	মহারাষ্ট্র	১৯৪৮-৪৯	বোম্বাই
১৯৪১-৪২	বোম্বাই		

রণজি প্রতিযোগিতায় কয়েকটি রেকর্ড

এক ইনিংসের সর্বোচ্চ রান ৯১২ (৮ উঃ) হোলকার (বনাম মহীশূর)

১৯৪৫-৪৬

সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ৪৪৩ (নট আউট) বি, বি, নিমলকার (মহারাষ্ট্র)

(বনাম পশ্চিম ভারত রাজ্য) ১৯৪৮-৪৯

এক ইনিংসে উভয়দলের মিলিত সর্বোচ্চ রান ১৩২৫ মহারাষ্ট্র

বনাম বোম্বাই ১৯৪০-৪১ পূর্ণা

প্রথম ইনিংসে খেলার দীর্ঘতম সময় ৫ দিন বোম্বাই বনাম

মহারাষ্ট্র ১৯৪০-৪১ পূর্ণা

প্রথম দুইশতাধিক রান ২০৩ জে, নাওমল (সিঙ্গু) (বনাম

নওনগর) ১৯৩৮-৩৯ নওনগর

প্রথম তিন শতাব্দিক রাণ ৩১৬ (নট আউট) বিজয় হাজারে

(মহারাষ্ট্র) (বনাম বরোদা) ১২৩২-৪০

উপর্যুপরি শতাব্দিক রাণ—আর, এস, মোদী

(বোম্বাই) ১২৪৪-৪৫ বোম্বাই

ছুই ইনিংসে উভয় দলের মিলিত সর্বোচ্চ রাণ ২৩৭৬ (৩৭ উঃ)

বোম্বাই বনাম হোলকার ১২৪৮-৪৯ (পৃথিবীর রেকর্ড)

এক ইনিংসে সর্বাধিক ব্যক্তিগত শতাব্দিক রাণ—৬ জন (হোলকার)

(বনাম মহারাষ্ট্র) ১২৪৫-৪৬ (পৃথিবীর রেকর্ড)

এক বৎসরে সহস্রাধিক রাণ—আর, এস, মোদী (বোম্বাই) ১২৪৪-৪৫

এক (চতুর্থ) উইকেটে ৫৭৭ রাণ—গুলমহম্মদ ও হাজারী (বরোদা)

(বনাম হোলকার) ১২৪৬-৪৭ বরোদা (পৃথিবীর রেকর্ড)

একটি খেলায় ২ জনের শতাব্দিক রাণ—(হোলকার বনাম

বোম্বাই ১২৪৮-৪৯

একটি খেলার দীর্ঘতম সময় ৭ দিন বোম্বাই বনাম হোলকার ১২৪৮-৪৯

ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ড ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (টেষ্ট ম্যাচ)

১২৩২—লর্ডস ময়দানে

ইংলণ্ড—২৫২ ও ২৭৫ (৮ উইকেট)

ভারতবর্ষ—১৮২ ও ১৮৭

} ইংলণ্ড ১৫৮ রাণে জয়ী

১২৩৩-৩৪—

(১) বোম্বাইতে—ইংলণ্ড—৪৩৮ ও ৪০ (১ উইকেট)

ভারতবর্ষ—২১২ ও ২৫৮

} ইংলণ্ড ২
উইকেটে জয়ী

(২) কলিকাতায়—ইংলণ্ড—৪০৩ ও ৭ (২ উইকেট)

ভারতবর্ষ—২৪৭ ও ২৩৭

} অসীমাসিত

- (৩) মাদ্রাজে—ইংলণ্ড—১৩৫ ও ২৬১ (৭ উইকেট) } ইংলণ্ড ২০২
ভারতবর্ষ—১৪৫ ও ২৪২ } রাণে জয়ী

১২৩৬—

- (১) লর্ডস ময়দানে—ইংলণ্ড—১৩৪ ও ১০৮ (১ উইকেট) } ইংলণ্ড ২
ভারতবর্ষ—১৪৭ ও ২৩ } উঃ জয়ী

- (২) ম্যান্চেস্তারে—ইংলণ্ড—১৭১ (৮ উইকেট) } অমীমাংসিত
ভারতবর্ষ—২০৩ ও ৩২০ (৫ ") }

- (৩) ওভাল ময়দানে—ইংলণ্ড—৪৭১ (৮ উঃ) ও ৭৪ (১ উঃ) } ইংলণ্ড ২
ভারতবর্ষ—১২২ ও ৩১২ } উঃ জয়ী

১২৪৬—

- (১) লর্ডস ময়দানে—ভারতবর্ষ—২০০ ও ২৭৫ } ইংলণ্ড ১০
ইংলণ্ড—৪২৮ ও ৪৮ (কেহ আউট না হইয়া) } উইকেটে জয়ী

- (২) ম্যান্চেস্তারে—ইংলণ্ড—২২৪ ও ১৫৩ (৫ উঃ) } অমীমাংসিত
ভারতবর্ষ—১৭০ ও ১৫২ (২ উঃ) }

- (৩) ওভাল ময়দানে—ভারতবর্ষ ৩৩১ } পরিত্যক্ত
ইংলণ্ড ২৫ (৩ উইকেট) }

ইংলণ্ডের পক্ষে শতাধিক রাণ—

ডালেন্‌টাইন ১৩৬ (১২৩০-৩৪), ওয়ান্টার্স ১০২ (১২৩০-৩৪)

হামণ্ড ১৩৭ (১২৩৬) ও ২১৪ (১২৩৬), ওয়ার্ডিংটন ৫২৮ (১২৩৬),

হার্ডটাক ২০৫ (১২৪৬) ।

ভারতবর্ষের পক্ষে শতাধিক রাণ—

অমরনাথ ১১৮ (১২৩৩-৩৪), বিজয় মার্চেন্ট ১১৪ (১২৩৬) ও ১২৮ (১২৪৬)

হুস্তাক আলি ১১৮ (১২৩৬)

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (টেস্ট ম্যাচ)

(অস্ট্রেলিয়া, ১৯৪৭-৪৮)

প্রথম :—অস্ট্রেলিয়া : ৮ উইকেটে ৩৮২ রাণ	}	অস্ট্রেলিয়া
(ডিক্লার্ড)		১ ইনিংস
ভারতবর্ষ : ১ম ইনিংস ৫৮ ও ২য় ইনিংস ৯৮ রাণ	}	ও ২২৬
		রাণে জয়ী
দ্বিতীয় :—ভারতবর্ষ : প্রথম ইনিংস ১৮৮ রাণ ও	}	খেলা
দ্বিতীয় ইনিংস ৬১ রাণ (৭ উইকেট)		অসীমাসিত-
অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস ১০৭ রাণ	}	ভাবে শেষ
তৃতীয় :—অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস ৩৯৪ ও	}	অস্ট্রেলিয়া
দ্বিতীয় ইনিংস ২৫৫ রাণ (৪ উইকেট)		২৩৩ রাণে
ভারতবর্ষ : প্রথম ইনিংস ২২১ রাণ ও	}	জয়ী
দ্বিতীয় ইনিংস ১২৫ রাণ		
চতুর্থ :—অস্ট্রেলিয়া : ৬৭৪ রাণ	}	অস্ট্রেলিয়া
ভারতবর্ষ : প্রথম ইনিংস ৫৮১ রাণ ও		১ ইনিংস ও
দ্বিতীয় ইনিংস ১২৫ রাণ	}	১৬ রাণে জয়ী
পঞ্চম :—অস্ট্রেলিয়া : ৮ উইকেটে ৫৭৫ রাণ	}	অস্ট্রেলিয়া
ভারতবর্ষ : প্রথম ইনিংস ৩৩১ রাণ ও		১ ইনিংস ও
দ্বিতীয় ইনিংস ৬৭ রাণ	}	১৭৭ রাণে জয়ী

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ বনাম ভারত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (টেস্ট ম্যাচ)

১৯৪৮-৪৯

প্রথম টেস্ট (দিল্লী)—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস ৬৩১	}	খেলা অসীমাসি-
ভারত ১ম ইনিংস ৪৫৪ ও ২য় ইনিংস ২২০		তভাবে শেষ ।
(৬ উইকেট)		

[শতাধিক রাণ—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সি. ওয়ালকট ১৫২, জি. গোমেজ ১০১, এভারটন্ উইক্স ১২৮, অক্ষ; ক্রিচিয়ানি ১০৭, ভারতের পক্ষে—এইচ. আর. অধিকারী ১১৪ (আউট না হইয়া)]

দ্বিতীয় টেস্ট (বোম্বাই)—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ৬২৯ (৬ উইকেট)	} খেলা অসমাপ্ত ভাবে শেষ।
ভারত—১ম ইনিংস ২৭০; ২য় ইনিংস ৩৩৩	
(৩ উইকেট)	

[শতাধিক রাণ—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে—এ, রে ১০৪, উইক্স ১২৪; ভারতের পক্ষে আর, এস, মোদী ১১২, বিজয় হাজারে ১৩৪ (আউট না হইয়া)]

তৃতীয় টেস্ট (কলিকাতা)—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ৩৬৬; ২য় ইনিংস ৩০৬; (২ উইকেট)	} খেলা অসমাপ্ত ভাবে শেষ।
ভারত—১ম ইনিংস ২৭২; ২য় ইনিংস ৩২৫ (৩ উইকেট)	

[শতাধিক রাণ—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে—উইক্স ১৬২ ও ১০১, ওয়ালকট্ ১০৮; ভারতের পক্ষে—মুস্তাক আলি ১০৬,]

চতুর্থ টেস্ট (মাদ্রাজ)—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ৫৮২;	} ভারত পরাজিত
ভারত—১ম ইনিংস ২৪৫; ২য় ইনিংস ১৪৪	

পঞ্চম টেস্ট (বোম্বাই)—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ২৮৬; ২য় ইনিংস ২৬৭	} খেলা অসমাপ্ত ভাবে শেষ
ভারত—১ম ইনিংস ১২৩; ২য় ইনিংস ৩৫৫ (৮ উইকেট)	

"সাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে রাজকোষে টাকা নেই—কেন নেই। তা প্রধান কারণ, প্রভূত পরিমাণ টাকা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণই ত্যাগ করে চলে যায়—এ হ'ল লোভের টাকা, যাতে ক'রে আপন টাকা বোল আনা হই পা হরে যায়। অর্থাৎ জল উবে যায় এপারের জলাশয়ে আর মেঘ হয়ে তাৎ বর্ষণ হতে থাকে ওপারের দেশে —

—রবীন্দ্রনাথ

কমনওয়েল্‌থ ক্রিকেট দলের ভারত সফর (১৯৪২-৪৩)

কমনওয়েল্‌থ ক্রিকেট দল ১৯৪২ সালের শেষ ভাগে ভারত সফরে আসেন ও প্রায় পাঁচ মাস যাবত ভারতে বিভিন্ন খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে দুইটি অসমীমাংসিতভাবে শেষ হয়, একটিতে কমনওয়েল্‌থ দল জয়লাভ করেন ও ভাবতীয় দল দুইটি খেলায় বিজয়ী হন। নিম্নে ভারত বনাম কমনওয়েল্‌থ টেস্ট খেলাগুলির বিবরণ দেওয়া হইল -

প্রথম টেস্ট (দিল্লী)—

কমনওয়েল্‌থ—৬০৮ (৮ উঃ) ওল্ডফিল্ড ১৫১, লিভিংস্টোন ১২৩, ফ্রয়ার ৫১, ওয়েল ৫৮, পেটিফোর্ড ৬৫ +, ফাদকার ১৬৯ রাণে ৩ উঃ, নাইডু ১২৪ রাণে ৩ উঃ)

ভাবত —২২১ (ফাদকাব ১১০, অধিকারী ৭৪, পিপার ৫৭ রাণে ৪ উঃ)

ভাবত —৩২৭ (মন্ত্রী ৫৪, উম্মিগড ৫৫, হাজারে ১৪০, পিপাব ১৩৪ রাণে ৩ উঃ, ট্রাইব ৬৫ রাণে ৪ উঃ)

কমনওয়েল্‌থ —১২ (১ উঃ)

[কমনওয়েল্‌থ দল বিজয়ী]

দ্বিতীয় টেস্ট (বোম্বাই)

কমনওয়েল্‌থ —৪৪৮ (ওল্ডফিল্ড ১১০, ওয়েল ৭৮, পেটিফোর্ড ১১, ফ্রয়ার ১৩২, ফাদকার ১০৫ রাণে ৩ উঃ, মোদি ৫০ রাণে ৩ উঃ)

ভারত —২৮২ (মার্চেন্ট ৭৩, মোদি ৫৮, ফাদকার ৭৮, ল্যাঘার্ট ৭৬ রাণে ৪ উঃ, ফ্রয়ার ৮২ রাণে ৪ উঃ)

ভারত —৪৩০ (৮ উঃ) (মার্চেন্ট ২৪, মোদি ৫১, হাজারে ৩৪, অধিকারী ২৩, উম্মিগড ৩৭, ট্রাইব ১৫৬ রাণে ৪ উঃ)

কমনওয়েল্‌থ —১১০ (৩ উঃ) (এ্যাঙ্গে ৫১ +)

[খেলা অমীমাংসিত]

তৃতীয় টেস্ট (কলিকাতা)

ভারত —৪২২ (মানকড় ২১, হাজারে †, ট্রাইব ১৭৪ রাণে
৫ উঃ)

কমনওয়েল্‌থ —১২০ (চৌধুরী ৫৬ রাণে ৪ উঃ, ফাদকার ৫০
রাণে ৩ উঃ)

কমনওয়েল্‌থ —৩৪৮ (ওল্ডফিল্ড ১৫৮, লিভিংস্টোন ৫২ ; নাইডু
৫২ রাণে ৫ উঃ)

ভারত —১১৭ (৩ উঃ)

[ভারতীয় দল বিজয়ী]

চতুর্থ টেস্ট (কাণপুর)

কমনওয়েল্‌থ —৪৪৮ (ওয়েল ২২৩ + , লিভিংস্টোন ৮০)

ভারত —৩৮৬ (মুস্তাক আলি ১২২, ফাদকার ৬৪, অধিকারী
৫১, ট্রাইব ১২২ রাণে ৫ উঃ)

কমনওয়েল্‌থ —২০৭ (৩ উঃ) (লিভিংস্টোন ৮১, ওয়েল ৮৩ +)

ভারত — ৮৪ (৪ উঃ)

[খেলা অমীমাংসিত]

পঞ্চম টেস্ট (মাদ্রাজ)

কমনওয়েল্‌থ —৩২৪ (ওয়েল ১৬১, ফাদকার ৮২ রাণে ৪ উঃ)

ভারত —৩১৩ (কিংসফোর্ড ৭২, হাজারে ৭৭, মরিস ৪০
রাণে ৩ উঃ, ট্রাইব ২০ রাণে ৪ উঃ)

কমনওয়েল্‌থ —২৪৭ (হোর্ট ৮৪ + , ফাদকার ২৮ রাণে ৩ উঃ,
চৌধুরী ৭০ রাণে ৩ উঃ)

ভারত —২৬১ (৭ উঃ) (উম্মিগড় ৫২, হাজারে ৮৪)

[ভারতীয় দল বিজয়ী]

ভারত বনাম কমনওয়েলথ টেষ্ট খেলার খেলোয়াড়গণ

ভারত—বিজয় মার্চেন্ট (১, ২ অধিনায়ক); বিজয় হাজারে * (অধিনায়ক—৩, ৪, ৫); রুসি মোদী *; ডাটু কাদকার *; হিমু অধিকারী *; পলি উব্রিগড় *; ভিমু মানকড় (২, ৩, ৪, ৫); এস, মুস্তাক আলি (৩, ৪, ৫); এম, কে, মন্ত্রী (১, ২, ৩, ৪); সি, এস, নাইডু (১, ২, ৩, ৫); এন, চৌধুরী (৩, ৫); ভি, কিশোরচাঁদ (৩, ৪, ৫); এইচ, গাইকোবাড় (১, ৪); পি, জি, যোশী (৫); গুলাম মহম্মদ (৪); উদয় মার্চেন্ট (১); সি, টি, সারভাতে (১); সি, আর, রত্নচারী (২); বি, নিম্বলকার (২)।

কমনওয়েলথ—ডক লিভিংস্টোন * (অধিনায়ক); ফ্রাঙ্ক ওরেল * বিল স্মালে *; হ্যারি ল্যাঘার্ট *; জর্জ ট্রাইব *; ফ্রেড ফ্রিয়ার *; নরম্যান ওল্ডফিল্ড *; জে, কে, হোর্ট (১, ২, ৩, ৫) রে, স্মিথ (১, ২, ৩, ৫); ওয়ালি ল্যাংডেন (২, ৩, ৪); জ্যাক পেটিকোর্ড (১, ২, ৩); ডক্স (৫); সিসিল পেপার (১); জর্জ পোপ (৪); ফিটজ মরিস (৪, ৫) উইন্সটন প্লেস (৪)।

হকি—

কলিকাতার স্থানীয় দলের মধ্যে কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতা হয়। কলিকাতার অল্পকিছু বাইটন্ কাপ প্রতিযোগিতাকে ভারতের প্রধান প্রতিযোগিতা বলা চলে।

বাইটন্ কাপ

১৮২৫-২৬ নেভাল জুলাটিয়ার্স	১৯০০ সেন্ট জেমস্ স্কুল
১৮২৭-২৮ এস, পি, জি, মিশন	১৯০১-০২ রয়াল আইরিশ রাইকেলস্
১৯২৯ রেজার্স	১৯০৩ এস, পি, জি, মিশন

* চিহ্নিত খেলোয়াড়গণ পাঁচটি খেলায়ই অংশ গ্রহণ করেন। অন্যান্য খেলোয়াড়গণ যে সকল টেষ্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেন তাহা বর্ষজিপি দেখান হইয়াছে।

১২০৪	হর্নেট এ, সি	১২২৮	টেলিগ্রাফ রিক্রিয়েশন
১২০৫	শিবপুর কলেজ	১২২৯	ই, আই, আর
১২০৬-০৭	এস, পি, জি, মিশন	১২৩০-৩২	কাউন্স
১২০৮	কাউন্স	১২৩৩	কাঁসী হিরোজ
১২০৯	—	১২৩৪	রেজার্স
১২১০	কাউন্স	১২৩৫	কাউন্স
১২১১	রেজার্স	১২৩৬	বোম্বাই কাউন্স
১২১২	কাউন্স	১২৩৭	বি, এন, আর
১২১৩	রেজার্স	১২৩৮	কাউন্স
১২১৪	এম, এ, ও, কলেজ	১২৩৯	বি, এন, আর
১২১৫	রেজার্স	১২৪০	ভূপাল ওয়াওয়ারাস
১২১৬	বি ওয়াই, এসো:	১২৪১	ভূপাল ওয়াওয়ারাস
১২১৭	রেজার্স		ও ভগবন্ত ক্লাব (সম
১২১৮	বি, ওয়াই, এসো:		সমান খেলা)
১২১৯	জ্যাভেরিয়ান্স	১২৪২	রেজার্স
১২২০	আসানসোল আর, ক্লাব	১২৪৩-৪৫	বি, এম, আর
১২২১	শিবপুর কলেজ	১২৪৬	পোর্ট কমিশনার্স
১২২২	ই, বি, রেলওয়ে	১২৪৭	পরিত্যক্ত
১২২৩	লক্ষ্মী ওয়াই, এম, এ	১২৪৮	পোর্ট কমিশনার্স
১২২৪	ক্যালকাটা এক, সি		১ যুক্তপ্রদেশ (সমান :
১২২৫-২৬	কাউন্স		খেলা)
১২২৭	জ্যাভেরিয়ান্স	১২৪৯	টাটা স্পোর্টিং

কলিকাতার হকি লীগ

১২০৫-০৬	শিবপুর কলেজ	১২০৯-১০	কাউন্স
১২০৭	ক্যালকাটা	১২১১	শিবপুর কলেজ
১২০৮	শিবপুর কলেজ	১২১২-১৩	কাউন্স

১২১৪-১৭ রেঞ্জার্স	১২৩৫	মোহিনবাগান
১২১৮ মিলিটারী মেডিকেল	১২৩৬-৩৯	কাষ্টম্‌স
১২১৯ গ্রীয়ার স্পোর্টিং	১২৪০	বি, জি, প্রেস
১২২০ শিবপুর কলেজ	১২৪১	কলিকাতা পুলিশ
১২২১-২২ কাষ্টম্‌স	১২৪২	পোর্ট কমিশনার্স
১২২৩ গ্রীয়ার স্পোর্টিং	১২৪৩	রেঞ্জার্স
১২২৪-২৫ জ্যাভেরিয়ানস্	১২৪৪	পোর্ট কমিশনার্স
১২২৬-২৭ কাষ্টম্‌স	১২৪৫	মহমডান স্পোর্টিং
১২২৮-২৯ রেঞ্জার্স	১২৪৬	খেলা হয় নাই
১২৩০-৩৩ কাষ্টম্‌স	১২৪৭	পরিত্যক্ত
১২৩৪ রেঞ্জার্স	১২৪৮	পোর্ট কমিশনার্স
	১২৪৯	পোর্ট কমিশনার্স

আগা খাঁ প্রতিযোগিতা

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতা ভারতের অন্ততম প্রধান খেলা। গত ১৫ বৎসরের বিজয়ীদের তালিকা দেওয়া হইল—

১২৩৪-৩৬ বোম্বাই কাষ্টম্‌স	১২৪৩	জি, আই, পি রেলওয়ে
১২৩৭ লাহোর ওয়াই, এম,	১২৪৪	লুসিট্যানিয়ান্স
সি, এ	১২৪৫	কমলা ক্লাব (কানপুর)
১২৩৮ ভগবন্ত ক্লাব	১২৪৬	কল্যাণমল মিল্‌স (ইন্ডোর)
১২৩৯ ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স	১২৪৭	স্পোর্টস্‌ হকি ক্লাব
১২৪০ বি, বি, সি, আই রেলওয়ে	১২৪৮	রাওয়ালপিণ্ডি
১২৪১ ভগবন্ত ক্লাব	১২৪৯	ইষ্ট পাঞ্জাব পুলিশ
১২৪২ খেলা হয় নাই		

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা

১২২৮ যুক্তপ্রদেশ	১২৩২	পাঞ্জাব
১২৩০ নিখিল ভারত রেলওয়ে	১২৩৪	খেলা হয় নাই

১৯৩৬	বোম্বাই	১৯৪৫	ভূপাল
১৯৩৮	বাংলা	১৯৪৬-৪৭	পাকিস্তান
১৯৪০	বোম্বাই	১৯৪৮	ভূপাল
১৯৪২	দিল্লী	১৯৪৯	
১৯৪৪	বোম্বাই		

টেনিস—

নিখিল ভারত লন্-টেনিস প্রতিযোগিতা

(পুরুষ সিজল)

১৯১০	এটকিনসন্	১৯৩৫	জে, পান্নাদা
১৯১১-১২	এইচ, ডেভিস্	১৯৩৬	আর, মেজেল
১৯১৩-১৪	ই, এটকিনসন্	১৯৩৭	ই, ভি, বব
১৯১৯	নাথু	১৯৩৮	ডি, এন, কাপুর্
১৯২০	এস, জ্যাকব	১৯৩৯	গউস মহম্মদ
১৯২১	এস, বব্	১৯৪০	এস, পুনসেক
১৯২২	এম, গ্লিম	১৯৪১	গউস মহম্মদ
১৯২৩	এস, কে, মুখার্জি	১৯৪২	এস, এল, সোহনী
১৯২৪-২৫	ই, এনড্রি	১৯৪৩	গউস মহম্মদ
১৯২৬-২৭	ই, ভি, বব্	১৯৪৪	হল্ সারকেন্স
১৯২৮	অমীমাংসিত	১৯৪৫	সুমন্ত মিশ্র
১৯২৯	পি, এল, মেটা	১৯৪৬	গউস মহম্মদ
১৯৩০	ই, ভি, বব্	১৯৪৭	সুমন্ত মিশ্র
১৯৩১-৩২	ডি, এন কাপুর্	১৯৪৮	এল. বার্জলীন
১৯৩৩	ই, ভি, বব্	১৯৪৯	দিলীপ বহু
১৯৩৪	সোহন লাল	১৯৫০	এক, গ্র্যাম্পন

(মহিলা সিন্ধ)

১১১০	মিসেস কেণ্ডাল	১১২৮	অমীমাংসিত
১১১১	মিস্ ওয়ার বাটন	১১২৯-৩০	মিস্ স্তানডিসন
১১১২	মিসেস্ এডাম্‌স	১১৩১	মিস্ লীলা রাও
১১১৩	মিসেস্ লেসলি জোন্স	১১৩২-৩৫	মিস্ স্তানডিসন
১১১৪	মিসেস্ ডিকেন্স	১১৩৬-৩৮	মিস্ লীলা রাও
১১২০	মিসেস্ কেলি	১১৩৯	মিস এ, জি কাটিস
১১২১	মিসেস্ ক্যাথেল	১১৪০-৪১	মিস লীলা রাও
১১২২	মিসেস্ কোভেল	১১৪২	মিস ম্যাসী
১১২৩	মিসেস্ কিজ	১১৪৩	মিস্ লীলা রাও
১১২৪	মিসেস্ গাউ	১১৪৪-৪৫	মিস উডব্রিজ
১১২৫-২৬	মিসেস্ ম্যাক্‌কেনা	১১৪৬	মিস ম্যানসোনী
১১২৭	মিস স্তানডিসন্	১১৪৭-৪৯	মিসেস্ কে, সিং
		১১৫০	মিসেস্ পি, টড

(পুরুষ ডব্ল)

১১৩৪	সোহনী ও এম, ডাওয়ারী	১১৪১	গউস মহম্মদ ও ওরাই, সিং
১১৩৫	কুকুলজেন্ডিক ও শাফের	১১৪২	ইস'দ ও ইকতেকার আমেদ
১১৩৬	আর মেজল ও হেক্ট	১১৪৩	ইন্দুলকর ও জে, আর, কাউল
১১৩৭	ডি, এন, কুপুর্ ও ওরাই, সিং	১১৪৪	গউস মহম্মদ ও ইস'দ
১১৩৮	ওরাই সিং ও জে, এম, মেটা	১১৪৫	জানকী রামিয়া ও এস. ডি, রাও
১১৩৯	জে, এম, মেটা ও ওরাই সাতুর	১১৪৬	জে, এম, মেটা ও হুমন্ত মিস্ত্র
১১৪০	এক, পুনসেক ও ডি মিটিক	১১৪৭	বাকলীন ও জোহানসন
		১১৪৮	দিলীপ বসু ও নরেন্দ্র নাথ
		১১৫০	এক, এন্সন ও সি, কার্বেনা

(মহিলা ডব্ল)

১২৩৪-৩৫	মিস্ জেনি স্কাগিন	১২৪১	মিস কে, হাজি ও
	হার্ডে জনটন		ডি, স্তানসোনী
১২৩৬	মিস্ গিবসন ও	১২৪২	" কে, হাজি ও মিসেস ম্যাসী
	" হার্ডে জনটন	১২৪৩	মিস্ হুবার্ড ও মিস্ লীলা রাও
১২৩৭	" হুবার্ড ও লীলা রাও	১২৪৪	মিস্ উডব্রিজ ও মিসেস রমানা
১২৩৮	খেলা হয় নাই	১২৪৫	মিস উডব্রিজ ও
১২৩৯-৪০	মিসেস ফুটিট ও		মিসেস কে, সিং
	মিস্ উডব্রিজ	১২৪৬	" পি খারা, ও মিসেস কে সিং
		১২৪৭	মিসেস পি, টড ও
			মিস জি, মরান

মিস্ ড (ডব্ল)

১২৩৫	কুমারস্বামী ও মিস স্কাগিন	১২৪২	সাহনী ও মিস কে, হাজী
১২৩৬	হজেন্স ও মিস গিবসন	১২৪৩	অসমাপ্ত
১২৩৭	এইচ, এল, মার্শাল ও	১২৪৪	ইকতিকার আমেদ ও
	মিসেস লোকম্যান		মিস উডব্রিজ
১২৩৮	জে, এম, মেটা ও	১২৪৫	সুমন্ত মিশ্র ও মিসেস সিং
	মিসেস ফুটিট	১২৪৬	কে, এম, মেটা ও
১২৩৯	জে, এম, মেটা ও		মিসেস্ সি, কার্গিন
	মিসেস ফুটিট	১২৪৭	ঐ
১২৪০	ইকতিকার আমেদ ও	১২৪৮	টি, জোহানসন ও মিসেস্
	মিসেস্ উডব্রিজ		কে, সিং
১২৪১	গউস মহম্মদ ও মিস্ হুবার্ড	১২৪৯	সুমন্ত মিশ্র ও মিসেস্ মোদি
		১২৫০	ডি, মিটিক ও মিসেস পি, টড

"শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যার নয়, তার সম্পূর্ণতার, তার প্রবলতার।"

—রবীন্দ্রনাথ

এশিয়া টেনিস প্রতিযোগিতা (১৯৪২-৪৩)

কলিকাতার উডবার্ণ পার্কে ১৯৪২ খৃঃ ২২ ডিসেম্বর প্রথম এশিয়া লন্-টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও যুগোস্লাভিয়ার বিখ্যাত খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। নিম্নে বিজেতাগণের নাম দেওয়া হইল।

পুরুষ (সিঙ্গেলস)—দিলীপ বসু (ভারত)

পুরুষ (ডবলস)—দিলীপ বসু ও সুনন্দ মিশ্র (ভারত)

মহিলা (সিঙ্গেলস)—মিসেস্ প্যাট টড (আমেরিকা)

মহিলা (ডবলস)—মিসেস্ পি, সি, টড ও মিস্ জি মরান

(আমেরিকা)

মিক্সড (ডবলস)—পি, ওয়াসার (বেলজিয়াম) ও মিস্ জি মরান

(আমেরিকা)

চতুর্দশ বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতা, ১৯৪৮।

লন্ডনের কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নিমিত্ত ওয়েমব্লী স্টেডিয়ামে ৮০০০০ দর্শকের সম্মুখে ১৯৪৮ সালের ২৯ জুলাই চতুর্দশ বিশ্ব-অলিম্পিক অস্থলানের আরম্ভ হয়। ১৭ দিন ব্যাপী এই অস্থলানে ৫৮টি দেশের প্রায় ৬ হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেন। ১৮৯৬ সালে এথেন্সের স্তম্ভাবশেষে স্টেডিয়ামে করাসী দার্শনিক ব্যারন কুরায়ার্ট'য়া এই বিশ্ব অলিম্পিক অস্থলানের প্রবর্তন করেন। এই অস্থলানের সকল পয়েন্ট একত্র করিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে এই অস্থলানে পরিচালক ও প্রতিনিধি লইয়া মোট ১০৫ জন প্রেরিত হন। মাত্র ৬ পয়েন্ট পাইয়া ভারত ২৯টি দেশের নীচে স্থান লাভ করে—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পায় ৪৮০ পয়েন্ট।

র‍্যাংক্‌লেভিক্স

- (১) ১০০ মিটার দৌড়—এইচ, ডিলার্ড (আ) ১০'৩ সে:।
 (২) ২০০ মিটার দৌড়—এম, ই, প্যাটন (আ) ২১'১ সে:।
 (৩) ৪০০ মিটার দৌড়—এস, উইন্ট (জামাইকা) ৪৬'২ সে:।
 (৪) ৮০০ মিটার দৌড়—এম, জি, হুইটফিল্ড (আ) ১ মি: ৪২'২ সে:।
 (৫) ১৫০০ মিটার দৌড়—এইচ, এরিকসন (সুইডেন) ৩ মি: ৪২'৮ সে:।
 (৬) ৫০০০ মিটার দৌড়—জি, রিক (বেলজিয়াম) ১৪ মি: ১৭'৬ সে:।
 (৭) ১০০০০ মিটার দৌড়—ই, জ্যাটোপেক্ (চেকোস্লোভাকিয়া) ২২ মি: ৫২'৬ সে:।

- (৮) ৪০০ মিটার রীলে—এইচ, এন, ইউয়েল, এল, সি, রাইট; এইচ, বিলার্ড; এম, ই, প্যাটন (আ) ৪০'৬ সে:। (৯) ১৬০০ মিটার রীলে—এ, এইচ, হামডেন; সি, এফ. বারল্যাণ্ড; আর, বি, কচর্যান; এম, জি, হুইটফিল্ড (আ) ৩ মি: ১০'৪ সে:। (১০) ১০০০০ মিটার হাঁটা—জে, এক, মিকেলসন (সুইডেন) ৪৫ মি: ১৩'২ সে:। (১১) ৫০০০০ মিটার রাস্তার হাঁটা—জে, এ জ্যাংগেল (সুইডেন) ৪ ঘ: ৮১ মি: ৫২ সে:। (১২) ম্যারাথন দৌড়—ডি, ক্যাব্রেরা (আর্জেন্টিনা) ২ ঘ: ৩৪ মি: ৫১'৬ সে:। (১৩) ১১০ মিটার হার্ডলস—ডব্লিউ এক, পোর্টার (আ) ১৩'২ সে:। (১৪) ৪০০ মিটার হার্ডলস—আর. বি, কচর্যান (আ) ৫১'১ সে:। (১৫) ৩০০০ মিটার স্টিপল-চেজ—টি, জোয়েট্রাণ্ড (সুইডেন) ২ মি: ৪'৬ সে:।

- (১৬) হাই জাম্প—জে, এল, উইন্টার (অস্ট্রেলিয়া) ৬ ফি ৬ ইঞ্চি। (১৭) লং জাম্প—ডব্লিউ, এস, স্টীলে (আ) ২৫ ফি ৮ ইঞ্চি। (১৮) পোল-ভল্ট—জি, জি, স্মিথ (আ) ১৪ ফি ১'১ ইঞ্চি। (১৯) হপ্-স্টেপ জাম্প—এ, আমান (সুইডেন) ৫০ ফি ৬'১ ইঞ্চি। (২০) পুটিং দিসক—ডব্লিউ, এম, টমসন (আমেরিকা) ৫৬ ফি ২ ইঞ্চি। (২১) ডিসকাস-থ্রো—এ, কনসোলিনী (ইটালী)

১৭৩ ফি ২ ইঞ্চি। (২২) জ্যাভেলিন-থ্রে-কে, টি, রটাতারা (কিনল্যাণ্ড) ২২৮ ফি ১০.২ ইঞ্চি। (২৩) হামার থ্রে-আই, নিমেথ (হালারী) ১৮৩ ফি ১১.২ ইঞ্চি। (২৪) ডিকথলন—আর, বি, ম্যাথিয়াস (আ) ৭১৩২ পরেন্ট।

(২৫) ১০০ মিটার দৌড় (মহিলা)—এ, পি, ব্র্যাকাস কোয়েন (হল্যাণ্ড) ১১'২ সে:। ২০০ মিটার দৌড় (মহিলা)—এ, পি, ব্র্যাকাস কোয়েন (হল্যাণ্ড) ২৪ ৪ সে:। (২৬) ৮০ মিটার হার্ডলস (মহিলা)—এ, পি, ব্র্যাকাস কোয়েন (হল্যাণ্ড) ১১'২ সে:। (২৭) ৪০০ মিটার রীলে (মহিলা)—স্ট্যাড-ডিজ; জে, জে, এম উইট-জারটিমার; জি. জে, এম, ভ্যান ডার কেড; এ, পি, ব্র্যাকাস কোয়েন (হল্যাণ্ড) ৪৭'৫ সে:। (২৮) হাই-জাম্প (মহিলা)—এ, কোচম্যান (আ) ৫ ফিট ৬.২ ইঞ্চি। (২৯) লং-জাম্প (মহিলা) ভি, ও, গেরারমাটি (হালারী)।

(৩০) পুটিং-দি স্ট্রিট (মহিলা)—এম, ও, এম, অস্টারমেয়ার (ফ্রান্স) ৪৫ ফি ১.২ ইঞ্চি। (৩১) জ্যাভেলিন থ্রে (মহিলা)—এইচ বস্তেমা (অস্ট্রিয়া) ১৪২ ফি ৬ ইঞ্চি। (৩২) ডিস্কাস থ্রে (মহিলা) এম, ও, এম, অস্টারমেয়ার (ফ্রান্স) ১৩৭ ফি ৬.২ ইঞ্চি। (৩৩) মডার্ন পেন্টাথলন—ক্যাপ্টেন ডব্লিউ, ও, ভি, গ্রুট (সুইডেন)।

সাঁতার—

- (১) ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল—ডব্লিউ, রীস (আ) ৫২'৩ সে:।
- (২) ১০০ মিটার ব্যাক-স্ট্রোক—এ, স্টেক (আ) ১ মি ৬'৪ সে:। (৩)
- ২০০ মিটার ব্রেস্ট-স্ট্রোক—জে. ভাঁডিগর (আ) ২ মি ৩২'৩ সে:। (৪)
- ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল—ডব্লিউ. শ্বিথ (আ) ৭ মি ৪১ সে:। (৫)
- ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল—জে, পি, ম্যাকলেন (আ) ১২ মি ১৮'৫ সে:।
- (৬) ৮০০ মিটার রীলে—ডব্লিউ, রীস; ডব্লিউ, উল্ফ; জে, ম্যাকলেন; ডব্লিউ, শ্বিথ (আ) ৮ মি ১৬ সে:। (৭) হাই ডাইভিং—এস, লি (আ)।
- (৮) স্মিথ বোর্ড ডাইভিং—নি, আই, এক, হারলন (আ)। (৯) ১০০

মিটার ফ্রি স্টাইল (মহিলা)—জি, এণ্ডারসন (ডেনমার্ক) ১মি ৬'৩
সে:। (১০) ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক (মহিলা)—কে, এম, হ্যারাপ
(ডেনমার্ক) ১ মি ১৪'৪ সে:। (১১) ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক
(মহিলা)—পি, ভ্যান, ভিয়েট (হল্যান্ড) ২ মি ৫'২ সে:। (১২)
৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (মহিলা)—এ, কার্টিস ৫ মি ১৬'৮ সে:। (১২)
৪০০ মিটার রীলে (মহিলা)—এম, এল, করিডন; বি, এম হেলস্কার;
টি, এম, কালানা, এ, কার্টিস (আ) ৪ মি ২৯'২ সে:। (১৪) হাই
ডাইভিং (মহিলা)—ভি, এম, ড্র্যাভেস (আ)। (১৫) স্প্রিং বোর্ড
ডাইভিং (মহিলা)—ভি, এম, ড্র্যাভেস (আ)। (১৬) ওয়াটার
পোলো—ইটালী।

রৌপ্য—

(১) কক্সড কোরস—আমেরিকা। (২) কক্স ওয়েনলেস
পেয়ারস—গ্রেট ব্রিটেন। (৩) সিথলে স্কালস—এম, টি উড (অস্ট্রেলিয়া)।
৪) কক্সড পেয়ারস—ডেনমার্ক। (৫) কক্স ওয়েনলেস
কোরস—ইটালী। (৬) ডব্ল স্কালস—গ্রেট ব্রিটেন (৭) এইটস—
আমেরিকা।

ইয়টিং—

(১) ইন্টারন্যাশনাল ৬ মিটার—আমেরিকা। (২) জাগন—
নরওয়ে। (৩) ইন্টারন্যাশনাল স্টার—আমেরিকা। (৪) সোরালো—
গ্রেট ব্রিটেন। (৫) কারার ক্লাই—ডেনমার্ক।

সাইক্লিং—

(১) ১০০০ মিটার স্প্রিন্ট—এম, থেলা (ইটালি)। (২) ১০০০
মিটার টাইম ট্রায়াল—জে, ডুপুও (ফ্রান্স) ১ মি ১০'৫ সে:। (৩)
২০০০ মিটার ট্যাণ্ডেম—ইটালী। (৪) ৪০০০ মিটার টিম পারসুট—
ফ্রান্স। (৫) রোড-রেস—১২০ মাইল ২১৪ গজ—জে, বেরার্ট (ফ্রান্স)
৫ ঘ ১৮ মি ১২'৬ সে:।

মুষ্টিযুদ্ধ—

ক্লাই ওয়েট—পি, পেরেক (আর্জেন্টাইন) । (২) ব্যাণ্টাম ওয়েট—টি, সিক্ (হাঙ্গেরী) । (৩) ফেদার ওয়েট—ই, কামেটি (ইটালি) । (৪) লাইট ওয়েট—জি, ড্রেয়ার (দক্ষিণ আফ্রিকা) । (৫) ওয়েন্টার ওয়েট—জে, টর্ম (চেকো-স্লোভাকিয়া) । (৬) মিডল ওয়েট—এল, প্যাপ (হাঙ্গেরী) । (৭) লাইট হেভি ওয়েট—জি, হাটার (দক্ষিণ আফ্রিকা) । (৮) হেভি ওয়েট—আর, ইংলিসিয়াস (আর্জেন্টাইন) ।

স্মৃতিং—

(১) পিস্তল—৫০ মিটারে ৭০ সট্—ই, ভি, ক্যাম (পেরু) । (২) ফ্রি রাইফল—৫০ মিটার—এ, কুক্ (আ) । (৩) র্যাপিড্ ক্যারার (পিস্তল)—৫২ মিটার—কে, টেকাক্স (হাঙ্গেরী) । (৪) ফ্রি রাইফল—(ফুল বোর)—ই, গ্রুনিগ (সুইটজারল্যান্ড) ।

কুস্তি—

ফ্রি স্টাইল—(১) ক্লাই ওয়েট—ভি, এল, ভিটলা (ফিনল্যান্ড) । (২) ব্যাণ্টাম ওয়েট—এন, আকার (তুরস্ক) । (৩) ফেদার ওয়েট—জি, বিলগে (তুরস্ক) । (৪) লাইট ওয়েট—সি, আটিক (তুরস্ক) । (৫) ওয়েন্টার ওয়েট—ওয়াই ডোঙ (তুরস্ক) । (৬) মিডল ওয়েট—জি, গ্রাণ্ড (আ) । (৭) লাইট হেভি ওয়েট—এইচ, হাইটেনবার্গ (আ) । (৮) হেভি ওয়েট—জি, বাবিস্ (হাঙ্গেরী) ।

গ্রীসো-রোমান স্টাইল—(১) ক্লাই ওয়েট—পি, লোয়ার্ডি (ইটালী) । (২) ব্যাণ্টাম ওয়েট—কে, এ, পিটার্সেন (সুইডেন) । (৩) ফেদার ওয়েট—এম, অক্স্যান্ড (তুরস্ক) । (৪) লাইট ওয়েট—কে, জি, ফ্রে (সুইডেন) । (৫) ওয়েন্টার ওয়েট—ই, জি, এগারসন (সুইডেন) । (৬) মিডল ওয়েট—আর, গ্রনবার্গ (সুইডেন) । (৭) লাইট হেভি ওয়েট—এন, ই, নেলসন (সুইডেন) । (৮) হেভি ওয়েট—এ, কিরেলি (তুরস্ক) ।

ভারোত্তোলন—

- (১) ব্যাণ্টাম-ওয়েট—জে, এ, গিষেট্রো (আ)—৩৭০ পাউণ্ড *
 (২) ফেদার ওয়েট—এম, ফারাদ (মিশর) ৭৩২; পা: (৩) লাইট
 ওয়েট—আই, শাম্স (মিশর) ৭৩৩; পা: (৪) মিডল ওয়েট—এফ,
 স্পেলম্যান (আ) ৮৫২; পা:। (৫) লাইট-হেভি ওয়েট—এস,
 এস, ট্যাসজিক্ (আ) ২২০ পা:। (৬) হেভি ওয়েট—জে, ডেভিস
 (আ) ২২৭; পা:।

কেলিং—

- (১) ফয়েলস (পুরুষ)—দল—ফ্রান্স। (২) ফয়েলস (মহিলা)
 —একক—আই, ইলেক (হাঙ্গেরী)। (৩) ফয়েলস (পুরুষ)—
 একক—জে, বুইন্ (ফ্রান্স)। (৪) এপি—দল—ফ্রান্স। (৫)
 এপি—একক—এল, ক্যাটীন (ইটালী)। (৬) স্ত্রি—টিম—হাঙ্গেরী।
 (৭) স্ত্রি—একক—এ, গেরিভিচ (হাঙ্গেরী)।

ক্যানোইং—

- (১) ৫০০ মিটার—কারাক—একক (মহিলা)—কে, হফ্
 (ডেনমার্ক) ২ মি ৩১.২ সে। (২) ১০০০ মিটার কারাক—একক—
 জি, ফ্রেড্রিক্ সন (সুইডেন) ৪ মি ৫১.২ সে:। (৩) ১০০০ মিটার
 কারাক—দল—সুইডেন; ৪ মি ৭.৩ সে:। (৪) ১০০০ মিটার
 ক্যানাডিয়ান—একক—জে, হলেক (চেকোস্লোভাকিয়া) ৫ মি: ৪২
 সে:। (৫) ১০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান—দল—চেকোস্লোভাকিয়া—
 ৫ মি ৭.২ সে: (৬) ১০০০ মিটার কারাক—দল—সুইডেন ৪ মি
 ৫৫.৪ সে: (৭) ১০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান—দল—আমেরিকা ৫৫ মি
 ৫৫.৪ সে: (৮) ১০০০ মিটার কারাক—একক—জি, ফ্রেড্রিক্ সন
 (সুইডেন) ৫০ মি ৪৭.৭ সে:। (৯) ১০০০ মিটার ক্যানাডিয়ান—
 একক—(চেকোস্লোভাকিয়া) ১ ঘ ২ মি ৬.২ সে:।

* ওেস, ব্যাচ ও আর্ক-এর মোট ভার *

জিম্নাস্টিক্স—

পুরুষ—দল—ফিনল্যাণ্ড ১৩৫৮'৩ পয়েন্ট। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন—
ভি, এ, হটেজান (এনল্যাণ্ড)। একক এপ্যারেটস এক্সারসাইজ—
(১) পমেল্ড হর্স—কে জে, লেট্যানান্ (ফিনল্যাণ্ড) (২) লং হর্স—
—পি, জে, এণ্টোনেন (ফিনল্যাণ্ড)। (৩) হরাইজন্টাল বারস্—
জে, টেন্ডার (সুইটজারল্যাণ্ড) (৪) রিংস্—কে, ফ্রি (সুইটজারল্যাণ্ড)।
(৫) প্যারালাল বার—এম, রুশ (সুইটজারল্যাণ্ড)। (৬) ট্রাপিং
এক্সারসাইজ—এড, প্যাটাকী (হাঙ্গেরী)। (৭) মহিলা—দল—চেকো-
স্লোভাকিয়া—৪৩৭'৪৫ পয়েন্ট।

বাস্কেট বল—

বিজয়ী—আমেরিকা; প্রতিদ্বন্দ্বী—ফ্রান্স

হকি—

বিজয়ী—ভারতবর্ষ; প্রতিদ্বন্দ্বী—গ্রেট ব্রিটেন

ফুটবল—

বিজয়ী—সুইডেন; প্রতিদ্বন্দ্বী—যুগোস্লাভিয়া

লুগ্নিনি কানন

১২৪, বেদিয়াডাঙ্গা রোড

পোঃ তিলজলা

কোন পার্ক ৩০৮৮

আধুনিক মতে বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা মানসিক রোগ চিকিৎসার
একমাত্র স্থান। মাসিক ব্যয়ের হারের জন্য পত্র লিখুন।

ঐতর্য্যচন্দ্র সিংহ

সুপারিন্টেনডেন্ট

ছায়াচিত্র

১৯৪৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছায়াচিত্র

- ১। মন্ত্রমুগ্ধ (নিউ থিয়েটার্স); ২। কবি (চিত্রমায়া); ৩। সতেরো বছর পরে (দেবশ্রী চিত্রপীঠ); ৪। রাজ্যমাটি (এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্স); ৫। নিশির ডাক (রাজশ্রী কথাচিত্র); ৬। কামনা (কীতি পিকচার্স); ৭। বন্ধুর পথ (অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন); ৮। সন্দীপন পাঠশালা (গ্রাশনাল সাউণ্ড ইন্ডিও); ৯। বহুব্রীহি (কল্লরুপায়নী); ১০। অনন্তা (শ্রীমতী পিকচার্স); ১১। বিহ্বলী ভাষা (এম, পি, প্রোডাকশন); ১২। দেবী চৌধুরাণী (রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান); ১৩। হের ফের (চিত্র প্রতিষ্ঠান); ১৪। দাসীপুত্র (ভারতী চিত্রপীঠ); ১৫। নিরুদ্দেশ (ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স); ১৬। অভিমান (নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স); ১৭। অমুরাধা (ইণ্ডিয়ান গ্রাশনাল টকীজ); ১৮। বা হয় না (ইউ, সি, এ, ফিল্মস্); ১৯। স্বামিজী (অমর মল্লিক প্রোডাকশন); ২০। আভিজাত্য (এম, পি, প্রোডাকশন); ২১। কার্টুন (অজন্তা আর্ট পিকচার্স); ২২। দ'ধনে বাঘ (সুধীরবন্ধু প্রোডাকশন); ২৩। পুতুল নাচের ইতিকথা (কে, কে, প্রোডাকশন); ২৪। তিলোত্তমা (মায়াপুরী পিকচার্স); ২৫। বিষের ধোঁয়া (লীলাময়ী পিকচার্স); ২৬। দিনের পর দিন (লোকবাণী চিত্র); ২৭। মহাদান (রাধা ফিল্ম কোং); ২৮। প্রতিরোধ (সুধা প্রোডাকশন); ২৯। কর্মকল (শ্রীগুরু পিকচার্স); ৩০। সিংহদ্বার (এস, বি, প্রোডাকশন); ৩১। স্বামী (কল্যাণী চিত্রমন্দির); ৩২। কৃষ্ণা-কাবেরী (শঙ্কর কথাচিত্র); ৩৩। বার বেধা ঘর (গুণবি চিত্রমণ্ডলী); ৩৪। মায়াজাল (এ, কে, ডি, প্রোডাকশন); ৩৫। সঙ্কর (এম, পি, প্রোডাকশন); ৩৬। বিজুপ্রিয়া (নিউ থিয়েটার্স); ৩৭। পরিবর্তন (গ্রাশনাল প্রোডেসিভ); ৩৮। সাকী গোপাল (বিত্তা চিত্রণ); ৩৯। উন্টোরথ (বহুমন্দির লিঃ);

৪০। আশাবরী (রাধা ফিল্ম কোং); ৪১। চট্টগ্রাম অজ্ঞাপার লুঠন (বেঙ্গল জাশলাল ষ্টুডিও); ৪২। তুলের বালুচরে (কল্লরপারনী); ৪৩। পরশ পাথর (ইষ্টার্ন টকীজ লি:); ৪৪। সমর্পণ (ডিল্যুয় পিকচাস); ৪৫। বাবুনের মেয়ে (শ্রীমতী পিকচাস), ৪৬। রবীন মাষ্টার (ভ্যারাইটি ফিল্মস্); ৪৭। কুয়াশা (মহাভারতী লি:)।

১৯৪৮ সালে সমগ্র ভারতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মোট ২৮৯ খানি ছবি সেন্সর-বোর্ডের ছাড়পত্র পায়। ২২ জন চিত্র নির্মাতা ৩০টি ষ্টুডিওতে এই ছবিগুলি তোলেন—বোম্বাইতে ১৭৪, কলিকাতায় ০৩ এবং মাদ্রাজে ৩২। ভাষা অনুযায়ী হিন্দী ১৫২, বাংলা ৬২, তামিল ২০, গুজরাটী ১৬, মারাঠী ১৫, তেলুগু ৭, কানাড়ী ৭, অসমীয়া ২, পাঞ্জাবী ১, উড়িয়া ১। ষ্টুডিওগুলির নিজেদের প্রযোজিত ছবির সংখ্যা ৬৩ এবং অবশিষ্ট ২২৬ খানি ছবি তুলেছেন ১২৫ জন স্বতন্ত্র চিত্রনির্মাতা।

ভারতের ষ্টুডিও

স্থান	ষ্টুডিওর সংখ্যা	স্টেজের সংখ্যা	১৯৪৯-এ গৃহীত ছবির সংখ্যা
বোম্বাই			১৬৬
বোম্বাই	২৩	৫২	
পুণা	২	৭	
কোলাপুর	২	৮	
মাদ্রাজ			৪৫
মাদ্রাজ	১০	২৫	
কোরোমন্ডুর	২	৫	
সালেম	২	৪	
আন্দ্রাপি	১	১	
পশ্চিমবঙ্গ			৮০
কলিকাতা	১৪	৩৪	

ভারতের ছাত্রাচিত্র প্রদর্শনী-গৃহ

স্থান	জনসংখ্যা (লক্ষ)	ছাত্রী প্রদর্শনী-গৃহ
বোম্বাই	৩২৮'৫	৫২৩
(সৌরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজ্যসহ)		
মধ্যপ্রদেশ	২৫৮'০	২৬০
(রাজস্থান, মধ্যভারত ও আজমীরসহ)		
মাদ্রাজ	৪২৮'০	৪৫০
(ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন সহ)		
পশ্চিমবঙ্গ	৩২১'০	২৭৭
আসাম	১০২'২	৫৬
বিহার	৩৬৩'৪	১১৬
উড়িষ্যা	১১৭'৫	৩৮
দিল্লী	৯'২	২৪
উত্তর প্রদেশ	৫৫২'৫	২০৫
পাঞ্জাব	১২৪'০	৫৮
কাশ্মীর	৪০'২	৮
মহীশূর	৭৩'৩	২৭
হায়দ্রাবাদ	১১৩'৪	৭৬

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৯০,১০০ সিনেমা-গৃহ আছে। এই সমগ্র প্রদর্শনী গৃহে মোট ৪,৮৭,৫০,০০০ জন দর্শক বসিতে পারে। অবিকৃত ভারতে মোট চিত্র-গৃহের সংখ্যা ছিল ১,৬০৫ এবং আসনের সংখ্যা ছিল ৮,০২,৫০০। বর্তমানে ভারতে চিত্র-গৃহের সংখ্যা ২১৮৫টি এবং আসন সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ।

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা—১

১৯৪৮-এর ভ্যালুয়েশনে সন্তোষজনক উদ্ভূত

“ভ্যালুয়েশনে প্রকাশিত তথ্যাবলী খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে। গত ৫ বৎসর কোম্পানী পরিচালনায় যে দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। কোম্পানী যে মিতব্যয়িতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এবং ইহাতে বীমাকারী-গণের প্রচুর লাভবান হইবার নিশ্চয়তা রহিয়াছে।”

মিঃ এইচ কে সেন, এম, এস-সি : এ, সি আই, আই ; এক, এক, এ
(একচুয়ারী)

বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজার নাম

আফগানিস্থান—মহম্মদ জাহির	নেদার ল্যান্ড—রাণী জুলিয়ানা
আবিসিনিয়া—হাইলেন সিলেসি	নুটেন—বর্ষ অজ
ইরাক—দ্বিতীয় ফৈজল	বেলজিয়াম—তৃতীয় লিওপোল্ড
গ্রীস—প্রথম পল	মিশর—ফারুক
জর্ডন—আবদুল্লাহ	লুক্সেমবার্গ—গ্র্যাণ্ড ডাচেস সালোটি
জাপান—হিরোহিটো	সুইডেন—পঞ্চম গুস্টাভাস
ডেনমার্ক—নবম ফ্রেডারিক	সোমালি-আরব—আবদেল আজিজ
নরওয়ে—সপ্তম হাকন	

বিভিন্ন রাষ্ট্রের বড়লাট

অস্ট্রেলিয়া—ডব্লিউ, জে, ম্যাককেল	নিউজিল্যান্ড—বার্গার্ড ফ্রেবার্গ
কানাডা—ভাইকাউন্ট আলেকজান্ডার	নিউফাউন্ডল্যান্ড—গর্ডন ম্যাকডোন
দক্ষিণ আফ্রিকা—গিডিয়ন	পাকিস্থান—খাজা নাজিমুদ্দিন
রুডেসিয়া—জন কেনেডি	

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভাপতি

অস্ট্রিয়া—ডাঃ কার্ল রেনার	চেকোস্লোভাকিয়া—ক্রিমেন্ট গটগ
আইসল্যান্ড—ডাঃ জন সন	জর্জিয়া—মলোটোভ
আজের্জিনা—জোয়ান পেরন	জুগোস্লাভিয়া—ইভান রিবার
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—হারি ট্রুম্যান	তুরস্ক—জেনারেল ইসমত ইনলু
আয়ার—সিরেন ওকেলি	প্যারাগুয়ে—জে, এ, জনজেলার
ইন্দোনেশিয়া—ডাঃ আই, আর, সুকর্ণ	পোর্টুগ্যাল—জেনারেল কারমোন
ইস্রেল—ডাঃ ডেভিড বেন-গুরিও	পোল্যান্ড—বোলসল বিরাট
ইটালী—সিনর ইনউডি	কিনল্যান্ড—প্যাসিকিভি
কলম্বিয়া—এম, ও, পেরেজ	ফ্রান্স—ফি, অরিয়ল
চিলি—গোমালেন্স ভিভেলো	বুলগেরিয়া—মিকো নেচেভ
চীন (কমিউনিষ্ট)—মাও সে তুং	ব্রহ্মদেশ—সাও সে থারেক

জিল—জেনারেল ই, ছত্রা

রতীয় যুক্তরাষ্ট্র—ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

শিয়া—নিকোলাই সভারনিক

হাকারী—এ, জ্যাকাসিটস

সুইটজারল্যান্ড—ডাঃ ইট্টার

স্পেন—জেনারেল ফ্রান্সো

বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী

স্ট্রলিয়া—আর, জি, মেজিস

ইসল্যান্ড—এস, জে, স্টিকান্সন

কগানিহান—শা মামুদ

লবেনিয়া—এনভার হক্সহা

সার—জন কষ্টেলো

সী—সিনর গ্যাসপেরি

স্বাটীন—ডাঃ হো চি মিন

দানেশিয়া—ডাঃ মহম্মদ হাট্টা

সক—মুজাহি আমিন এল, বাপচাচী

সল—এম, টেম মারাগি

সর আয়ারল্যান্ড—বেসিল ব্রুক

সর্ভিয়া—রেগুশো গায়তান

স্নাডা—সেন্ট লরেন্ট

সন—থেমিস টুকল সফোলিস

সন (করিউনিউ)—চু এন লাই

স্নাপ্পোভাকিয়া—এ, জ্যাকপেটোকি

সান—শিগেক বোশিদা

সমার্ক—জাল হেড্টক্ট

সক—এম, পেকার

সঙ্গমাজিকা—ডাঃ ডি, মালান

সঙ্গ রডেশিয়া—জি, এম, হাগিন্স

সঙ্গরে—ই, গারহার্ডসেন

সিজল্যান্ড—বিটার ফ্রেন্স

নেদারল্যান্ড—উইলিয়ম ড্রিজ

নেপাল—পদ্ম সামশের জঙ্গ বাহাদুর

রাণা

পাকিস্তান—লিয়াকৎ আলি খান

পোর্টুগ্যাল—ডাঃ এন্টোনিও স্তালজার

পোল্যান্ড—জে, শিরাকিউইজ

ফিনল্যান্ড—ফেগারহোম

বুলগেরিয়া—ভ্যান্সিল কোলারভ

ফ্রান্স—এম, বিডন্ট

বুটেন—ক্রিমেন্ট র্যাটলো

বেলজিয়াম—জি, ইসকেল

ব্রহ্মদেশ—খা কিন হু

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—পণ্ডিত জওহরলাল

নেহরু

মিশর—মুস্তাফা নাহাশ পাশা

মুগোলোভিয়া—মার্শাল টিটো

রাশিয়া—জোসেফ স্ট্যালিন

রুম্যানিয়া—গেইউ ব্রোজা

স্রাম—খোরাজ আভাইবু

সিংহল—ডি, এস, বেনানারক

সুইডেন—টেগ আরল্যান্ডার

সুইটজারল্যান্ড—এন, এলল্যান্ডার

হাকারী—ইস্টকেন ডোবি

ভারত সরকার

রাষ্ট্রপতি—ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

(মাসিক বেতন ১০,০০০)

মন্ত্রী-সভার সদস্যবর্গ

(মাসিক বেতন—৩,০০০, ভাতা ৫০০)

- ১। পণ্ডিত জগদহরলাল নেহরু—প্রধান মন্ত্রী (পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ সম্পর্ক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা)
- ২। সর্দার বলভভাই প্যাটেল—অবর প্রধান মন্ত্রী (খরাষ্ট্র, বেতার ও তথ্য) ১, আগরদেব রোড, নূতন দিল্লী।
- ৩। মোলানা আবুল কালাম আজাদ (শিক্ষা) ১৯, আকবর রোড, নূতন দিল্লী।
- ৪। ডাঃ জন মাধাই (অর্থ) ২, কিং এডওয়ার্ড রোড "
- ৫। সর্দার বলদেব সিং (দেশরক্ষা) ১৭, তোপলক রোড "
- ৬। জগজীবন রাম (শ্রম) ৩, কুইন ভিক্টোরিয়া রোড "
- ৭। রফি আমেদ কিদোরাই (যোগাযোগ ব্যবস্থা) ৬, কিং এডওয়ার্ড রোড, নূতন দিল্লী।
- ৮। রাজকুমারী অমৃত কাউর (স্বাস্থ্য) ২, উইলিংডন ক্রেসেন্ট "
- ৯। ডাঃ বি. আর. আম্বেনকর (আইন) ১, হার্ডিঞ্জ এভেন্যু, "
- ১০। ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (শিল্প ও সরবরাহ) ৪, কিং এডওয়ার্ড রোড, "
- ১১। এন, জি, গ্যাডগিল (কারখানা, খনি ও বৈজ্ঞানিক শক্তি) ২৬, কিরোজ শাহ রোড "
- ১২। কিতীশ চন্দ্র নিরৌঙ্গী (বাণিজ্য) ৫, হেস্টিংস রোড "
- ১৩। এন, গোপালস্বামী আরেক্সার (রেলপথ ও বানবাহন) ৫, কুইন ভিক্টোরিয়া রোড, নূতন দিল্লী
- ১৪। জগদীশচন্দ্র মৌলভীরাম (খাদ্য ও কৃষি) ১, ইয়র্ক স্ট্রেস, "

১৫। মোহনলাল সাক্সেনা (সাহায্য ও পুনর্বাসতি) ১৮, আকবর রোড

রাষ্ট্রের মন্ত্রীবর্গ (মিনিস্টার্স অব স্টেট)

১৬। সত্যনারায়ণ সিংহ (আইন সভা সম্পর্কীয়)

১৭। কে, শাস্ত্রনন্দ (যানবাহন) ৬, হেস্টিংস রোড, নূতন দিল্লী।

১৮। আর, আর, দিবাকর (তথ্য ও বেতার)

রাষ্ট্রের অধিকার-মন্ত্রীবর্গ (ডেপুটি মিনিস্টার্স অব স্টেট)

১৯। খুরসেদলাল (যোগাযোগ) ৬, ফিরোজ শাহ রোড, নূতন দিল্লী

২০। সত্যনারায়ণ সিংহ (পররাষ্ট্র) ৩৩, " " " "

বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিবর্গ

রাষ্ট্র

প্রতিনিধি

ঠিকানা

রাষ্ট্রদূত (র‍্যামবাসায়াডর)

রাশিয়া	ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন	মস্কো
নেদারল্যান্ডস্	মোহন সিংহ মেটা	দি হেগ্
ইরান	সৈয়দ আলি জাহির	তেহেরান
নেপাল	সি, পি, এন, সিংহ	কাটামুডু
ফ্রান্স	এইচ, এস, মালিক	প্যারী
ব্রহ্মদেশ	ডাঃ এম, এ, রাউফ	রেঙ্গুণ
আফগানিস্তান	ডুইং কম্যাণ্ডার রূপচাঁদ	কাবুল
মিশর	ডাঃ এ, এ, এ, ফাইজি	কাইরো
তুরস্ক	দেওয়ান চমনলাল	আনকারা
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত	ওয়াশিংটন
ব্রাজিল	এম, আর, মাসানি	রায়ে ডি জেনিরো
চোকোমোডাকিরা	এন, রাঘবন	প্রোগ
ইন্দোনেশিয়া	ডাঃ পি, সুব্বরায়ণ	বাকর্তা
আজের্গটাইন	জে, বি, ভেনুগোপাল	বুয়েনোস এয়ারিস

রাষ্ট্র	প্রতিনিধি	ঠিকানা
ইটালী	বি, আর, সেন	রোম
‘হাই-কমিশনার’		
পাকিস্তান	ডাঃ সীতারাম	করাচী
সিংহল	ভি, ভি, গিরি	কলম্বো
ক্যানাডা	এস, কে, কৃপালিনী	অটোরা
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন	লণ্ডন
অস্ট্রেলিয়া	প্রিন্স দিলীপ সিংহী	ক্যানবেরা

‘ডেপুটি হাই-কমিশনার’

পাকিস্তান	এম, কে, কৃপালিনী	করাচী
"	ওয়ারাই, কে, পুরী	লাহোর
"	সন্তোষ কুমার বসু	ঢাকা

‘অতিরিক্ত এমবায়’

শ্রাম	ভগবত দয়াল	ব্যাঙ্কক
সুইটজারল্যান্ড	ডি, বি, দেশাই	বার্ন
সুইডেন	আর, কে, নেহেরু	স্টকহোলম
পর্টুগাল	পি, এ, মেনন	লিসবন

‘কমিশনার’

পূর্ব-আফ্রিকা	আপা বি, পহ	নাইরোবি
মরিসাস	ধরম বশ দেব	পোর্ট লুইস
কিম্বি	এস, এ, ওয়েজ	নুভা
ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সভ্য চরণ		জিনিদাদ

‘এজেন্ট’

মালয়	টি, ভি, রামকৃষ্ণ রাও	কুরালানামপুর
সিংহল	আই, পি, এম, মেনন	কান্দি

‘লিডার্সন মিশনের প্রেভাল’

জাপান	বি. এন, চক্রবর্তী	টোকিও
-------	-------------------	-------

বিদেশে ভারতের বাণিজ্যদূত

নিউইয়র্ক—এস, কে, কুপারনৌ—৬৩০ Fifth Avenue, New York NY.
 টরন্টো—এর, আর, আর্জা.—Royal Bank Building, Toronto, Canada
 বুয়েনোস এয়ারিস—কে, আর, মুনি—Avenida Roque Saenz Pena ৬২৮, Buenos Aires, Argentine
 প্যারিস—এস, এস, বাজপাই—৩১, Rue dela Baume, Paris VIII, France
 আলেকজান্দ্রিয়া—টেক, ব্রহিম—Al Bassir Building, No. ৫ Rue Adib

Bey Issac, Avenue de la Reine Nazli, Alexandria, Egypt

মোম্বাসা—সর্বদার সাহেব সজ্জু সিং—“Africa House”, Kilindini Road, Post Box No. ৬১৪,

Mombasa (Kenya Colony)

সিড্‌নি—আর, আর, সার্লেন—Prudential Building, Martin Palace,

Sydney, Australia

কলম্বো—আর. কে, টাণ্ডন—“Australia Building” Fort, Colombo, Ceylon.

তেহেরান—মেজর এর, হাসান—Ghomshai Building, Avenue Ferdowsi, Tehran, Persia.

ভারতে বিদেশীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্র		ঠিকানা	
রাষ্ট্র দূত (ম্যাকব্যাসাডর)			
বেলজিয়াম	প্রিন্স ডি লিগনে	24 Harding Avenue, New Delhi	
ব্রাজ	ড্যানিয়েল লেভি	16 " "	
আক্সানিহান	সার'য় নাজিবুজ্জা খান	23 Aurangzeb Road, " "	
ক্রোকোভোভাকিয়া	ডাঃ বহন্নাত ক্রাটোচিল	24 " " "	
ডান	নং কিনিট একসন	15 " " "	
ইক্বাডোরিয়া		14 " " "	
কোরিয়া	এ. টি. ল্যাম্বিং	10 " " "	
কুরক	এম. আলি তুর্কগেলডি	Maiden's Hotel, Delhi	
লিথু	উসমাইল কারাম বে	" " "	
পোর্টুগাল	ডাঃ ভাসো কারা গার	" " "	
রুমেন	ড্রার মং গী	40 Ratendane Rd, New Delhi	
স্পাইন	ডাঃ লো চিয়া নুয়েন	India House, Lytton Rd "	
সুইডেন	জেন্স মিড	Cecil Hotel, Delhi	
ইরান	গানার ভাগক্রিত আরিং	" " "	
নেপাল	মুসা নোরী ইমিনভিয়ারি	4 Albuquerque Rd, New Delhi	
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	ড্রার সিং শামসের অং বাহাজুর রাণা	12 Barakhamba " "	
	নয় হেঙারসন	Bahawalpur House	

ঠিকানা	প্রতিনিধি	রাষ্ট্র
Travancore House, New Delhi	কিরিল ভাসিলেভিচ, নভিকভ্,	রাশিয়া
17 York Road	সিডনি প্রিন্সা বিকটি	ইটালী
Connaught Place	ডাঃ আমিন ডেনিকার	অষ্ট্রেলিয়ান
Imperial Hotel	জোস কক্রেন ডি-ব্যালেকার	ব্রেন্সিল
	ডাঃ ওসকার ট্যাসেরেট	আর্জেন্টাইন
Cecil Hotel, Delhi		চাৰ্কি-ডি-ম্যাককোয়াল
Constitution House New Delhi	ডাঃ জোয়ান মারিন	অষ্ট্রিয়া
Connaught Place	এইচ, আর. গোলান	হাই-কমিশনার
4 Aurangzeb Rd,	ডব্লিউ, এক, চাপমান	অষ্ট্রেলিয়া
Scindia House, Queen's	সি, কুমারস্বামী	ক্যানাডা
Sher Shah Rd Mess	বান বাহাদুর মহম্মদ ইসমাইল	সিংহল
6 Albuquerque Rd,	জেনারেল স্তার আর্চিবল্ড নাই	পাকিস্তান
123 Imperial Hotel,	মহম্মদ সালিম জানি-বাধি	বুটান যুক্তরাষ্ট্র
Maiden's Hotel, Delhi	হিউগো ভ্যালভান	মিনিষ্টার
		ইরাক
		কিনগাও

ভারত সরকারের

বিভিন্ন বিভাগের সচিব বর্গ (সেক্রেটারী)

পররাষ্ট্র—গিরিজাশঙ্কর বাজপাই (সেক্রেটারী-জেনারেল)

কে, পি, এস, মেনন (সেক্রেটারী)

বৈজ্ঞানিক গবেষণা—ডাঃ এস, এস. ভাটনগর

স্বাস্থ্য—পি. মাধব, মেনন (জয়েন্ট-সেক্রেটারী)

আইন—কে, ভি, কে, স্কন্দরাম

শিল্প ও সরবরাহ—এস, এ, ভেঙ্কাটরামণ

কারখানা, খনি ও বিদ্যুৎ—বি, কে, গোখেল

বাণিজ্য—সি, সি, দেশাই

তথা ও বেতার—পি, সি, চৌধুরী

রাষ্ট্র—ভি, পি, মেনন

স্বরাষ্ট্র—এইচ, ভি আর আয়েঙ্গার

শিক্ষা—ডাঃ তারাচাঁদ

অর্থ—কে, আর, কে মেনন

দেশরক্ষা—এইচ, এম, প্যাটেল

যোগাযোগ—ভি, কে, আর, মেনন

শ্রম—এস, লাল

যানবাহন—ওয়াই, এন, শুক্লকর

খাদ্য—আর, এল, শুণ্ড

কৃষি—কে, এল, পাঞ্জাবি

পুনর্বসতি—সি, এন, চন্দ্র

যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক সার্ভিস কমিশন

সভাপতি—আর, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় ; সদস্যবর্গ—বাবাদ হোসেন ;
জি, সি, চট্টোপাধ্যায় ; ডাঃ অ্যাকেরিয়া ; ডাঃ আর, এম, রায়
(সেক্রেটারী)

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ

প্রধান বিচারপতি—শ্রীহীরামলাল কানিয়া

অন্যান্য বিচারপতিগণ—শ্রী সৈয়দ ফজল আলী ; এম, পদ্মলি
শাহী ; মেহের চাঁদ মহাজন ; বিজন কুমার সুখোপাধ্যায় ও
সুখীরজন দাস ।

ভারতীয় পাল্লামেন্ট

স্পিকার—জি, ভি, মবলকার

ডেপুটি স্পিকার—অনন্তশরনম্ আয়েজার

সদস্যবর্গ

পশ্চিমবঙ্গ—

ডাঃ মনোমোহন দাস ; অরুণচন্দ্র গুহ ; মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় ,
পণ্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র ; সতীশচন্দ্র সামন্ত ; বসন্তকুমার দাস ;
স্বরশচন্দ্র মজুমদার ; শ্রীমতী রেণুকা রায় ; উপেন্দ্রনাথ বর্মণ ; প্রভুনাথ
হিমংসিংকা ; ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ; সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ; ডাঃ
শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; আর বাহাদুর গুপ্ত ; আর, এ, ম্যাসি ;
দ্বিতীশচন্দ্র নিরোগী , রাঘব আসান ; সৈয়দ নোসের আলি ,
নাজিরুদ্দিন আমেদ ; আবদুল হামিদ ; আর আবদুল হালিম গজনভী ।

উত্তরপ্রদেশ—

পণ্ডিত জগদরলাল নেহেরু ; আর সর্বপল্ল রাধাকৃষ্ণণ ; আচার্য
জে, বি, কৃপালন্য ; কৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা ; সর্দার যোগেন্দ্র সিং ; শ্রীমতী
সুচেতা কৃপালন্য ; মোহনলাল গৌতম ; শ্রীমতী উম্মা নেহেরু ; শ্রীমতী
কমলা চৌধুরী ; ধরম প্রকাশ ; সুন্দর লাল , দামোদর স্বরূপ শেঠ ;
পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য , ডাঃ জন মাধাই ; বালকৃষ্ণ শর্ম্মা ; মোহনলাল
শর্কসেনা ; দেবীদত্ত পণ্ড ; মোহনলাল ; হরিহরনাথ শাস্ত্রী ; শিবনলাল
শর্কসেনা ; অজিত প্রসাদ জৈন ; ফিরোজ গান্ধী ; ইন্দ্র বাচস্পতি ;
ডাঃ আর, এন, সিং ; ডাঃ কে, কে ভট্টাচার্য ; গোপিনাথ সিং ; কিরণ
চাঁদ ; মুনেশ্বর দত্ত উপাধ্যায় ; লক্ষীশঙ্কর বাদব ; বেণী সিং ; সিউচরণ
লাল ; চৌধুরী মুক্তার সিং , সিরযুপ্রসাদ মিশ্র ; নেমিশরণ জৈন ; কৃষ্ণচাঁদ
রায় ; ত্রিভুবন্ত সিং ; বলদেব সিং আর্থ ; নরদেও শাস্ত্রী ; কানাইলাল
বাল্মিকী ; ডাঃ বি, ভি, কেশকার ; পণ্ডিত হরদয়নাথ কৃষ্ণক ; খুরসেদ
লাল ; বশুপৎ রায় কাপুর ; মহাবীর ত্যাগী ; আর জাওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ,

স্তার পদমপত সিংহনিয়া ; সতীশ চন্দ্র ; কর্ণেল বি, এইচ, জহিদি ; নবাব
মহম্মদ ইসমাইল খান ; আবুল কালাম আজাদ ; রফি আমেদ কিদোরাই ;
এম, কে, কাজমী ; ডাঃ জাকির হোসেন ; হাকিমজর রহমান ;
সাদিক আলি ।

বিহার

সত্যনারায়ণ সিংহ ; সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ; রামনারায়ণ সিংহ ;
রামসুভগ সিং ; আশেখরপ্রসাদ সিংহ ; বলিরাম ভগত ; বিপিনবিহারী
বর্মণ ; ব্রজেশ্বর প্রসাদ ; বানোরারীলাল খুনখুনওয়ারা : সি. এইচ ভাবা ;
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ; অধ্যাপক কে, টি. শাহ ; ব্রজকিশোর প্রসাদ সিংহ ;
খুদিরাম মাহাতো ; কৈলাসপতি সিংহ ; ডাঃ পি. কে. সেন ; মথুরা প্রসাদ
মিশ্র ; জগজীবন রাম ; ফণিগোপাল সেন ; শ্রীনারায়ণ দাস ; পি. সি.
বড়ুয়া ; রামরাজ জাজারে ; শ্রামনন্দন মিশ্র ; শ্রামনন্দন সহায় ; টি.
ওরাওন ; রাম সিংহ ; স্বারভাকার মহারাজাধিরাজ স্তার কমলেশ্বর সিংহ ;
জয়পাল সিং ; ভোলা রাউথ ; চন্দ্রিকারাম ; রামধনি দাস ; জ্ঞানিরাম ;
হোসেন ইমাম ; তাজামল হোসেন , মহম্মদ ; ইব্রাহিম আনসারি ;
খাজা এনায়েতুল্লা ; শেখ মহিউদ্দিন ।

মাজাজ

আর. কে. সম্মুখম্ চেটি ; ডাঃ বি, গট্টি সীতারামিয়া ; এন,
গোপালস্বামী আরেকার ; স্তার আল্লাদি কুক্ষস্বামী আরার ; এম,
অনন্তশরনম্ আরেকার ; বন্দিলাল রাজা ; শ্রীমতী অম্ব স্বামীনাথন ;
রামনাথ গোয়েঙ্কা ; টি. টি. কুক্ষমাচারী ; ডাঃ পি. সুব্বানারায়ণ ; এন.
জি. রঙ্গ ; এ. কে. মেনন ; এম. ভি, গদ্বাধর শিব ; পি, বি, রেড্ডি ;
কে. শান্তনম্ ; বি, শিবরাও ; এস. এইচ. প্রেটার ; ইউ, শ্রীনিবাস
মাল্লারা ; এম. সি. বীরবাহু পিল্লাই ; রেভারেণ্ড জে, ডি-স্বজা ; শ্রীমতী
দাকারনী তেলারুথন ; পি, রঙ্গ, রেড্ডি ; ভি. নাদিরুথু পিল্লাই ;
ভি, এস, শিবপ্রকাশম্ ; ই, এম, সুলভি ; টি. এ. রাবলিঙ্গম চেটিয়ার

ভি. সি. কেশবরাও ; সি. সুব্রাহ্মণ্যম্ ; ও. ভি. আলাগেসন ; এম. কৃষ্ণস্বামী ভারতী ; শ্রীমতী জি. দুর্গাবাই ; ডাঃ ভি. সুব্রাহ্মণ্যম্ ; এম. সত্যনারায়ণ ; এম. শিবকমল রাও ; এ. জোসেফ ; ডি. সঞ্জিতার ; ভি. কে. রেড্ডি , ভি. জে. শুভ্র ; পি. কোদণ্ড রামায়্যা ; শেখ গলিব সাহেব ; পি. এম. এ. নারকর ; এস. রামস্বামী নাইডু ; আর, কনকাসাতাই ; টি. এম. কালিরঙ্গন ; আর, ভেঙ্কাটরঙ্গ ; ভি. এম. ওবেছা ; এস. কে. আমেদ মিরান ; এ. এম. রত্নস্বামী ; ভি. রামাইয়া ।

উড়িষ্যা

পার্লার্কিমেন্দির রাজা ; বিশ্বনাথ দাস , জগন্নাথ দাস ; জগন্নাথ মিশ্র ; বি. দাস ; নন্দকিশোর দাস ; রাজকৃষ্ণ বসু ; বিজয়কুমার পানি ; মতিলাল পণ্ডিত ; মহম্মদ হানিফ , মহেশ্বর নায়েক ; এন. মাধব রাও ; আর, বি. লালারাজ কানোয়ার ; শারঙ্গধর দাস ; যুধিষ্ঠির মিশ্র ।

আসাম

রোহিণীকুমার চৌধুরী, দেবকান্ত বড়ুয়া , কুলধর চালিরা , সুরেন্দ্রনাথ বরগোহেন , মহেন্দ্র হাজারিকা , যোগেন্দ্র হাজারিকা , নৈরদ আবছুর রৌফ , কৈয়জ নূর আলি , ওরাজেদ আলি ।

বোম্বাই

সদার বল্লভাই প্যাটেল , শঙ্কররাও দেও , মিহু মাগানি , কানাই লাল নানাতাই দেশাই , আর আর, দিবাকর , নারায় বিহু গ্যাডগিল , কে. এম. জেধ , জি. ভি. মবলদর , শ্রীমতী জয়শ্রী রাইজী , ডি. পি. কব্কার , শ্রীমতী এস. নিজলিজাপ্পা . এস. কে. পাতিল , এইচ. সি. সুদপল , জোয়াচিম আলতা , এম. সি. শাহ , বি. এস হিরে , টি. আর জেগগিরিকর ; টি. এইচ. সোনাতানে ; রত্নাপ্পা কুস্তর ; ঝান্দুতাই দেশাই কে. এম. সুন্নি , ডাঃ বি. আর. আবেদকর , রত্নল খান হোসেন খান পাঠান , এক. ওরাই সুবী , দরবার গোপালদাস দেশাই , চুনলাল পি. শাহ ঝালসাহেব খাদেকর , আমলাল দাস গাভী , এক. কোঠারানী , বিনারক রাও , বৈভ , বি. এন. সুনিয়ারাল , গোবিন্দুতাই , দৌলতরাম ভাই ।

পাজাব

জররামদাস দৌলতরাম, লাল। অচিন্তরাম, মাষ্টার নন্দলাল, ডাঃ বক্সী টেকচাঁদ, চৌধুরী রণবীর সিং, পণ্ডিত ঠাকুর দাস ভার্গব, অধ্যাপক বশোবন্ত রায়, বিক্রমলাল সোফি, সর্দার বলদেব সিং গিরানী গুরমুগ সিং মুসাফির, সর্দার হকুম সিং, সর্দার ভোপিন্দর সিং খান, সুলফি আবদুল হামিদ খান, দাউদ গজততি, চৌধুরী মহম্মদ হাসান, এস, এম, ইলাহি।

মধ্য প্রদেশ

অধিকাচরণ হকলা, বাবুলাল তেওয়ারী ডাঃ রঘুবীর, রাজকুমারী অমৃত কাউর, ভানু প্রতাপ সিং, এম, এস, কানোয়ার, শেঠ গোবিন্দ দাস, পি, এস, খাপাদে, রেশমলাল জাকরে, এইচ, ডি, কামাখ, ত্রিজলাল এন, বিয়ানী, ডাঃ পি, এস, দেশমুখ, এল, এস, ভাটকর, ব্রাহ্ম এণ্টেনী, আবুল হাসান শেখ গুলাব, আর, এল, মালব্য, কিশোরী মোহন ত্রিপাঠি, রমাপ্রসাদ পোতাই।

বিহারী

কুর্গ

আজমীর মাড়বার

দেশবন্ধু গুপ্ত।

সি এম. পুনাতা।

মুকুট বিহারীলাল ভার্গব।

মহীশূর

এম, ডি, রমারাও, এইচ, এস, রুদ্রাঙ্গা, জি, আর, ই, নাইডু, এম, শঙ্করীয়া, জি, এ, টি, গাওলা, কে, হুম্মান খান ও টি, চান্নিয়া।

রাজস্থান

মানিকলাল বর্মী, গোহললাল আসড্, ভায় ডি, টি, ককমাচারী, পণ্ডিত হীরলাল শাস্ত্রী ও কেশীর রাজা সর্দার সিংহী বাহাদুর, পি, এস, রাও, জরনারায়ণ ব্যাস, রাও বাহাদুর কাসোয়ার বশোবন্ত সিংহী, বলবন্ত সিং বেটা, মোঃ কর্নেল কসোয়ার হালসি সিং।

সৌরাষ্ট্র

বলবন্ত রায় গোপালজী মেটা, জরনুখলাল হাতী, অমৃতলাল ভিঠলদাস ঠাকুর, চিমনলাল চাকুতাই সাহ, জেনারল হিমতসিঙ্গি, নরেন্দ্র নাথান।

মধ্য ভারত

ডি. এস. সারভাতে, লেঃ কর্নেল ত্রিজলাল নারায়ণ, গোপিকৃষ্ণ বিজয়ভার্গ্য, কালুরাম ভিরুলকর, রাধাবল্লভ বিজয় ভার্গ্য, সীতারাম এস, জাজু।

পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব

কচ্ছ

সদীর ৳রদেব সিংহ।

গুলাবল্লভর, ভবনজি অর্জুন থিমজি।

(২ আসন শূন্য)

বিজয় প্রদেশ

ক্যাপ্টেন অভদেণ প্রসাদ সিং, শঙ্কুনাথ গুরু, পণ্ডিত রাম সহায় তেওয়ারী, মানুলালজী দিবেলী।

সিকিম—হিম্মৎ সিং কে, মহেশ্বরী।

ত্রিপুরা-মণিপুর-খাসী—গিরিলাশঙ্কর শুহ।

হিমাচল প্রদেশ—ডাঃ ওরাই, এস, পারসর।

অন্ধ্রাভূ—ঠাকুর কৃষ্ণ সিং।

হারজোবাদ—(আসন শূন্য)

ভন্ধু ও কান্দীর

শেখ মহম্মদ আবছা; মিজা মহম্মদ আকবর বেগ; মৌলানা মহম্মদ সৈয়দ মাহমুদি; মোতিরাম বইঞা।

ত্রিবাঙ্কুর কোচিন

সি, আর, ইয়ুগি; এস, শিবন সিন্নাই; পি, কে, লক্ষণ; আমেদ উরি; কে, এ, দামোদর বেনুন; এন, আলেক্সাণ্ডার; আর, ভেলায়ধন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রসমূহ

২৮টি বিভিন্ন রাষ্ট্র লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। আয়তন ১২, ২০,০২২ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা---৩০ কোটি ৬০ লক্ষ। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য---ধান, গম জোয়ার, বাজরা, পাট, কার্পাস, চা, ভুট্টা, রবার তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সরিষা, কফি, লৌহ, ক্রোনিয়াম, তামা, অত্র, স্বর্ণ, রোপা, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি। রাজধানী-নূতন দিল্লী। ভারতের নূতন শাসন তন্ত্রে রাষ্ট্রগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—

(ক) গভর্ণর-শাসিত রাষ্ট্র; গভর্ণর মন্ত্রীমণ্ডলী ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে লইয়া শাসন কার্য চালিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বোম্বাই, বিহার, মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) এক বা একাধিক দেশীয় রাজ্যের সম্মিলনে এই রাষ্ট্রগুলি গঠিত। গভর্ণরের স্থলে রাজপ্রমুখ, মন্ত্রী মণ্ডলী ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে লইয়া শাসন কার্য চালিত হইবে। হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মহাশূর, পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব, মধ্যভারত, সোরাষ্ট্র, রাজস্থান, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) পূর্বের চীফ-কমিশনারের প্রদেশগুলি এবং এখন যে সকল দেশীয় রাজ্যের শাসনভার চীফ কমিশনারের হস্তে ত্যক্ত হইয়াছে তাহা এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। চীফ কমিশনারের প্রতিনিধিত্বে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই সকল রাষ্ট্র শাসিত হইবে। বিক্ষাপ্রদেশ, আজমীর, বিলাসপুর, ভূপাল, দিল্লী, কুর্গ, কচ্ছ হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা ও মণিপুর এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) পূর্বাঙ্গ পর্যায়গুলিতে উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকাগুলি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারে চীফ-কমিশনার বা অন্য প্রতিনিধির দ্বারা এই রাষ্ট্রগুলি শাসিত হইবে। আন্দামান নিকোবর এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

১। পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান বিভাগের সমগ্র অংশ; ২৪ পরগণা; মুর্শিদাবাদ; দাঙ্গিলিং; তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ এবং পাঠগ্রাম থানা ব্যতীত সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা, দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ, ইতাহার, বংশীহরি, কোসমান্দি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ থানা এবং রেল লাইনের পশ্চিমে বালুরঘাট থানার অংশ বিশেষ, গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ এবং ভুলাঘাট ব্যতীত সমগ্র মালদহ জেলা; খোকসা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, আমডাঙ্গা, ভেড়ামারা গাঁবনী, ধর্মদা, চুয়াডাঙ্গা জীবননগর, মেহেরপুর থানা এবং মাথাভাঙ্গা নদর পূর্ব দিক পর্যন্ত দৌলতপুর থানার অংশবিশেষ ব্যতীত নদীয়া জেলা, যশোহর জেলার বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা—ইহা লইয়াই ১৯৪৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠিত হইল।

দিনাজপুর জেলার যে দশটি থানা পশ্চিম বাংলার অংশীভূত হইল সেগুলি লইয়া পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠিত হইল এবং সদর মহকুমা হইল বালুরঘাট। নদীয়ার যে ১৩টি থানা পশ্চিম বাংলায় পড়িয়াছে উহা লইয়া নবদ্বীপ (বর্তমানে নদীয়া) জেলা গঠিত হইল—সদর মহকুমা রহিল কৃষ্ণনগর। যশোহর জেলার বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার অন্তর্ভূত হইল। মালদহ জেলার ১০টি থানা লইয়া নূতন মালদহ জেলা গঠিত হইল। ইহার সদর হইল ইংরাজবাজার।

১৯৫০ খৃঃ ১ জানুয়ারী হইতে কুচবিহার রাজ্য পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইল এবং শাসন ব্যবস্থায় ইহা একটি নূতন জেলারূপে গণ্য হইল। (জেলা ও মহকুমা—৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পশ্চিম বাংলার রাজধানী—কলিকাতা।

নবগঠিত পশ্চিম বাংলার আয়তন ২৯,৩৫১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২, ১৮, ৩৬, ৫৫১।

রাজ্য-পাল :- ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজ্জ

মন্ত্রীমণ্ডলী :-

- ১। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও শরণার্থী পুনর্বাসন) ৩৬ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ২। নলিন রঞ্জন সরকার (অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প) ২৩৭ লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা ।
- ৩। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (শিক্ষা) মুন্সী হাউস, বরাহনগর ।
- ৪। প্রফুল্লচন্দ্র সেন (খাদ্য, সমবায় ও ঋণ, সাহায্য ও পুনর্বাসন, কৃষি ও পশুচিকিৎসা) ২৩৪৪ লোয়ার সাকুলার রোড (৩য় তলা) কলিকাতা ।
- ৫। যাদবেন্দ্র নাথ পাণ্ডা (স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন) ৮সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৬। বিমলচন্দ্র সিংহ (পূর্ত, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব) পাইকপাড়া রাজবাটা ।
- ৭। নিকুঞ্জবিহারী মাইতি (সরবরাহ) পি-১৪ হুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ৮। নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার (বিচার আইন) ৭ মে ফেরার রোড, কলিকাতা ।
- ৯। কালীপদ মুখোপাধ্যায় (শ্রম) ১৬ গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।
- ১০। ভূপতি মজুমদার (সেচ ও জলপথ) ২৩৪৫ লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা ।
- ১১। হেমচন্দ্র নন্দর (কৃষি, বন ও মৎস্য) ৭২ বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা ।
- ১২। শ্রীমা প্রসাদ বর্মণ (আবকারি) ১৩ বালিগঞ্জ সাকুলার রোড, কলিকাতা ।

পরিষদ-সচিববর্গ— হুম্মীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পুলিশ ও জেল) ;
 নিশাপতি মাস্কি (খাদ্য, সমবায়, সাহায্য, পুনর্বাসন) ; রজনীকান্ত
 গ্রামণিক (কৃষি ও পশুচিকিৎসা) ; কানাইলাল দাস (স্থানীয় স্বায়ত্ত-

শাসন); কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল (বন ও মৎস্য); হরেন্দ্রনাথ দলুই (পূর্বা)
বজ্রবিহারী মণ্ডল (শ্রম); অর্ধেন্দ্রশেখর নন্দর (বাণিজ্য ও শিল্প)।

চীফ্-হাইপ—ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ

সাধারণ আসন :—(১) হেমন্ত কুমার বসু (কলিকাতা উত্তর);
(২) কালীপদ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা পূর্ব); (৩) ঈশ্বরদাস জ্ঞানান
(কলিকাতা পশ্চিম); (৪) বসন্তলাল মুরারক (কলিকাতা মধ্য);
(৫) জে, সি, গুপ্ত (দক্ষিণ কলিকাতা—মধ্য); (৬) পদ শূভ্র
(কলিকাতা দক্ষিণ); (৭) ভূপতি মজুমদার (হুগলী-হাওড়া
মিউনিসিপ্যালিটি); (৮) নিকুঞ্জবিহারী মাইতি (বর্ধমান বিভাগ
উত্তর মিউনিসিপ্যালিটি), (৯) বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ' ২৪ পরগণা
মিউনিসিপ্যালিটি); (১০) সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (উত্তর জেলাসমূহ
মিউনিসিপ্যালিটি); (১১) যাদবেন্দ্রনাথ পাঞ্জা (বর্ধমান—মধ্য);
(১২) অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল (বর্ধমান—উত্তর পশ্চিম); (১৩) ডাঃ
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (বীরভূম); (১৪) কানাইলাল দে (বাঁকুড়া-
পশ্চিম); (১৫) কমলকৃষ্ণ রায় (বাঁকুড়া-পূর্ব); (১৬) চারুচন্দ্র
মহাস্থি (মেদিনীপুর-মধ্য); (১৭) অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী (ঝাড়গ্রাম-
বাঁটাল); (১৮) রজনীকান্ত প্রামাণিক (মেদিনীপুর পূর্ব); (১৯)
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর-দক্ষিণ-পশ্চিম); (২০) ঈশ্বর
চন্দ্র মাল (মেদিনীপুর-দক্ষিণ-পূর্ব); (২১) ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখো-
পাধ্যায় (হুগলী-উত্তর পূর্ব); (২২) স্বকুমার দত্ত (হুগলী—দক্ষিণ-
পশ্চিম); (২৩) সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া); (২৪)
বিমলচন্দ্র সিংহ (২৪ পরগণা—দক্ষিণ-পূর্ব); (২৫) চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী
(২৪ পরগণা—উত্তর পশ্চিম); (২৬) হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
(নদীয়া); (২৭) শ্রীমাদ ভট্টাচার্য (মুর্শিদাবাদ); (২৮) পদ শূভ্র

(পশ্চিম-দিনাজপুর-মালদহ); (২৯) খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (জলপাইগুড়ি—শিলিগুড়ি), (৩০) শিওকুমার রায় (দার্জিলিং);

সাধারণ আসন :—(তপশীলভূক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত)---
 (৩১) কানাইলাল দাস (বর্ধমান—মধ্য); (৩২) বঙ্কুবিহারী মণ্ডল (বর্ধমান—উত্তর-পশ্চিম); (৩৩) নিশাপতি মাঝি (বীরভূম); (৩৪) আশুতোষ মল্লিক (বাকুড়া পশ্চিম); (৩৫) কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল (মেদিনীপুর মধ্য); (৩৬) হরেন্দ্রনাথ দলুই (বাড়গ্রাম ঘাটাল); (৩৭) রাধানাথ দাস (হুগলী—উত্তর-পূর্ব); (৩৮) অরবিন্দ গায়ন (হাওড়া); (৩৯) হেমচন্দ্র নস্কর (২৪ পরগণা-দক্ষিণ-পূর্ব); (৪০) অধেন্দ্রশেখর নস্কর (২৪ পরগণা—উত্তর-পশ্চিম); (৪১) কুবেরচাঁদ হালদার (মুর্শিদাবাদ), (৪২) শ্রীমা প্রসাদ বর্মণ (পশ্চিম-দিনাজপুর-মালদহ), (৪৩) পদ শূত্র (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি); (৪৪) যজ্ঞেশ্বর রায় (জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি)।

মুসলমান আসন—

(৪৫) শেখ মহম্মদ রফিক (কলিকাতা উত্তর); (৪৬) সামসুল হক (কলিকাতা দক্ষিণ); (৪৭) পদ শূত্র (হুগলী-হাওড়া মিউনিসিপ্যাল); (৪৮) মহম্মদ কুমরুদ্দিন (বারাকপুর মিউনিসিপ্যাল); (৪৯) এস, এম আবছল্লা (২৪-পরগণা মিউনিসিপ্যাল); (৫০) আবছল্লা হাসেম (বর্ধমান); (৫১) মুদসির হোসেন; (৫২) ডাঃ সৈয়দ মহম্মদ সিদ্দিকী (বাকুড়া); (৫৩) সিরাজুদ্দিন আমেদ (মেদিনীপুর); (৫৪) আবছল ওয়াহেদ সবকার (হুগলী); (৫৫) মহম্মদ ইব্রিস (হাওড়া); (৫৬) জসিমুদ্দিন আমেদ (২৪ পরগণা দক্ষিণ); (৫৭) পদ শূত্র (২৪ পরগণা মধ্য); (৫৮) পদ শূত্র (২৪ পরগণা—দক্ষিণ পূর্ব); (৫৯) মোস্তাফিজ মহম্মদ আবছল্লা হালিম (নদীয়া); (৬০) মহম্মদ খুদা বক্স (বহরমপুর); (৬১) সাহেবজাদা কাওযান বা সৈদ কাছিম আলি মীর্জা (মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ পশ্চিম); (৬২) সৈয়দ রহমতুল্লা (জলপাইগুড়ি); (৬৩) গোলাম

হামিদুর রহমান (পশ্চিম দিনাজপুর); (৮৪) মহম্মদ সৈয়দ মিত্র (মালদহ); (৮৫) মুশারফ হোসেন (জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং)।

মহিলা আসন—সাধারণ সহর—(৬৬) শ্রীমতী বীণা ভৌমিক (কলিকাতা সাধারণ); মুসলমান সহর—(৬৭) হুসেনারা বেগম (কলিকাতা মুসলমান)। গ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—(৬৮) মিসেস্ এড্‌না মে রিকের্টস (গ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান)।

গ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আসন—(৬৯) এল, আর, পেটনি; (৭০) আর, ই, প্র্যাটেল; (৭১) জি, সি, ডি. উইল্‌কস।

ভারতীয় ঝুটান আসন—

(৭২) ড্যানিয়েল গোমেস (কলিকাতা-প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

ব্যবসা ও শিল্প আসন—

(৭৩) জে, আর, ওয়াকার (বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স); (৭৪) সি ক্লার্ক (কলিকাতা ট্রেড্, গ্যাশোশিয়েশন, ইণ্ডিয়ান জুট মিল্‌স গ্যাশোশিয়েশন, ইণ্ডিয়ান টী গ্যাশোশিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান মাইনিং গ্যাশোশিয়েশন); (৭৫) এ, কে ঘোষ (বেঙ্গল ক্রাফটাল চেম্বার অব্ কমার্স); (৭৬) বিমল কুমার ঘোষ (ঐ); (৭৭) পি, নলিনীরঞ্জন সরকার (ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স); (৭৮) আনন্দী লাল পোদ্দার (মাদোয়ারী গ্যাশোশিয়েশন); (৭৯) আবদার রহমান সিদ্দিকী (মুসলিম চেম্বার অব্ কমার্স);

জমিদার আসন—

(৮০) মহারাজাধিরাজ, উদয়চাঁদ মহাতাপ (বর্ধমান); (৮১) ত্রিশচন্দ্র নন্দী (প্রেসিডেন্সি)।

শ্রমিক আসন—

ট্রেড ইউনিয়ন—(৮২) জ্যোতি বসু (রেলওয়ে); (৮৩) পদ শূত্র (জল-বানবাহন); কারখানা ও করলা ধনি—(৮৪) ডাঃ সুরেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা ও সহরতলী) ; (৮৫) নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার (বারাকপুর) ; (৮৬) শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া) ; (৮৭) এ, এম, এ, জামান (হুগলী-শ্রীরামপুর) ; (৮৮) দেবেন্দ্রনাথ সেন (কয়লা থনি, চা-বাগান) ; (৮৯) রতনলাল ব্রাহ্মণ (দার্জিলিং সদর) ।

বিশ্ববিদ্যালয় আসন—

(৯০) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ।

কুচবিহার—(৯১) সতীশচন্দ্র সিংহ রায় সরকার ; (৯২) উমেশচন্দ্র মণ্ডল ।

পরিষদের স্পীকার—ঈশ্বরদাস ছালান ।

পরিষদের ডেপুটি স্পীকার—আশুতোষ মল্লিক ।

২। আসাম

আয়তন ৫০,২১০ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা ৭৪,০৪,০৮৪ ; ব্যবহৃত ভাষা—বাঙলা, পাহাড়ী ও অসমীয়া । রাজধানী শিলং । অত্যন্ত বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে গৌহাটি, ডিব্রুগড়, ধুবড়ি উল্লেখযোগ্য । প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, চা, কেরোসিন তৈল, পেট্রোল ।

জেলাসমূহ :—কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, নাগা পাহাড়, লুসিয়া পাহাড়, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারাং, নগাঁও, শিবসাগর, লখিমপুর ও গারোপাহাড় ।

রাজ্য-পাল :—শ্রীপ্রকাশ ।

মন্ত্রীমণ্ডলী :—গোপীনাথ বরদলৈ (প্রধান মন্ত্রী—শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও পরিবহন) ; বিষ্ণুরাম মেদী (অর্থ, আইন, রাজস্ব, সাহায্য ও পুনর্বাসন) ; মহেন্দ্র আবছল মতলিব মজুমদার (স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, কৃষি ও পশু চিকিৎসা) ; রেঃ জে, জে, এম, মিকলস রায় (পুত) ; রামনাথ দাস (চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও বিদ্যা) ; রুগনাথ বর্মা (বিচার, বন ও

রেজিস্ট্রেশন); অমিয়কুমার দাস (খাতি, শ্রম ও সরবরাহ); মৌলানা মহম্মদ তায়েবুল্লা (আবকারি, প্রচার ও কাবা)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—দবেশ্বর শর্মা

৩। বিহার

আয়তন ৭০,৩৬৮ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৩,৭৭,৪১,০০০; ব্যবসায় ভাষা—হিন্দী ও বাংলা। রাজধানী—পাটনা। অত্যন্ত বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে ভাগলপুর, রাঁচি, জামসেদপুর, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, গয়া উল্লেখযোগ্য। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, যব, ধান, তামাক, ইক্ষু। ভারতের শতকরা নব্বুই ভাগ কয়লা বিহারের মধ্যে পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর অধিকভাগ অত্র বিহার সরবরাহ করে। ভারতের সর্ববৃহৎ লৌহ-কারখানা জামসেদপুরে অবস্থিত।

জেলাসমূহ:—পাটনা, গয়া, শাহাবাদ, সারন, চম্পারণ, মজাফ্ফরপুর দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, হাভারীবাগ, রাঁচি, পালামৌ, মানভূম, এবং সিংভূম।

সেরাইকেলা ও খারসোয়ান এই দুইটি রাজ্যকে এই রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রদেশপাল:—মাধব শ্রীহরি আনে।

মন্ত্রীমণ্ডলী:—শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (প্রধান মন্ত্রী - রাজনৈতিক, নিয়োগ ও বিচার); অমুগ্রহ নারায়ণ সিংহ (অর্থ, শ্রম ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ); ডাঃ সৈয়দ মামুদ (উন্নয়ন ও যানবাহন); জগলাল চৌধুরী (জনস্বাস্থ্য); রামচরিত্র সিংহ (সেচ, বিদ্যুৎ-সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য-পুত্র ও আইন); কৃষ্ণবল্লভ সহায় (রাজস্ব, বন, আবকারি ও জনহিত); বজ্রিনাথ বর্মণ (শিক্ষা ও সংবাদ); বিনোদানন্দ ঝা (স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ও চিকিৎসা); আবহুল কালাম আনসারী (পুত্র ও কুটির শিল্প)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—বিক্রেমীপ্রসাদ বর্মণ।

ব্যবস্থাপক সচিব সত্যপতি—ভ্রামাপ্রসাদ সিংহ।

৪। বোম্বাই—

আয়তন ১,১৫,৬২৬ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ১,২৫,০৬,২৬৮। ব্যবহৃত ভাষা—গুজরাতি, মারাঠি ও কানাড়ি। রাজধানী—বোম্বাই। বোম্বাই ভারতের প্রধান সমুদ্র বন্দর ও দ্বিতীয় (কলিকাতার পরে) বাণিজ্য শহর। অত্যন্ত বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে আমেদাবাদ, পুণা, মহাবালেশ্বর, নাসিক, সুরাট ও শোলপুর উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই শহরের নিকটবর্তী এলিফান্টা' দ্বীপের গুহাগুলি প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন বহন করিতেছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—তুলা, নারিকেল, গম, কার্পাস, বহুরা, ইক্ষু। আফালকোট, ভোব, জামখান্দ, জাঠ, কুবন্দোয়াড়, মুধোর, রামদুর্গ, মালি, জাঞ্জিরা, ফন্টন, সাওয়াতুর, শবন্তদি, ওয়াদি, জাগিব, মিরাজ, বালাসিনর, বাশদা, কাষে, ছোটউদঘর, ধরমপুর, জহর, লুনাআদা, রাজপিপলা, রধনপুর, বিজয়নগর, পালানগর, জম্বোগোদা প্রমুখ অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

জেলাসমূহ—বনস্কণ্ঠ, সবন'ব'ঠ মেহ'শনা, আম্রোলি, বরোদা, দাংস, আমেদাবাদ, কায়রা, পাঁচমহল, ব্রোচ, সুরাট, বোম্বাই শহরতলী, আমেদনগর, পূর্বখান্দেশ, পশ্চিমখান্দেশ, নাসিক, পুনা, সাতারা (উত্তর), উত্তরশোলাপুর, কোলাবা, বেগগাম, বিজাপুর, ধাবোয়াব, কানাড়া, রত্নগিরি, সাতারা (দক্ষিণ) ও কোলাপুর।

রাজ্য পাল :—রাজা স্তার মহারাজা সিং।

মন্ত্রীমণ্ডল :—বালগঙ্গাধর থের (প্রধান মন্ত্রী—রাজনৈতিক, চাকুরী এবং শিক্ষা); মোরাজি আর, দেশাই (স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব); দিনকররাও এন, দেশাই (জন সংভরণ ও আইন); ডাঃ এম, ডি, ডি, গিল্ডার (স্বাস্থ্য); এল, এম পাতিল (পুনর্গঠন ও আবকারি); ভি, এল, মেটা (অর্থ); গুলজারি লাল নন্দ (শ্রম ও বসতি); এম, পি, পাতিল (রুঘি ও বন); জি, ডি, ভতর্ক (স্থানীয় স্বায়ত্ত ও শাসন); জি, ডি, তাপাসে (পুনর্বাসন, মৎস্য ও অহুন্নত সম্প্রদায়); এম, এম, নারেক নিখলকায় (উন্নয়ন); ডাঃ জীবরাজ এন, মেটা (পুষ্টি)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—কে, এস, ফিরোদিয়া

ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট—রামচন্দ্র গণেশ সোমান

৫। মধ্যপ্রদেশ—

আয়তন ১,৩০,৩২৩ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২,০৫,২১,০০০।
ব্যবহৃত ভাষা—হিন্দী ও মারাঠী। রাজধানী—নাগপুর। অত্যন্ত বিখ্যাত
শহরগুলির মধ্যে জবলপুর, অমরাবতী, রায়পুর, ওয়ার্ধা উল্লেখযোগ্য।
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—কাপাস, তিসি, ধোঁধার, ছোলা, ধান, গম,
ম্যান্‌নিজ, কয়লা, খেত পাথর।

রাজ্যপাল—মঙ্গল দাস মধুরাম পাক্তাসা।

মন্ত্রীমণ্ডলী—পাণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল (প্রধানমন্ত্রী—সাধারণ শাসন,
উন্নয়ন ও শ্রম), পাণ্ডিত ডি, পি, মিশ্র (স্বরাষ্ট্র, প্রচার স্থানীয় স্বায়ত্ত
শাসন ও গণ শিক্ষা); ডি, কে, মেহতা (বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থ); এস, ভি,
গোপেল (শিক্ষা ও রাজস্ব); গোপাল রাও কালে (খাদ্য, জন সংভরণ,
কৃষি ও সমন্বয়), ডাঃ ডব্লিউ, এস, বালিজ্জে (পুত); আর, অগ্নি-
ভোজ (পুত, বাস্তবসংস্কার ও পুনর্বাসন); পি, কে, দেশমুখ (আইন,
বিচার, রেজিস্ট্রেশন ও বন), এ, এম, কাকাডে (আবকারি, গ্রামোন্নয়ন,
অনুন্নত ও সখ্যা-লঘু সম্প্রদায়)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—ঘনশ্যাম সিং শুপ্ত।

৬। মাদ্রাজ—

আয়তন ১,২৭,৭৬৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫,৩৩,৮৪,০০০;
বঙ্গনগরী, পুছুকোটাই ও মন্দুর দেশীয় রাজ্য এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত
হইয়াছে। প্রস্তাবিত পৃথক অঙ্গরাষ্ট্র গঠিত হইলে এই রাষ্ট্রের আয়তন
প্রায় ৭ হাজার বর্গমাইল কমিয়া যাইবে। ব্যবহৃত ভাষা—তামিল, তেলেগু
ও মালয়। রাজধানী মাদ্রাজ। অত্যন্ত বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে কালিকট
মাদ্রালোর, ভিজাগাপটম কোকোনদ, পণ্ডিচেরী, তাজোর, মাহরা,

ত্রিচীনপল্লী, উটাকামণ্ড ও ওয়ালটিয়র উল্লেখযোগ্য। তাঞ্জোর ও মাহুরার মন্দিরগুলি ভারত বিখ্যাত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—তুলা, চিনাবাদাম, ধান, নারিকেল।

জেলাসমূহ :—ভিজাগাপটম, পূর্ব গোদবরী, পশ্চিম গোদাবরী, কৃষ্ণা, গান্তার, নেলোর, কুন্দাপা, কারানুল, বেলারী, অনন্তপুর, মাদ্রাজ, চিঞ্জলিপট, চিতুর, উত্তর আরকট, সালাম, কোয়েম্বাটুর, দক্ষিণ আরকট, তাঞ্জোর, ত্রিচীনপল্লী, মাহুরা, রামনাদ, তিনভেঙ্গী, নীলগিরি, মাণ্ডাবার, এবং দক্ষিণ কানাড়া।

রাজ্যপাল—ভবনগরের মহারাজা।

মন্ত্রীমণ্ডলী—পি, এস, কুমারস্বামী রাজা (প্রধান মন্ত্রী—জনসাধারণ ও পুলিশ); এম, ভক্ত বৎসলম্ (পুত্র ও তথ্য); ডাঃ টি, এস, এস, রাজন্ (খাদ্য, দেবোত্তর সম্পত্তি); বি, গোপাল রেড্ডি (অর্থ, ব্যবসা কর, নির্বাচন, পরিবহন ও রেজিষ্ট্রেশন); এন, এস, রেড্ডি (মাদক দ্রব্য বর্জন ও বসতি), এইচ, সীতারাম রেড্ডি (শিল্প, শ্রম ও রাজস্ব); কে, চন্দ্রমৌলি (স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও সমবায়); কে, মাধব মেনন (কারা, বিচারালয়, আইন, কৃষি ও বন); এ, ভি, সেথী (জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা); বি, পরমেশ্বর (হরিজন উন্নয়ন, খাদি, কুটির শিল্প, মৎস্ত, সিনকোনা ও পল্লী উন্নয়ন); জে, এল, পি, রচি-ভিক্টোরিয়া (খাদ্য ও মৎস্ত)।

৭। উড়িষ্যা—

আয়তন ৫২,৮৬২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ১,৩৮,৭৪,০০০; ব্যবহৃত ভাষা—উড়িয়া। নূতন রাজধানী—ভুবনেশ্বর। আটগড়, আনমালিক, বামরা, বারাসা, বোধ, বোনাই, দাশপাল্লা, চেনকামল, গাংপুর, হিন্দোল, কালাহান্দি, কিরোনখাড়, খণ্ডপাড়া, নরসিংপুর, নয়াগড়, নীলগিরি, পাললাহারী, পাটনা, রাইরাখোল, রামপুর, শোনপুর, ভালচর, তিগিরিয়া ও মধুরভঙ্গ ছোট-বড় এই ২৪টি দেশীয় রাজ্য এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত

হইয়াছে। অত্যন্ত প্রধান শহরগুলির মধ্যে পুরী, ভুবনেশ্বর, বালেশ্বর, সম্বলপুর উল্লেখযোগ্য। কোণারক, ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি স্থানের মন্দির-গুলি ভারতীয় ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, নারিকেল, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ।

জেলাসমূহ :—কটক, বালেশ্বর, পুরী, সম্বলপুর, গঞ্জাম, কোরাপুট, বেলাগির-পাটনা, চেনকানল, ময়ূরভঞ্জ, কিরোনঝাড় ও সুল্লরগড়।

রাজ্যপাল—আসফ আলি।

মন্ত্রীমণ্ডলী—হরেকৃষ্ণ মহাতাপ (প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন); সদাশিব ত্রিপাঠী (রাজস্ব, সরবরাহ ও যানবাহন); নিত্যানন্দ কাহ্নসো (আইন, উন্নয়ন ও শ্রম); পণ্ডিত লিঙ্গরাজ মিশ্র (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন); লাল রণজিৎ সিং বড়িহা (পুত); রাজকৃষ্ণ বসু (প্রচার ও অল্পমত সম্প্রদায়)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—লাল মোহন পট্টনায়ক।

৮। পাঞ্জাব

সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব-পাঞ্জাবের নাম পাঞ্জাব হইয়াছে। লে হারু, ছজানা ও পাতৌদি রাজ্য এই রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

আয়তন—৩৭,৪২৮ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—১,৩০,৫৪,০০০
ব্যবহৃত ভাষা—পাঞ্জাবী, হিন্দি ও উর্দু। রাজধানী—জলন্ধর।
বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে অমৃতসর, সিমলা, লুধিয়ানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অমৃতসরে শিখদের একটি বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির আছে।
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, ধান, যব, তামাক।

রাজ্যপাল—শ্রী চণ্ডীলাল জিবেদী।

মন্ত্রীমণ্ডলী—ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব (প্রধান মন্ত্রী—সাধারণ শাসন, আইন ও শৃঙ্খলা); সর্দার নরোত্তম সিং (ভূমিরাজস্ব, শিক্ষা ও পরিবহন); পৃথী সিং আজাদ (স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পুত, বিদ্যা ও

শ্রম); ডাঃ লেনা সিং শেঠী (পূর্ববাসন, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, আবকারী ও কর); সর্দার গুরুবচন সিং বাজোয়া (উন্নয়ন, জন সংভরণ ও শ্রম)।

ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার—সর্দার কাপুর সিং।

৯। উত্তর প্রদেশ—

আয়তন ১,১২,৫২৩ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৫,৯২,৪১,০০০।

তেরী-গাড়োয়াল, বাণারস ও রামপুর রাজ্য এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ব বহুত ভাষা—উর্দু ও হিন্দী। রাজধানী—লক্ষৌ। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইহার নাম ছিল যুক্তপ্রদেশ। অত্রাণ্ড বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে এলাহাবাদ, কাণ, আগ্রা, কাণপুর, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দেৱাহুন, আলমোড়া, মুসৌরী, মীরাট, বুলদাবন, মথুরা উল্লেখযোগ্য।

আগ্রার তাজমহল স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, গম, যব, আফিম, তুলা, ভুট্টা। জেলা সমূহ—দেৱাহুন, সাহারাণ পুর, মজফেরনগর, মীরাট, বুলন্দ-সহর, আলিগড়, মথুরা, আগ্রা, মৈনপুরী, ইটা, বেরিল, বিজনার, বুনৌন, মোরাদাবাদ, শাজাহানপুর, পিলিভিট, ফরাকাবাদ, এটাওয়া, কাণপুর, ফতেপুর, এলাহাবাদ, বাঁসী, জালাওন, হামিরপুর, বান্দা, বেনারস, মির্জাপুর, জৌনপুর, গাজীপুর, বাঁলিয়া, গোরখপুর, বস্তী, আজমগড়, নৈনিতাল, আলমোড়া, গাড়োয়াল, লক্ষৌ, উনাও, রাইস, বেরিলি, সীতাপুর, হারদোয়, খেরী, ফৈজাবাদ, গোণ্ডা, বারাইচ, সুলনানপুর, প্রতাবগড় এবং বড় বাকী।

রাজ্যপাল—স্যার এইচ, পি, মোদি

মন্ত্রীমণ্ডলী—পণ্ডিত গোবিন্দবরত পহ (প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র, বিচার, অর্থ ও তথ্য); সম্পূর্ণানন্দ (শিক্ষা, শ্রম, অর্থনীতি ও পরি-সংখ্যাণ); নিশার আমেদ শেরোয়ানী (কৃষি, পণ্ড ও গ্রামোন্নয়ন); আদ্যারাম গোবিন্দ খের (স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন); গিরিধারীলাল

(আবকারি, কারা, রেজিষ্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প); চন্দ্রভাট্ট গুপ্ত (ঋতু চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও জনসংভরণ); লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (পুলিশ ও পরিবহন); হাকিম মহম্মদ ইব্রাহিম (যোগাযোগ ও পুত); ঠাকুর হকুম সিং ভিষণ (রাজস্ব ও বন); কেশবদেব মালব্য (শিল্প, সমবায় ও উন্নয়ন) ।

ব্যবস্থা পবিষদের স্পীকার—পুরুষোত্তম দাস ট্যাগুন

ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট—চন্দ্র ভাট ।

১০। হায়দ্রাবাদ—

আয়তন—৮২,৩১৩ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা—১,৭৩,৪৭,০০০ ।
রাজধানী—হায়দ্রাবাদ । ১৯৪৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে ৫ দিন ব্যাপী পুলিশ আক্রমণের ফলে এই রাজ্য ভারতের নিকট আত্মসমর্পণ করে ভারতের সহিত যুক্ত হইতে সিদ্ধান্ত করায় ১৯৪৯ খৃঃ নভেম্বর মাসে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় । প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—বাজরা, জোয়ার, কার্পাস, স্বর্ণ, হীর, কয়লা, লোহ ।

রাজপ্রমুখ—মহামাতুল মীর ওসমান আলি খান

মন্ত্রীমণ্ডলী—এম, কে, ভেলোডী (প্রধান মন্ত্রী); ডি, এস, বাথলে, নবাব জৈন ঘর জং বাহাদুর ; রাজা দ্বোণ্ডে রাজ বাহাদুর ; রাজা এস, এম, শেখজী ; সি, ভি, এস, রাও ; পি. আর রুক্ষ রাও ।

১১। জম্মু ও কাশ্মীর—

আয়তন—৮২,২০৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা—৪০,২১,৬০০ ।
রাজধানী—ত্রীনগর । মুসলমান-প্রধান এই রাষ্ট্র মহারাজার ইচ্ছামুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়াছে কিন্তু তাহা সশ্বেও পাকিস্তান একটি আজাদ কাশ্মীর দল গঠন করিয়া হানাদার, পাকিস্থানী কোজ প্রভৃতির দ্বারা কাশ্মীরের অধিকাংশ যে-আইনীভাবে দখল করিয়া আছে

এবং ভারত সরকার ইহার মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট বিষয়টি পেশ করিয়াছেন—মীমাংসা এখনও হয় নাই। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, গম, ভুট্টা, করলা, পেট্রোল, লৌহ, স্বর্ণ, তাম্র।

রাজপ্রমুখ—মহামাত্র যুবরাজ করণ সিং

মন্ত্রীমণ্ডলী—শেখ মহম্মদ আবদুল্লা (প্রধান মন্ত্রী); গোলাম মহম্মদ বক্সী; গোলাম মহম্মদ শাদেক; পণ্ডিত শ্রামলাল শরাক; কর্ণেল পীর মহম্মদ খান; গিরিধারীলাল ডোগরা, সদর্দার বুধ সিং; মির্জা মহম্মদ আফজল বেগ।

১২। মধ্যভারত—

আয়তন - ৪৬,৭১০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৭৫,৮২,০০০।
রাজধানী—গোয়ালিয়র। আলিরাজপুর, বারোয়ানি, দেওয়ারস (বড়), দেওয়ার, ধার, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জাওরা, বাবুয়া, খিলাহিপুর, নরসিংগড়, রাজগড়, রতলম, শৈলানা, সীতামো, জোরারট, কাধিবাড়, কুরোয়াই, ম্যাথার ও পিপলোদা এই ২০টি দেশীয় রাজ্য লইয়া মধ্যভারত রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—জোয়ার, গম, ছোলা, বাজরা, ইক্ষু।

রাজপ্রমুখ—মহামাত্র লেঃ-জেনারেল মহারাজা জীবজী রাও সিন্ধিয়া।

উপরাজপ্রমুখ (বড়)—ইন্দোরের মহারাজা

উপরাজপ্রমুখ (ছোট)—বীরের মহারাজা ও খিলচিপুরের রাজা।

প্রধান মন্ত্রী—পণ্ডিত লীলাধর যোশী।

১৩। পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব—

আয়তন—১০,০২২ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৬৭,২০,০০০।
রাজধানী—পাতিয়ালা। পাতিয়ালা, কপূরতলা, মালার, কোটলা, করিমকোট নাভা, কিল্ক, নালাগড় ও কালসিয়া এই নয়টি দেশীয় রাজ্য

লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—কার্পাস, ইক্ষু, গম, ছোলা, আলু।

রাজপ্রমুখ—মহামাত্ত লেঃ-জেনারেল বাদবেজ সিং (পাতিয়ালা)

প্রধান মন্ত্রী—সর্দার গিয়ান সিং।

১৪। মহীশূর—

আয়তন—২২,৪৭৫ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৭৩,২২,১০। রাজধানী—মহীশূর। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, ইক্ষু, নারিকেল, কার্পাস। জেলাসমূহ—বাক্সালোর, কোলার, টুমকুর, মান্ডা, মহীশূর, হাসান, চিকমাগালুর, শিমোগা ও চতলজঙ্গ।

রাজপ্রমুখ—মহামাত্ত জয়কাম রাজেন্দ্র ওয়াদিয়র (মহীশূর)।

মন্ত্রীমণ্ডলী—কে, চেন্দালারায় রেড্ডী (প্রধান মন্ত্রী); এইচ, সি, দণাপ্পা; কে, টি, বি, আয়েঙ্গার; টি, সিদ্ধলিঙ্গায়্যা; এইচ, সিদ্ধিয়া; টি, মরিয়াপ্পা; আর চেন্নিগরমিয়া।

১৫। সৌরাষ্ট্র—

আয়তন—২১,০৬২ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৩৮,০২,০০০। রাজধানী—জামনগর। নওনগর, ভবনগর, পোরবন্দর, ধরণগদরা, মরভি, গোণ্ডা জাফরাবাদ, রাজকোট, ওয়ানকানার, পোলিতানা, ধোল, চুড়া, নিমদি, ভেডোয়ান, লাখতার, সেলি, ভালা, জাসদান, অমরনগর, ভাদিয়া, লাখি, মুলি, বাজানা, বীরপুর, মালিয়া, কোড়না, সঙ্গনী, জেঠপুর, বিলখা, পাটদি, থিরাসুত্রা, জুনাগড়, সর্দারগড়, বাণোয়া, ম্যাংরোল, মনভাদাড়, ব্যাবরিওয়াড়, প্রমুখ ২২১টি ছোট-বড় রাজ্য লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—কার্পাস, গম, বাজরা, চিনাবাদাম।

রাজপ্রমুখ—মহামাত্ত লেঃ জেনারেল দিখিজয় সিংজী (নওনগরের জাম সাহেব)।

উপরাজ প্রমুখ—ধরণগদরার মহারাজা।

প্রধান মন্ত্রী—উচ্চয়ঙ্গবাই এন. ধীবর।

১৬। রাজস্থান—

আয়তন—১,২৮,৪২৬ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা—১,৫৮,২২,০০০।
রাজধানী—জয়পুর। আলোয়ার, ভরতপুর, চোলপুর, কন্নৌলী, যোধপুর, জয়পুর, বিকানীর, জয়শলমীর, বাশোয়ারা, বুঁদি, দানগড়পুর, ঝালোয়ার, কিশনগড়, কোটা, প্রতাবগড়, শাহাপুরা, টঙ্ক ও উদয়পুর—
এই ১৮টি দেশীয় রাজ্য লইয়া রাজস্থান রাষ্ট্র গঠিত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—বাঁজরা, জোয়ার, ধান, কার্পাস, ভুট্টা।

মহারাজ প্রমুখ—মহামান্ত উদয়পুরের মহারাজা।

রাজপ্রমুখ—মহামান্ত শ্রীশতাই মান সিং (জয়পুর)

উপরাজ প্রমুখ—মহামান্ত কোটার মহারাজা।

প্রধান মন্ত্রী—হীরালাল শাস্ত্রী।

১৭। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন (কেরালা ইউনিয়ন)—

আয়তন—২,১৪১ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা—৭৪,৯২,২০০। রাজধানী—ত্রিবেঙ্কাম। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন—এই দুইটি দেশীয় রাজ্য লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, গম, কফি, নারিকেল, রবার, ছোলা।

রাজপ্রমুখ—মহামান্ত লেঃ জেনারল বালরাম বর্মী (ত্রিবাঙ্কুর)

মন্ত্রীমণ্ডলী—টি. কে. নারায়ণ পিল্লাই (প্রধান মন্ত্রী) ; পি, পি, জি, মেনন ; এ. জন ; ই. জন ফিলোপোজ ; এন. কুনিরমন।

১৮। বিক্ষ্যাপ্রদেশ—

আয়তন—২৪,৬০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা—৩৭,৯০,০০০।
রাজধানী—রেওয়া। অম্বয়গড়, রাওনি, বারাউন্ড, বৈজাবাট, ছাতারপুর,

চরখারি, দাতিয়া, মাইহার, নাগোড়, অন্ডা, পান্না, রেওয়া, সামথার, আলিপুরা, বাঁকা, পাহাড়ী, বারি, বৈশৌকা, বিহাট, বিজনা, ভুরোয়াই, গোরিহা গারোলী, যশো, জিগনি, কামতা-রাজোলা, খানিয়া-খানা, কোঠি, লুগাসি, নৈগাওন-রেবাই. পাহারা, পালদেও, শরীলা, সোহাওয়ার, তারাওন, টোরি-ফতেপুর এই কয়টি দেশীয় রাজ্য লইয়া বিক্ষ্যপ্রদেশ গঠিত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, যব, কার্পাস, বাজরা, ধান।

চীফ্ কমিশনার—এস, এম, মেটা আই, সি, এস।

১৯। আজমীঢ়

রাজস্থানের মধ্যভাগে অবস্থিত। আয়তন ২,৪০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৫,৮৭,৭০০। রাজধানী—আজমীঢ়। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য জোয়ার, গম, যব ও কার্পাস।

চীফ্ কমিশনার—সি, বি, নাগরফর, আই, সি, এস।

উপদেষ্টা পরিষদ—মুকুট বিহারীলাল ভার্গব; কৃষ্ণগোপাল গর্গ; বি, কে কাউল; ওয়াজির সিং; আব্দাস আলি; কিশোরলাল লামরোর; হরজমল ভোরিয়া।

২০। ভূপাল

ভূপাল দেশীয় রাজ্য ১৯৪৩ সালের জুন মাসে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। আয়তন—৬,৯২১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—৭,৮৫ ৩০০। ভার্গবের বহু নিদর্শন এই রাষ্ট্রে বর্তমান—খৃঃ পূর্ব ২য় শতাব্দীর সাঁচী স্তূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, ইক্ষু, তামাক, কার্পাস।

চীফ্ কমিশনার—এন, বি, বন্নোপাধ্যায়।

২১। বিলাসপুর

হিমাচল প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট রাষ্ট্র। আয়তন ৪৫০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—১,১০,৩০০। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম।

চীফ্ কমিশনার—বিলাসপুরের রাজা আনন্দচাঁদ।

২২। কুর্গ

আয়তন—১,৫২৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—১,৬৮,৭০০। রাজধানী মরকরা। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, কফি, কমলালেবু, লঙ্কা।

চীফ কমিশনার—দেওয়ান বাহাদুর সি, টি, মুদলিয়র।

২৩। দিল্লী

আয়তন—৫৭৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—২,১৭,২০০। রাজধানী—দিল্লী। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ষব, ইক্ষু, সরিষা, তামাক।

চীফ কমিশনার—শঙ্কর প্রসাদ আই, সি, এস।

২৪। হিমাচল প্রদেশ

বাগল, বাঘাট, বালসান, বাসার, ভাজ্জি, বিজ্জা, দারফোটি, ধামি, যুসল, কিওনথাল, কুমারসেন, কুনিহার, কুঠার, মাংলাগ, সাজরি, মঙ্গল, সিক্রমুর, ধারোচ, ছায়া, মন্দি ও স্নকেত—পাঞ্জাবের এই ১১টি পার্বত্য রাজ্য লইয়া এই নূতন রাষ্ট্র গঠিত হয়। আয়তন—১০,৬০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—১০,০০,০০০। রাজধানী—সিমলা। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, ষব, তুট্টা, ইক্ষু, আলু। জেলাসমূহ—ছায়া, মন্দি সিক্রমুর ও মঙ্গু।

চীফ কমিশনার—ই, পি, য়ুন।

২৫। কচ্ছ

আয়তন—৮,০৬৬ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৫,০০,৮০০। রাজধানী—ভুজ। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—কার্পাস, গম, ষব।

চীফ কমিশনার—সি, কে, দেশাই আই, সি, এস।

২৬। মণিপুর

আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে একটি ছোট পার্বত্য রাজ্য। আয়তন—৮,৬২০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—৫,১২,০০০। রাজধানী—ইম্ফল। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, চা।

চীফ কমিশনার—হিম্মৎ সিংজী।

২৭। ত্রিপুরা

আসাম ও পূব-বঙ্গের সীমান্তে একটি পুরাতন রাজ্য। আয়তন—
৪,১১৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—১,১৩,৩০০। রাজধানী—আগরতলা।
ব্যবহৃত ভাষা—বাংলা। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, চা, কাপাস।

চীফ কমিশনার—রজিৎকুমার রায় আই, সি এস

২৮। আন্দামান ও নিকোবর

২২৩টি ছোট বড় দ্বীপ লইয়া এই রাষ্ট্র। আয়তন—১,১৪৩ বর্গ-
মাইল, লোকসংখ্যা—৩৩৮০০। রাজধানী—পোর্ট ব্লেয়ার—কলিকাতা
হইতে ৭৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, নারিকেল,
কফি, রবার, কলা।

চীফ কমিশনার—অজয়কুমার ঘোষ আই, সি, এস।

CROWN



BRAND

Aluminium-Utensils

are Well-known for the Purity of their Metal.

JEEWANLAL (1929) LIMITED

Calcutta, Bombay, Madras, Rajahmundry, Aden, Rangoon.

রোজঃ নং ৫৬৪

ডাঃ এস্ শ্যারমান

এফ, সি, এস, (ইউ, এস, এ)

২৮, রামধন মিত্র লেন, (পোষ্ট বক্স নং ২৩৯৯) কলিকাতা ৪

ইপাতি—আপনার ইপানি পর্যাপ্তি দিনে সম্পূর্ণভাবে চিরকালের জন্য বিনষ্ট হবে। আমার এ প্রক্রিয়া দেশ বিদেশের সহস্র সহস্র লোকের দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষিত এবং সম্বোধিত। পূর্ণমাত্রা ঔষধের দাম ১৫৭৮/০ আনা, কিন্তু আপনার প্রত্যয়ার্থে আমি মাত্র ১২৮/০ আনায় সাতদিনের জন্য পরীক্ষামূলক চিকিৎসা করে থাকি।

বধিরতা—আপনার হারাগো শ্রবণশক্তি পূর্ণভাবে ফিরে পাবেন। এ শ্রবণশক্তিহীনতা দীর্ঘকালীন কিবা পুরুষাত্মকে প্রাপ্ত বা সম্পূর্ণ আকস্মিকতাবের, ঘাই হোক না কেন সর্বক্ষেত্রেই এ ঔষধ কার্যকরী হবে। পূর্ণমাত্রা ৩৭৮/০ আনা, পরীক্ষামূলক চিকিৎসা ১২৮/০ আনা।

স্নায়বিক দৌর্বল্য—আমার ঔষধ একমাসের ভিত্তি বিশেষ মাত্রা প্রয়োগে সম্পূর্ণভাবে নিরাময়। মূল্য ৩০৮/০ আনা।

শ্বেতি বা ধবল—অত্যন্তব্যাবিষ্কার “লিউকোডারমাইন” প্রয়োগে আপনার চিরজীবনের জন্য আরোগ্যলাভ হুনিশিত। আমার এ ঔষধ সহস্র সহস্র ব্যক্তির ধন্যবাদ লাভের গৌরবে গৌরবান্বিত। মূল্য প্রতিশিশি মাত্র ২৫৮/০।

অর্শ—বিনা অস্ত্র প্রয়োগে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত করে তুলবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। বিফলে মূল্য ফেরত পাবেন। এ আশ্চর্যকর ঔষধ প্রতিশিশি মাত্র ১২৮/০ আনা।

রক্তহ্রষ্টি—গীড়া ও ক্ষত—ইথসিড “এলসিন পাউডার” আপনার রক্তকে সম্পূর্ণভাবে সতেজ, সজীব করে তুলবে এবং আপনার সর্বপ্রকার দুর্বলতাকে দূরীভূত করবে। হ্রষ্টকতাদির হাত থেকেও আপনি রক্ত মুক্তলাভ করবেন। পূর্ণমাত্রা ১৭৮/০ আনা। এবং পরীক্ষামূলক চিকিৎসা ৭৮/০ আনা।

আশাকরি আপনি আপনার জীবনকে সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক করে তুলবার মহান্ সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন।

ভবদীয়—ডাঃ এস, শ্যারমান।

কলিকাতা

ভারতের প্রধান সহর কলিকাতা পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী। আয়তন ৩৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ১৯৪১ সালে ছিল ২১ লক্ষ কিন্তু বর্তমানে উহা ৫০ লক্ষের অধিক হইয়াছে। সহরের নাগরিক জীবনের ভার কর্পোরেশনের উপর গুরু আছে। কর্পোরেশনের বার্ষিক আয় পাঁচ কোটি টাকার উপর। বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। সহরের বিশিষ্ট দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গ বিজ্ঞান মন্দির, গ্রাশনাল লাইব্রেরী, নূতন হাওড়া সেতু, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম হাইকোর্ট, ফোর্ট উইলিয়াম, কাউন্সিল হাউস, হগ সাহেবের বাজার, অক্টরলোনি মনুমেন্ট, সেন্ট পল্‌স গীর্জা, কালীঘাটের মন্দির, নাখোদা মসজিদ, আলিপুরের চিড়িয়াখানা, খিদিরপুরের ডকসমূহ, দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ, বালীগঞ্জের লেকসমূহ, পরেশনাথের মন্দির গোড়ায় মঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও রমেশ ভবন এবং টালার ট্যাঙ্ক (পৃথিবীর বৃহত্তম জলাধার)।

কলিকাতা কর্পোরেশন

আয়তন—২৮ ২৯ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—বর্তমানে আনুমানিক ৫০ লক্ষ।

ম্যাজিস্ট্রেট ডি. অফিসার—এ, ডি. গান আই. সি. এস।

আয়-ব্যয়ের হিসাব (প্রাথমিক)

বৎসর	১৯৪২-৪৩	১৯৪৩-৪৪
আয়	৫,০৪,৩৭,০০০ টাকা	৫,১৩,১১,০০০ টাকা
ব্যয়	৫,১১,৬১,০০০ টাকা	৫,৪৭,৭০,০০০ টাকা

কলিকাতায় রেজিস্ট্রিকৃত জন্মের হার

বৎসর	১৯৪২-৪৩	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৭-৪৮
জন্মের হার	১৯,৭১৩	২২,০৮৮	৩৩,২০৪

মৃত্যুর হার

রোগের নাম	১৯৪৪-৪৫	১৯৪৭-৪৮
কলেরা	১,৬০৬	১,৫৩৫
বসন্ত	৮,৩২৫	১,২৭২
টাইফয়েড	১,৩৮১	১,৪৩৩
ক্ষয়রোগ	৩,০৪৯	১,৫৬৫
অগ্ন্যান্ধ	৩৭,৬৩১	৩৪,৬৩০
মোট	৫১,৯৯২	৪১,১৩৫

১৯৪৮-৪৯

প্রতি লক্ষে জন্ম :

৪,২২৪,

মৃত্যু : ৪,৪৩১

অবৈভনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

রাস্তার আলো

(১৯৪৮)

(১৯৪৯)

বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২১৪	বৈদ্যুতিক	৮,২৭৮
ছাত্র সংখ্যা	১৬,৯২১	গ্যাস	১৯,২৭৫
ছাত্রী সংখ্যা	১৭,০৬৮	কেরোসিন	৩৫২
মোট	৩০,৯৮৯		

দৈনিক জল-সরবরাহ

রাস্তাসমূহের দৈর্ঘ্য ৪০২.১১ মাইল

(১৯৪৮-৪৯)

পাকাবাড়ীর সংখ্যা ৭৮,০০৫

পরিষ্কৃত জল ৬,৮৭,০০,০০০ গ্যালন বস্তুর " " ৪,৩০৮

অপরিষ্কৃত " ২,৭৬,০০,০০০ " জনসাধারণের জন্য পার্ক ৯২

কর্মচারীর সংখ্যা ২৭ হাজার

কলিকাতার আবর্জনা

কলিকাতার রাস্তা ও নদীর প্রত্যহ প্রায় ২,৭০০ টন আবর্জনা নিক্ষেপ হয়। হিসাব করিলে দেখা যায় যে মাথাপিছু আবর্জনার পরিমাণ বৎসরে ৫½ হইতে ৬½ মণ। কলিকাতার রাস্তার প্রায় ৫ হাজার "ডাস্ট-বিন" আছে। তদ্ব্যবহারকর্মচারী ব্যতীত দশ

হাক্কারের অগ্নিক শ্রমিক রাস্তা পরিষ্কার ও রাস্তায় জল দেওয়ার কাজে নিযুক্ত আছে। এই কাজে প্রয়োজন হয় ২,০০০ গরু ও ঘোড়ার গাড়ী ৩০ মোটর লরী এবং বৎসরে ১৬,০০০ বুড়ি, ২,৭০০ মণ খাঁটার কাঠ ৮৪,০০০ বুরুশ। প্রায় ২০০টি মোটর-লরী এই আবর্জনা কলিকাতা বাহিরে অপসারণের কাজে রত আছে। ইহা ব্যতীত কলিকাতায় প্রায় ৪০,০০০ খাটা-পায়খানা আছে ও সেগুলি পরিষ্কার করার কাজে প্রায় ২,০০০ মেথর নিযুক্ত আছে।

কলিকাতায় ২২টি পার্কে প্রায় ২২৫ জন মালী কাজ করে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ড

১নং ডিস্ট্রিক্ট	মুচিপাড়া	২	ট্যাংরা	১	
শ্রীমপুকুর	১	বহুবাজার	১০	ইন্টালী	:
কুমারটুলি	২	পদ্মপুকুর	১১	বেনিয়াপুকুর	:
বড়তলা	৩	ওয়ার্ডালু স্ট্রীট	১২	বালীগঞ্জ	:
সুকিয়া স্ট্রীট	৪	বেলিয়াঘাটা	২৮		
জোড়াবাগান	৫	মাণিকতলা	১৯	৪নং ডিস্ট্রিক্ট	
জোড়াসাঁকো	৬			ডুবানীপুর	:
বেলগাছিয়া	১০	৩নং ডিস্ট্রিক্ট		কালীঘাট	:
সাতপুকুর	১১	ফেনিকবাজার	১৩	আলিপুর	:
কালীপুর	১২	তালতলা	১৪	একবালপুর	:
২নং ডিস্ট্রিক্ট		কালিঙ্গা	১৫	ওয়ার্ডগঞ্জ ও	
বড়বাজার	৭	পার্কস্ট্রীট	১৬	হেস্টিংস	:
কলুটোলা	৮	বামুনবস্তী	১৭	টালিগঞ্জ	:

R. W. A. C. আপনারই, জনসাধারণ কর্তৃক অর্থ সাহায্যই এর সেব উৎস। সাধ্যমত সকলেই কিছু কিছু দান করুন।

ঠিকানা :—আন্তঃভাষা বিল্ডিংস, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার বিভিন্ন থানা সমূহ

প্রধান কেন্দ্র—১৮ লালবাজার ষ্ট্রিট

থানা	ঠিকানা	থানা	ঠিকানা
গাড়াবাগান	৭৪ নিমতলাঘাট ষ্ট্রিট	জোড়াসাঁকো	২ চীৎপুর স্পার
মমুপুর	৪৪ গ্রামবাজার	চীৎপুর	১৯ কালীপুর রোড
হুবাঙ্গার	৮ মল্লিক	কালীপুর	৮৬ " "
দুতলা	১ রাজকিষণ	উন্টাডাঙ্গা	১৭/২ উন্টাডাঙ্গা মে:
আমহাস্ট ষ্ট্রিট	৫৭ আমহাস্ট	মাণিকতলা	২০ ক্যানাল রোড ওয়ে
টালী	১২ কনভেন্ট রোড	আলীপুর	৮ বেলভেডিয়া রোড
লিয়াঘাটা	৬/১ গ্যাস ষ্ট্রিট	হেষ্টিংস	৪ মিডল রোড
নিয়াপুপুর	৪০/এ গোরার্চাদ রোড	পার্কষ্ট্রিট	৮২ পার্কষ্ট্রিট
লতলা	৪ তালতলা রোড	ভবানীপুর	৭ রসা রোড
চিপাড়া	৬ সেন্ট জেমস ষ্ট্রিট	বালিগঞ্জ	৩৮ বেলতলা রোড
হুবাঙ্গার	৪২ চিত্তরঞ্জন এভেন্যু	ঐ ফাঁড়ি	৫২ কড়েয়া রোড
হোর ষ্ট্রিট	ঐ	কালীঘাট ফা:	৫৩ হালদারপাড়া রো
ওয়াটগঞ্জ	১৬ ওয়াটগঞ্জ রোড	টালীগঞ্জ	২৮/১ সি রসা রোড
গার্ডেনরীচ	৭১/২ গার্ডেনরীচ রোড		

কলিকাতার ডাকঘর এলাকা

ডাকঘর	এলাকা	ডাকঘর	এলাকা	ডাকঘর	এলাকা
জনারেল পোস্টঅফিস	১	নারিকেলডাঙ্গা	১১	কোর্টউইলিয়াম	২
কালীপুর	২	বহুবাজার	১২	হেষ্টিংস	৩
গগবাজার	৩	ধর্মতলা	১৩	খিদিরপুর	৪
গ্রামবাজার	৪	ইন্টালী	১৪	গার্ডেন রীচ	৫
হাটখোলা	৫	ট্যাংরা	১৫	ভবানীপুর	৬
বিডন ষ্ট্রিট	৬	পার্কষ্ট্রিট	১৬	কালীঘাট	৭
হুডবাজার	৭	সার্কাস	১৭	আলিপুর	৮
আমহাস্ট ষ্ট্রিট	৯	বালিগঞ্জ	১৮	রাসবিহারী এভেন্যু	৯
বেলেঘাটা	১০	এলগিন রোড	২০		

কলিকাতার হাসপাতাল

(পশ্চিম-বঙ্গ সরকার অমুমোদিত)

নাম	শয্যা-সংখ্যা	ঠিকানা
১। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল *	৭৯৮	৮৮ কলেজ ষ্ট্রীট
২। লেক মেডিক্যাল „ „ *	৭০৭	সাদার্ণ র্যাভেন্সা
৩। প্রেসিডেন্সি জেনারেল „ *	২৪৩	২৪৪ লোয়ার সাকুলার রো
৪। কারমাইকেল হাসপিটাল ফর ট্রপিক্যাল ডিসিসেস্ *	১০৬	চিত্তরঞ্জন র্যাভেন্সা
৫। শমুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল *	১০৬	সুবার্বন হাসপিটাল রোড,
৬। ক্যাম্বেল হাসপাতাল *	৭১২	১৩৮ লোয়ার সাকুলার রো
৭। আলিপুর স্পেশাল হাসপাতাল *	৮২	আলিপুর
(যৌনব্যাদির জন্য)		
৮। মনসাতলা হাসপাতাল	১২	খিদিরপুর
৯। চেতলা মেটানিটি হোম	৩০	ময়েনপুর রোড, চেতলা
১০। বলদিওদাস „ „	৫০	২২ নীলমণি মিত্র রোড
১১। মাণিকতলা „ „	২৪	২৩৭ মাণিকতলা মেন রো
১২। খিদিরপুর „ „	৩৬	৪৭ একবালপুর রোড
১৩। আর, জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	৫০১	১ বেলগাছিয়া রোড
১৪। মেয়ো হাসপাতাল	১৩৭	৬৭/১ ক্রীড়া রোড
১৫। কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতাল	১৬৮	৩০১/৩ আপার সাকুলার
১৬। চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল	১৭৫	২৪ গোরার্চান রোড, ইটা
১৭। নর্থ সুবার্বন হাসপাতাল	৯১	৮২ কাশীপুর রোড
১৮। ইসলামিয়া হাসপাতাল	৪৬	৭৩ চিত্তরঞ্জন র্যাভেন্সা
১৯। লেডি ডাকেরিং ভিক্টোরিয়া ” *	২৭৪	১ আমহাষ্ট ষ্ট্রীট

নাম	শয্যা-সংখ্যা	ঠিকানা
। রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান	১৮০	২২ ল্যান্ডাউন রোড
। বেঙ্গল মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট	৫০	৭২ সুরা থার্ড লেন বেলেঘাটা
। নাড়োয়ারী হিন্দু হাসপাতাল	৬০	১২৮ হ্যারিসন রোড
। এস, ভি, এস নাড়ো: "	১২২	১১৮ আমহাষ্ট ষ্ট্রীট
। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন	২১৭	১৪৮ রসা রোড
। নাড়োয়ারী এ, জি, হাসপাতাল *	২০০	১১৮ আমহাষ্ট ষ্ট্রীট
। ডাঃ সুরেশ সরকার রোড এ, জি, হাসপাতাল *	১৫০	২৪ ডি ডাঃ সুরেশ সরকার রোড ইটালি
। কলিকাতা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল *		১১৪ সোয়ার সাকুলার রোড
। বি, আর সিং রেলওয়ে হাসপাতাল *	৫০	বেলেঘাটা
। চিৎপুর রেলওয়ে হাসপাতাল	৬	বেলগাছিয়া
। কালিঘাট গোয়েঙ্কা হাসপাতাল	৪	কালিঘাট
। এলবাট ভিক্টর লেপার হাসপাতাল	২০০	গোবরা
। মেণ্টাল অবসাদে সন ওয়ার্ড*	৩০	ভবানীপুর
। কালিকাতা পুলিশ হাসপাতাল *	৩০০	বেগীনন্দন ষ্ট্রীট
। প্রেসিডেন্সী জেল হাসপাতাল *	১৩৪	আলীপুর
। পোট এমার্জেন্সি হাসপাতাল	৮০	ড্র্যাগ রোড
। ডক হাসপাতাল	২৬	খিমিরপুর
। বি, এন, আর ডিস্পেনসারী	১০	গার্ডেনরীচ
। মাতৃসেবা সদন	৫০	২/১ ব্রজহুলাল ষ্ট্রীট
। হিন্দু শিশু ও প্রসূতি সেবাসদন	৪০	১৩২ রামহুলাল সরকার ষ্ট্রীট
। কলিকাতা মুসলিম অরফ্যানেজ	১৮	৮ সৈয়দ সালি লেন
। মেণ্টাল হাসপাতাল	২০	৭৮ লোহার সাকুলার রোড

* চিকিত্তগুলি সরকারী হাসপাতাল।

নাম	শয্যা-সংখ্যা	ঠিকানা
৪২। বিবেকানন্দ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট	হাসপাতাল ৮	৩ আল ষ্ট্রিট
৪৩। রামরিকদাস হরলালকা হাসপাতাল	৫০	১০৪ আগুতোষ মুখার্জি রোড
৪৪। সেন্ট ক্যাথারিন্স হাসপাতাল	১১০	৬৮ ডায়মণ্ডহারবার রোড
৪৫। জ্ঞানাল ইন্ফারমারী	৮৪	১৮৯ মার্গিকতলা মেন রোড
৪৬। আশারাম ভিয়ারীওয়াল হাসপাতাল	৬০	৫৫ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রিট
৪৭। বেঙ্গল ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট	৬	১৪৫ ল্যান্সডাউন রোড

(অগ্রান্ত হাসপাতাল)

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ যক্ষা হাসপাতাল	২২ এস, কে, দেব রোড, পাতিপুর
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিভাগীয় হাসপাতাল	১৭০ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রিট
কলিকাতা হোমিও কলেজ হাসপাতাল	২৬৫ আপার সাকুলার রোড
বিখ্যনাথ আয়ুর্বেদ কলেজ হাসপাতাল	২৪ গে ষ্ট্রিট
ত্রিবিণ্ডকানন্দ সরস্বতী হাসপাতাল	১১৮ আমহাট্ট ষ্ট্রিট
বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ ও হাসপাতাল	২২৪ ৩-১ আপার সাকুলার রোড
লুইসি কানন (মানসিক ব্যাধির জন্য)	১২৪ বেদিয়াডাঙ্গা রোড
ডানহাম হোমিও কলেজ ও হাসপাতাল	২৬৯-বি বহুবাজার স্ট্রিট

*For Efficient Service Please Utilise .***MANOHAR SERVICE STATION****"SHELL" PETROL****57, Monohar Pukur Road.***(at the junction of Gariahat and**Monohar Pukur Road)*

কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্র

(কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রধান সংবাদপত্রসমূহ)

নাম	সম্পাদকের নাম	ঠিকানা
অমৃতবাজার পত্রিকা (ইং)	তুষারকান্তি ঘোষ	১৭ আনন্দচ্যাটার্জি লেন
‘আনন্দবাজার পত্রিকা (বাংলা) চপলাকান্ত ভট্টাচার্য		১ বর্মণ ষ্ট্রীট
‘হিন্দুস্থান ট্যাগার্ড (ইং)	হেমচন্দ্র নাগ	৩-সি বর্মণ ষ্ট্রীট
‘যুগান্তর (বাংলা)	বিরেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	২ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
য়াডভান্স (ইংরেজী)	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	৭৪ ধর্মতলা ষ্ট্রীট
দৈনিক বসুমতী (বাংলা)	উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৬৬ বোম্বার্ডার ষ্ট্রীট
স্টেট্‌সম্যান (ইংরাজী)	আই, এম, স্টিফেন্স	চোরঙ্গী স্কোয়ার
আশ্রে জাদিদ (উর্দু)	আসাদ আজিমাবাদি	৩০ ফিয়াস লেন
দৈনিক লোকমান্য (হিন্দী)	মদনলাল চতুর্বেদা	১৬০ হারিসন রোড
সন্মার্গ (হিন্দী)	পণ্ডিত গঙ্গাধর মিশ্র	চিত্তরঞ্জন এভেন্যু
রোজানা হিন্দ (উর্দু)		১৭ সাগর দত্ত লেন
নেশন (ইংরাজী)	মোহিতকুমার মৈত্র	৮ ডেকাস লেন
দৈনিক বিশ্বামিত্র (হিন্দী)	মাতাসেবক পাঠক	৭৪ ধর্মতলা ষ্ট্রীট
পশ্চিম-বঙ্গ পত্রিকা (বাংলা)	শশাঙ্কশেখর সরকার	২২ গিরিবাবু লেন
লোকসেবক (বাংলা)	জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৮৬এ লোয়ার সাকুলার রোড
ইত্তেহাদ (বাংলা)	আবুল মনসুর মহম্মদ	১২২ পার্ক ষ্ট্রীট
সত্যযুগ (বাংলা)	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	২১ কন্ভেন্ট রোড
দেশ দর্পণ (পাঞ্জাবী)		৮২এ আশুতোষ মুখার্জি রোড
নবভারত (হিন্দী)	মাতাদীন ভাগেরিয়া	কন্ভেন্ট রোড

কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় বিচারপতিগণের নাম

প্রধান বিচারপতি—শ্রী অর্থার ট্রেভার হারিস

অজ্ঞাত বিচারপতিগণ রূপেন্দ্রকুমার মিত্র (ছুটিতে) ; অমরেন্দ্রনাথ সেন ;
 টি, কে, ওয়াই, রত্নবার্গ, এ, এল ব্রাঙ্ক (ছুটিতে) ; ফণীভূষণ চক্রবর্তী
 (ডেপুটেশনে), গোপেন্দ্রনাথ দাস ; শশীভূষণ সিংহ, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
 শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল চন্দ্র চন্দ্র ; কুলদাচরণ দাশগুপ্ত ; সুরজিৎ চন্দ্র
 লাতিড়ী ; সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত (অতিরিক্ত) ; প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
 (অতিরিক্ত) ; অমল কুমার সবকার (অতিরিক্ত) . চ্যোতিপ্রকাশ মিত্র
 (অতিরিক্ত) ; হিমাংশু কুমার বসু (অতিরিক্ত) . ব্রজকান্ত গুহ (অস্থায়ী) ।

রেজিষ্টার—পি, কে, বসু ও রেণুপদ মুখোপাধ্যায় ।

কলিকাতার শেরিক—ডাঃ শান্তিভূষণ দত্ত

An effective reminder of glory of Bengal since
 1896 A. D.

“BELGHORI SNUFF—THE BEST”
 POPULAR ROSE,
 JASMINE,
 AND
 SATISFIES RAW.

India Snuff & Mercantile Co.

1, Snuff Mill Street,
 Belghoria, 24-Parganas,

কলিকাতার পরিবহন

বাসের (bus) পথ—

২— গরিয়াহাট হইতে পাইকপাড়া (টাল পার্ক)

[সাদার্ন এভেন্যু, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী, অষ্টরলোনী রোড, গভর্ণমেন্ট প্লেস (পূর্ব), ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট (ডালহৌসী), বোবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া]

২-এ—২ এর অমুরূপ

[এসপ্লানেড পর্যন্ত ২ এর অমুরূপ এবং পরে ধর্মতলা ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট হইয়া]

৩— খিদিরপুর হইতে গ্রামবাজার

[ডায়মণ্ডহারবার রোড, আলিপুর রোড, হাজরা রোড, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, লোয়ার ও আপার সাকুলার রোড হইয়া]

৩-এ— ঠাকুরপুকুর ও সখের বাজার হইতে গ্রামবাজার

[ডায়মণ্ডহারবার রোড, ডাফরিন রোড, স্ট্র্যাণ্ড রোড, গভর্ণমেন্ট প্লেস (ডালহৌসী), বোবাজার স্ট্রীট, সাকুলার রোড হইয়া]

৪— টালিগঞ্জ হইতে বরানগর

[টালিগঞ্জ সাকুলার রোড, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী রোড, বেকীক ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, কাশীপুর রোড হইয়া]

৪-এ— ডায়মণ্ডহারবার রোড-রায় বাহাদুর রোড জং হইতে কাশীপুর

[রায়বাহাদুর রোড (বেহালা), বুড়োশিবতলা, টালিগঞ্জ সাকুলার রোড, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী, অষ্টরলোনী রোড, গভর্ণমেন্ট প্লেস, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, ডালহৌসী, লালবাজার, চিৎপুর রোড, কাশীপুর রোড হইয়া]

- ৫ এ— বালিগঞ্জ স্টেশন হইতে হাওড়া স্টেশন
[রাসবিহারী এভেন্যু, রসা রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী, অষ্টরলোনী রোড, গভর্ণমেন্ট প্লেস, ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীট, ডালহৌসী, কয়লাঘাট স্ট্রীট, স্ট্রাণ্ড রোড হইয়া]
- ৮— বালিগঞ্জ স্টেশন হইতে হাওড়া স্টেশন
[রাসবিহারী এভেন্যু, গরিয়াহাট রোড, হাজরা রোড, ল্যান্স-ডাউন রোড, লোয়ার সাকুলার রোড, ইলিয়ট রোড, ওয়েলসলি ট্রাট, ধর্মতলা স্ট্রীট, ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীট, ডালহৌসী, স্ট্রাণ্ড রোড হইয়া]
- ৮ এ— যাদবপুর হইতে হাওড়া স্টেশন
[গরিয়াহাট রোড, রাস বিহারী এভেন্যু, ল্যান্স ডাউন রোড ও পরে ৮ নং-এর অধরূপ]
- ১০— বালিগঞ্জ স্টেশন হইতে হাওড়া স্টেশন
[গরিয়াহাট রোড, আমির আলি এভেন্যু, লোয়ার সাকুলার রোড, হ্যারিসন রোড হইয়া]
- ১০ এ— বালিগঞ্জ স্টেশন হইতে হাওড়া স্টেশন
[গরিয়াহাট রোড, হাজরা রোড, রিচি বোড, বালিগঞ্জ সাকুলার রোড, লোয়ার সাকুলার রোড, হ্যারিসন রোড হইয়া]
- ১১— শ্রাম বাজার হইতে হাওড়া স্টেশন
[আপার সাকুলার রোড, হ্যারিসন রোড হইয়া]
- ১১ এ— শ্রামবাজার হইতে হাওড়া স্টেশন
[আপার সাকুলার রোড, বিবেকানন্দ রোড, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, স্ট্রাণ্ড রোড হইয়া]
- ১২— এসপ্লানেড্ হইতে রাজাবাগান
[ডাকরিন রোড, অষ্টরলোনী রোড, স্ট্রাণ্ড রোড, সাকুলার গার্ডেন রীচ রোড, গার্ডেন রীচ রোড, বদরতলা হইয়া]

- ১২ এ— ডালহৌসী স্কোয়ার হইতে রাজাবাগান
[ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীট, অক্টরলোনী রোড, কিংস ওয়ে, স্ট্রাণ্ড
রোড, ক্লাইভ রোড, নেপিয়ার রোড, (ক্যালটেক্স অবধি
১২ অক্ষর) হরিমোহন ঘোষ রোড, পাহাড়পুর রোড হইয়া]
- ১২ বি— এসপ্লানেড হইতে বড়তলা
[গার্ডেনরীচ অবধি ১২ অক্ষর, আকরা রোড]
- ১৩— মানিকতলা হইতে ডালহৌসী স্কোয়ার
[মানিকতলা মেন রোড, বিডন ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, এস-
প্লানেড (পূর্ব) হইয়া]
- ১৪— উন্টাডাক্স হইতে ডালহৌসী স্কোয়ার
[উন্টাডাক্স মেনরোড, আর, জি, কর রোড, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
গ্রে ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, এসপ্লানেড হইয়া]
- ৩০— শ্রামবাজার হইতে গৌরীপুর—
[বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, দমদম রোড, যশোহর রোড হইয়া]
- ৩০ এ— শ্রামবাজার হইতে সিঁথি
[বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড হইয়া]
- ৩২— এসপ্লানেড হইতে দক্ষিণেশ্বর—
[কাশীপুর ও আলম বাজার হইয়া]
- ৩২ এ— শ্রামবাজার হইতে বরাহনগর
[গ্যুলিক স্ট্রীট, কাশীপুর রোড হইয়া]
- ৩৩— পাইকপাড়া হইতে চৈতলা—
[সার্কুলার রোড, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, তিলকলা, হাজরা-
রোড হইয়া]
- ৩৫— বেলিয়াঘাটা হইতে শিয়ালদহ স্টেশন
[বেলিয়াঘাটা মেন রোড, বেলিয়াঘাটা রোড হইয়া]
- ৩৬— শিয়ালদহ হইতে নারিকেল ডাক্সা
- ৩৮— শিয়ালদহ হইতে মঠপুকুর

- ৭৮— শ্রামবাজার হইতে বারাকপুর
 ৭৮ এ— শ্রামবাজার হইতে বনগাঁ
 ৭৯— শ্রামবাজার হইতে ইতিহাঘাট
 ৭৯ এ— শ্রামবাজার হইতে দমদম (গ্রামোফোন ফ্যাক্টরী)
 ৮০— টালিগঞ্জ হইতে বালিগঞ্জ (গড়িয়া হইয়া)
 ৮০ এ— বালিগঞ্জ হইতে বারুইপুর

রাস্ট্রীয় পরিবহন

২ বি—কালিঘাট হইতে শ্রামবাজার

[কেওড়াতলা, রসা বোড, আগুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী সুরেন্দ্র
 ব্যানার্জি রোড, ওয়েলসলী ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট,
 কণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া)

২ সি—কালিঘাট হইতে শ্রামবাজার

(রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত 'এক্সপ্রেস সার্ভিস'—সকাল ৯-১০;
 বিকাল ৪-১০ মিঃ—৪-৪০ মিঃ, শনি-বিকাল :৩০।)

[কালিঘাট—কেওড়াতলা, রসারোড, চৌরঙ্গী, এসপ্লানেড, ওল্ড
 কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, ডালহৌসী, মিশন রো, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু ভূপেন্দ্র
 বসু এভেন্যু হইয়া ।]

৩ বি—চেতলা—শ্রামবাজার

[ময়ূরপুর রোড, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, আলিপুর জঙ্গ কোর্ট
 রোড, বেকার রোড, ভবানীপুর রোড, ষোয়ার সাকুলার রোড,
 চৌরঙ্গী, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলুটোলা ষ্ট্রীট, মীর্জাপুর ষ্ট্রীট, হারিসন
 রোড, আপার সাকুলার রোড, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, রাজা
 দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, আর জি কর রোড হইয়া]

৮ বি—বাদবপুর--হাওড়া স্টেশন

[লেডি উইলিংডন রোড, গরিয়াহাট রোড, রাসবিহারী এভেন্যু,
 ল্যান্স ডাউন রোড, ষোয়ার ও আপার সাকুলার রোড,
 বিবেকানন্দ রোড, রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, স্ট্রীট রোড হইয়া]

৩২ সি—দক্ষিণেশ্বর—এসপ্লানেড

[আলমবাজার, বরাহ নগর, টফিন রোড, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড,
আপার সাকুলার রোড, আমহাস্ট ট্রাট, বহুবাজার ট্রাট. ডালহৌসী.
ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট হইয়া]

৩৩ এ—বেলিয়াঘাটা (জোড়ামন্দির)—হাওড়া স্টেশন

[বেলিয়াঘাটা মেন রোড, বহুবাজার স্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু,
মিশন রো, ডালহৌসী, কয়লাঘাটা স্ট্রীট, স্ট্র্যাণ্ড রোড হইয়া]

বাসের সংখ্যা

২-২এ—একতলা ৬৫, দোতলা ২১ ;	১১-১১এ—৪২
৩-৩এ—১১০	১২-১২এ/বি—৭৫
৪-৪এ—৫৫	১৩ —১২
৫এ—৫১	৩০-৩০এ—৩০
১০-১০এ—৪২	মোট—৫১৩

সরকারী বাস—

১৩০টি বাস চলাচল করিতেছে।

৩১,৭৮,৮০০ টাকা মূল্যে ১৭৬টি বাস ক্রয় করা হয়। জুসুতি
কারীগণ ২টি বাস সম্পূর্ণ ও ৩৬টি বাস আংশিক ভাবে নষ্ট করিয়া দেয়।

১৯৪৯ সালের মোট আয়—৩১,৭৮,৮৮৬ টাকা।

সরকারী বাস চলাচল ব্যবস্থা হইতে ১৯৪৯-৫০ সালে ১ লক্ষ ৬৫
হাজার টাকা ও ১৯৫০-৫১ সালে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা লাভ হইবে
বলিয়া হিসাবে ধরা হইয়াছে।

বাংলায় লিখুন

বাংলায় কথা বলুন

আরও বেশী বাংলা বই পড়ুন

পশ্চিম-বঙ্গের জেলা বোর্ড

জেলা বোর্ড	চেয়ারম্যানের নাম	আয় (১৯৪৮-৪৯)	ব্যয় (: ১৯৪৮-৪৯)
		টাকা	টাকা
বর্ধমান	জীতেন্দ্রনাথ মিত্র	১১,৭৪,২৪২	—
বীরভূম	পি, পি, আই, বৈষ্ণবনাথন	(আই, সি, এস) ৩,৮১,০৮৩	৪,১৫,২৪৮
বাকুড়া	সুশীলচন্দ্র পালিত	৪,২৪,৪৮৫	—
মেদিনীপুর	মহেন্দ্রনাথ মাহাত	১২,৮৪,৭৩২	১৩,২৫,১২৬
হাওড়া	ডাঃ মণিলাল বসু	৩,০২,২০৩	৩,৮৮,৭৭৪
হুগলী	অতুল্য ঘোষ	৫,০০,৩৪৮	৫,০০,১৭২
২৪-পরগণা	প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০,৪২,২৫১	—
নদীয়া	—	—	—
মুর্শিদাবাদ	সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ	৬,১২,৩০৬	—
পশ্চিম দিনাজপুর	ডাঃ সুশীল রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩,৯৭,৬২৭	২,৯৮,৫৩৬
মালদহ	জ্যোতির্মোহন মিশ্র	৩,০৮,২৫৮	২,৯,১১২
জলপাইগুড়ি	ধীরাজ মোহন সেন	৫,৬৪,২৮২	৪,৭২,৯২৫
দার্জিলিং	এন, রায় চৌধুরী	(আই, সি, এস) ৪,০৫,৩৬৮	৩,৮০,১৪৫

বাংলার শিক্ষক সমাজের একমাত্র মুখপত্র

শিক্ষক

সম্পাদক :

শ্রীমহীতোষ রায়চৌধুরী

চাঁদার হার : বার্ষিক—৪৫০

বাৎসরিক—২৫০

অফিস : ৬১ বালীগঞ্জ প্রেস, কলিকাতা ।

পশ্চিম-বঙ্গের মিউনিসিপালিটি

চেরায়ম্যানের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৪১)	লোকসংখ্যা (বর্তমানে)	আয় (১৯৪৮-৪৯) টাকা ৪২ টা:	ব্যয় (১৯৪৮-৪৯) টাকা ৪২ টা:
প্রণবেশ্বর সরকার	৮.৭৫	৬২,২১০	—	৪,৮০,৫৮৫	৫,০২,২৮৬
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	২	১২,৫৬২	২২,০০০	৮২,১৬২	৪১,৫২০
গিরিজাতৃষণ চট্টোপাধ্যায়	২	—	১৮,০০০	৭৬,২৬৬	৭৪,৭১৫
ডাঃ শঙ্কুকালী তট্টাচার্য	৪	৫,০৬৬	৮,০০০	১৫,৪২২	১০,০৬১
ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ	১.৮৫	২০,৮৩২	—	১,৫২,৮৭৮	১,৫০,৮৪৪
যোগেন্দ্রনাথ তর	৪.২৫	৫৫,২৭২	—	২,৫০,০৩২	—
অমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩.৭	১৫,৮৬৭	—	৮২,১২০	২০,৩৪২
ডাঃ মুকুনীধর ঘটক	৭	৪৬,৬১৭	৭০,০০০	২,১৬,৫৫৭	২,২০,৫৮৭
—	—	২৪,২৬৩	—	—	—
কৃষ্ণমোহন চন্দ্র	৪.৫	১৪,৬৬৭	—	১০,৬১২	১৪,৬৬৭
চাক্রচন্দ্র মিত্র	৪	৬০,০০০	—	২,০০,০০০	—
বঙ্কিমচন্দ্র ভৌমিক	২.৭২	১২,০৭১	—	৫০,৫২৬	৫২,৪০৪
ভবানীরঞ্জন পাণ্ডা	৪	১৭,২২৬	—	৩৭,০০০	—
সুরেন্দ্রনাথ সীতার	৬.৪	৬,৪১১	—	১০,০০০	—
—	—	—	—	—	—

মিউনিসিপালিটি

বর্ধমান
কালনা
কাটোয়া
দাইহাট
রানীগঞ্জ
আসানসোল
সিউড়ি
বাহুড়া
বিষ্ণুপুর
সোণমুখী
মোদিনীপুর
তমলুক
ঘাটাল
চন্দ্রকোণা
রায়জীবনপুর

মিউনিসিপালিটি

চেয়ারম্যানের নাম

আয়তন
(বর্গমাইল)

লোকসংখ্যা
(: ১৯১১)

লোকসংখ্যা
(বর্তমানে)

আয়
টাকা

ব্যয়
(: ১৯১১)

বাংলা বর্ষজিপি

দীরপাই

ওয়ার

হুগলী-চুঁচুড়া

বানবেড়িয়া

শ্রীরামপুর

বৈষ্ণবটি

চাপদানি

ভদ্রেশ্বর

রিষড়া

কোন্নগর

কোঁতরং

উত্তরপাড়া

আরামবাগ

হাওড়া

বালি

কাঁচড়াপাড়া

—

—

অবনীনাথ নন্দী

বোমকেশ মজুমদার

কানাইলাল গোস্বামী

হৃদয়কৃষ্ণ চৌধুরী

বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃসিংহ দাস বসু

হুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৈয়দ ফরমান আলি

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়

—

৪,৪০০

—

৬

৩৫

৫

২

২৫

২৫

১৬৭

২

৭০

৭৫

১০১৮

৩০৬

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

১১

মিউনিসিপ্যালিটি

চেষ্টারম্মানের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৪১)	লোকসংখ্যা (বর্তমানে) (১৯৪৮-৪৯)	আয় টাকা	ব্যয় (১৯৪৮-৪৯) টাকা
হালিসহর	—	—	২৫,৮০৪	—	—
নৈহাটি	এন, সি, কর বি, সি, এস	১.৬৮	৪২,২০০	৩,৩৫,৬০০	৩,২৫,২০০
ভাটিপাড়া	মণিমাহন মুখোপাধ্যায়	৪.৬২	১,১৭,০০০	২,০০,০০০	৬,১০,৮১০
গারুলিয়া	মেজর এস কে, বানার্জি আই, এ এস	১.৫	২০,১৫০	—	৭৭,৮২৩
উত্তর বারাকপুর	গোষ্ঠীবিকারী মণ্ডল	৩.৫	২৬,২৬৬	৭০,০০০	১,০০,৪৬৪
বারাকপুর	পাঁচুগোপাল সান্থা	৪.৫	২১,৭২৩	—	২৬,১৫৭
টিটাগড়	রঘুনন্দন প্রসাদ গুপ্ত	১.০৫	৫৭,৬১৪	২০,০০০	১,২০,৪৩৭
খড়দহ	—	—	২,৫৬৮	—	—
পানিহাটি	—	—	৪০,০০০	—	—
কামারহাটি	আমিতানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	—	৪৫,০০০	—	—
বরাহনগর	দীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩	৫৪,৫০০	২০,০০০	৫,৬৫,৫১০
উত্তর দমদম	বাহার আলি আমেদ	৫	৫,২৭৪	—	১২,০০০
দক্ষিণ দমদম	প্রফুল্লকুমার গুহ	৫.২৮	২৫,৮৩৭	৪৫,০০০	২,৬৬,৭২৯
দমদম	কামতান্যথ তেওয়ারী	১	১০,০০০	১২,০০০	১,৬০,০০০
টালিগঞ্জ	নিরঞ্জন ঘোষাল	৮	৫৮,৫২৪	—	৫,৬১,৭৪২
সাউথ সুবান	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২.২৫	৬৩,৩৪১	১,২৫,০০০	২,৫২,৪২৭

মিউনিসিপ্যালিটি

চেয়ারম্যানের নাম

আয়তন

(বর্গমাইল)

(লোকসংখ্যা)

আয়

বায়

বাংলা বর্ষলিপি

বজবজ

রাজপুর

বাকুইপুর

জয়নগর-মজিলপুর

নার্ভেনরীচ

বারাসত

গোবরডাঙ্গা

বাদ্রিয়া

বসিরহাট

টাকী

কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ

শান্তিপুর

রাণাঘাট

বীরনগর

চাঁদহ

পণ্ডিত রামচন্দ্র আয়ার্থ

শিবদাস ভট্টাচার্য

শৈলেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী

সুধীরকৃষ্ণ দত্ত

এস, এম, আবদুল্লা

শিশিরকুমার বসু

কালীচরণ দাস

বিজয়মাধব হালদার

সুধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রতীপচন্দ্র ষাষ

নৃসিংহপ্রসাদ সবকার

শটীন্দ্রমোহন নন্দী

শশীভূষণ খান

শিশিরকুমার মজুমদার

সুবোধচন্দ্র মিত্র

রাধারঞ্জন ষাষ

মিউনিসিপ্যালিটি	চেয়ারম্যানের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (১৯৪১)	লোকসংখ্যা (বর্তমানে) (১৯৪৮-৪৯)	আয় টাকা	ব্যয় (১৯৪৮- ৪৯) টা:	২৬
বহরমপুর	মনোরঞ্জন সেন	৬.৫	৪১,৫৫৮	৭০,০০০	৩,৩৫,৬১২	৩,০২,৮৪০	
মুর্শিদাবাদ	—	—	১১,৪২৮	—	—	—	
জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	কালীনারায়ণ সিংহ	৪.৩৩	১৫,২২৩	—	৫৬,২৫৬	—	
কাঁদি	বিজয়েন্দ্র নারায়ণ রায়	৫	১৬,৬৫২	—	৩২,৭০৬	৩২,০৭৩	
জল্লাপুত্র	মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়	৩.১	১৬,২২২	—	৪০,০০০	—	
ধুমিয়ান	দ্বীপেন্দ্রনাথ রায়	৪	১২,৬১৩	—	২৩,১৬২	১৫,০০০	
জলপাইগুড়ি	সত্যেন্দ্র প্রসাদ বসু	৩.৮২	২৭,৭৬০	৬০,০০০	২,১২,১৭৮	২,২০,৭৬৮	
ইংরাজবাজার	মনোমোহন সাহা	১.৭২	২৩,৩৩৪	—	—	—	
পুরাতন মাদহ	আনন্দচরণ পোদ্দার	১.২৫	৩,৮৪৫	—	১৫,৩৭৬	—	
দাক্তিনিং	এন, রায় চৌধুরী (ডেপুটি কমিশনার)	৪.০৮	২৫,৭৭৩	—	১১,৭২,৫০০	৭৪,০৬,৮৭১	
কার্সিং	ডি, বি, ছেলী	২	৮,৫০০	—	১,৩০,০০০	—	
কালিঙ্গাং	এম, সি, প্রধান (মহকুমা হাকিম)	২.০৭	১০,১১২	১২,৮০০	১,৮৭,৩১৬	১,০৬,৬১৮	

বাংলা বর্নানিধি

ভারতীয় ডাক-বিভাগ

ভারতের ডাকঘরের সংখ্যা (৩১.৩ ৪৯)—২০.৫১৭

সহরে : ৩,৮৪২

গ্রামে : ১৬,৬৭৫

১৯৭৮-৪২ সালে ৩.৭৫৩টি (৩,১১৩টি গ্রামে ও ৬৪০টি সহরে)
ডাকঘর পবীক্ষামূলকভাবে খোলা হয় ।

১৯৪৮-৪৯

বিভিন্ন ডাকঘরগুলি হইতে ২২৬৪০ লক্ষ পোস্টকার্ড, খাম ও
রেজিষ্টার্ড চিঠি, পার্শেল প্রভৃতি বিলি করা হয় ।

১৫০ কোটি টাকার ৪৪৯ লক্ষ মণি-অর্ডার বিলি করা হয় ।

ভি-পি বাবদ ৩৭ কোটি টাকা আদায় করা হয় ।

উপর্যুক্ত ঠিকানা বিহীন চিঠিপত্র প্রভৃতির সংখ্যা—১,৫৫,১৩,০০০

২২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ত্রাণনাল সেভিংস সার্টিফিকেট
বিক্রয় হয় ।

বিমান-ডাকের পথ ব্যতীত অগ্র উপায়ে ১,৩৮,২২৪ মাইল পথে ডাক
যাতায়াত করে। এই পথের শতকরা ২ ভাগ রেলপথ, ২২ ভাগ
মোটর পথ, ৪৯ ভাগ পায়ে-হাঁটা-পথ ও অবশিষ্ট ৩ ভাগ ঘোড়া, নৌকা,
প্রভৃতির পথ ।

ডাক-বিভাগের আয়—ব্যয় (১৯৪৭-৪৯)—

আয় ২৯,৪৭,৬৭,৫২৬ টাকা

ব্যয় ২৬,৮৮,২১,২৩৪ "

উদ্ধৃত ২,৫৮,৭৬,২৯২ "

মানব জাতির কল্যাণ হারাই আমি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার
চেষ্টা করিতেছি । ঈশ্বর উদ্ভাসকাশে বা পৃথিবীর অন্তঃস্থলে বাস করেন
না । তিনি প্রতি মানুষের মধ্যেই বিরাজমান ।

—মহাত্মা গান্ধী

ডাক মাণ্ডুল

ভারতে বিলি করার জন্য ডাক মাণ্ডুলের হার

‘পোস্টকার্ড’—একখানি—৩ পয়সা; রিপ্লাই—দেড় আনা।
স্থানীয় বিলির জন্য—পোস্টকার্ড ২ পয়সা। [উপযুক্ত টিকিট না
লাগাইয়া পোস্টকার্ড পোস্ট করিলে উহা নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।]

খাম—২ আনা (১ তোলায় অনধিক); অতিরিক্ত প্রতি তোলা
বা অংশের জন্য—১ আনা। স্থানীয় বিলির জন্য—খাম ১ আনা।
[টিকিট না লাগাইয়া চিঠি পোস্ট করিলে কমতি টিকিটের দ্বিগুণ মাণ্ডুল
আদায় করা হয়।]

বুক প্যাকেট ও নমুনা প্যাকেট ৫ তোলায় অনধিক—৩
পয়সা; অতিরিক্ত প্রতি আড়াই তোলা বা অংশের জন্য—১ পয়সা।

পার্শেল—১০ তোলায় (৩ সের) অনধিক - ৬ আনা; অতিরিক্ত
প্রতি ৫০ তোলা বা অংশের জন্য—৬ আনা। [১৩ সেরের অধিক
ওজনের পার্শেলের রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। ১০ সের ওজনের
অধিক পার্শেল পাঠান হয় না।]

রেজিষ্ট্রেশন—পোস্টকার্ড, খাম, পার্শেল প্রভৃতির বেজিষ্ট্রেশন
মাণ্ডুল ৪ আনা; প্রাপ্তি-রসিদ পাইতে হইলে অতিরিক্ত ১ আনা দিতে
হয়।

ইনস্যুরেন্স—রেজিস্টার্ড চিঠি, পার্শেল ইত্যাদি ৩,০০০ টাকা
মূল্য পর্যন্ত ইনসিওর করা যাইতে পারে। শাখা পোস্টাফিসে ৬০০
টাকার অধিক করা যায় না। মাণ্ডুলের হার—১০০ টাকা পর্যন্ত—
৪ আনা; ১০০ টাকার অধিক ও ২০০ টাকা পর্যন্ত—৫½ আনা; ২০০
টাকার অধিক ও ৩০০ টাকা পর্যন্ত—৮ আনা; ৩০০ টাকার অধিক
অতিরিক্ত প্রতি ১০০ টাকা বা অংশের জন্য, ১,০০০ টাকা পর্যন্ত—
২ আনা; ১,০০০ টাকার অধিক অতিরিক্ত প্রতি ১০০ টাকা বা
অংশের জন্য—১ আনা।

মানি-অর্ডার—প্রতি ১০ টাকা বা অংশের জন্ম কমিশন—২ আনা
[৬০০ টাকা পর্যন্ত পাঠান যায় ।]

টেলিগ্রাফ মানি-অর্ডার - সাধারণ মানি-অর্ডারের কমিশন.
টেলিগ্রামের মাণ্ডল ও অতিরিক্ত শুদ্ধ ২ আনা ।

ভারতীয় পোস্টাল অর্ডার—৮ আনা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত
মূল্যের পোস্টাল অর্ডার পাওয়া যায় । প্রত্যেক অর্ডারের মাণ্ডল -
১ আনা ।

এক্সপ্রেস ডেলিভারী পোস্টকার্ড, খাম ও বুক প্যাকেট পাঠান
যাইতে পারে—ইহা টেলিগ্রামের অনুকূপ তৎপরতার সহিত বিলি
করা হয় । মাণ্ডল - ২ আনা ।

বিমান ডাক মাণ্ডল—বর্তমানে খাম ও পোস্টকার্ড যথাসম্ভব
বিমান ডাকে প্রেরণ করা হয় - সেজন্য ভাবে বিলি হইবে একরূপ
খাম ও পোস্টকার্ডের জন্ম অতিরিক্ত ডাক মাণ্ডল লাগিবে না । প্যাকেট
বা সংবাদ পত্রে প্রতি তোলা বা অংশের জন্ম অতিরিক্ত ১ আনা ও
মানি-অর্ডারে প্রত্যেক অর্ডারে অতিরিক্ত ১ আনা মাণ্ডল লাগিবে ।
পার্শ্বের উপর প্রথম ৫০ তোলা বা অংশের জন্ম অতিরিক্ত ৮ আনা
মাণ্ডল লাগিবে । [খাম ও পোস্টকার্ডের উপর, নীল বংয়ের বিমান
ডাকের লেবেল লাগাইতে হইবে না ।]

বিদেশী ডাক মাণ্ডলের হার

এডেন, সিংহল, নেপাল, পাকিস্তান ও পূর্বাঙ্গ ভারতের ডাক
মাণ্ডলের হার ভারতীয় হারের অনুরূপ ।

পোস্টকার্ড—একখানি—২ আনা ; রিপ্লাই—৪ আনা ।

খাম—৩১ আনা (১ আউন্সের * অনধিক) ; অতিরিক্ত প্রতি
আউন্স বা অংশের জন্ম ২ আনা ।

ছাপা কাগজ—প্রতি ২ আউন্স বা অংশ ৩ পয়সা ।

ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজ-পত্র—১০ আউন্সের অনধিক ৩½ আনা। অতিরিক্ত প্রতি ২ আউন্স বা অংশ ৩ পয়সা।

নমুনা-প্যাকেট—৪ আউন্সের অনধিক—১½ আনা; অতিরিক্ত প্রতি ২ আউন্স বা অংশ—৩ পয়সা।

ইন্সুরেন্স—প্রতি ১৪ পাউণ্ড বা ২০০ টাকা মূল্যের উপর মাশুল ৫½ আনা।

নিম্নান ডাক মাশুল

পাকিস্থানে চিঠি বিলি করিবার জন্ম খাম—প্রতি তোলা বা অংশের জন্ম অতিরিক্ত ১½ আনা, পোস্টকার্ড প্রতিটির জন্ম অতিরিক্ত ৩ পয়সা প্যাকেট বা সংবাদপত্র—প্রতি তোলা বা অংশের জন্ম অতিরিক্ত ১½ আনা; মানি-অর্ডার প্রতি অর্ডারের জন্ম অতিরিক্ত ১½ আনা।

সিংহলে চিঠি বিলি করার জন্ম—খাম—প্রতি তোলা বা অংশের জন্ম ১ আনা; পোস্টকার্ড—প্রতিটির জন্ম অতিরিক্ত ২ পয়সা; প্যাকেট বা সংবাদপত্র—প্রতি তোলা বা অংশের জন্ম অতিরিক্ত ১ আনা। মানি-অর্ডার—প্রতি অর্ডারের জন্ম ১½ আনা।

ব্রহ্মদেশ—ডাকমাশুলসহ—পোস্টকার্ড—৩ আনা; চিঠি বা প্যাকেট (প্রতি ২ আ:)—৬ আনা।

ইন্দোচীন, হংকং, ইরাণ, ইরাক, মালয় এডেন	} ডাকমাশুল সহ
প্যামোন্টাইন, মোদী—আরব, শ্রাম, তুরস্ক,	
সিরিয়া, মিশর, এলবেনিরা, বুর্গেরিয়া, গ্রীস.	
ইটালি, মান্টা, যুগোস্লাভিয়া।	
	} আনা; খাম বা
	} আ:)—১০ আনা।

অস্ট্রেলিয়া, জাম্বিবার, আয়ার,	} ডাকমাশুল সহ—পোস্টকার্ড—৪
গ্রেটব্রিটেন, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড,	
ফ্রান্স।	
	} আনা, খাম বা প্যাকেট (প্রতি

নিউজিল্যান্ড, গায়াম, জাপান, কোরিয়া,	}	ডাকমাণ্ডুল সহ—পোষ্ট কার্ড—৫ আনা ; খাম বা প্যাকেট (প্রতি ২ আঃ)—১৪ আনা ।
অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া,		
ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, জিব্রাল্টার		
হল্যান্ড, হাঙ্গেরী, লুক্সেমবার্গ, পোল্যান্ড,		
পোর্টুগাল, রুম্যানিয়া, স্পেন, সুইডেন,		
সুইটজারল্যান্ড, রাশিয়া ।		
চীন, ক্যানাডা, ব্রাজিল, চিলি, আমেরিকা	}	ডাকমাণ্ডুল সহ—পোষ্ট- কার্ড—আট আনা খাম বা প্যাকেট [প্রতি ২ আঃ]—১টাকা ২ আনা ।
যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টাইন ।		

টেলিগ্রামের হার

টেলিগ্রামের হার	ভারতে বিলি হইলে	পাকিস্থানে বিলি হইলে
	এক্সপ্রেস সাধারণ	এক্সপ্রেস সাধারণ
প্রথম ৮টি বা কম	১৫০	৮০
সংখ্যক শব্দ		
অতিরিক্ত প্রতি শব্দ	৮০	৮০

প্রত্যেক অর্ডিনারী টেলিগ্রামে ১ আনা ও এক্সপ্রেস টেলিগ্রামে ২ আনা অতিরিক্ত শুদ্ধ দিতে হয় ।

[অর্ডিনারী টেলিগ্রামে অপেক্ষা এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম তাড়াতাড়ি যায় এবং দিবারাত্রেই যে কোন সময়ে ইহা বিলি করা হয় । ছুটির দিনে অর্ডিনারী টেলিগ্রাম গ্রহণ করা হয় না ।]

ওজন, মাপ, অর্থ ইত্যাদি

ভারতীয় বাজার ওজন

৪ সিকি	=	১ তোলা
৫ সিকি	=	১ কাঁচা
৪ কাঁচা	}	= ১ ছটাক
বা ৫ তোলা		
৪ ছটাক	=	১ পোয়া
১৬ ছটাক	=	১ সের
৪০ সের	=	১ মণ

দৈর্ঘ্যের মাপ

১২ ইঞ্চি	=	১ ফুট
১৮ ইঞ্চি	=	১ হাত
২ হাত	=	১ গজ
৩ ফুট	=	১ গজ
১৭৬০ গজ	=	১ মাইল
১৮ ফার্লং	=	১ মাইল

সূক্ষ্ম ওজন

৪ ধান	=	১ রতি
৮ রতি	=	১ মাসা
১২ মাসা	=	১ তোলা

জমির মাপ

৫ বর্গগজ	=	১ ছটাক
১৬ ছটাক	=	১ কাঠা
২০ কাঠা	=	১ বিঘা
৩ বিঘা ৮ ছটাক	=	১ একর
১২৬৬ বিঘা	=	১ বর্গমাইল

কাপড়ের মাপ

৩ যব	=	১ অঙ্গুলী
৩ অঙ্গুলী	=	১ গিরা
১৮ গিরা	=	১ হাত
১২ হাত	=	১ গজ
২১ ইঞ্চি	=	১ গিরা
১৬ গিরা	=	১ গজ

সময়ের মাপ

৬০ অনূপল	=	১ বিপল
৬০ বিপল	=	১ পল
৬০ পল	=	১ দণ্ড
৭২ দণ্ড	=	১ গ্রহর
৮ গ্রহর	=	১ দিন
৭ দিন	=	১ সপ্তাহ
৩৫ দিন	=	১ বৎসর

৩৬৬ দিন	=	{ ১ অধি-বৎসর (দ্বিপ্-ইয়ার)
৬০ সেকেন্ড	=	১ মিনিট
৬০ মিনিট	=	১ ঘণ্টা
২৪ ঘণ্টা	=	১ দিন

ইংরাজী অর্থ

৪ ফার্মিং	=	১ পেনি
১২ পেনি	=	১ শিলিং
২০ শিলিং	=	১ পাউণ্ড

ভারতীয় অর্থ		২৮ পাউণ্ড = ১ কোয়ার্টার
৪ কড়া = ১ গণ্ডা		৮ কোয়ার্টার = ১ হন্দর
৫ গণ্ডা = ১ বুড়ি বা পয়সা		২০ হন্দর = ১ টন
৪ বুড়ি বা ২০ গণ্ডা = ১ পণ বা আনা	১৪ পাউণ্ড = ১ ষ্টোন	
৪ পণ = ১ চোক বা সিকি	১ টন = ২৭'৩ মণ	
৪ চোক = ১ কাহন বা টাকা	৮২ পাউণ্ড = ১ মণ	
১ কড়ি = ৩ ফ্রান্সি = ৪ কাক		
৫ তাল = ৭ দাঁপ = ৯ দস্তি	তরল পদার্থের মাপ (ইংরাজী)	
২৭ যব = ৪৮০ তিল।	৪ গিল = ১ পাইট	
ইংরাজী ওজন	৪ পাইট = ১ কোয়ার্ট	
১৬ ড্রাম = ১ আউন্স	৩৬ গ্যালন = ১ ব্যারেল	
১৬ আউন্স = ১ পাউণ্ড	১ গ্যালন জলের ওজন ১০ পাউণ্ড	

বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের হার

১ ডলার (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) = ৪ টাকা—১২ আনা—২ পাই
১ সেন্ট = $\frac{১}{১০০}$ ডলার = ৯ পাই
১ পাউণ্ড (ব্রুটেন) = ১৩ টাকা—৫ আনা—৪ পাই
১ শিলিং = $\frac{১}{২০}$ পাউণ্ড = ১০ আনা—৮ পাই
১ মার্ক (জার্মানি) = ১ টাকা—২ আনা—১৬ পাই
১ ফ্রাঙ্ক (ফ্রান্স) = ২৩ পাই
১ রুবল (রাশিয়া) = ১৫ আনা—৩ পাই
১ ডলার (কানাডা) = ৪ টাকা—৪ আনা—৭ পাই

কাগজের মাপ

ফুলস্ক্যাপ	১৬ $\frac{১}{২}$ " X ১৩ $\frac{১}{২}$ "	মিডিয়াম	২৩" X ১৮"
ডবল "	১৬ $\frac{১}{২}$ " X ২৭"	রয়াল	২৬" X ২০"
ডিমাই	১৮" X ২২"	সুপার রয়াল	২৬ $\frac{১}{২}$ " X ২০ $\frac{১}{২}$ "
ডবল "	৩৬" X ২২"	ইম্পিরিয়াল	৩০" X ২২"
ডবল ক্রাউন	৩০" X ২০"		

ভারতের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র

কেন্দ্র	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (মিটার)	কেন্দ্র	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (মিটার)
দিল্লী	৩৩৮'৬	৪ মাদ্রাজ	২১১'৩
	১৩'২৫, ১৬'০৩		৩১'৩০, ৭১'৩২
	১৬'৮২, ১৯'৫৪		৬০'২৮
	১৯'৬২, ১৯'৭৪	৫ লক্ষৌ	২৯৩'৫
	১৯'৭৯, ১৯'৮৩	৬ ত্রিচিনপল্লী	৩২১'৮
	২৫'২৭, ২৫'৩২	৭. জলন্ধর	২২৫'০
	২৫'৩৬, ০৫'৪৫	৮ পাটনা	২৬৫'৩
	৩১'০২, ৩১'১৫	৯. কটক	২২১'৪
	৩১'৩০, ৪১'১৫	১০. অমৃতসর	২২৯'৯
	৪১'২৭, ৪৮'২৭	১১. শিলং	২০৫'৪৮
	৪৯'১০, ৮৫'৪৮	১২. গোহাটি	৩৮৪'৬
বোম্বাই	২৪৩'৭	১৩. নাগপুর	২৩২'৬
	৩১'৪০, ৭০'৪৪	১৪. বিজয়ওয়াড়া	৩৫৭'১
	৬১'৪৮	১৫. বরোদা	২৫০'০
কলিকাতা	৩ ০ ৭	১৬. ধারোয়ার	
	৩১'৪৮, ৪১'৬১	১৭. আমেদাবাদ	
	৪৯'২২, ৬১'৯৮		

১১ ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতের কেন্দ্রসমূহেব জুতা প্রায় ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

ভারতে রেডিও লাইসেন্সের ফী বাবদ মোট আয় হয়—

১ ১৯৪৫-৪৬—২২,৯৯,৪০৩ টাকা ; ১৯৪৬-৪৭—২৮,৫৭,৪৭৭ টাকা ;

২ ১৯৪৭-৪৮—৩৬,০০,৬১৩ টাকা।

২১ ১৯৪৮ সালের শেষে বে-সরকারী রেডিও-লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল ৭,৭৬১।

২২ (১৯৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)

পূর্ব-ভারতের ও পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন শহরের বৃষ্টিপাত ও তাপ

এলাকা	শহর	বার্ষিক গড়ে মোট বার্ষিকপাত	বার্ষিক গড়ে সর্বোচ্চ তাপ	সর্বোচ্চ তাপের রেকর্ড	বার্ষিক গড়ে সর্বনিম্ন তাপ	সর্বনিম্ন তাপের
আসাম	চেরাপুঞ্জি	৪২°২৩	৬৮°২	৮৭	৫৭°৬	
	গৌহাটি	৬৩°৪৬	৮৪°৭	১০৪	৬৬°৬	
	শিলং	৮৪°৬৪	৬২°২	২০	৫৩°৫	
	তেজপুর	৭২°৬২	৮৩°৭	১০১	৬৭°২	
পশ্চিম বাংলা	বহরমপুর	৫৪°৬০	৮৮°০	১১৫	৬২°০	
	বধমান	৫২°৬২	৮২°০	১১৫	৭০°২	
	কলিকাতা	৬২°২৮	৮৮°৫	১১১	৭০°২	
	দার্জিলিং	১২৬°৪২	৫৮°৬	৮০	৪৭°২	
	জলপাইগুড়ি	১২৮°৬৩	৮৪°৬	১০৪	৬৬°৪	
	কৃষ্ণনগর	৫৭°০৬	৮৮°৭	১১২	৬৮°৮	
	চট্টগ্রাম	১০৭°৬৩	৮৫°১	১০২	৬২°৩	
পূর্ব বাংলা	কুমিল্লা	২৪°৩৩	৮৬°৪	১০৭	৬৮°৮	
	ময়মনসিংহ	২১°৪৮	৮৫°৩	১০৮	৬৮°২	
	নারায়ণগঞ্জ	৭৩°৭২	৮৬°৫	১০৬	৭০°৫	
	গয়া	৪৬°৭৩	৮২°০	১১৭	৬৭°৪	
বিহার ও ছোটনাগপুর	জামসেদপুর	৫০°৫১	২০°২	১১৭	৬৮°৫	
	পাটনা	৪৬°৬২	৮৭°৬	১১৫	৬৮°২	
	রাঁচি	৫৮°১১	৮৪°১	১১০	৬৫°৩	
	কটক	৫২°২৭	২০°২	১১৮	৭২°২	
উড়িষ্যা	পুরী	৫৩°৬৬	৮৬°১	১০৮	৭৪°৮	
	সম্বলপুর	৬৫°৭৬	২০°৫	১১৭	৬২°৬	

নভাঙ্গা	শহর	বার্ষিক গড়ে মোট বারিপাত	বার্ষিক গড়ে সর্বোচ্চ তাপ	সর্বোচ্চ তাপের রেকর্ড	বার্ষিক গড়ে সর্বনিম্ন তাপ	সর্বনিম্ন তাপের রেকর্ড
৳রপ্রদেশ	এলাহাবাদ	৪১'৮২	৯০'১	১২০	৬৬'৪	৩৪
	কাশী	৫০'৯৭	৮৯'৬	১১৭	৬৬'৮	৩৫
	কানপুর	৩৫'২১	৮৯'০	১১৭	৬৬'০	৩৩
	লক্ষৌ	৪০'১২	৮৯'৭	১১৯	৬৬'০	৩৪
মত	গিয়াংটসি	১০ ৭৬	৫৬'৯	৮৯	২৭'০	২০
দ্বীপ	পোট রেয়ার	১২৩ ৩৩	৮৪'৯	৯৩	৭৩'৫	৬২

কলিকাতার তাপ ও বৃষ্টিপাত

আলিপুর আবহাওয়াবিজ্ঞানাগারের কয়েকটি 'রেকর্ড'

১৮ তাপ—১১১'৩ ডিগ্রি (ফাঃ)—৩১ মে ১৯২৪

নম্ন তাপ—৪৪'৪ ডিগ্রি (ফাঃ)—২০ জানুয়ারী ১৮৯৯

র বেগ—ঘণ্টায় ৮০ মাইল—১ মে ১৯৪৬

” ৭৩ ” —১৮ মে ১৯৩৪

” ৭১ ” —১৬ এপ্রিল ১৯৩৫

১ক বৃষ্টিপাত —সর্বোচ্চ ৮৯'৩ ইঞ্চি—১৯০০

১৭৮-১৯৩৫) সর্বনিম্ন ৩৫'৮ ” —১৯০৫

ধারে বৃষ্টিপাত—১ ঘণ্টায় ৩'৫ ইঞ্চি—২২ জুলাই ১৯২৬

১ ৪০ মিনিটে ৩'২৫ ” —৬ মে ১৯২৮

১৭ ৩০ মিনিটে ২'২ ” —২১ জুন ১৯৩৯

২ক বৃষ্টিপাত —১৪'৫ ইঞ্চি—২০ সেপ্টেম্বর ১৯০০

১৭১-১৯৩৫) ১১'৯ ” —১৮ জুন ১৯২৮

পশ্চিম-বঙ্গে জেলা-সমূহে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (ইঞ্চিতে)

জেলা	জানুয়ারী	মার্চ	মে	জুন	জুলাই	সেপ্টেম্বর	নভেম্বর	বার্ষিক
২৪ পরগণা	৪.০	৪.৫	৩.৩	৪.৫৫	৩.৩৫	৪.২	২.০	৬৩.৬
নদীয়া	৪.০	৩.৫	৪.৩	৫.২	২.২	৫.৫	৬.০	৫০.৩
মুর্শিদাবাদ	৪.০	৫.০	৫.৮	৫.২	৪.৫৫	৫.৫	৬.০	৫৩.৩
বর্ধমান	৪.০	৫.০	৫.৩	৫.২	৩.৫৫	৫.৫	৪.০	৬.৭৪
বীরভূম	৪.০	৫.০	৫.৩	৫.২	৩.৫৫	৫.৫	৪.০	৬.৭৪
বাঁকুড়া	৩.০	৫.০	৫.৩	৫.২	৩.২৫	০.৬	৬.০	৫৫.৩
মেদিনীপুর	৪.০	২.৫	৩.৪	৪.০৫	০.৩৫	০.২	২.০	৩২.৩
হুগলী	৩.০	০.৫	৩.৩	৫.২	৬.৫৫	৩.৭	৫.০	৫৬.৩
হাওড়া	৪.০	৪.৫	৩.৩	৫.৫৫	৩.৩৫	৬.৭	৬.০	৫.৭
পশ্চিম দিনাজপুর	৪.০	৬.০	৬.৩	৭.৫৫	০.৪৫	৩.৫৫	৪.০	৩৬.৬
জলপাইগুড়ি	৩.০	৫.৫	৭.৫	০.৩৩	৫.৩৩	৪.৩২	৬.০	৩৪.৩৫
দাক্ষিণিণ	৩.০	৬.৫	৩.২	৪.৩২	৩.৫৩	৫.৭৫	৬.০	৭৫.২৫
মালদহ	৩.০	৬.০	৭.৪	৪.০৫	৫.০৫	৩.৫৫	৪.০	৬৫.২৩
গাভর বৃষ্টিপাত	৪.০	৫.৫	০.৬	০.৩৫	৩.৩৫	৬.০৫	৬.০	৫৫.৩

শিক্ষকা

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারী স্থাপিত হয়। প্রথমে ইহা মাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল কিন্তু বর্তমানে একটি বিরাট শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু, পালি, ইংরাজী, ফরাসী, বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, চারুকলা, ভূগোল, বাণিজ্য গণিত, ফলিত গণিত, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞা, আইন, মনোবিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, সংখ্যা-বিজ্ঞান, ভূ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৯১৪ সালের শ্রাব আশ্বিনে মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এবং শ্রাব তারকনাথ পালিত ও শ্রাব রাসবিহারী ঘোষের অমুকুল্যে সায়েন্স কলেজে (বিজ্ঞানকলেজ) প্রতিষ্ঠা হয়।

গত বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে ৫৫ ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১,৭৮৪, কলা বিভাগে গবেষণাকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০ ; স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ৪৭৬; এই বিভাগে গবেষণাকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৪০। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল ৩২।

ভারত বিভাগের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২,৩০২, ; কলেজের সংখ্যা ছিল ১২২। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৭ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭২৫। বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৪৭টি স্থায়ী ও ৪৪৮টি সাময়িক অনুমোদিত ছিল। বর্তমানে অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক হাজারের উপর ও কলেজের সংখ্যা

৮৭। ১৯৪৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২২,৬০০ ও ১৯৪৯ সালে ইহা বাড়িয়া ৩০,০০০ হয়। ১৯৪৯ সালে বি, এ ও বি, এস-সি পরীক্ষায় ৫,৫০০ জন পরীক্ষার্থী যোগদান করে। ১৯৪৮ সালে মোট ২৫০০ ছাত্র ও ৩৫০ ছাত্রী বিভিন্ন ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২,৫০০।

বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—চারু চন্দ্র বিশ্বাস; রেজিস্ট্রার—সতীশচন্দ্র ঘোষ (অস্থায়ী); বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পুস্তকের সংখ্যা দুই লক্ষের অধিক।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৮৫৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—মাননীয় বিচারপতি এল এইচ ভাগবতী। রেজিস্ট্রার—এন্, আর ডোঙ্গারকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা কলা ১, বিজ্ঞান ১, কলা বিজ্ঞান মিলিত—২২, বাণিজ্য ৭, ট্রেনিং কলেজ—৩, কৃষি ২, ইনজিনিয়ারিং ৫, টেকনলজি—১, পলিটেকনিক ১, আইন ৪, মেডিক্যাল ৬, স্নাতকোত্তর ১৬। ১৯৪৯-৫০ সালের আয় ২৩,২৪,৩১৪ টাকা, ব্যয়—২৫,৫৭,০১৬ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ২০,০০০।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৮৫৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—দেওয়ান বাহাদুর এ, লক্ষণস্বামী মদলিয়র। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩১ হাজারের অধিক।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৮৮৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য; রেজিস্ট্রার—ডাঃ এস, পি, বর্মণ। ১৯৪৮ সালে বিভিন্ন বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—বি, এ—৬১৮; এম, এ—২৫২; বি, এস-সি—১৪৬; বি, এস-সি (র‍্যাগ)—২৬; বি, এস-সি (র‍্যাগ-ইঞ্জিনিয়ারিং)—৬; বি এস সি (মহিলাদিগের জন্য বিশেষ) ২; এম, এস-সি—৭০; বি, কম—

১৩৮ ; এম, কম—৪২ ; এম, এড্—২ ; এল-এল বি—১৭২ ; এল-এল, এম—১ । বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১,২৫,৫২২ ।

গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১২০২ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—অধ্যাপক ইন্দ্র বিজ্ঞাবাচস্পতি ; রেজিস্ট্রার—অধ্যাপক ভগীশ্বর বিজ্ঞানদার । স্বামী প্রদ্বানন্দ ভারতের প্রাচীন আদর্শে শিক্ষাদানকল্পে এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন । বার্ষিক ব্যয়—প্রায় ২ লক্ষ টাকা । ১২৪৮ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় ৭৫ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয় ।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯১১ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য ; রেজিস্ট্রার—পণ্ডিত জি, পি, মেহতা । ১২৪৭ সালের মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪,৮৭২ তন্মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ২২ । ১২৪৬ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—ডি-লিট—১ ; ডি, এস-সি—১ ; পি-এইচ, ডি—২ ; বেদাচার্য—৩ ; শাস্ত্রাচার্য—১৩ ; বেদশাস্ত্রী—৩ ; কর্মকাণ্ড শাস্ত্রী—৮ ; শাস্ত্রী—২২ ; আয়ুর্বেদাচার্য—৩০ ; এম, এ—১০৬ ; এম, এস-সি—২০ ; এম, ফার্ম—৪ ; বি, এস সি (সাধারণ)—৪৩ ; বি, এস-সি (বিভিন্ন বিষয়ে)—১০৭ ; এল-এল, বি—১৯ ; বি, টি—৮৭ ; বি, এ—১৮৩ ; বি, কম—৩৭ ; বি, এস-সি (ইঞ্জিনিয়ারিং)—১০৭ । ঠিকানা—বানারস (উত্তর প্রদেশ) ।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯১৬ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—আর, কস্তুরী রাজা চেট্টি ; রেজিস্ট্রার—টি, সিদ্ধিলিঙ্গ দেবাক । ১২৪৮-৪৯ সালের আয় ৫০,০২,২৩০ টাকা ; ১২৪৭ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—এম, এ—২৭ ; এম, এস-সি—২৬ ; বি, এ

১২৪৮ সালের নভেম্বর হইতে ১২৪৯ সালের অক্টোবর—এই ১ বৎসরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ৩,৯৬,৯২৯টি বেতার (রেডিও) লাইসেন্স দেওয়া হয় । ইহার মধ্যে ১,৪৬,৮২৭টি নূতন লাইসেন্স ও ২,১০,০০২টি পুরাতন লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ।

(অনাস')—৪ ; বি, এস-সি (অনাস')—৩৫ ; বি, টি—৩২ ; বি ই—
১৫৪ এম, বি, বি, এস—২৩ ; বি, এ—৩০৮ ; বি, এস সি—৩০৬ ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান—১৪ ; অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান—৮ ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংখ্যা—প্রায় ৫০ হাজার ।

শ্রীমতি নাথি বাজি দামোদর থাকাল্গে মহিলা বিশ্ব-
বিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯১৬ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—
শ্রীমতী সারদা মেটা । পুণা ও বোম্বাইতে ২টি কলেজ ও আমেদাবাদ
ও বরোদাতে ২টি অনুমোদিত কলেজ আছে । কয়েকটি স্কুলও আছে ।
মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে
পুস্তকের সংখ্যা ৫০০০ এর উপর । ঠিকানা—বোম্বাই ।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯১৮ খৃঃ। বর্তমান
ভাইস চ্যান্সেলার—নবাব আলি ইয়ারজং । ভারতে এখানেই সর্বপ্রথম
মাতৃভাষা অর্থাৎ উর্দুর সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রয়াস আরম্ভ হয় ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—প্রায় ৬৩,০০০ । ঠিকানা—
হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ।

লঙ্কে বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২০ খৃঃ। বর্তমান ভাইস
চ্যান্সেলার—আচার্য নরেন্দ্র দেও । বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের
সংখ্যা ৮৮,০০০ ।

বিশ্ব ভারতা—১৯২১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে দেশবাসীর হস্তে সমর্পণ করেন এবং সেই
বিদ্যালয়কে ভিত্তি করিয়াই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় । তাঁহার অক্লান্ত
চেষ্টায় ইহা পৃথিবীর সর্বত্র একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে সুপরিচিত ।
কিন্তু দুঃখের বিষয় গতবর্ষেই এখনিও ইহাকে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব-
বিদ্যালয়রূপে পরিগণনা করেন না ও এগানকার উপাধি অনুমোদন
করেন না । বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগের নাম—পাঠভবন (বিদ্যালয়
বিভাগ), শিক্ষাভবন (কলেজ বিভাগ) বিভাগভবন (গবেষণা বিভাগ),
রবীন্দ্রভবন (মিউজিয়ম ও রবীন্দ্র গবেষণা বিভাগ), চীনভবন

(চীন ভারতীয় গবেষণা বিভাগ), কলা ভবন (চারুশিল্প ও কারু শিল্প বিভাগ), সঙ্গীত ভবন (সঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগ), হিন্দী ভবন (হিন্দী শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ), দীনবন্ধু ভবন (পাশ্চাত্য ও খৃষ্টীয় শিক্ষা বিভাগ), বিনয় ভবন (ভারত সরকারের শিক্ষকদের শিক্ষা বিভাগ)—এইগুলি শান্তিনিকেতন অবস্থিত। শ্রীনিকেতন গ্রামোন্নয়ন বিভাগ অবস্থিত। বর্তমানে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—৫২৪ : শিক্ষকের সংখ্যা—৭০। ১৯৪৮-৪৯ সালে আয় ব্যয়ের হিসাব—আয় ১২,০৩,২২৩ ব্যয় ১৩,২০,০২২। ১৯৪৮ সালে বিশ্বভারতীয় উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—কলা ভবন হইতে—২ ; সঙ্গীত ভবন হইতে—৮ ; শিক্ষা ভবন হইতে ১ ; চীনা ভবন হইতে ১। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা—১২, আই, এ—১২, আই এস সি—১১, বি, এ ১৭। শ্রীনিকেতনের কার্য ৭৬টি গ্রামের ২০০ বর্গমাইল এলাকা লইয়া বিস্তৃত। ৩৭৯ জন কারিগর বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংখ্যা মোট—২,১৬,১২৩। বর্তমান আচার্য—পণ্ডিত জগদ্র লাল নেহেরু ; কর্মসচিব—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠিকানা—পোঃ শান্তিনিকেতন (বীরভূম)।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া-বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২১ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার..... ঠিকানা—দিল্লী।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২২ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—শ্রী মরিস গম্বার। রেজিস্ট্রার—টি, পি, এস আয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের বিভাগে ইংরাজী, গণিত, ইতিহাস, দর্শন, হিন্দী, সংস্কৃত উর্দু, ফারসী, আরবী, অর্থনীতি, বাণিজ্য, সমাজসেবা, পদার্থ বিজ্ঞা, রসায়ন, নৃত্য, আইন, গ্রন্থাগার শিক্ষা, বি, টি, এম এড, ডি, টি, ডি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সবল বিভাগে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৩৫০। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—বি, এ (পাস) ১৭৪, বি এস সি (পাস) ১২, বি এ (অনাস) ১৪৭, বি এস সি (অনাস) ৬৩, এম এ ১১২,

এম এস সি ২৮, আইন ১১১, বি এস সি (অনাস' এগ্রি) ১১, নাসিং ৪, বি, টি ৬৬, গ্রন্থাগার শিক্ষা ১১। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজের সংখ্যা ১৬। ১৯৪২-৪৩ সালের আয় ১৫,২৪,৬৩৫ টাকা, ব্যয় ১৬,৫৬,২৫০ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ৫৭,৭০০।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২৩ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—পণ্ডিত কুঞ্জলাল ছবে। রেজিষ্টার ইউ, মিশ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্বত্বকোত্তর বিভাগে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা—পলিটিক্যাল সায়েন্স ৪২, ভূবিদ্যা ১২, বায়োকমিষ্ট্রি (শুধু গবেষণার জন্য) ১। ১৯৪২ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী সংখ্যা—এম্ এ ১৭৩, এম্ এন্স সি ২৮, বি, এ (অনাস) ১৪, বি এ (পাস) ৮০৮, বি, এস, সি (অনাস') ৪, বি এস সি (পাস) ১১০, আই এ, ৮৫৫, আই এস সি ৪৬৫, এম কম ২৫, বি কম ১৪৫, আই কম ৭৫, এল এল বি ১৬৪, বি টি ৭৮, ডিপ-টি ১০৮, বি এন্স সি (এগ্রি) ৬০, আই এস সি (এগ্রি) ৪২, বি এস সি (টেক) ২১, ইনজিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ৭৬, অর্কিটেকচার ডিপ্লোমা ১, অর্টস ডিপ্লোমা ২, এম বি বি এস ১৪০। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত কলেজের সংখ্যা ৩। অন্তর্ভুক্ত কলেজের সংখ্যা ১৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ৪৭,৫৮০। ১৯৪২-৪৩ সালের আয় ২,৫৮,৪৫০ টাকা, ব্যয় ২,২৭,২৮৫ টাকা।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ—১৯০৬ সালে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিবর্গের পরিচালনায় কলা, বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাদানের নিমিত্ত শ্রীর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে এই পরিষদ গঠিত হয়। ঐ বৎসরেই শ্রীর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বেই বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব টেকনিক্যাল এডুকেশন ইন বেঙ্গল' নামে সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। ১৯১০ সালে

এই সমিতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিত মিলিত হইয়া যায় । প্রথমে এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে কলা, বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল কিন্তু ক্রমে দেশে শিল্প-বিজ্ঞানের প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পরিষদ তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিই নিবদ্ধ করিলেন । স্থার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তি-বর্গের ও কলিকাতা কর্পোরেশনের দানে ও সাহায্যে ১৯২৪ সালে যাদবপুরে কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং য়াও টেকনলজি স্থাপিত হয় । এখানে ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিগ্রি পরীক্ষা), জুনিয়র টেকনিক্যাল, সার্ভে ও ড্রাফ্টস্ম্যানসিপ ও কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় ।

পরিষদের সভাপতি—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় । রেজিষ্ট্রার—পি, সি, ভি, মল্লিক, ইনজিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ—ডাঃ টি সেন ।

১৯৪৮-৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—
কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং ২৪, ইলেক্ট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং ৮২,
মেকানিক্যাল ইনজিনিয়ারিং ৯৪, ইনজিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ২৭, ওভার-
সিয়ার ২১, অটোমোবাইল ইনজিনিয়ারিং ৫৫, এগ্রিকালচার ১ ।

শিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা ১ । ১৯৪৯-৫০
সালের বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রের সংখ্যা : ৭৫৮ । ১৯৪৯-৫০ সালের
আয় ২৫,০৮,০২৫ টাকা, ব্যয় ৩১,৩১,৭৪৮ টাকা । শিক্ষাপরিষদের
গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১৫,৪১১ । ঠিকানা—যাদবপুর কলেজ
পোঃ, কলিকাতা ৩২ ।

অক্সি বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২৬ খৃঃ । বর্তমান ভাইস-
চ্যান্সেলার—ডাঃ ভি, এস, কৃষ্ণ ; রেজিস্ট্রার—কে, ভি, গোপালস্বামী ।
১৯৪৮ সালের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা—এম, এস—
২ ; এম, বি, বি, এস—৫২ ; বি, এড—১১৫, এম, এস-সি—২৩ ;
বি, এস-সি (অনার্স)—৩৪ ; বি, এস-সি—২২৮, এম্, কম্,—১ ;
বি, এ (অনার্স)—৬১ ; বি, কম্ (অনার্স)—১২ ; বি, এ—৫৪৯ ;

বি কন্—১০০; বি, এস-সি (এগ্রি)—৭২; ডি, জি, ও—২; প্রোচ্য-বিজ্ঞ—৫২ ও ম্যাট্রিকুলেশন—১১২। অমুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা—বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ—৪; বৃত্তিমূলক কলেজ—৬; প্রথম বর্গের কলেজ—৭; দ্বিতীয় বর্গের কলেজ—৫; সংস্কৃত কলেজ—৭; বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-সংখ্যা—৪৪,৮৩৩। ঠিকানা—ওয়ালটিয়ার (মাদ্রাজ)।

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১২৭৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—ডাঃ নায়ায়ণ প্রসাদ আস্থানা; রেজিস্ট্রার—ডাঃ এল, পি, মাথুর। ১২৪৭ সালের বিভিন্ন পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা—এম, এ—৪৮৭; বি, এ—১,২৫৩; বি, টি—৬৫; এম, এস-সি—৬৭; বি, এস-সি—৬২৫; এল-এল, বি—৩৫০; এম, কন্—১১৩; বি, কন্—৪৬৬; এম, এস-সি (এগ)—১৮; বি, এস-সি (এগ) ১৮৭; এম, বি, সি, এস—৩৮। অমুমোদিত কলেজের সংখ্যা—৩৬; বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তকের সংখ্যা—১৭,১২২।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১২৭৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—শারদধর সিংহ; রেজিস্ট্রার—জগৎ নন্দন সহায়। ১২৪৭ সালের বিভিন্ন পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা—ম্যাট্রিক—১১,৭০০ এম এ—১৭৭; এম, এস-সি—২২; এম,এড্—২; ডিপ্-ইন্-এড্—২০; বি, এল—২৩২; এম, বি,বি, এস—৪৭; বি. এস সি (ইঞ্জিনিয়ারিং)—৩৬; বি, কন্—২১; এম, ডি—৩; অমুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা—৪০০; কলেজের সংখ্যা—২৮। গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা—৩৮,২০০।

আল্লামালাই বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১২২২ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—ডাঃ এস, জি, মানাভালা রামানুজম্। রেজিস্ট্রার এস, সচ্চিদানন্দম্ পিল্লাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগের বিভিন্ন শাখার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা—ইতিহাস, ৫, অর্থনীতি ১০ গণিত ৩, পদার্থ বিজ্ঞান ২, রসায়ন ৮, প্রাণীবিজ্ঞান ১০, তামিল ২, সংস্কৃত ২। ১২৪২ সালে বিভিন্ন পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা—

ইন্টারমিডিয়েট ২৭১, বি এ এবং বি এস সি (পাস) ১২৩, বি, এ এবং বি এস সি (অনার্স) ৬৭, বি ও এল ৪, পুলাভার, বিদ্যান এবং শিরোমণি ২৪, সঙ্গীতভূষণ ২৪, ইনজিনিয়ারিং ৬৭, টেকনোলজি ১২। ১৯৪৮—৪৯ সালে আয় ১২,৩৭,৫৪৩ টাকা, ব্যয় ১২,১৬,৩৯৫ টাকা। ঠিকানা—আম্মামালাইনগর।

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯২৯ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—ডঃ জাকির হোসেন খান। রেজিস্ট্রার—এ, ই, জুবেরি। স্নাতকোত্তর বিভাগে ২৩টি শাখায় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৫০০। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এম্ এ ৯৫, এম্ এস সি ৩৯, বি এ (অনার্স) ৪, বি এ (পাস) ১১৪, বি এস সি (পাস) ১৩০, বি কম ১৭, আই এ ৮৫, আই এস সি ২২৮, আই কম্ ৩২, ম্যাট্রিকুলেশন ২০০, বি টি ১৫৯, এল্ এল্ বি ৪৫, বি এস সি (ইনজিনিয়ারিং) ৪৯, ডিপ্লোমা (ইনজিনিয়ারিং) ২২, তিকিয়া ৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—৪০,০০০। ঠিকানা—আলিগড় (উত্তর প্রদেশ)।

ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৩৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—পি, গোবিন্দ মেনন; রেজিস্ট্রার—পি, আর সংপতি। পানিকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কলেজের সংখ্যা ৬। ঠিকানা ত্রিবাঙ্কুর (ত্রিবাঙ্কুর)।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৫৩ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—চিন্তামণি আচার্য; রেজিস্ট্রার—জি, সি, সংপতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজের সংখ্যা—১৩ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা—২৩। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৩,৪৬৮ ছাত্রী সংখ্যা—১৮২। ১৯৪৭ সালের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—ডি, এড্—১৫; এম, এ—২; বি, এল—২০; বি, ও, এল—৫; বি, এস-সি—১০; বি, এ—১৫৫; আই এস-সি—২৫৯; আই, এ—০৬; ম্যাট্রিক

—২,২২২। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—২,০১০।
ঠিকানা—কটক (উড়িষ্যা)।

সগর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৬ খৃঃ। প্রতিষ্ঠাতা ৬৪রি সিং
গৌর। বর্তমানে ভাইস চ্যান্সেলার বৈদ্যনাথ শূর্য্য আছে। রেজিষ্ট্রার—
শ্রীধর চন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আতবোত্তর বিভাগে হিন্দি,
ইংরাজী, মারাঠী, উর্দু, সংস্কৃত, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস গণিত,
বাণিজ্য, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, প্রাণীবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদ
বিজ্ঞান ও আইন শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—আই এ ৩৭২, আই, এস-সি, ১৮৯, বি, এ
(পাশ) ৩০১, বি, এ (অনার্স) ৩, বি এন্স সি (পাশ) ৪৭১, বি এন্স সি
(অনার্স) ১, এম এ ৩০, এম এন্স সি ১২, আই কম ১৫, আইন ৫০,
সাইকোমেট্রি সার্টিফিকেট ১, এডুবেশন ৮, সোশাল সাভিস ১৩,
ডিপ-টি ১৫২, বি, টি ১৩৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুমোদিত কলেজের
সংখ্যা ১৫, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১৪,২৪০। ১৯৪৯
সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে আয় ১৬,৮৭,১৫২ টাকা, ব্যয় ১৫,৫১,৪১৭ টাকা।
ঠিকানা—সগর (মধ্যপ্রদেশ)।

রাজপুতনা বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-
চ্যান্সেলার—ডাঃ সি, এস মহাঙ্গনা। রেজিষ্ট্রার—এম, এম, বর্ম।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আতবোত্তর বিভাগে অর্থনীতি, ভারতীয় দর্শন
এবং ভূবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। অমুমোদিত কলেজের সংখ্যা
—মেডিক্যাল ১, ইঞ্জিনিয়ারিং ১, টিচার্স ট্রেনিং ২, কৃষি ১, কলা ও
বিজ্ঞান ২৪, আইন ১। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর
সংখ্যা—ইন্টারমিডিয়েট ৭৭৮, বি, এ ৪২৮, এম, এ ২৫, বি, এস সি
২৫, এম, এস-সি ১৪, আই, কম ২২০, বি, কম ১২২, এম, কম ১২,
এল, এল-বি ২২৪, টি, টি-সি ২৬, বি, এড্ ৩০। ১৯৪৭-৪৮ সালের
আয় ৮,৩২,০৭৪ টাকা, ব্যয় ৫,২৬,৪২০ টাকা। ঠিকানা—জয়পুর
(রাজপুতনা)।

পূর্ব-পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৭ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—দেওয়ান আনন্দকুমার; রেজিষ্ট্রার—ডাঃ ভূপাল সিং। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—ইংরাজী—১৭, সাংবাদিকতা ৬৪, টেকনোলজি ২২, রসায়ন ১, সংস্কৃত ৫, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ৮০, প্রাণীবিজ্ঞান ২, ভূগোল ৩২। বিভিন্ন বকমের অন্তর্ভুক্ত কলেজের সংখ্যা—৬৮। ১৯৪২ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—ম্যাট্রিকুলেশন ২১,৭১২, এফ, এ ২,২২৩, এফ, এস-সি ১,১৫৪, বি, এ ১,২৮৫, বি, এস-সি ৩৫৭, এম, এ ১২৩, এম, এন-সি ৩১, রতন ২,২১০, ভূষণ ৯২৪, প্রভাকর ২,০২১, বৃন্দীমান ৪৭, বিদ্বানী ২৪, জ্ঞানী ৮১২, প্রজ্ঞা ১৪১, বিশারদ ৯৭, শাস্ত্রী ১২৩, মুনসী ফজল ৬, আদিলি ফজল ৩০, এল, এল-বি ৬৫, সাংবাদিকতা ৩০, এম ডি ১, এম এস ১, পি, এইডি ১, বি, কম (পার্ট ১) ৩, বি, কম (পার্ট ২) ৫, এম বি বি এস ১০৭, বি ভি এস সি ১৮, বি, এস-সি (অনার্স) ৪৫, বি, এ (অনার্স) ১২১, ইনজিনিয়ারিং ২৬, বি ফার্মাসি ৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—২২,৯১২। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ৩৮,২২,৩০২ টাকা, ব্যয় ৩৮,২২,৩০২ টাকা। ঠিকানা—সোলান, সিমলা (হিলস)।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার কে, কে, হ্যাণ্ডিকি। রেজিষ্ট্রার—পি, দত্ত। বিশ্ববিদ্যালয়েব স্নাতকোত্তর বিভাগে আসামী, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, বাণিজ্য, রাশি বিজ্ঞান, গণিত, উদ্ভিদবিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—ম্যাট্রিকুলেশন ৩,০৪২, আই, এ ও আই, এস-সি ১,০০৯, বি, এ ও বি, এস-সি ৩০৬, বি, কম ২৯, বি, টি ৩০, আইন ১৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কলেজের সংখ্যা ২১। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—১৫,০০০। ১৯৪৯-৫০ সালের আয় ৩১,০৪,৯৭৭ টাকা, ব্যয় ২৬,৮২,০০৬ টাকা। ঠিকানা—গৌহাটি (আসাম)।

মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—ডাঃ এম, আর, জ্যোৎস্না। রেজিস্ট্রার ডি, ভি, যোশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা অর্থনীতি ৯৮, দর্শন ১৫, ইতিহাস ৫৯, গণিতবিজ্ঞান ৫১, ইংরাজী ২১, মারাঠি ৩০, সংস্কৃত ২০, অধঃমাগধী ৫, পালি ১, কারসী ৪, উর্দু ৩, প্রাচীন ইতিহাস ও কুষ্টি ৪, সমাজতত্ত্ব ২০, এম, কম ৭, কৃষি ৪, প্রাণীবিজ্ঞান ৬, পদার্থবিজ্ঞান ১৩, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ৮, রসায়ন ২৭। ১৯৪৯ সালে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা—আই, এ ৫৩৮, বি, এ ৩৫১, এম, এ, ৩৬, বি টি ৭৭, টি, ডি ৪, এম এড্ ২, আই কম ১২৬, বি কম ২৭, আই এস সি ৬৭৩, বি এস সি ৪৬৫, এম এস সি ১১, বি এস্ সি (এগ্রি) ৫৭, এল্ এল্ বি ৫৪, এল্ এল্ এম্ ১, এম্ বি বি এস ১, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিভিন্ন কলেজের সংখ্যা—কলা ও বিজ্ঞান কলেজ ১৪, এডুকেশন কলেজ ২, বাণিজ্য কলেজ ১, ইনজিনিয়ারিং কলেজ ২, মেডিক্যাল কলেজ ১, আইন কলেজ ২, কৃষি কলেজ ১, স্নাতকোত্তর গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা—১০,০০০। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় (সরকারী সাহায্য সমেত) ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, ব্যয় ১৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ঠিকানা—গণেশখিম্ভ, পুণা—৩।

কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—পদশূন্য। রেজিস্ট্রার—খাজা গোলাম আমেদ এসাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্নাতকোত্তর বিভাগে একটি মাত্র টিচার্স ট্রেনিং বিভাগ আছে। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ম্যাট্রিকুলেশন ৯৮৬, এফ এস্ সি ৪২, এফ এ ২৬২, বি এস্ সি ৩৮, বি এ ২৪০, বি টি ২৮, বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ৩৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা—২। ঠিকানা—ত্রীনগর (কাশ্মীর)।

মধ্যপ্রান্তর বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—মহারাজা বশোবন্ত রাও হোলকার। রেজিস্ট্রার—জাম

সুন্দর বানোয়ার। অল্পমোদিত কলেজের সংখ্যা ৬। ঠিকানা শিববিলাস প্যালেস, ইম্ফোর।

কর্গাটক বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪৮ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—আর, এ, জাহাঙ্গীরদার।

বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪২ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—শ্রীমতী হংস মেটা।

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪২ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—কি ভি, মবলদার।

কুরুকী ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়—স্থাপিত ১৯৪২ খৃঃ। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার—অধ্যাপক সি, এ, হাট।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষার জন্তু এই বোর্ডের স্থাপনা হয়। এই বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ সববরাহ, অধ্যাপক বিনিময়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমতা রক্ষা, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা প্রভৃতির অল্পমোদন ইত্যাদি কার্যাবলী এই বোর্ডের অন্তর্গত। ভারতের ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় এই বোর্ড কর্তৃক অল্পমোদিত।

“বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই হুঃখীর হুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে; কিন্তু এই অভাবের জন্তে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা কেরানী তৈরীর কারখানা বসাবার জন্তেই একদা আমাদের দেশে বণিক রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্কলোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভই আমাদের সদগতি। সেইজন্তে উমেদারীতে অকৃতার্থ হলেই আমাদের বিজ্ঞাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।”

ভারতের বিখ্যাত মিউজিয়ম

ভারতীয় মিউজিয়ম,	কলিকাতা।
প্রত্নতত্ত্ব "	সারনাথ (বেনারস)
প্রত্নতত্ত্ব "	নালান্দা।
আণুতোষ "	কলিকাতা।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,	কলিকাতা।
গ্ৰাচরাল হিসটি মিউজিয়ম,	বোম্বাই।
দার্কিলিং "	দার্কিলিং।
সি, এ, এ "	নতন দিল্লী।
প্রত্নতত্ত্ব "	গোয়াশিয়র।
প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স "	বোম্বাই।
সরকারী "	জয়পুর।
সরকারী "	উদয়পুর।
ত্রিবাঙ্গম্ "	ত্রিবাঙ্গম্।

ভারতের প্রধান চারুশিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ

- গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্, ২৮ চৌরঙ্গী, কলিকাতা।
 ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ আর্ট ইন ইণ্ডিয়া, ১৫ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা
 ডে, জে, স্কুল অব্ আর্টস্, বোম্বাই।
 দিল্লী পাবলিকনিক, দিল্লী।
 গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্, মাদ্রাজ।
 বিশ্বভারতী কলা ভবন, শান্তি নিকেতন, বীরভূম।
 ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
 গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্, লঙ্কো।
 মহারাজা স্কুল অব্ আর্টস্, ত্রিবাঙ্গম্, ত্রিবাঙ্গুর।
 গভর্ণমেণ্ট আর্ট ইনষ্টিটিউশন, মহীশূর।

পশ্চিম-বঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাথমিক বিদ্যালয়—ভারত বিভাগের কালে পশ্চিম-বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,৭০০ এবং ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ। বর্তমানে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৪,১০০ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ ৫০ হাজার। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে ৪ বৎসর কাল শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্ত ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৪,৬১,০০০ টাকা, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৩২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করেন।

বুনিয়াদি শিক্ষা—শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করার আয়োজন করিতেছেন। ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক সকল বালক বালিকাকে এই অবশ্য গ্রহণীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। বর্তমানের প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিকে ক্রমশ সংস্কার বসিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হইবে। পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৪২টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের যোগ্যতা ও প্রবৃত্তি অনুসারে যাহাতে নিজ নিজ বৃত্তির ক্ষুরণ হইতে পারে তজ্জন্ত কতকগুলি মূল নীতির অনুসরণ করা হইবে—

(১) সরকারী তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয়গুলি খোলা হইবে। জেলা স্কুল বোর্ড ও সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় নির্বাহ হইবে।

(২) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৫টি শ্রেণী থাকিবে এবং মোট ৫ জন শিক্ষক থাকবেন। ১৫০ জন শিক্ষার্থীর বেশী ভর্তি করা হইবে না।

(৩) বিদ্যালয়গুলিতে আগবাবজ্ঞ যথা সম্ভব কম থাকিবে।
আসন ও মাদুরে শিক্ষার্থীদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

১২৪২-৫০ সালে বাকুড়া-২, বীরভূম-৬, বর্ধমান-৪, হাওড়া-২, হুগলী-৬, দার্জিলিং-১, জলপাইগুড়ি-৩, মালদহ-১, পশ্চিম-দিনাজপুর-১, মুর্শিদাবাদ ৩, নদীয়া-১ এবং ২৪-পরগণা-৬টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গের ৬ হইতে ১১ বৎসরের সকল বালক বালিকাকে বিনা বেতনে বুনিয়াদী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে ২৫ বৎসর সময় লাগিবে।

মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়—ভারত বিভাগের পয়ে পশ্চিম-বঙ্গে ২৭৬টি মধ্য বিদ্যালয় এবং ৭১২টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ও ২ লক্ষ ৫২ হাজার। ১২৪২ সালের আগষ্ট মাসে মধ্য বিদ্যালয়দের সংখ্যা দাঁড়ায় ১, ৮৫ এবং উচ্চ বিদ্যালয়দের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ হাজার। ঐ সময়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ও ৩ লক্ষ ৮০ হাজার। ১২৪৭ সালে আগষ্ট মাসে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৬০টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল, বর্তমানে এই সংখ্যা ১২২ হইয়াছে।

প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা—পশ্চিম-বঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১৭ জন। প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার জন্ত ১২৪৮-৪২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং তৎকাল প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, গ্রন্থাগার, মুক্তবায়ুতে নাট্যাভিনয়, প্রমোদ ব্যবস্থা প্রভৃতি সংস্কৃত কেন্দ্রের স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এ পর্যন্ত ৫০০টি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর ৩০০টি করিয়া নূতন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সংস্কৃত শিক্ষা—পশ্চিম-বঙ্গ সরকার নব্বীপে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য একটি টোল স্থাপনা করিয়াছেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে একটি স্নাতকোত্তর বিভাগ খুলিয়া সংস্কৃতে বিভিন্ন বিষয় গবেষণা করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির নিমিত্ত

বিভিন্ন টোলার তত্ত্বাবধাভার জন্য পরিদর্শক ও একজন কর্মসচিব লইয়া বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ (বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদের স্থলে) গঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

কলেজ—১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট পশ্চিম-বঙ্গে মোট ৫৭টি সাধারণ কলেজ ছিল। বর্তমানে কলেজের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৫। (অন্যান্য সংবাদে জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্রষ্টব্য)।

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

আগবিক শক্তি পরিষদ ভারতবর্ষে আগবিক শাক্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে অসুস্থস্থান করিতেছেন এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের সম্ভাব্যতার পরিকল্পনা করিতেছেন। ভারত সরকারেণ বিভিন্ন বিভাগে বৈজ্ঞানিক কাজ যাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলিতে পারে তাহার জন্য বৈজ্ঞানিকদের লইয়া একটি শক্তিশালা পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। সম্ভববদ্ধভাবে কাজ চালান, অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জন এবং নূতন পরিকল্পনা রচনা ইহার প্রধান কাজ। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ ব্যতীত অন্যান্য দেশের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণও ইহার সদস্য। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গঠনে উৎসাহ দান করিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বেসরকারী গবেষণাগারে গবেষণা কাজে সহায়তা করিতেছে ও ১৯৪৮ সালে ১০ লক্ষ টাকা ও ১৯৪৯ সালে ১৪ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিয়াছে। কয়েকজন খাতনামা বৈজ্ঞানিককে লইয়া একটি উপদেষ্টা-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু ইহার সভাপতি।

আজ বাংলায় অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে ডক্টর সি, ডি, রমণ আশনাল রিসার্চ প্রফেসরের পদে মৌলিক গবেষণায় রত আছেন।

নিম্নলিখিত চারজন বৈজ্ঞানিককে লইয়া একটি বৈজ্ঞানিকদল দেড় মাসের জন্ত অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করেন—দেয়াতুন বন-গবেষণাগারের ডক্টর এস, কৃষ্ণ (দলনেতা), কসৌলির কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের অধ্যক্ষ লেঃ কর্ণেল এম, এল, আহুজা, ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারের সহাধ্যক্ষ ডক্টর বি, পি, পাল ও জিওলজিক্যাল সার্ভের ডাঃ বি, পি, মোক্টি। তাঁহারা সে দেশের বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করিয়া একটি বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করেন। নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিকদের লইয়া একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রসভ্যের সম্মেলনে যোগদান করেন—ডক্টর শান্তি স্বরূপা ভাটনগর, ডক্টর জে, এন, মুখোপাধ্যায়, ডক্টর এস, এল, হোরা, ডক্টর জে, সি, ঘোষ, ডক্টর এম, এস, কৃষ্ণাণ ও অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। ডক্টর সি, এইচ, ভাবাকে ভ্যাঙ্কুবারের গণিত সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সেখানে তিনি ও ডক্টর ভাটনগর আনবিক শক্তি সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করেন।

আণবিক শক্তি কমিশন প্রাথমিক গবেষণার জন্ত ১৯৪৮-৪৯ সালে ২,৩৩,৩৩২ টাকা ও ১৯৪৯-৫০ সালে ২,২৫,১৫০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আণবিক শক্তি কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের একটি সভা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বৃহৎ আণবিক শক্তি গবেষণাগার খোলা হইতেছে ও কাধ অগ্রসর চইয়াছে। আনবিক শক্তি কমিশনের অধীনে একটি দুস্পাপ্য খনিজ পদার্থ বিভাগ খোলা হইয়াছে—আণবিক শক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় খনিজগুলির সন্ধান ইহার কাজ। আণবিক গবেষণার পক্ষে ‘বেরিল’ অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। এই ‘বেরিলের’ সন্ধান করিয়া বিভাগটি মূল্যবান কাজ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প গবেষণা পরিষদ—

বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণায় ১৯৪৯-৫০ সালের কাজ উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরে পাঁচটি জাতীয় গবেষণাগার তাহাদের

কাজ আরম্ভ করে--দিল্লীতে গ্রাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি, পুনায় গ্রাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, ধানবাদে ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জামসেদপুরে গ্রাশনাল মেটালার্জিক্যাল ল্যাবরেটরি ও কলিকাতায় সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। লঙ্কোতে সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জন্ম ও মহীশূরে সেন্ট্রাল ফুড টেকনলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের জন্ম দুইটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা পাওয়া গিয়াছে এবং সেখানে প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রাশনাল কেমিকেল ল্যাবরেটরি ভবনের মূল অংশ ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে সমাপ্ত হয়। তাহার ৬ মাস পূর্বেই যন্ত্রশিল্পীর দল দিল্লী হইতে পুনায় যাইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। গবেষণাগারের গ্রন্থাগার, মিউজিয়ম প্রভৃতি অংশ এখন তৈয়ারী হইতেছে। ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে অধ্যাপক জে. ডব্লিউ. ম্যাবসেন এই গবেষণাগারের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন ও অগ্রাগ্র কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মূল ভবন সম্পূর্ণ হইয়াছে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে। গবেষণার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক গবেষণাগারের গৃহ-নির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে ও গবেষণার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। মহীশূরের ফুড টেকনলজিক্যাল ল্যাবরেটরি জন্ম নির্দিষ্ট অট্টালিকাকে কার্ধোপযোগী করিতে সময় লাগিবে। গৃহের একাংশে কাজ আরম্ভ হইয়াছে ও কৃত্রিম চাউল প্রস্তুত প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে গবেষণা হইতেছে। লঙ্কোতে সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গৃহটির সংস্কার করা হইতেছে ও আগামী বৎসরেই এখানে গবেষণার কাজ আরম্ভ হইবে আশা করা যায়। মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় চর্ম-শিল্প গবেষণাগারের জন্ম জমি পাওয়া গিয়াছে ও গৃহ-নির্মাণের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ-রসায়ন গবেষণাগারের জন্ম করাইকুন্ডিতে ডক্টর রাম আলগাপ্পা চেট্টিয়ার প্রতিশ্রুতি ১৫ লক্ষ টাকার ৬ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইয়াছে ও গৃহ-নির্মাণের জন্ম টেণ্ডার

আস্থান করা হইয়াছে। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পথ চলাচল গবেষণাগারের জগু ক্যাথলিক পরিষদ জমি ও ২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন—গৃহ-নির্মাণের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। গৃহনির্মাণ গবেষণাগারের জগু কড়াকিতে জমি ঠিক করা হইয়াছে। প্রাথমিক কাজ টমসন ইন্জিনিয়ারিং কলেজ ভবনে আরম্ভ হইয়াছে।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প গবেষণা পরিষদের অধিকাংশ কাজই বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণাগারে অনেক-গুলি প্রাথমিক গবেষণা পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। বর্তমানে ২৩টি গবেষণা কমিটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। এই কমিটিগুলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯০টি গবেষণার কাজ চলিতেছে।

— — —

হা
ও
ডা

‘জীবন’ ‘অগ্নি’ সামুদ্রিক
মোটর গাড়ী ইত্যাদি
যে কোন প্রকার বীমার জগু—

ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড

৩০, স্ট্রাও রোড, কলিকাতা

ফোন—ব্যাঙ্ক ৬৫৭১

কৃষি

অবিভক্ত ভারতবর্ষে চাষোপযোগী জমির পরিমাণ ছিল ৩৬,১০ লক্ষ একর চাষোপযোগী পতিত জমির পরিমাণ ১৭,১০ লক্ষ একর, পতিত জমির পরিমাণ ৭,২০ লক্ষ একর. আবাদের জন্তু পাওয়া যাইবে না এমন জমির পরিমাণ ২৮,১০ লক্ষ একর; বনজঙ্গল ১০, ৭০ লক্ষ একর। ভারতবর্ষে ধান, গম প্রভৃতি প্রধান খাদ্যশস্য ৬ কোটি টন, ডাল ৭৫ লক্ষ টন, তৈল নীজ দ্রব্য ১০ লক্ষ টন, ফল ৬০ লক্ষ টন, শাকসব্জি ২০ লক্ষ টন উৎপন্ন হইত। এই উৎপন্ন দ্রব্যাদি অবিভক্ত ভারতের চাহিদা পূরণের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইতে হইলে ধান, গম ইত্যাদি প্রধান খাদ্য শস্য শতকরা ১০ ভাগ, ডাল শতকরা ২০ ভাগ, তৈল জাতীয় দ্রব্য শতকরা ২৫ ভাগ, ফল শতকরা ১৫ ভাগ, শাকসব্জি শতকরা ১০০ ভাগ বর্ধিত করিতে হইবে।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৮৯ জনের অধিক লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করে। অনেকের মতে চাষাবাদের উপর একান্ত নির্ভরতার জন্তই বাংলায় শিল্প প্রসার সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু বাংলাদেশে কৃষির অবস্থাও যে বর্তমানে কত শোচনীয় তাহা নিম্নলিখিত অঙ্ক-গুলি হইতে পরিষ্কার হইবে।

অবিভক্ত বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ ৫,০৩,৭৩,২৩২ একর*। আবাদী জমির পরিমাণ মোট ২,৫৪,৮৩০০ একর এবং পতিত জমির পরিমাণ ৪৬,১৮,৩৭২ একর। ইহা বাতীত চাষোপযোগী পতিত জমির পরিমাণ ৬০,৫২,৯৮৭ এবং আবাদের জন্তু পাওয়া যাইবে না এমন জমির পরিমাণ ২৮ ২১,১৪১ একর, বন-জঙ্গল ৪৬,১২,৮২৫ একর। ১৮,৩৪, ৫৫৭ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা আছে (১৯৪১-৪২)।

* একর=৩ বিঘা ৮ ছটাক

পশ্চিম বঙ্গে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১,৩২,৪৫,০০০ একর (তন্মধ্যে ১৫,৫৫,০০০ একর জমিতে দুইবার ফসল হয়)। পতিত জমির পরিমাণ ৪,৯৩,০০০ একর, চাষোপযোগী পতিত জমি ১৪,২৬,০০০ একর, গোচারণ ভূমি প্রভৃতি ৬,০৩,০০০ একর। আবাদের জন্তু পাওয়া যাইবে না এরূপ জমির মধ্যে বন জঙ্গল ১৬,৯৭,০০০ একর (সরকারী বন), জলাশয় ১২,৭৬,০০০ একর, রাস্তাঘাট, রেলপথ প্রভৃতি ১৩,১৩,০০০ একর।

বাংলা দেশে বিদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ টন + চাউল আমদানি হইত। ইহার কারণ এদেশে বিঘা প্রতি ফলন অত্যন্ত কম—মাত্র ৪ মণের মত। চীনে একর প্রতি ইহার দ্বিগুণ, জাপানে তিনগুণ, অষ্ট্রেলিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশে চারগুণেরও বেশী। অথচ বাংলা দেশে জমির উর্বরতা বেশী, সাধারণ আবহাওয়া ধানচাষের অমুকুল। অতি-বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির দৌরাভ্যা হইতে ফসলকে রক্ষা করিলে এবং উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে আমাদের দেশেও ফলন অন্ততঃ দ্বিগুণ বর্ধিত করা যাইতে পারে।

বাংলার অপর প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পাট। পাট চাষের জমির ৯০ ভাগের উপর নবগঠিত পূর্ব-বঙ্গের এলাকায় পড়িয়াছে। ব্রহ্মের চাউলের সহিত প্রতিযোগিতায় যখন এদেশে চাউলের মূল্য কমিয়া গেল সেই সময় হইতে বাংলায় পাট চাষের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। শিথিল ব্যবসার দিনে পাটের চাহিদা ও মূল্য দ্রুত কমিয়া গেল বটে কিন্তু ক্রমশঃ পাট চাষের পরিমাণ কমাইল না। তাহাতে চাষীদের অনেককেই দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। তাহার পর সরকারের পক্ষ হইতে অনেক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে ও এখন চাউলের মূল্য আশাতীত বর্ধিত হওয়ায় পাটের চাষ অনেক কমিয়া আসিয়াছে। নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদি জমির শতকরা মাত্র দেড় ভাগে পাট হয়।

অগ্রাভ কৃষিজাত দ্রব্যের জন্ম অত্র প্রদেশের উপর বহুল পরিমাণে বাংলাকে নির্ভর করিতে হয় অথচ চাষোপযোগী জমিতে চাষ আবাদ হইতেছে না। এত জমি চাষ করিয়া ধানের ফসল বর্ধিত হইলে ও দো-ফসলি জমির পরিমাণ বাড়াইতে পারিলে অগ্রাভ একান্ত আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রীর চাষ বাড়ানো সহজে সম্ভব হইবে। সাধারণ অবস্থায় বাংলাদেশে নৈনিতাল, আসাম ও মহীশূর হইতে প্রচুর লু আসে এবং যুদ্ধের পূর্বে ব্রহ্ম হইতেও এদেশে আলু আমদানি করা হইত। পটন, নাসিক ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চল হইতে প্রচুর পেঁয়াজ আসে। আঙ্গুর, আপেল, নেসপাতি প্রভৃতি ফলও সমস্তই আমদানি করিতে হয়। নানাজাতীয় ডাল সরিষা ইত্যাদির জন্মও পশ্চিম-বঙ্গকে অত্র প্রদেশের মুখ্যপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

১৯৩২-৪০ সালের বাংলার বহির্ভারতীয় বাণিজ্যের অঙ্ক হইতে দেখা যায় যে বাংলার খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ৬,৫৪,৫৮৬৭৭ টাকা ও রপ্তানির পরিমাণ ১,৯২,২০,৭১২ টাকা। ইহা হইতে বাংলার পর-নির্ভরতার অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করা যায়।

১৯৪৭-৪৮ সালে প্রত্যেক প্রদেশে জন প্রতি যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। এই হিসাবে বীজ এবং বিভিন্ন ভাবে নষ্ট প্রভৃতির জন্ম মোট শস্যের শতকরা ১২½ ভাগ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ	১২'৮ আউন্স	আসাম	১৫'৮ আউন্স
উড়িষ্যা	১৫'১ "	পশ্চিম বঙ্গ	১৪'৪ "
যুক্তপ্রদেশ	১৩'৫ "	বোম্বাই	১২'৮ "
পূর্ব-পাঞ্জাব	১১'৩ "	মাদ্রাজ	১১'০ "
বিহার	২'০ "		

নদী নিয়ন্ত্রন ও জল সেচনের ব্যবস্থা দ্বারা শত্ৰুকে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা করা, উপযুক্ত সার ও সম্ভব হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা কৃষকদের কৃষি বিষয়ে কিছু শিক্ষাদান ও অনাবাদী জমির চাষ—যুদ্ধোত্তরকালে এইগুলি সম্ভব হইলে পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় সুফলা ও শস্যশ্রামলা হইয়া উঠিবে।

অবিস্তৃত বাংলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ

শস্য	জমির পরিমাণ (একর)	উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ (টন)
আউশ ধান	৮০,৮৪,০০০	২৬,৫৪,৩০০
আমন ধান	২,০৭,৯৮,৩০০	৭৫,৭২,১০০
বোরো ধান	৫,৫৭,৫০০	২,৪২,৩০০
গম	২,০১,১০০	৪৭,৪০০
ছোলা	৫,৯৬,৫০০	১,৪৭,৪০০
ডাল	১৫,২১,৮০০	৪,৩১,১০০
রাই ও সরিষা	৫,৪২,০০০	২৩,২০০
ইক্ষু	৩,০২,৭০০	৪,২২,০০০ (গুড়)
পাট	২০,১৭,৭১০	৭৩,০৩,৫৫০ (গাঁইট)

সুদৃশ্য আধারে আপনার দ্রব্যসম্ভার পরিকেশন করুন।

এ কাজে সহায়তা করবে—

মেটাল সিমাস্‌ য্যাণ্ড প্রিন্টার্স লিমিটেড্‌

কারখানা :

৮১/৩ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট

ভবানীপুর—কলিকাতা

পশ্চিম বঙ্গের আবাদী ও পতিত জমি

জেলায় নাম	আবাদী জমির পরিমাণ (একর)	আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ (একর)	মোট আবাদ- যোগ্য জমির শতকরা অমুপাত
২৪ পরগণা	১৬,৫১,২০০	১,৬৩,৩৬২	২'০
নবদ্বীপ	৬,২৭,০৭৮	১,২৭,২৩০	১৫'৫
মুর্শিদাবাদ	২,৪৬,৮০২	১,১৬,১২৭	১০'২
বর্ধমান	১২,০৬,২৬৩	১,২৭,১৪৫	২'৫
বীরভূম	৮,০২,৪১২	৮১,৬১৫	২'১
হুগলী	৫,৬৬,৪৬৮	৩৪,৮৫৩	৫'৮
হাওড়া	২,৪৮,৬২১	১২,০৫৮	৪'৬
মেদিনীপুর	২২,৮২,২২১	২,৭৭,০১০	১০'৮
বাঁকুড়া	১১,০১,৬৫৬	২,২৭,০৩০	১৭'০
মালদহ	৬,৬৩,৩০২	৪৭,৮৫৮	৬'৭
পশ্চিম দিনাজপুর	৬,২২,২২০	৪৫,৫০২	৬'১
জলপাইগুড়ি	৭,১৬,১০৭	২৪,০০৫	১১'৫
দার্জিলিং	২,০৫,৬৫৬	৭১,১৭২	১১'৭

দৈবমন্ত্রে অর্শ আরোগ্য হয়। হস্তরেখা বিচার-
পূর্বক—গ্রহ শাস্তির জ্ঞান—রত্ন ধারণের নির্দেশ প্রদান করা
হয়।

দৈবমন্ত্র কার্যালয়, ৯, কাশী ঘোষ লেন,

কলিকাতা—৬

সময় :—(সকাল ৯—১১ টা)

(সন্ধ্যা ৬—২ টা)

পশ্চিম বঙ্গের ফসল

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর)	একর প্রতি ফলন (মণ)	মোট আবাদের শতকরা অংশ
আমন ধান	৭৭,৯৫,১১০	১২'৪ (চাউল)	৫২'৩৩
আউশ ধান	১৪,৬৯,৬৩২	১০'২ "	১১'১৯
বোরো ধান	৫৪,৭৮৮	১৩'৬ "	০'৪১
ভূট্টা	১,৩৫,৩৪৯	—	১'০১
গম	১,০০,২০৪	৮'০ (ঝাড়াই)	০'৭৭
যব	৭৪,১২৩	—	০'৫৬
ছোলা	৩,১৭,৮৭২	১০'৪ (ঝাড়াই)	২'৪২
খেসারি	২,৪২,৮৫৪		১'৮৫
মসুর	১,৯৮,২৮৫		১'৫১
মুগ	৫৭,৭৯২		০'৪৪
মাসকলাই	৪৮,৫৬৭		০'৩৭
অড়হর	৪২,২২০		০'৩২
সরিষা	১,৫৮,১৭২	—	১'০৫
তিল	১১,৯৭০	—	০'০৯
চানাবাদাম	৭৭৪	—	০'০১
ইক্ষু	৫৪,০৫০	৫১'৫ (গুড়)	০'৪১

“আমাদের দেশের কৃষক একদিকে মূঢ় আর একদিকে অক্ষম, শিক্ষা ও শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষাণ আশ্রয় হচ্ছে প্রথা— পিতামহের আমলের চাকরের মতো, সে কাজ করে কম অথচ কতৃষ্ণ করে বেশী। তাকে মেনে চলতে হোলে তাকে এগিয়ে চলবার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চলছে।”

—রবীন্দ্রনাথ

ফসলের নাম	আবাদের পরিমাণ (একর)		মোট আবাদের শতকরা অংশ
আলু	২২,১০৫	১০২'৭৫	০'৭০
শাকশক্তি	৭,৮৫,৯৭০	—	৫'৯৮
লঙ্কা	১২,৭৫৪	—	০'০৯
পেঁয়াজ-রসুন	২০,১৪৮	—	০'১৫
আম	১,৮৭,০৭৫	—	১'৪২
নারিকেল	১৬,৪৫০	—	০'১৩
খেজুর	১০,২৬৩	—	০'০৮
কমলালেবু	১,৭৪২	—	০'০১
অশ্রুফল	৮১,৭৩০	—	০'৬৩
পান	৭,০৯০	—	০'০৬
সুপারি	৩,৫০০	—	০'০৩
তামাক	২০,৭২৫	২'১৭	০'১৬
পাট	২,০৪,৪৪০	৩'৩৫ (গাইট)	১'৫৬
শগ	১৬,৯৪৫	—	০'১৩
তুলা	৩,৩৫০	—	০'০৩
চা	১,৮২,৫৫৯	৭	১'৪৪
কুইনাইন	৭,৭৫৯	৩'৬৭ (ছাল)	০'০৬
এলাচ	৫,৪৩২	—	০'০৪
তুঁত	১২,৮১৫	—	০'০৯
অশ্রুফল শস্ত	৭,১৮,৩১০	—	৫'৪৭

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারত-সরকার বিভিন্ন ভারতীয় রাষ্ট্রে ৪৩,৪১৭ টন বীজ গম ও সারের মধ্যে ১,৩৮,২৬১ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট, ৪,১৫০ টন অ্যামোনিয়াম ফসফেট ও ৩০,২৭০ টন সোডিয়াম নাইট্রেট বিতরণ করেন।

পশ্চিম-বঙ্গের জেলাসমূহে ফসলের চাষ

(জমির পরিমাণ হাজার একরে)

	ধান	ডাল	তৈলবীজ	ইক্ষু	গম	আলু	পাট	অশ্রান্ত শস্ত্রী
২৪ পরগণা	১,৪৩৫	১১৩	৮	২	—	৫	৩৫	৮২
নদীয়া	৫৩০	১৭৪	১৩	৭	৯	১	২৬	১৭০
মুর্শিদাবাদ	৭৮৫	২৮০	১৩	১২	৪২	৬	৩৩	৮৩
মেদিনীপুর	১,৮৫৪	৯৮	১২	৪	২	১০	৯	১০২
বাকুড়া	৬৮৮	১২	৩৪	২	১১	৩	—	৪৯
হাওড়া	২০৬	৩৬	—	১	—	৬	৪	১২
বর্ধমান	১,০২৩	৪৭	২	৯	৭	১৫	৫	৩৭
বীরভূম	৭৩১	৪৯	২	৮	১১	৫	—	১৩
হুগলী	৪৬৭	৩০	১	৩	১	২৯	২৮	২২
মালদহ	৪৮৭	৪৫	২৫	২	১১	১	২৩	১৮০
পশ্চিম দিনাজপুর	৬১১	১৬	৩৪	২	৩	৩	১৬	২৯
জলপাইগুড়ি	৪২৬	৭	৩৪	২	২	৬	২৩	১৬
দার্জিলিং	৬৩	—	৩	—	১	২	২	১২
মোট	৯,৩২০	৯০৮	১৫০	৫৪	১০০	৯২	২০৪	৭৭৬

ORIENT
PRINTING & PUBLISHING HOUSE
LTD.

— Printers of Distinction —

81/3 Harish Chatterjee Street
Bhowanipur, Calcutta

জমিতে চাষ করে যা হারা—

(আবাদী জমির শতকরা ভাগ)

জেলা	পরিবারের লোক দ্বারা	বর্গাদার দ্বারা	মজুর দ্বারা
বাকুড়া	৫০'৮	২'২	২০'০
বীরভূম	৩২'৭	২৪'৮	৪২'৫
বর্ধমান	৫৩'০	২৫'২	২১'৮
হুগলী	৬৪'৮	৩০'৫	৬'৮
মেদিনীপুর	৫৩'০	১৭'১	২৯'৯
হাওড়া	৬৭'৩	২৩'৪	৯'২
মুর্শিদাবাদ	৫০'৯	২৫'৮	১৫'৩
* ২৪ পরগণা	৫১'১	২২'৩	২৬'৬
* দিনা ঝপুর	৭২'০	১৪'৫	১৩'৬
* জলপাইগুড়ি	৭০'৪	২৫'৯	৩'৭
* মালদহ	৮৯'৩	৯'৬	১'২
* নদীয়া	৬১'২	২৪'১	১৪'৭

* দেশ-বিভাগের পূর্বের এলাকা।

C. D. H. বলতে যে

ক্যালকাটা ড্রাগ হাউস

বোঝায়

সেকথা আজকের দিনে কাউকে বলে দিতে হবে না ! অগ্ৰাহ্য
কোম্পানীর দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার ক'রে বিফল যারা
হয়েছেন, C. D. H. এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সাহায্য করতে ।

কারখানা :—২৯১এ, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,

পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা

বন

ভারতবর্ষের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ অর্থাৎ দেড়লক্ষ বর্গমাইল বন-জঙ্গলে আবৃত। এই অংশের দুই তৃতীয়াংশ বে-সরকারী। এই সকল বন হইতে বহুল পরিমাণে মূল্যবান কাষ্ঠ ও জালানি কাষ্ঠ পাওয়া যায়। দেশের জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণে এই সকল বন-জঙ্গলের উপকারিতা উল্লেখযোগ্য। এই সকল বনে সেগুন, দেবদারু, শিশু, শাল, শিমূল, শিরিয়, জাম, নিম, আম, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ অর্থাৎ ৪,০০০ বর্গমাইল বন। দেশের আয়তনের শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ বন-জঙ্গল থাকা প্রয়োজন এবং সেইজন্ত আরও ৩,০০০ বর্গমাইল বন-জঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের নিজস্ব মোট ১৬,২৫,৪৬৫, একর বন ২৪-পরগণা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত।

দেশ বিভাগের পর বন-জঙ্গল তৈয়ারী করার জন্ত বৃক্ষ রোপন করা হইয়াছে। বে-সরকারী জমিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় সমুদ্র-উপকূলবর্তী ৫২২ একর জঙ্গলাবীর্ণ জমি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই জমির পরিমাণ বর্ধিত করারও চেষ্টা করা হইতেছে। বে-সরকারী বনরক্ষা আইন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও পশ্চিম-দিনাজপুরে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

A Tannery for nicely finished durable shoes—

LEATHER LAND LIMITED

Registered office :

41 Vivekananda Road

Calcutta.

**THE FIRM WITH A REPUTATION
FOR ITS GENUINE PRODUCTS**

**East India Pharmaceutical
Works Ltd.**

**38-1 B Russa Road.
TOLLYGUNGE, CALCUTTA.**

Phone : 'South 29

সেচ

জলসেচের সুব্যবস্থা না থাকায় ভারতবর্ষে অনেক জমি পতিত পড়িয়া আছে। পৃথিবীর সকল দেশেই জলসেচের সুব্যবস্থায় ফলেই কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে ও ফলে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতে যে জল সম্পদ আছে তাহা যদি উপযুক্ত ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজে লাগান হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। ভারতবর্ষে এমন অনেক নদী আছে যে গুলি বর্ষার সময় জলপ্লাবিত হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহকে ডুবাইয়া প্রচুর ক্ষতিসাধন করে এবং কিছুদিনের মধ্যে এই বিশুল জলরাশি চলিয়া যায়। বৎসরে অধিকাংশ সময় এই নদীগুলি শুষ্ক থাকে, ফলে পার্শ্ববর্তী জমি বর্ষায় ভাসিয়া যায় ও অত্যন্ত সময় জলাভাবে চাষের অল্পপযুক্ত হইয়া থাকে। জলসেচের সুব্যবস্থা করিতে হইলে এই সকল নদীতে বাধ দিয়া উপযুক্ত স্থানসমূহে জলধার নির্মাণ এবং এই সকল জলধারে সঞ্চিত জল সারা বৎসর ধরিয়া নিয়মিত ভাবে প্রবাহিত করাইতে হইবে। আমেরিকার টেনেসিভ্যালা পরিকল্পনার অনুরূপ কয়েকটি পরিকল্পনা ভারত সরকার এদেশে কার্যকরী করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার কার্য সমাপ্ত হইলে ভারতবর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ বহুলাংশে বাড়িয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে প্রায় ১ কোটি কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে।

দামোদর উপত্যকা ও ময়ূরাক্ষী এই দুইটি পরিকল্পনাতে পশ্চিম বঙ্গের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। অত্যন্ত সুবিধা ব্যতীত হুগাঁপুরের নিকট দামোদর নদী হইতে রঘুনাথপুরের নিকট হুগলী নদী পর্যন্ত একটি খাল খনন করার ফলে রাণীগঞ্জ হইতে কয়লা এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই খাল দিয়া অল্প ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা কেন্দ্র কলিকাতায় আনয়ন করা সম্ভব হইবে।

নিম্নে ভারতসরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল—

ভারতের বিভিন্ন

পরিকল্পনা	নদীর মোট দৈর্ঘ্য (মাইল)	অববাহিকার বিস্তৃতি (বর্গ মাইল)	গড়ে বার্ষিক বারিপাত	জলাধারের সংখ্যা
-----------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------

দামোদর উপত্যকা

(পশ্চিম-বঙ্গ বিহার	৩৫০	৮,৫০০	৫০"—৫৫"	৭
--------------------	-----	-------	---------	---

মহানদী (হিরাকুদ-

উড়িয়া)	৫৩০	৫১,০০০	৭০"—৫৫"	৩
----------	-----	--------	---------	---

ময়ূরাক্ষী (পশ্চিম-বঙ্গ)

১৫০	৭৮০	৪০"—৫০"	১
-----	-----	---------	---

রামাপদ সাগর (মাদ্রাজ)

—	১,২১,৫০০	—	১
---	----------	---	---

তুঙ্গভদ্রা (মাদ্রাজ)

হায়দরাবাদ)	—	১০,৮৮০	১
--------------	---	--------	---

বাথরা (পূর্ব-পাঞ্জাব)

—	২,১২৮	১
---	-------	---

রিহাণ্ড হাইডেল (যুক্তপ্রদেশ)

১

নায়াব

১

* * * *

একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভুজুইন মূল পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেন এবং বহু ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার তাঁহাকে এ কাজে সাহায্য করেন।

* * * *

বর্তমানে ৩,১৭৭ ভারতীয় ছাত্র ভারত সরকারের বৃত্তি লইয়া বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ১৯৩৯-৫০ সালের জুলাই ৪২৭ জন প্রার্থীর আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। এই ছাত্রগণ—ষ্টার্লিং এলাকায় মাসে ৩৫ পাউণ্ড ভাতা ও বেতন প্রভৃতি বাবদ এককালীন ৭৫ পাউণ্ড ও ডলার এলাকায় মাসে ১৬০ ডলার ও বেতন প্রভৃতি বাবদ এককালীন ৫০০ ডলার পায়।

জলসেচ পরিকল্পনা

জলধারণ ক্ষমতা (একর ফুট)	উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ (কিলো ওয়াট)	নির্মাণ ব্যয় (টাকা)	সেচ্য ভূমির পরিমাণ (একর)	নাব্য নদীর দৈর্ঘ্য
------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------	--------------------------

৪৭ লক্ষ	৩ লক্ষ	৫০ কোটি	৮,৬৩,০০০	১০০ মাঃ
২৩০ "	২৫,৫০০ "	২০ "	৮,০০,০০০	৩০০ "
৮৪০ হাজার	৪,০০০ "	৭ "	৬,০০,০০০	—
১২০ লক্ষ	৭৫,০০০ "	৬০ "	২৩,০০,০০০	—
২৬ "	১৩৯,০০০ "	২০ "	৯	—
৩৫ "	১,৬০,০০০ "	৪২ "	৪৫	—
২০ "	১,৫০,০০০ "	৬ "	৬	—
১৪ "	১,০০,০০০ "	১৫ "	১ লক্ষ ৮০ হাজার	—
*	*	*	*	*

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় ৮টি জলাধারের জুতা ৫ লক্ষ টন সিমেন্টের প্রয়োজন।

* * * *

“বহর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষে অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরবে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্তই ত্যাগ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্ত সকল পন্থাকোই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।”

—রবীন্দ্রনাথ

পশ্চিম বঙ্গের সেচ-ব্যবস্থা

পশ্চিম-বঙ্গে ১৫টি বড় নদী ও প্রায় ৬০টি ছোট নদী আছে এবং এই নদীগুলির মোট দৈর্ঘ্য পশ্চিম-বঙ্গে প্রায় ৩,৪২০ মাইল। গঙ্গা, ভাগীরথী ও হুগলী পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান নদী। পশ্চিম-বঙ্গের নদীগুলিই সেচ ব্যবস্থার প্রধান সহায়ক। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের জন্তু ও খুব বেশী পরিমাণে পলি পড়ার জন্তু নদীগুলি ধীরে ধীরে মজিয়া আসিতেছে। ভাগীরথীর (ইহারই দক্ষিণাংশের নাম হুগলী) শাখা-নদীগুলি—দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, ও রূপনারায়ণ বর্ষার নদী ও বর্ষাব বন্তায় ইহার প্রাতি বৎসরই প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এই নদীগুলি লইয়া দুইটি সমস্যা—বর্ষার প্লাবন ও গ্রীষ্মের শুষ্কতা।

পুষ্করিণী, কূপ ও খাল দ্বারাই কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থা করা হয়। কৃত্রিম জলসেচ করা হয় এরূপ জমির পরিমাণ—

পশ্চিম বঙ্গে—বে-সরকারী খাল দ্বারা—	২৬,১০১ একর
সরকারী খাল " —	২,৭৮,৭২৪ "
পুষ্করিণী " —	২,২০,৬৬৭ "
কূপ " —	১৫,৭৯৫ "
অত্যাশ্রয় উপায়ে ' —	৪,০৩,৯৪৯ "

জলসেচের জন্তু সরকারী রক্ষণাবেক্ষণে যে সবল খাল আছে তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য ১২০ মাইল। এই খালগুলি দ্বারা বিভিন্ন জেলায় যে সকল জমিতে জলসেচ হয় তাহার পরিমাণ এইরূপ—

খালের নাম	জেলা	জমির পরিমাণ (একর)
মেদিনীপুর খালসমূহ	মেদিনীপুর	৬৭,১০৫
	হাওড়া	১,২৮২
দামোদর খালসমূহ	বর্ধমান	১৬৮,৯৮২
ইডেন খালসমূহ	বর্ধমান	২১,০০৫
	হুগলী	৮,১২৬
সালবাধ খালসমূহ	বাঁকুড়া	৮৪৮

খালের নাম	জেলা	জমির পরিমাণ (একর)
আমছোড় খালসমূহ	বাঁকুড়া	৫০০
বক্রেস্বর খালসমূহ	বীরভূম	৭,৫২২
কাশীমুল্লা খালসমূহ	বীরভূম	৩,০০০

নৌকা চলাচল করিতে পারে এইরূপ জলপথের দৈর্ঘ্য ৪,৭৮৪ মাইল। ৫,০০০ বর্গমাইল জমিকে রক্ষা করিতে পারে এইরূপ বাধ রহিয়াছে। অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদনের প্রধান অঙ্গ সেচ-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে দামোদর ও ময়ূরাক্ষী বাতীত ১৫টি পরিকল্পনা পশ্চিম-বঙ্গ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এহু সকল পারিকল্পনার সমস্তগুলিই প্রায় বর্ধমান অবস্থার জন্ত - সেই অংশেই বর্তমানে সেচ ব্যবহার প্রয়োজন সর্বাধিক।

সিটিজেন্স অব্ হাণ্ডয়ার পলিসী আপনাকে জাবন বীমার সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেবে এবং এই সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের কাজ করেও আপনি উন্নতি করতে পারবেন।

সিটিজেন্স অব্ ইণ্ডিয়া

মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

একটি প্রগতিশীল জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান

শ্রীপি, এস, নারায়ণ

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রীএইচ, চক্রবর্তী বি, এল,

সেক্রেটারী

শ্রীপি, চক্রবর্তী বি, এ,

এজেন্সী ম্যানেজার

চিফ্ অপারেটিং অফিস

১৭৭এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ; কলিকাতা।

পশ্চিম-বঙ্গের সেচ-পরিকল্পনা

পরিকল্পনা	জেলা	মেটি ব্যয় (টাকা)	উপকৃত এলাকা (একর)	অতিরিক্ত সম্ভাব্য ফসল (টন)
কুকণী খাল	বাঁকুড়া	৬০,৫০০	৫০০	১১১
কুলাই খাল	"	১,১২০,২০০	৬০০	২২২
বেরাই খাল	"	১৩,৭১,৮০০	৫,০০০	২,২২২
শুভঙ্কর দাঁড়া	"	১৩,৫৭,২০০	৬,০০০	২,৬৬৬
দামোদর সংলগ্ন	হুগলী	২৫,১৬,১০০	৩,১০,৮০০	১১,৩৭৭
কুর্গী চন্দ্রনগর	"	১,৫৭,৫০০	১,৬০,০০০	—
সরস্বতী খাল	হুগলী-হাওড়া	১৮,৮৭,৮০০	১,৮৮,০০০	৩,৫৫৫
জাঁপোই	জলপাইগুড়ি	৮০,৫০০	৮০০	৮৮৮
পুত্রাঙ্গি	মেদিনীপুর	২,০৬,৮০০	২,২০০	২৭৮
বাড়গ্রাম	"	৬,৫২,০০০	৫,০০০	২,২২২
শোয়াদিদি-গঙ্গাখাল	"	২৩,৭৮,৫০০	২২,৮৮০	৫,৮০৭
পানিগিয়া	"	৩,৫৩,০০০	১৮,০৮০	২,২২২
জীবন্তী বাঁকী	"	২,২২,৩০০	৬,৮০০	২,৩৭০
হরহট্টগঞ্জ	মুর্শিদাবাদ	২,৫৮,৭০০	১৬,০০০	৩,৩৩৩
হিংলো	বীরভূম	১,৬২,২০০	২,০০০	১৮৫

পাকিস্তান

ভারত বিভাগের ফলে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ, বাংলার পূর্ব অংশ ও আসামের স্বল্পাংশ ও বেলুচিস্তান লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত—পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের মোট আয়তন ৩,৫৭,৬৮৩ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৬০ লক্ষ। রাজধানী—করাচী। পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মুসলমান। পূর্ব বঙ্গে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা রাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যক্তির মাতৃভাষা। বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা খুব অল্প। পাকিস্তান সরকারে উর্দু রাষ্ট্রভাষাক্রমে ব্যবহৃত হইতেছে। কৃষিই এই রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন। পূর্ব বঙ্গের পাট, ধান ও তামাক, সিন্ধু ও (পশ্চিম) পাঞ্জাবের গম ও তুলা, পাকিস্তানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। খনিজ সম্পদ ও শিল্পের দিক তহিতে পাকিস্তান মোটেই সমৃদ্ধিশালী নহে। লৌহ, কয়লা, অন্ন, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি প্রধান খনিজদ্রব্যের উৎপাদন নাই অথবা নগণ্য। করাচী ও চট্টগ্রাম পাকিস্তানের প্রধান বন্দর।

ঢাকা, লাহোর ও করাচী এই তিনটি সহরে পাকিস্তানের তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও তিনটি বেতার কেন্দ্র অবস্থিত।

পূর্ব-বঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব (বর্তমান নাম পাঞ্জাব), সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান—এই কয়টি প্রদেশ ব্যতীত নিম্নলিখিত দেশীয় রাজ্যগুলি পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে—

দেশীয় রাজ্য	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
ভাওয়ালপুর	১৭,৪১৪	১৩,৪১,২০২
খয়েরপুর	৬,০৫০	৩,০৫,৭০৭
চিত্রল	৪,০০০	১,০৭,২০৬
সেওয়াত	১,৮০০	৪,৪৬,০১৪
খীর	৩,০০০	২,৫০,০০০

দেশীয় রাজ্য	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
অন্ধ	১৭৪	৪৭,৯১০
কালাত	৩০,৭৯২	১,৬৬,৬৫৪
লসবেলা	৭,০৪৩	৬২,০৬৭
থারান	১৮,৫০৮	৩৩,৭৫২
মেক্রান	২৩,১২৬	৮৬,৬৫১

পাকিস্থানের গভর্ণর-শাসিত প্রদেশসমূহ

পূর্ববঙ্গ— ভারত বিভাগের ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সমগ্র অংশ; রাজসাহী বিভাগের পাবনা, রাজসাহী, বগুড়া ও রংপুর জেলা, নদীয়া জেলার কুমারখালী, খোকসা, মীরপুর, কুষ্টিয়া, আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, গাব্‌নী, ধর্মদা, চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর, মেহেরপুর থানা ও মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্বদিক পর্যন্ত দৌলতপুর থানার অংশ বিশেষ; বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা ব্যতীত যশোহর জেলার সমগ্র অংশ, রায়গঞ্জ, ইতাহার, বংশীহরি, কোসমান্দি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ থানা ও রেল লাইনের পশ্চিমে বালুরঘাট থানার অংশ বিশেষ ব্যতীত সমগ্র দিনাজপুর জেলা; জলপাইগুড় জেলার তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ, ও পাঠগ্রাম থানা; মালদহ জেলার নাচোল, গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ ও ভূলাঘাট থানা; খুলনা জেলা এবং আসামের পাথারকান্দি, রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ ও বদরপুর ব্যতীত শ্রীহট্ট জেলার সমগ্র অংশ লইয়া পূর্ব-বঙ্গ গঠিত হইল। শ্রীহট্ট জেলা চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইল। মালদহ জেলার যে থানা কয়টি পূর্ববঙ্গে পড়িল তাহা রাজসাহী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইল। জলপাইগুড় জেলার ৪টি থানা অর্থাৎ তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা ও দেবীগঞ্জ থানা দিনাজপুর

জেলায় ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইল এবং পাঠগ্রাম থানা রংপুর সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইল।

পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা

পূর্ব-বঙ্গের আয়তন হইল ৫৪,১০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪,১২,১১,১১১। পূর্ব-বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ।

নদী বহুল পূর্ব-বঙ্গ কৃষি-প্রধান প্রদেশ। ধান ও পাট ইহার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, চা, তামাক, আখ প্রভৃতিরও উৎপন্ন উল্লেখযোগ্য। কল-কারখানার সংখ্যা এখানে কম। ভারত ও পাকিস্থানের পাটের শতকরা ৭৩ ভাগ পূর্ব-বঙ্গ উৎপন্ন হয় কিন্তু পূর্ব বঙ্গে একটিও পাটকল নাই।

পূর্ববঙ্গের জেলা ও মহকুমা

জেলা

মহকুমা

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম—চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম—রাজামাটি ও রামগড়।

নোয়াখালি—নোয়াখালি ও ফেনী।

ত্রিপুরা—কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

শ্রীহট্ট—

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী—রাজশাহী, নাটোর ও বনগা।

রংপুর—কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারি।

দিনাজপুর—দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁ।

পাবনা—পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।

বগুড়া—বগুড়া।

খুলনা—খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট।

বশোহর—বশোহর, নড়াইল, মাগুড়া ও বিনাইদহ।

কুষ্টিয়া—কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা।

জেলা

মহকুমা

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা—ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ।

ফরিদপুর—ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জ।

বাখরগঞ্জ—বরিশাল, পিরোজপুর, পাটুয়াখালি ও ভোলা।

মৈমনসিংহ—মৈমনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও
নেত্রকোনা।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—আয়তন ৩৯,১৮৬ বর্গমাইল।
লোকসংখ্যা ৫৫ লক্ষ ৩৭ হাজার। ব্যবহৃত ভাষা—উর্দু ও পুস্তি।
রাজধানী—পেশোয়ার। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য গম, আঙ্গুর ইত্যাদি।
ইহা পর্বত-প্রধান দেশ। বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে ডেরাইসমাইল থাঁ,
বান্নু উল্লেখযোগ্য।

জেলাসমূহ—হাজারা, মদ'ন, পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু এবং
ডেরাইসমাইল থাঁ।

সিন্ধু—আয়তন ৪৮,১৩৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৩৫
হাজার। ব্যবহৃত ভাষা—সিন্ধি। রাজধানী—করাচী। প্রধান
উৎপন্ন দ্রব্য—গম ইত্যাদি। বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে সন্ধর,
জেকোবাবাদ, শিকারপুর, হায়দ্রাবাদ উল্লেখযোগ্য। মহেন্জোদাড়োর
ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে

জেলাসমূহ—দাছ, হায়দ্রাবাদ, করাচী, লারকানা, নবাবশা, সন্ধর,
থারপারকর এবং উপর সিন্ধু সীমান্ত।

পাঞ্জাব—আয়তন—৬২,১০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১ কোটি
৫৮ লক্ষ। ব্যবহৃত ভাষা—পাঞ্জাবী ও উর্দু। রাজধান—
লাহোর। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—গম, ইক্ষু, যব, তুলা ইত্যাদি।
বিখ্যাত শহরগুলির মধ্যে মুলতান, লয়ালপুর, মণ্টোগমারি, আটক,
রাওলপিণ্ডি প্রসিদ্ধ।

বেলুচিস্তান—আয়তন-১.৩৪,০০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার। ব্রাহুই, বালুচি ও পাঠানরা এখানকার অধিবাসী। আয়তনের অল্পপাতে এই প্রদেশের লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। ইহার অধিকাংশ মরুভূমি বা মরুভূমি-সদৃশ।

পাকিস্তান সরকার

কেন্দ্রীয় সরকার

গভর্নর জেনারেল—খাজা নাজিমুদ্দিন (বেতন বাৎসরিক ২,২৫,০০০ টাকা)

মন্ত্রীমণ্ডলী—লিয়াকত আলি খান (প্রধান মন্ত্রী—দেশরক্ষা); গোলাম মহম্মদ (অর্থ ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ); চৌধুরী মহম্মদ জাকরুল্লা খান (পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ রিলেশন্স); সদীর বাহাদুর খান (যানবাহন); খাজা সাহাবুদ্দিন (আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, বেতার, সংবাদ; বাস্তহারা ও পুনর্বাসন); আবদুর সত্তর পীরজাদা (খাদ্য ও কৃষি); ফাল্লুর রহমান (শিক্ষা ও বাণিজ্য); যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (আইন ও শ্রম); চৌধুরী নাজির আমেদ খান (শিল্প); ডাঃ এ, এম, মালিক (স্বাস্থ্য ও পুত্র)।

প্রাদেশিক গভর্নর ও মন্ত্রীমণ্ডলী

পূর্ব-বঙ্গ

গভর্নর—মালিক মহম্মদ ফিরোজ খাঁ হুসন।

মন্ত্রীমণ্ডলী—মুরুল আমিন (প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র, আইন, বিচার পরিকল্পনা ও গণ-সংযোগ); এস, এ, সালিম (অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প); আবদুল হামিদ (শিক্ষা); হাসান আলি (যোগাযোগ, সেচ ও পুত্র); সৈয়দ মহম্মদ আফজল (জন সংযোগ ও জন সংভরণ);

হবিবুল্লা চৌধুরী (স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন) ; আবছুল মোতালব মালিক (কৃষি, সমবায় ও শ্রম) , মফিজুদ্দিন আমেদ (সাহায্য ও পুনর্বাসন, রেজিষ্ট্রেশন ও কারা) ; তফজ্জল আলি (রাজস্ব) ।

পাঞ্জাব

গভর্নর—সর্দার আবদর রব নিস্তার ।

(এই প্রদেশের শাসনভার গভর্নরের হস্তে ন্যস্ত আছে ।)

উপদেষ্টামণ্ডলী—মালিক মহম্মদ আনোয়ার (প্রধান উপদেষ্টা—সাধারণ শাসন, আইন ও শৃঙ্খলা) ; সৈয়দ মীর আমেদ শাহ (বাজস্ব ও কৃষি) , নাসিম হাসাম (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন) ; শেখ সাদিক হাসান (অর্থ ও শিল্প) , খান মহম্মদ খান লেগারি (পুত' ও পরিবহন) ।

সিন্ধু

গভর্নর—শেখ দিন মহম্মদ ।

মন্ত্রীমণ্ডলী—ইউসুফ আবছলা হাকুণ (প্রধান মন্ত্রী—রাজনৈতিক ও সাধারণ শাসন) ; ফজলুল্লা ওবিহুল্লা কাজি (আইন ও শৃঙ্খলা) ; মীর বন্দে আলি (পুত') ; আগা গোলাম নবী পাঠান (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) ; সৈয়দ নূর মহম্মদ শাহ (খাদ্য ও জনসংভরণ) ; গোলাম আলি খান তালপুর (রাজস্ব) ; সৈয়দ মিরান মহম্মদ শাহ (বাস্তবহার ও পুনর্বাসন) ।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

গভর্নর—আই. আই. চুন্দ্রীগড় ।

মন্ত্রীমণ্ডলী—খান আবছল কোয়ায়েম খাঁ (প্রধান মন্ত্রী—আইন; শৃঙ্খলা, পুত' ও দেশ রক্ষা প্রভৃতি) ; খান মহম্মদ ফরিদ খাঁ (জনসংভরণ, বন ও কৃষি) ; মিয়া জাফার শাহ (শিক্ষা ও কারা)

বেলুচিস্তান

চীফ কমিশনার—আমিন উদ্দিন

উপদেষ্টামণ্ডলী—কাজী মহম্মদ ইসা (খাদ্য ও জনসংভরণ) ; সর্দার নূর মহম্মদ গোলা (পুনর্বাসন ও বাস্তব্যাগী সম্পত্তি) ।

পাকিস্থানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ

রাষ্ট্র	পদ	প্রতিনিধি
আফগানিস্থান	ম্যামবাসাডর	শাহ ওয়ালি খান
ব্রহ্মদেশ	"	ইউ, পি, বিন
মিশর	"	মহম্মদ আলি এ. পাশা
ফ্রান্স	"	লিয়ঁ মার্শাল
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	"	এ, এম, ওয়ারেন
তুরস্ক	"	ওয়াই, কে, বয়াটলি
রাশিয়া	"	বাকুলিন ইতান নিকোলাভিচ
ইরান	চার্জ-ডি-ম্যাক্সেস	মেহ্‌দি ফোরুবার
ইরাক	"	আবদুল কাদের এল গেলানি
ইটালি	"	অগস্টো ম্যাসেট্‌টি
নেদারল্যান্ড	"	ভ্যান কার্ণেবেক
মৌদি-আরব	"	আবদুল হাদিম এল, খতিব
বেলজিয়ম	"	মার্শেল গুজ
ইন্দোনেশিয়া	রিপ্রেজেন্টেটিভ্	ডাঃ সামসুদ্দিন
ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র	হাই কমিশনার	এল, বি. গ্র্যাফটে স্মিথ্
ভারতবর্ষ		শ্রীর সীতা রাম
ক্যানাডা	ট্রেড কমিশনার	জি, এ. ব্রাউন
আর্জেন্টিনা	কন্সাল জেনারেল	এ, এন, সোরিয়া
নরওয়ে	"	জোস্‌ র্যাসন
গ্রীস	কন্সাল	এইচ, জে, মাহন
চেকো-স্লোভাকিয়া	"	জি, বি. পট্‌স
সুইডেন	"	জি, গাউ
পোর্টুগ্যাল	ভাইস-কন্সাল	জে, টি, ম্যালকনসো
স্পেন	"	আর, এম, ওয়েটেন

রাষ্ট্র	পদ	প্রতিনিধি
সুইটজারল্যান্ড	কন্সুলার এজেন্ট	জোস্ র্যাসন
ট্রান্স-জর্ডান	মিনিষ্টার	এন. পি, এল-সুয়াইকি

বিভিন্ন রাষ্ট্রে পার্কিস্থান প্রতিনিধিবর্গ

রাষ্ট্র	পদ	প্রতিনিধির নাম
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	গ্যামব্যাসাডার	মীর্জা আবল হাসান ইম্পাহানী
মিশর	"	হাজি আবদাস সত্তর সাইত
সৌদি-আরব	মিনিষ্টার	
ইরাক	গ্যামব্যাসাডার	গজনফর আলি খান
ব্রহ্মদেশ	"	সদার মহম্মদ আওরঙ্গজেব খান
মাকগানিস্থান	"	
হুর্ক	"	মিঞা বসির আমেদ
টিশ যুক্তরাজ্য	হাই-কমিশনার	হবিব রহিমতুল্লা
ফ্যানাডা	"	মহম্মদ আলি চৌধুরী
তারতবর্ষ	"	মহম্মদ ইসমাইল
" (জলন্ধর)	ডেপুটি হাইকমিশনার	আবদুল রহমন
" (কলিকাতা)	"	আবদুল্লা-অল-মামুদ
ইরাক	চার্জ-ডি-ব্যাফেয়াস	এস, এম, সিদ্দিক
মস্টে লিয়া	ট্রেড কমিশনার	কে, এইচ, রহমান
সংহল	"	এ. সালিম খান

পার্কিস্থান পাবলিক সাভিস কমিশন—

মিঞা আফজল হোসেন (সভাপতি) ; এস, সুরাবর্দী ; আবদুল ফুর খান ।

পাকিস্তান হাইকোর্ট সমূহের বিচারপতি পাকিস্তান ফেডারাল কোর্ট

প্রধান বিচারপতি—শ্রী আবদুল রসিদ

পূর্ব-বঙ্গ হাইকোর্ট

প্রধান বিচারপতি—এ, এস, এম, আক্রাম। অত্রাণ্ড বিচারপতিগণ—মহম্মদ সাহাবুদ্দিন; ই, সি, অরমণ্ড; টি, এইচ, এলিস আমিরুদ্দিন আমেদ; আমিন আমেদ।

লাহোর হাইকোর্ট

প্রধান বিচারপতি—শ্রী আবদুল রসিদ। অত্রাণ্ড বিচারপতিগণ—মহম্মদ মুনির; এ, আর, কর্ণেলিয়াস; মহম্মদ শরিফ; আতা মহা জান. এস, এ, রহমান; এম, খুরশীদ জামান।

সিঙ্গু চীফ-কোর্ট

প্রধান বিচারপতি—এইচ বি, তায়েবজী। অত্রাণ্ড বিচারপতিগণ—ডি, এন, ও-সালিভান, জি, বি, কন্সট্যান্টাইন; এইচ, জি, আগ ভালি মহম্মদ; মহম্মদ বাচাল।

জুডিসিয়াল কমিশনারস' কোর্ট, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ
কমিশনার—মহম্মদ ইব্রাহিম খান। স্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
মালিক খোদা বক্স।

টোলফোন : ব্যাঙ্ক ৩৭৭১

ইউ ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, দ্বিতল, কলিকাতা

জীবন-বীমাপত্রের ক্রেতা ও
বিক্রেতার পক্ষে আদর্শ প্রতিষ্ঠান

পার্কিস্থান গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ

সভাপতি—তমিজুদ্দিন খান

পূর্ব-বঙ্গ—এ, এম, এ, হামিদ; এ, মামুদ; আবদুল্লা বাকি; আবদুল কাসেম খান; আকাম খাঁ; আজিজুদ্দিন আমেদ; ইব্রাহিম খাঁ; এ, কে, ফজলুল হক, ফজলুর রহমান; গিয়াসুদ্দিন পাঠান, হামিদুল হক চৌধুরী; আই, এইচ, কুরেশী; লিয়াকৎ আলি খান; মফিজুদ্দিন আমদ; ডাঃ এ, এম, মালিক; মাতুজা রেজা চৌধুরী; ডাঃ মহম্মদ হাসান; মুকুল আমিল; শামির আমেদ ওসমানি, সিরাজুল ইসলাম; মহম্মদ আলি, হবিবুল্লা বাহার, খাজা নাজিমুদ্দিন, বেগম শায়েরা সারোয়ারি ইক্রামোন্না, এ, এম আবদুল হামিদ, গোলাম মহম্মদ; যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রেমহরি বর্মণ; রাজকুমার চক্রবর্তী, ধারেন্দ্রনাথ দত্ত; ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, ধনঞ্জয় রায়, বিরাট চন্দ্র মণ্ডল; অক্ষয়কুমার দাস, হরেন্দ্রকুমার সুর; ভবেন্দ্রচন্দ্র নন্দী; কামনৌকুমার দত্ত।

সিদ্ধু—পীরজাদা আবদাস সত্তর; আবদুর রহিম; মহম্মদ হামিদ গজদির :...

পাঞ্জাব—মিয়া ইফতিকাহুদ্দিন; ফিরোজ খাঁ হুস, নাজির আমেদ খাঁ; মমতাজ দৌলতানা, ওমর হায়াত মালিক; শেখ কেরামত আলি; বেগম জাহানারা সাহ নওয়াজ; সর্দার সৌকত হায়াত খান; আবদার রব নিস্তার; ইকতিকার হোসেন খান; জাফরুল্লা খান।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—খান আবদুল গফুর খান; সদার আশাহুন্না জান খাঁ; খান সর্দার বাহাছুর খাঁ।

বেলুচিস্থান—নবাব মহম্মদ খান যোগেজাই।

আয়-ব্যয়ের হিসাব (১৯৫০-৫১)

(নিয়ের টাকার অঙ্কগুলি হাজারের দেওয়া হইল)

রাষ্ট্র বা প্রদেশ	আয়	ব্যয়	উদ্ধৃত্ত + ঘাটতি—
পাকিস্তান	১,১৩,৬৪,০০	১,১৫,৫৪,০০	—১,২০,০০ *
পূর্ববঙ্গ	১৭,২৩,০০	১২,৬৬,০০	—১,৭৩,০০ †
সিঙ্গু	৬,৭০,৬৩	৭,৩২,৩৫	—৬১,৭২
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৪,২২,২৩	৪,২৪,৮০	—১৫,৫৭

* ঘাটতি পূরণের জন্য ২ কোটি টাকা পরিমাণ নূতন কর ধার্য করা হইবে।

† নূতন কর দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হইবে।

কলিকাতায় বিস্তৃত হুফ ও হুফজাত অব্য জায়া মূল্যে
সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ৫ লক্ষ টাকা মূলধনে ও
ব্যবসায় প্রবীন ব্যক্তিবর্গের পরিচালনায় স্থাপিত --

ইণ্ডিয়া গ্যারান্টি ডেয়ারী ফার্ম
লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস :
৫, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট,
কলিকাতা

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

আজ ভারতবর্ষ যে ব্রিটিশের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের সমপর্ষায়ে সমস্মানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা কংগ্রেসেরই দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফলে।

ভারতবর্ষে কংগ্রেসই সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। জাতি ধর্ম নিবিশেষে যে কোন ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারেন। ১৮৮৫ সালে য্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস-এর চেষ্টায় বোম্বাই নগরীতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ জাগরিত করা, ব্রিটেনের সঙ্গে সখ্যতার মধ্য দিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর কংগ্রেসের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার হইল। আসমুদ্র হিমালয় দেশস্বয়ংবোধে জাগরিত হইয়া উঠিল এবং জাতি ধর্ম, শ্রী-পুরুষ নিবিশেষে সকলে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে লাগিল। ১৯২০ সালে দেশব্যাপী যে অসহযোগ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহা কংগ্রেসেরই নির্দেশে ও নেতৃত্বে। কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট 'ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস' দাবী করে কিন্তু তাহা পূরণ না হওয়ায় ১৯৩০ সালে সমস্ত দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পরে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন ও গান্ধীজীর মধ্যে চুক্তি হইয়া এই আন্দোলন স্থগিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজী বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। গোলটেবিল বৈঠকগুলিতে আলোচনার ফলেই ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের জন্য নূতন শাসন প্রণালী অনুমোদন করেন এবং ১৯৩৭ সাল হইতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা হয়।

১৯৩৯ সালে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সহিত মত-বিরোধ হওয়ায়

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং ক্যরোয়ার্ড ব্লকের স্থাপনা করেন। সুভাষচন্দ্র বসুকে ও ক্যরোয়ার্ড ব্লকের নেতা ও সদস্যদের কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সরকারকে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিতে অস্বীকার করে এবং দাবী করে যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে ও বর্তমানে যতদূর সম্ভব স্বাধীন রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে সুবিধা দেওয়া হউক। এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের অভিমত কংগ্রেসের মোটেই মনঃপূত হইল না এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এই মত ব্যক্ত করিল যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারকে কোনরূপ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নহে এবং কার্যকরী সমিতি সমগ্র প্রদেশ হইতে কংগ্রেস মন্ত্রীগণকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিল। সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করেন এবং প্রদেশ-গুণিতে গভর্ণরেরা নিজহস্তে সমস্ত শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারতের জনসাধারণ পূর্ণ-স্বাধীনতা ব্যতীত অগ্রা কিছ গ্রহণ করিতে রাজী নহে।

কংগ্রেসের নির্দেশে আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ হয়। দলে দলে লোক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগদান করিয়া যুদ্ধের বিপক্ষে প্রচার করিয়া কারাবরণ করিল। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেল।

১৯৪১ সালে ভারত সরকার যুদ্ধে 'অধিকসংখ্যক ভারতীয়দের যোগদানের নিমিত্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারে অধিকসংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ করার জন্ত একটি জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ গঠন করেন এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বর্ধিত করা হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাদৌলীতে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে স্ত্রার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স দেশের সম্মুখে এই প্রস্তাব পেশ করেন যে যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর অমূরূপ শাসনক্ষমতা দেওয়া হইবে, কিন্তু যুদ্ধরত থাকাকালীন ভারত-বর্ষের নিরপত্তার জন্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে থাকিবে। দেশবাসীর সহযোগিতাঃ ভারতের নৈতিক, সাময়িক ও দ্রব্যসম্ভারের সাহায্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের জন্ত নিয়োজিত হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারত সরকারের থাকিবে। স্ত্রার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবে সরাসরি গ্রহণ বা বর্জন করার মধ্যবর্তী কোন পন্থা না থাকায় কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে বহির্শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্ত এবং ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বর্ধিত করার জন্ত ব্রিটিশদের অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাওয়া প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে তাহারা যদি সম্মত না হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস সমস্ত দেশব্যাপী অহিংসকভাবে ব্যাপক আইন অমান্ত আন্দোলন করিতে বাধ্য হইবে। ঐ বৎসরে আগস্ট মাসে বোম্বাই নগরীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হইল। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সমর্থক সমস্ত প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হইল। ভারতের নেতৃস্থানীয় সকল কংগ্রেসকর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। এইভাবে সংশ্লিষ্ট কংগ্রেসকর্মী কারারুদ্ধ হইলেন। গান্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে সমগ্র দেশব্যাপী এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইল। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ দেশব্যাপী হিংসামূলক ও অহিংস আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। রেললাইন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার, ডাকঘর, থানা প্রভৃতি সরকারী সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হইল। সরকারের পক্ষ হইতে এই আন্দোলনকে দমন করিবার জন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

বহুস্থানে গুলোচালনা করা হইল। দেশবাপী হিংসামূলক কার্যের জন্ত সরকারের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করা হয়। ৮ই আগস্ট স-পরিষদ বড়লাট এই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে তিনি জানিতে পারিয়াছেন বে-আইনি ও কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসামূলক কার্যের জন্ত কংগ্রেস কিছুকাল যাবৎ বিপজ্জনক আয়োজন করিতেছে। দেশবাপী এই হিংসামূলক কার্যের জন্ত ও সরকার কর্তৃক কংগ্রেসকে এই সকল হিংসামূলক কার্যের জন্ত দায়ী করাতে ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী ২১ দিন ব্যাপী অনশন করেন।

১৯৪৪ সালে মে মাসে মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হয়। গান্ধীজী এই মত প্রকাশ করেন যে আগস্ট আন্দোলনের হিংসামূলক কার্যের জন্ত কংগ্রেস দায়ী নহে। ভারত সরকার কর্তৃক দেশবাপী সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তাহার সাময়িকভাবে আত্মসংযম হারাষ্টয়া ফেলে।

৮ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে জিন্না ভবনে গান্ধী-জিন্না আলোচনা শুরু হয়। মিঃ জিন্না পাকিস্তান পরিকল্পনাকে গ্রহণ করার উপর সমস্ত জোর দেওয়ায় মহাত্মা গান্ধী এই পরিকল্পনাকে অবাস্তব ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করায় এই আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

লর্ড ওয়াভেল ১৪ জুন বেতার বক্তৃতায় রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানকল্পে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রস্তাবাবলী ঘোষণা করেন।

২৫ জুন বড়লাট এক সম্মেলনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করেন।

১৪ জুলাই বড়লাট নেতৃসম্মেলনের ব্যর্থতার সংবাদ ঘোষণা করেন। ১৯৪৫-এর ২১ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করেন যে লীগের নেতৃবর্গের সহিত কংগ্রেস আপোষের জন্ত আর কোনরূপ আলাপ আলোচনা চালাইবে না।

১৯৪৬ সালে কংগ্রেস চারিটি মূল বিষয় দাবী করে—(১) পূর্ণ স্বাধীনতা (২) অখণ্ড ভারত (৩) পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বশীল প্রদেশগুলির সমবায়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন (৪) কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যে সকল বিষয়ের ভার থাকিবে সেগুলির দুইটি তালিকা প্রণয়ন—তন্মধ্যে একটি তালিকা বাধ্যতামূলক। মে মাসে নিখিল ভারত যৌথ যুক্ত-রাষ্ট্রের উপযোগী গভর্ণমেন্ট গঠন উদ্দেশ্যে সিমলায় লর্ড পেথিক লরেন্সের সভাপতিত্বে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের এক আলোচনা আরম্ভ হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় এই সম্মেলন ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। নূতন দিল্লীতে কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব আলোচনা করা হয় এবং ঘোষণার অন্তর্গত কয়েকটি বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জ্ঞ গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হয়।

১৪ জুন বড়লাট এক নূতন প্রস্তাবে ঘোষণা করেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে ১৩ জন সদস্য থাকিবেন; তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসের ৬ জন, মুসলিম লীগের ৫ জন, শিখ ১ জন ও খৃষ্টান ১ জন। কংগ্রেস এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

২ আগষ্ট বোম্বাইতে কার্যকরী সমিতির অধিবেশনের একটি প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রচারিত হোয়াইট পেপারের অন্তর্গত কয়েকটি প্রস্তাব অনুমোদন না করিলেও পল্লিকল্পনাটি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অনুমোদনক্রমে বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জ্ঞ নাম প্রস্তাব করিতে কংগ্রেস সভাপতিকে আমন্ত্রণ করেন এবং কংগ্রেসের অনুমোদনক্রমে ১২ জন ব্যক্তি লইয়া বড়লাট অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন—২ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৬ মে বড়লাট লর্ড মাউন্টবাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা লমাপ্ত করেন এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্ত সমাধানের জ্ঞ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট এক পরিকল্পনা

পেশ করেন। ১৫ জুন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৫ আগস্ট কংগ্রেসে ৬০ বৎসরের সাধনা পূর্ণলক্ষ্য স্বাধীনতাব কিছুটা আস্বাদ ভারতবর্ষ পাইল—ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল।

১৬ নভেম্বর দিন্নাতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদত্যাগের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কংগ্রেস কতৃপক্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আচার্য কৃপালনীর স্থলে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যেই ব্যাপ্ত ছিল কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেসই দেশের শাসনভার গ্রহণ করায় কংগ্রেসের বর্তমান কর্মপন্থা গঠন-মূলক কার্য, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রভৃতির মধ্যে নিবদ্ধ হয়।

১৯৪৮ সালের ২৫ অক্টোবর ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া শ্রীপুরষোত্তম দাস ট্যাগুনকে ১৫০ ভোটে পরাজিত করিয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৭৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর জয়পুরে কংগ্রেসের পঞ্চ-পঞ্চাশৎ অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের এই প্রথম ও প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রায় দুই লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ সীতারামিয়া তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, অপর কোন রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া বিশ্বের মৈত্রী ও উন্নতির জন্ত আমরা আপ্রাণ কার্য করিয়া যাইব। তিনি ভারতের বিভিন্ন সমস্ত সমাধানের জন্ত গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণের জন্ত দেশবাসীকে আহ্বান করেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান রাষ্ট্র ঠিক প্রতিবেশীর জায়গায় তাহাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিবে। ভারতবর্ষ কখনও উভয়

রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করিবে না। দুই দিন ব্যাপী অধিবেশনে ১৬ টি সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৪২ সালের ৫ জাভুয়ারী কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নাম—

(১) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (২) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
(৩) ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (৪) মোলানা আবুল কালাম আজাদ
(৫) রফি আমেন কিদোয়াই (৬) এন, জি, রঙ্গ (৭) পণ্ডিত
গোবিন্দ বল্লভ পন্থ (৮) এস, কে, পাতিল (৯) দেবেন্দ্র শর্মা
(১০) রামরাজ নাঁদার (১১) গোকুলভাই ভাট (১২) সর্দার
প্রতাপ সিং (১৩) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৪) শ্রীমতী সূচেনা
কৃপালনী (১৫) জগজীবন রাম (১৬) নিধি লিঙ্গাপ্পা (১৭) রাম
সহায় (১৮) কালা বেঙ্গটরাও (১৯) শঙ্কর রাও দেও। শেষোক্ত
দুইজন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

কানাই লাল মিত্রের ~

সোমনাভ

কবিতাভাষ্য
কেশ তৈল
শুনে ও সুগন্ধে শ্রেষ্ঠ

কংগ্রেসের সভাপতিগণের নাম

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১৮৮৫	বোম্বাই	ডব্লিউ. সি. বনার্জি
১৮৮৬	কলিকাতা	দাদাভাই নোরজী
১৮৮৭	মাদ্রাজ	বদরুদ্দিন তায়েবজী
১৮৮৮	এলাহাবাদ	জর্জ ইউল্
১৮৮৯	বোম্বাই	স্তার ডব্লিউ ওয়েলডারবার্ণ
১৮৯০	কলিকাতা	স্তার পি. মেটা
১৮৯১	নাগপুর	পি, আনন্দ চালু
১৮৯২	এলাহাবাদ	ডব্লিউ, সি ব্যানার্জি
১৮৯৩	লাহোর	দাদাভাই নোরজী
১৮৯৪	মাদ্রাজ	আগফ্রেড ওয়েব
১৮৯৫	পুনা	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
১৮৯৬	কলিকাতা	আর, এম, সিয়ানি
১৮৯৭	অমরাবতী	সি, শঙ্করন নায়ার
১৮৯৮	মাদ্রাজ	আনন্দমোহন বসু
১৮৯৯	লক্ষ্ণৌ	রমেশচন্দ্র দত্ত
১৯০০	লাহোর	এন, জি, চন্দ্রভারকার
১৯০১	কলিকাতা	ডি, ই, ওয়াচা
১৯০২	আমেদাবাদ	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
১৯০৩	মাদ্রাজ	লালমোহন ঘোষ
১৯০৪	বোম্বাই	স্তার হেনরী কটন
১৯০৫	বেনারস	জি, কে, গোখেল
১৯০৬	কলিকাতা	দাদাভাই নোরজী
১৯০৭	মুম্বাই	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৮	মাদ্রাজ	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৯	লাহোর	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১২১০	এলাহাবাদ	ডব্লিউ ওয়েডারবার্ণ
১২১১	কলিকাতা	বিশেণ নাথ ধর
১২১২	পাটনা	আর, এন, মুখোপকার
১২১৩	করাচী	নবাব সৈয়দ মহম্মদ
১২১৪	মাদ্রাজ	ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১২১৫	বোম্বাই	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
১২১৬	লক্ষৌ	অম্বিকাচরণ মজুমদার
১২১৭	কলিকাতা	ডাঃ এ্যানি বোশাস্ত
১২১৮	দিল্লী	পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য
১২১৮	বোম্বাই (বিশেষ অধিবেশন)	হাসান ইমাম্
১২১৯	অমৃতসর	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
১২২০	নাগপুর	সি, বিজয় রাঘবাচারী
১২২০	কলিকাতা (বিশেষ অধিবেশন)	লালা লাজপৎ রায়
১২২১	আমেদাবাদ	হাকিম আজমল খাঁ
১২২২	গয়া	চিত্তরঞ্জন দাস
১২২৩	কোকনদ	মহম্মদ আলি
১২২৩	দিল্লী (বিশেষ অধিবেশন)	আবুল কালাম আজাদ
১২২৪	বেলগাঁ	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
১২২৫	কাগপুর	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু
১২২৬	গোহাটি	শ্রীনিবাস আয়েঙ্কার
১২২৭	মাদ্রাজ	ডাঃ এম, এ, আনসারি
১২২৮	কলিকাতা	পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
১৮২৯	লাহোর	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১২৩১	করাচী	সদার বন্নভভাই প্যাটেল
১২৩২	দিল্লী	শেঠ রণছোড়লাল
১২৩৩	কলিকাতা	শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা

বৎসর	অধিবেশনের স্থান	সভাপতি
১৯৩৪	বোম্বাই	রাজেন্দ্র প্রসাদ
১৯৩৫	লক্ষৌ	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩৬	ফৈজপুর	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৩৮	ত্রিপুরা	সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩৯	ত্রিপুরি	সুভাষচন্দ্র বসু
(পদত্যাগ করার পর)		ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
১৯৪০	রামগড়	আবুল কালাম আজাদ
১৯৪৬	—	পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
১৯৪৬	মীরাত	আচার্য জে. বি. কৃপালিনী
(পদত্যাগ করার পর)		ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
১৯৪৮	জয়পুর	ডাঃ পট্টভি নীতারামিয়া

পশ্চিম-বঙ্গ কংগ্রেস

সভাপতি—সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

কর্মসচিব—চাক্রচন্দ্র ভাণ্ডারী



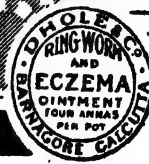
ঢোল এণ্ড কোম্পানীর

দাদ ও কাউন্সেলর

অব্যর্থ ঔষধ

বরানগর

কলিকাতা



হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা বহুদিন পূর্বেই অল্পাধিক হইয়াছিল কিন্তু নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ইহার কার্যধারা আবদ্ধ ছিল। বীর সাত্ত্বিকের হিন্দু মহাসভার যোগদানের পর ইহাতেই যেন ইহার নূতন প্রাণ সঞ্চার হইল এবং ইহার কার্যধারার সীমা বর্ধিত হইয়া গেল। ১৯১৯ সালে হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে ভারতবর্ষকে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার মার্কা 'ডোমিনিয়ন-স্টেটস' অবিলম্বে প্রদান করার জন্য একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। হিন্দু মহাসভার কর্মপন্থা—(১) হিন্দু স্বার্থরক্ষা ও তাহার সংগঠন (২) হিন্দুনারীর আদর্শের পুনঃপ্রবর্তন (৩) জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (৪) গোজাতীর রক্ষা (৫) হিন্দুজাতিচ্যুতদের পুনঃগ্রহণ ও অগ্র ধর্মের লৌকিকদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা (৬) হিন্দুজাতির সামরিক শক্তির পূর্ণ জাগরণ এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ (৭) অনাথ আশ্রম গঠন (৮) হিন্দু ও অহিন্দুর মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন (৯) হিন্দু জাতির ধর্ম, শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অগ্রাগ্র স্বার্থের উন্নতিবিধান।

১৯৪০ সালে মাদ্রাস বীর সাত্ত্বিকের সভাপতিত্বে মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে অধিক সংখ্যক হিন্দুর যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগে যোগদানের পক্ষে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহে বাধাতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন, রামসেনাবাহিনীর প্রসার প্রভৃতি আটটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অধিবেশনে এই প্রস্তাবও গৃহীত হয় যে যুদ্ধশেষের এক বৎসরের মধ্যেই যেন ভারতবর্ষকে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার মার্কা 'ডোমিনিয়ন স্টেটস' দেওয়া হয় এবং অথবা হিন্দুধানকে যেন বিভক্ত না করা হয়। ১৯৪১ সালে ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে ভারত সরকার যদি এই প্রস্তাবগুলির সহস্বত্ব না দেন তবে দেশবাসী একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করার পক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারত সরকার কেবলমাত্র প্রথম প্রস্তাবের উত্তর দেন।

১৯৪১ সালের জুন মাসে কলিকাতার হিন্দু মহাসভার এক সাধারণ অধিবেশনে সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভাতেই হিন্দু-স্বার্থের ক্ষতিকর মুসলিম-লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনাকে বাধা দেওয়ার জন্য দেশবাসী আন্দোলনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিহার সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও ভাগলপুরে ১৯৪১ সালে মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন করার প্রস্তাব মহাসভার কার্যনির্বাহক সমিতির দ্বারা গৃহীত হয়। বীর সাতারকর, ডাঃ মুঞ্জ, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতারা ভাগলপুর যাত্রার পথে গ্রেপ্তার হন। ডক্টর শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভাগলপুরের নিকট কলগাঁও স্টেশনে আটক রাখিয়া বিহার হইতে বহিষ্কারের আদেশ জারী করা হয়। ২৮ ডিসেম্বর লাল নারায়ণ দত্তের সভাপতিত্বে দেবীপ্রসাদ ধর্মশালায় আনুষ্ঠানিক বার্ষিক অধিবেশন হয়।

জার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্সের ভারত-শাসন সংস্কারের প্রস্তাবে সরাসরি গ্রহণ অথবা বর্জন করার মধ্যবর্তী কোন পস্থা না থাকার মহাসভার এ প্রস্তাব বর্জন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। হিন্দু স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ প্রস্তাব সরাসরি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

১৯৪২ সালে ২৫ ডিসেম্বর অমৃতসরে ডক্টর শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার রক্ত জয়ন্তী অধিবেশন হয়। দেশের বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও অবিলম্বে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান না করায় এবং অবিলম্বে জাতীয় শাসন পরিষদ গঠন না করায় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সভায় এই মত প্রকাশ করা হয় যে ভারতকে বহির্শত্রুর হাত হইতে রক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য (১) ভারত-সচিব আমেরীকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত (২) রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান হওয়া উচিত (৩) রাজবন্দী ও

অন্তরীণদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক এবং (৪) ভারত-রক্ষার জন্ত দেশের সমস্ত সম্পদ যাহাতে উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয় সেজন্য সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে একত্রে মিলিত করিয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করা হউক।

১৯৪৪ সালে ডাঃ গ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিলাসপুরে মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন হয় এবং হিন্দু মহাসভার মূলনীতি অপরিবর্তিত রহিয়া যায়।

লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের জুন মাসে সিমলায় যে বৈঠক আহ্বান করেন তাহাতে হিন্দু মহাসভার কোন প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ২৪ জুন পুণাতে ডাঃ গ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার কার্যকারী সমিতির এক বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়—“সিমলা বৈঠকে হিন্দুমহাসভাকে নিমন্ত্রণ না করাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ব্রিটিশ শাসনকে ভারতে দৃঢ়ভাবে স্থায়ী করার জন্ত ভারতীয়দের মধ্যে একতা নষ্ট করিয়া ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশ সরকার এড়াইয়া চলিতেছে। বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া এবং বর্ণহিন্দু ও তপশীলভুক্ত এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত করার চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দু মহাসভাই হিন্দুদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। হিন্দু মহাসভাকে বাদ দিয়া সিমলা বৈঠকে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলেও হিন্দুভাতি তাহা গ্রহণ করিবে না।”

১৯৪৬ সালের আইন সভাসমূহের নিষাচনে মহাসভার প্রতিনিধিরা খুব অল্পই সাফল্য লাভ করিলেন। ১৫ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে কার্যকারী সভাপতি এল, বি, ভোপৎকার ব্রিটিশ মন্ত্রী প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দশ দফা প্রস্তাব সমন্বিত এক স্মারক লিপি পেশ করেন; ইহাতে ভারতকে অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা দান, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, অথও হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রস্তাব করা হয়।

১২৪৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর এল. বি. ভোপৎকারের সভাপতিত্বে গোরক্ষপুরে মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় অধিবেশনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন “আমরা ভারতের অগ্রগতির জন্য সকল সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগিতা করি, কিন্তু তাহা বলিয়া কোন দল বা সম্প্রদায় বিশেষকে এই অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে দিতে পারি না।” তিনি পাকিস্তান ও লোক বিনিময় নীতির তীব্র নিন্দা করেন। এই সম্মেলনে হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া এবং সকল জাতির হিন্দু ও শিখদের লইয়া একটি বাহিনী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৪৭ সালের ৮ জুন নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বৈঠকে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১২৪৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে এল. বি. ভোপৎকারের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে গান্ধীজীর হত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়। ইহা ঘোষণা করা হয় যে গান্ধীজীর হত্যার সঙ্গে হিন্দু মহাসভার কোন যোগ নাই। মহাত্মাজীর মৃত্যুর পরে হিন্দু মহাসভার কর্মীদের উপর দেশব্যাপী যে উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে তাহার নিন্দা করা হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী মহাসভার অধিবেশনে, এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে এখন হইতে হিন্দু মহাসভা কোন রাজনৈতিক কার্যে লিপ্ত থাকিবে না। হিন্দু জাতির সংগঠন, পাকিস্তান, হইতে দুর্গতদের সাহায্য ও পুনর্বাসতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম' সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্যধারার উপরই হিন্দু মহাসভার সমস্ত শক্তি নিবদ্ধ থাকিবে। স্বাধীন ভারতে হিন্দু জাতিকে শক্তিমান ও সুশৃঙ্খল করিয়া একতাবদ্ধ করা হই হিন্দু মহাসভার দায়িত্ব।

১২৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ খারের সভাপতিত্বে কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার সাধারণ অধিবেশন হয়। বীর সাত্তারকরও এই সভায় যোগদান করেন। পূর্ব-বঙ্গের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান দাবী

অথবা বাস্তব্যাগী হিন্দুদের জন্য পূর্ব-বন্ধের কিয়দংশ দাবী করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ায় নেহরু-লিয়াকত আলির মৈত্রী-চুক্তি আলোচনার প্রাক্কালে হিন্দু মহাসভার নেতাদিগকে গ্রেপ্তার বা তাঁহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল

আচার্য নরেন্দ্র দেও ও ইউনুফ মেহেরালির প্রচেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল গড়িয়া উঠে। ১৯৪০ সালের আগষ্ট বিপ্লবে সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ও কর্মীবৃন্দ অপূর্ব সাহসের পরিচয় দেন।

কংগ্রেসের সহিত আদর্শের বিরোধ হওয়ায় ১৯৪৮ সালে নাসিকে এক অধিবেশনে এই দল কংগ্রেস হইতে পৃথক হইয়া আসে ও দলের নূতন নামকরণ হয়— ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল।

কংগ্রেসের বাহিরে আসিয়া আচার্য নরেন্দ্র দেও-এর সভাপতিত্বে ১৯৭৯ সালের ৬ মার্চ পাটনা শহরে সমাজতন্ত্রী দলের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

শ্রমিক ও কৃষকদের সুসংবদ্ধ করা, সমাজতন্ত্রের আদর্শকে প্রচার করা, জনসাধারণের সেবায় গঠনমূলক কার্য করা, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে সাহায্য করা ও দেশে সত্যকারের গণ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত চেষ্টা করাই এই দলের উদ্দেশ্য। এই দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেও, ডাঃ রাম মনোহর লোহিয়া, শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি, অচ্যুৎ পট্টবর্ধন, অশোক মেটা, শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

ফরোয়ার্ড ব্লক

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মত বিরোধ হওয়ার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের লইয়া তিনি এই দল

গঠন করেন। নেতাজী ব্রিটিশ সরকারের সহিত কোনও রূপ আপোষ মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯৪০ সালে কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনের সন্নিকটে ফরোয়ার্ড ব্লকের এক বিরাট অধিবেশন প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ সালে ভারত সরকার ফরোয়ার্ড ব্লকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে এই দলের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যকরী সমিতিতে কংগ্রেস হইতে পৃথক থাকিয়া একটি স্বতন্ত্র দল হিসাবে থাকিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আই, এন, এ-র জেনারেল মোহন সিং নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি

প্রধানতঃ শ্রমিকদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাশিয়ার আদর্শে এদেশে গণতন্ত্র ও শ্রমিকরাজ স্থাপনই এই পার্টির উদ্দেশ্য। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ শুনা যায় তাহার সত্যাসত্য নিৰ্ধারণের জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পি. সি, যোশী কংগ্রেসের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ভুলাভাই দেশাই, রাজাগোপালাচারা অথবা শ্রীমতী সরোজিনা নাইডুর উপর ভার্যপণ করা হউক। শ্রীযুক্ত দেশাই কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য করেন যে কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা আগষ্ট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯৪৭ সালের ২৭ মার্চ তারিখের এক আদেশে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন ও কমিউনিষ্ট নেতাদের ধর-পার্কিড় আরম্ভ হয়।

র্যাডিকেল ডেমোক্রেটিক পার্টি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর, বিশেষ করিয়া ১৯৪০ এর জুন মাসে ফ্রান্সের পতনের পর “র্যাডিক্যাল”-পন্থীরা ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে

মিত্রপক্ষকে সমর্থন করিয়া তাহাদের মত প্রচার করায় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফাসিস্ত বিরোধী দিবস পালন করায় মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাহার সমর্থনকারীদের কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা সকলে মিলিয়া ডিসেম্বর মাসে উপরোক্ত দল গঠন করেন। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার করা হয়। 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার' ইহার সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে বোম্বাইতে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে নিত্য ব্যবহায্য দ্রব্যসমূহের ছুমূল্যতা এবং মজুরীর স্বল্প হারের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল এবং তাহারা স্বার্থরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয় বিভিন্ন সজ্জ স্থাপন করিল ইহা হইতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কার্যের সময় হ্রাস, কয়লার খনিগুলিতে শ্রী-শ্রমিক নিয়োগ রহিত করা, সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ, শ্রমিকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, শ্রমিকদের উপর অযৌক্তিক জরিমানা রহিত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২২তম অধিবেশন মুম্বাইতে বহুর সভাপতিত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ভিয়েতনাম দিবসে ছাত্রদের উপর গুলিচালনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গভর্নমেন্টের নিকট তদন্তের অনুরোধ, কলিকাতা ও সহরতলী হইতে ১৯৪৪ খারায় প্রত্যাহার দাবী ও কলিকাতা ও উপকণ্ঠে ধর্মঘট প্রায় ৬০ হাজার শ্রমিকদের প্রতি সহায়ভূতি জ্ঞাপন।

১৯৪৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং দলের মধ্যে কিছু বিভেদের সৃষ্টি হয়। সভাপতি মৃণালকান্তি বসু দল ত্যাগ করেন।

নিখিল ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

এই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে স্থাপিত হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিষ্ট দল প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া কংগ্রেসের স্বার্থবিরোধী কার্যে প্ররোচিত করিতেছে ইহা পরিলক্ষিত হওয়ায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করিয়া এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেন। সদাঁর প্যাটেলের সভাপতিত্বে দিল্লীতে ইহার উদ্বোধন হয়। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও খাণ্ডু ভাই দেশাই যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। ভারতে শ্রমিক সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের পতাকাতলে একতাবদ্ধ করিয়া শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা ও তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

“...রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই করিতে হয় শত্রুর সঙ্গে এবং এই কার্যে পাওয়া যায় জাতি ও মত-নির্বিশেষে সমগ্র দেশের সহায়ত্ব। মধ্যে মধ্যে কারাযন্ত্রণা ও অত্যাচার সহিতে হয় বটে, কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর ভালবাসা ও সহায়ত্ব লাভিত সেবককে সঞ্জীবিত ও অমুপ্রাণিত করে। সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা যাহারা করে, তাহাদের বিপদ অন্তপ্রকার। তাহাদের লড়াই করিতে হয় দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে। নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা ও গঞ্জন সহিতে হয় এবং অথও সমাজের সহায়ত্ব তাহারা কোনও দিন পায় না।”

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের সূচনা

ক্রিপ্স প্রস্তাব

ভারতের শাসনতন্ত্রের (১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন) পরিবর্তনের জন্ত ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক রচিত একটি প্রস্তাব লইয়া শ্রার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ভারতে আসেন ও ভারতের নেতৃবৃন্দের নিকট তাহা উপস্থাপিত করেন। যুদ্ধ শেষে যত শীঘ্র সম্ভব রাষ্ট্রীয় ও বৈদেশিক ব্যাপারে অগ্রাগ্র ডোমিনিয়নের সমান মর্যাদা ও ক্ষমতা ভারতকে দেওয়ার ব্যবস্থাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতকে অগ্রাগ্র ডোমিনিয়নগুলি ও ব্রিটেনের মত সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে। ভারতবর্ষ অগ্র ডোমিনিয়ন বা ব্রিটেন হইতে নিম্নতর পর্যায়ে বা অধীন থাকিবেনা। ব্রিটিশ ভারত-বর্ষের প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইবে।

এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘোষণা করা হয়—(১) দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নির্বাচিত এক প্রতিনিধি মণ্ডলীকে ভারতের ভাবী রাষ্ট্র পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার দেওয়া হইবে (২) দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরাও তাহাদের স্ব স্ব রাজ্য হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন (৩) কোন প্রদেশের এই রাষ্ট্র সঙ্ঘে যোগ না দিয়া বর্তমান ভারত শাসন আইনের অধীনে থাকার ক্ষমতাও থাকিবে। ভবিষ্যতে ভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘে ঐ প্রদেশ যোগ দিতে চাহিলে তাহাতে কোন বাধা থাকিবেন না এবং প্রয়োজন বোধে পূর্বোক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মত নিজের পৃথক ডোমিনিয়ন গঠনের ক্ষমতাও থাকিবে। ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র রচয়িতা-মণ্ডলী এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে এই সন্ধি পত্র স্বাক্ষরিত হইবে। সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থ বাহাতে রক্ষা হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। অগ্রাগ্র ডোমিনিয়ন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অগ্রাগ্র দেশের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে ভারতের কোন বাধা

নিষেধ থাকিবে না। (৪) শাসনতন্ত্র রচয়িতা-মণ্ডলী এইভাবে গঠিত হইবে—যুদ্ধশেষে সমস্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলিতেই নূতন সদস্য নির্বাচন হইবে। এই নির্বাচিত সদস্যের এক-দশমাংশকে নির্বাচিত করিয়া শাসনতন্ত্র রচয়িতা মণ্ডলী গঠিত হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির মতই সমান সমান অনুপাতে এই মণ্ডলীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন। (৫) ভারতের বর্তমান সঙ্কটকালে এবং ভাবী শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে গ্ৰহণ করিবেন। ভারতের সমুদয় সামরিক ও নৈতিক শক্তি ও দ্রব্যসম্ভার যাহাতে সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত হয় তাহার দায়িত্ব ভাবত সরকারের হস্তে থাকিবে।

স্ত্রার স্ট্যামফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাবে সরাসরি গ্রহণ বা বর্জন করার মধ্যবর্তী কোন পন্থা না থাকায় কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়। হিন্দু স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হিন্দু মহাসভার পক্ষে এ প্রস্তাব সরাসরি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই। পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত না হইলে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব গতনে সম্মত নহে, এইরূপ ঘোষণা করে।

সিমলা সম্মেলন

১৯৪৫ সালের ১৪ জুন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের রাজ-নৈতিক অচল অবস্থার অবসানকল্পে কেন্দ্রে একটি নূতন শাসন পরিষদ গঠন সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাবাবলী বেতার যোগে ঘোষণা করেন। ইহাতে বলা হয় যে প্রধান সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি ও সমান-সংখ্যক বর্ণ হিন্দু ও মুসলমান লইয়া এই শাসন পরিষদ গঠন করা হইবে। প্রধান সেনাপতি সমর বিভাগের সদস্যরূপে থাকিবেন।

বড়লাট মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি আশাদ, মিঃ জিন্না প্রমুখ ২৫ জন নেতাকে ২৫ জন বড়লাটের সিমলা ভবনে আমন্ত্রণ করেন। মহাত্মা গান্ধী উদ্ভরে বড়লাটকে জানান, কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা তাহার নাই, তবে ব্যক্তিগত ভাগে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন। বড়লাট-ব্যবহৃত “বর্ণ হিন্দু” কথায় তিনি আপত্তি জানান। হিন্দু মহাসভার কোন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই।

সম্মেলনে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত বড়লাটের আলোচনা হয়। ১ জুলাই বড়লাট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে অন্তর্ন ৮ জন ও অনূর্ধ্ব ১২ জন করিয়া, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়কে ৪ জন এবং শিখ সম্প্রদায়কে ৩ জন সদস্যের নামে একটি তালিকা পেশ করিতে অনুরোধ করেন। এই সদস্য-তালিকাগুলি হইতে এবং প্রয়োজন বোধে ইহার বাহির হইতেও সদস্যের নাম লইয়া প্রস্তাবিত শাসন পরিষদ গঠন করিবেন। ৯ জুলাই কংগ্রেস ও অগ্রাগ্র সম্প্রদায় নামের তালিকা দাখিল করে কিন্তু মিঃ জিন্না বড়লাটকে জানান যে যদি সমগ্র মুসলমান সদস্য নির্বাচনের ভার মুসলিম লীগকে দেওয়া হয় এবং মুসলমানদিগের স্বার্থের পক্ষে হানিকর যদি কোন প্রস্তাবের সমগ্র মুসলমান সদস্য বিরোধিতা করেন তাহা হইলে বড়লাট নিজ ক্ষমতাবলে উক্ত প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিবেন এইরূপ আশ্বাস পাইলে তবে মিঃ জিন্না নামের তালিকা দিতে প্রস্তুত আছেন। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া বড়লাট মিঃ জিন্নাকে তাঁহার প্রস্তাব অনুরোধ করার অক্ষমতা জানাইয়া দেন। ১৪ জুলাই বড়লাট নেতৃসম্মেলনের শেষ অধিবেশনে সরকারীভাবে সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা ঘোষণা করেন এবং বলেন যে যখন বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া নূতন শাসন পরিষদ গঠন সম্ভব হইল না তখন বর্তমান ব্যবস্থাই চলিতে থাকিবে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মি: আর, ডব্লিউ ওয়াট, মি: এইচ, মরিস, লর্ড মুন্টার, মি: এ, জি, বটম্‌লি ও ব্রি: এ, আর, লো অধ্যাপক আর, রিচার্ডসের অধিনায়কত্বে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্ত ১৯৪৬ সালের ৫ জানুয়ারী ভারতে আগমন করেন। ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন দলের নেতাদিগের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ৮ ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশ যাত্রা করেন। বিলাতে প্রত্যাভর্তন করিয়া তাঁহারা ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার আশু অবসানের সুপারিশ করেন।

ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশন

১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ও নৌ-সচিব মি: এ, ভি, আলেক-জাণ্ডার ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ভারতের অগ্রান্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ আলোচনা করার পর ২ মে সমিলাতে একটি ত্রিদলীয় (কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও মন্ত্রীমিশন) সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে আপোষ রফার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

১৬ মে মন্ত্রীমিশন ও বড়লাট একটি যুক্ত-বিরূতি দেশের নিকট উপস্থাপিত করেন। ইহাতে বলা হয় যে “মন্ত্রী-মিশনের একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন দলের মধ্যে আপোষ-রফা যদিও সম্ভবপর হয় নাই, তথাপি ভারতবর্ষ যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তাহার জন্ত একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে মিশন বদ্ধপরিকর; ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন যাহাতে ভারতবাসীরা নিজেরাই করিতে পারে, অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। যে পর্যন্ত না ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া কার্যকরী করা হয় ততদিনের জন্ত

ভারতবাসীদের লইয়া একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হইবে।” মন্ত্রীমিশন পাকিস্তান পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে অমুমোদন করেন। শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সমাধানের জন্ত এইরূপ ঘোষণা করা হয়—

(১) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি যুক্ত-রাষ্ট্র গঠন করা হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের হাতে দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাও থাকিবে।

(২) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে সদস্য লইয়া একটি আইন পরিষদ ও একটি শাসন পরিষদ গঠিত হইবে। কোন গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান পরিষদে অধিকাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ছুইটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিজেদের ও সম্মিলিত সমস্ত সদস্যের ভোটাধিক্যের উপর নির্ভর করিবে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রিত বিষয়গুলি ছাড়া অত্যাঁত বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হস্তে থাকিবে।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত বিষয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হস্তে থাকিবে।

(৫) প্রদেশগুলি নিজেদের মধ্যে “গ্রুপ” গঠন করিতে পারিবে এবং তাহারা শাসন ব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন মিলিতভাবে করিতে পারিবে।

(৬) যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রে এই বিধান থাকিবে যে কোন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে গঠনতান্ত্রিক সতর্াবলী প্রথমে দশ বৎসর পরে ও তাহার পর প্রতি দশ বৎসর অন্তর পুনর্বিবেচিত হইতে পারে।

ভারতের ভারী গঠনতন্ত্র রচনার জন্য যে গণ-পরিষদ গঠিত হইবে তাহার সদস্য নির্বাচনে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে—

(১) প্রত্যেক প্রদেশ হইতে মোটামুটি প্রতি ১০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য একজন সদস্য থাকিবেন।

(২) . প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ত সংখ্যার অনুপাতে সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হইবে।

(৩) প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ সদস্য নির্বাচন করিবে।

মন্ত্রীমিশন তিনটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেন—সাধারণ, মুসলমান ও শিখ। মুসলমান ও শিখ বাতীত অন্যান্য সকলেই এই 'সাধারণ' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাদের মতামত বিবেচনা করা হইবে।

প্রদেশসমূহকে মন্ত্রী মিশন তিনটি 'সেক্সনে' ভাগ করেন। 'এ সেক্সনের' অধীনে মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা প্রদেশগুলি থাকিবে। 'বি সেক্সনের' মধ্যে পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ থাকিবে। বাংলা ও আসাম লইয়া 'সি সেক্সন' গঠিত হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশের সদস্য সংখ্যা

এ-সেক্সন	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মোট
মাদ্রাজ	৪৫	৪	—	৪৯
বোম্বাই	১৯	২	—	২১
যুক্ত প্রদেশ	৪৭	৮	—	৫৫
বিহার	৩১	৫	—	৩৬
মধ্য প্রদেশ	১৬	১	—	১৭
উড়িষ্যা	৯	—	—	৯
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	১৬৭	২০	—	১৮৭
বি-সেক্সন				
পাঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রঃ—		৩	—	৩
সিন্ধু	১	৩	—	৪
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	৯	২২	৪	৩৫

সি-সেক্সন	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মোট
বাংলা	২৭	৩৩	—	৬০
আসাম	৭	৩	—	১০
	<hr/> ৩৪	<hr/> ৩৬	<hr/> —	<hr/> ৭০

ব্রিটিশ ভারতের সদস্য সংখ্যা ২২২; দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্য সংখ্যা ২৩ (অনূর্ধ্ব); চীফ কমিশনারের প্রদেশগুলি হইতে সদস্যবৃন্দ 'এ-সেক্সনে' যোগ দিবেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের দিল্লী ও আজমীর-মাড়োয়াড় হইতে নির্বাচিত ২ জন সদস্য ও কুর্গ আইন পরিষদের নির্বাচিত ১ জন সদস্য।

গণ পরিষদের কার্যপন্থা স্থিতিবর্ণন, সভাপতি নির্বাচন, অগ্রান্ত কার্য-নির্বাহক মণ্ডলী গঠন, সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়, পার্বত্য জাতি ও নগরবাসীর স্বার্থ রক্ষার জন্য উপদেষ্টা সমিতি গঠন উপলক্ষে দিল্লীতে গণপরিষদের প্রাথমিক সম্মেলন হইবে। ইহার পর সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ সেক্সনে যোগ দিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন।

গণপরিষদের আলোচ্য রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ তাহা পরিষদের সভাপতি স্থির করিবেন। সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায় দুইটির অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইলে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় মৌমাংসার জন্য ভারতীয় ফেডারেল কোর্টে প্রেরিত হইবে। নূতন শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার পরে যে কোন প্রদেশের তাগার সেক্সন হইতে বাহিরে আসিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

সমস্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহায়তায় কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্যও মিশন সুপারিশ করেন।

* * * * *

ইহার পর বড়লাট সমস্ত প্রদেশগুলিকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করিতে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে আপোষ আলোচনার জন্য কমিটি গঠনের আহ্বান করেন। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী বাধ্যতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বড়লাট শাসন

পরিষদের (এক্জিকিউটিভ কাউন্সিল) সদস্যেরা ১৯৩৬ সালের মে মাসে পদত্যাগ করেন ।

মে মাসে মন্ত্রী-মিশন বিভিন্ন প্রদেশের গ্রুপিং ও প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত ব্যাখ্যা করিয়া একটি বিবৃতি দেন—“গণ পরিষদ গঠিত হইবার পর সরকারের পক্ষ হইতে তাহার কার্যকোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবং গণ-পরিষদের রচিত শাসনতন্ত্র যাহাতে কার্যকরী হয় তাহার জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট পার্লামেন্টের নিকট প্রয়োজনানুযায়ী সুপারিশ পেশ করিবেন । প্রদেশগুলির ‘গ্রুপিং’ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে যে “বর্তমান ‘গ্রুপিং’ মানিয়া লইতে হইবে কিন্তু শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পরে কোন প্রদেশের ‘গ্রুপ’ হইতে বাহিরে আসিবার স্বাধীনতা থাকিবে ।” ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে বৃটিশ সৈন্যের ভারতে অবস্থানের কোন প্রয়োজন হইবে না কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এই অন্তর্বর্তী সময়ে বৃটিশ সৈন্য ভারতে থাকিবে কারণ ভারতের সমস্ত দায়িত্ব বৃটিশ পার্লামেন্টের ।”

১৯৪৬ সালের ৬ জুন নতুন দিল্লীতে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । ইহার পর দেশীয় রাজ্যের রাজকুমার ৬ মন্ত্রীগণ বোম্বাইতে মিলিত হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন । অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেসের ৫ জন, মুসলিম-লীগের ৫ জন ও অন্যান্য দল হইতে ২ জন সদস্য লওয়ার সিদ্ধান্তে কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হয় । কংগ্রেসের ৬ জন, মুসলিম লীগের ৫ জন, শিখ ১ জন, পার্শী ১ জন, ভারতীয় খ্রীষ্টান ১ জন—এই ১৪ জনকে লইয়া অন্তর্বর্তী সরকার গঠন উদ্দেশ্যে বড়লাট ১৬ জুন নিয়োগ ১৪ জনকে আমন্ত্রণ করেন—(১) পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (২) সর্দার বলভভাই প্যাটেল (৩) ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদ (৪) চক্রবর্তী রাজাগোলাচারী (৫) জগজীবন রাম (৬) সর্দার বলদেব সিং (৭) হরেকৃষ্ণ মহাতাপ

(৮) ডাঃ জন মাথাই (৯) স্তার এন, পি, ইঞ্জিনিয়ার (১০) মহম্মদ আলি জিন্না (১১) নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ (১২) নবাব মহম্মদ ইসমাইল খাঁ (১৩) স্তার খাজা নাজিমুদ্দিন (১৪) সর্দার আবদুর রব নিস্তার। ২৪ জুন দিল্লীতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠকে অস্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। কংগ্রেস অস্তর্বর্তী সরকার বর্জন করায় কংগ্রেসকে বাদ দিয়া অস্তর্বর্তী সরকার গঠন ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা দেখা গেল। ৩১ জুলাই বোম্বাইতে মুসলীম লীগ কার্যকরী সমিতির সভাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোবৃত্তির তীব্র নিন্দা করিয়া এবং অস্তর্বর্তী সরকার বর্জন সিদ্ধান্ত করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১০ আগস্ট বোম্বাইতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবের সমস্ত শর্তগুলি অমু-মোদন না করিলেও অস্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছে। ১২ আগস্ট বড়লাট কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুকে অস্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে অমুরোধ করেন। ২৪ আগস্ট বড়লাট নিম্নলিখিত ১২ জনকে লইয়া অস্তর্বর্তী সরকার গঠনের সংবাদ ঘোষণা করেন। (১)—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (২) সর্দার বলভভাই প্যাটেল (৩) ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (৪) আসফ আলি (৫) চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (৬) শরৎচন্দ্র বসু (৭) জন মাথাই (৮) সর্দার বলদেব সিং (৯) স্তার সাফাৎ আমেদ খান (১০) জগজীবন রাম (১১) সৈয়দ আলী জাহীর (১২) কুবেরজী হরমসজি ভাবা। ২টি আসন শূন্য রাখা হয়। ২ সেপ্টেম্বর পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ কয়েকজন সদস্য অস্তর্বর্তী সরকারে কার্যভার গ্রহণ করেন।

পণ্ডিত নেহেরুকে সহকারী সভাপতি মনোনীত করা হইল। ১৩ অক্টোবর মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতির সভাতে নিম্নলিখিত সত্তে অস্তর্বর্তী সরকার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—(১) সদস্যগণ মন্ত্রী না হইয়া পূর্বের মত বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য

থাকিবেন; (২) অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের মধ্যে কেহ প্রধান থাকিবেন না; (৩) বড়লাটেরই কেবলমাত্র কর্তৃত্বের ক্ষমতা থাকিবে এবং সদস্যগণ মিলিত দায়িত্ব মানিতে বাধ্য থাকিবেন না। মুসলিম লীগের অন্তর্বর্তী সরকার গ্রহণের সিদ্ধান্তে ১৪ অক্টোবর শরৎচন্দ্র বসু, স্ত্রীর সাফাৎ আমেদ খান ও সৈয়দ আলি জাহাীর পদত্যাগ করিয়া ৩টি আসন শূন্য করিয়া দিলেন এবং লীগের পক্ষ হইতে (১) লিয়াকৎ আলি খান (২) আবদুর রব নিস্তার (৩) আই, আই, চুদ্দাগড় (৪) গজনফর আলি খান ও (৫) ষোণেন্দ্রনাথ মণ্ডল অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিলেন। ১৪ নভেম্বর মিঃ জিন্না এক বিবৃতি দেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগের সদস্যরা মুসলিম স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক প্রহরীরূপে কাৰ্য্য করিবে এবং ২১ নভেম্বর তিনি বলেন যে গণ-পরিষদে লীগের কোন প্রতিনিধি যোগদান করিবেন না। গণ-পরিষদের বৈঠক আরম্ভ হওয়ার তারিখ হিবে ৬ওয়ার পরে বড়লাট রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধানের জন্য পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, সর্দার বলদেব সিং, মিঃ জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খানকে নূতন করিয়া আলাপ আলোচনা করিবার জন্য বিলাতে নিমন্ত্রণ করেন। ২৭ নভেম্বর কংগ্রেস এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত অনুরোধে ২৯ নভেম্বর কংগ্রেস এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ১ ডিসেম্বর সর্দার প্যাটেল ব্যতীত অন্যান্য সকলকে লইয়া বড়লাট বিলাতযাত্রা করেন।

লওনে আলাপ আলোচনা হইবার পর ৬ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার এই মর্মে এক বিবৃতি প্রচার করেন যে “ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ১৬ মে তারিখের ঘোষণায় বর্ণিত ‘গ্রুপ’ গঠন প্রদত্ত লইয়া সমস্তা দেখা দিয়াছে। মুসলিম লীগ গভর্নমেন্টের ব্যাখ্যা মানিয়া লইয়াছে কিন্তু কংগ্রেস অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে। কংগ্রেস এইরূপ ব্যাখ্যা করে যে প্রদেশসমূহের গ্রুপে যোগদানের ও স্ব স্ব শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা রাখিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আইনজের আভমত লইয়া

জানিয়াছে যে তাহাদের ব্যাখ্যাই ঠিক। ইহা সত্ত্বেও যদি ফেডারেল কোর্টের অভিমত গ্রহণের প্রস্তাব করেন তাহা হইলে শীঘ্রই তাহা করা প্রয়োজন। কারণ তাহা হইলে ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত গণ-পরিষদের বিভিন্ন সেক্সনের বৈঠকগুলির অধিবেশন সমীচীন হইবে না। সম্মিলিতভাবে গৃহীত কর্মপন্থা নির্ধারণের উপরই গণ-পরিষদের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। ভারতের অধিবাসীদের একটি বৃহৎ সংখ্যা যে গণ পরিষদে যোগদান করে নাই, সেই পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র জোর করিয়া দেশের এক অমিচ্ছুক অংশের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া চলিতে পারে না। কংগ্রেসও পূর্বে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

৯ ডিসেম্বর নূতন দিল্লীতে গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

১২৪৭ সালের ৬ জাছুয়ারী কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ৬ ডিসেম্বরের প্রস্তাব মানিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩১ জাছুয়ারী করাচীতে মুসলিম লীগ কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের ৬ ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা সহ ১৬ মে তারিখের প্রস্তাব মানিয়া লয় নাই; সুতরাং লীগের পক্ষে গণ-পরিষদে যোগদান করার কোন প্রস্তাব উঠে না। গণ-পরিষদ অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত লীগ এই অভিমত প্রকাশ করে।

১৬ ফেব্রুয়ারী সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করেন যে মুসলিম লীগ যদি করাচী অধিবেশনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে, তাহা হইলে মুসলিম লীগ অথবা কংগ্রেস যে কোন এক দলকে অন্তর্ভুক্তী সরকারে সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইবে। পণ্ডিত নেহেরু বড়লাটের মারফৎ ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন যে যদি মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগদান না করে তাহা হইলে অন্তর্ভুক্তী সরকার হইতে লীগ সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত।

২০ ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী পার্লামেন্টের অধিবেশনে

ঘোষণা করেন যে “দাম্ভিকশীল ভারতবাসীর হস্তে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করাই ব্রিটিশ সরকারের অনিচ্ছিত ইচ্ছা। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত দলের প্রতিনিধিমূলক গণ-পরিষদ কর্তৃক কোন শাসনতন্ত্র রচিত না হইলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ভার কাহাদের উপর অর্পণ করা হইবে তাহা ব্রিটিশ সরকার বিবেচনা করিবেন। কোন কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে বা প্রাদেশিক সরকার বিশেষের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে তাহা ব্রিটিশ সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যুদ্ধকালীন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কার্যকাল শেষ হওয়ার ঘোষণাও করা হয়। তাঁহার স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে এই পদে নিয়োগ করিয়া মার্চ মাসে তাঁহাকে কার্যে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় ও ১৯৪৭ সালের মে মাসের মধ্যে তিন দফা অধিবেশন হয়। কিন্তু কংগ্রেসের অমুরোধ সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সদস্যগণ গণ-পরিষদে যোগদান না কবায় নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বড়লাট ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট এক নূতন পরিকল্পনা পেশ করেন।

১৯৪৭ সালের ১৬ মে মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দেব সহিত শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৮ মে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক আহূত হইয়া বড়লাট লণ্ডন যাত্রা করেন ও ৩০ মে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতীয়দের ক্ষমতা অর্পণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পরিকল্পনা ৩ জুন প্রকাশিত হয়। বাংলা ও পাঞ্জাব এই দুইটি প্রদেশকে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। এই দুইটি প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্য জেলাগুলির আইন-সভার সদস্যগণ ও অন্যান্য জেলার সদস্যগণ পৃথক দুইটি অধিবেশনে প্রদেশের বিভাগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবেন। যে কোন এক অংশের প্রতিনিধিরূপে ভোটাধিক্যে প্রদেশ-বিভাগ প্রস্তাব গৃহীত হইলেই, প্রদেশকে বিভক্ত

করা হইবে। যে সব প্রদেশের গণ-পরিষদের নির্বাচিত সদস্যেরা গণ-পরিষদে যোগদান করেন নাই, তাঁহারা মিলিয়া একটি নূতন গণ-পরিষদ গঠন করিতে পারিবেন। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের খ্রীষ্ট জেলায় গণভোট গ্রহণ করা হইবে।

কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করে। হিন্দু মহাসভা ভারত-বিভাগ সমর্থন করে নাই। মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০ জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের সদস্যগণের ভোটে বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৩ জুন পাঞ্জাবের আইন সভায় ভোটাধিক্যে পাঞ্জাব বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট গ্রহণেব ফলে উহা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইল।

বাংলা ও পাঞ্জাব হইতে ঐহারা পূর্বে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নির্বাচন বাতিল হইয়া যায়। পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলা হইতে ভারতীয় গণ-পরিষদে নূতন সদস্য নির্বাচিত করা হইল এবং পশ্চিম-পাঞ্জাব ও পূর্ব-বঙ্গ হইতে পাকিস্থান গণ-পরিষদে নূতন সদস্য নির্বাচন করা হয়।

৪ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা বিল উত্থাপিত হয়। বিলের মর্মটি এইরূপ :—১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান নামে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইবে। দুইটি ডোমিনিয়নের সিদ্ধান্ত অস্থায়ী একজন বা দুইজন গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইবেন। দুইটি ডোমিনিয়ন সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আইন রচনা করিতে পারিবেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট হইতে ব্রিটিশ-ভারতের সমস্ত অঞ্চলের শাসনভার ত্যাগ করিবেন। বিলটি সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়।

১৫ জুলাই দিল্লীতে দেশীয় নৃপতিদিগের এক সম্মেলনে বড়লাট নৃপতিগণকে ভারতীয় ডোমিনিয়ন বা পাকিস্থানের যে কোন একটিতে যোগ দিতে অহরোধ জানান।

৪ আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও মহম্মদ আলি জিন্নাকে যথাক্রমে ভারতীয় রাষ্ট্র ও পাকিস্থানের বড়লাটের পদে নিয়োগের ঘোষণা করা হয় এবং অন্তান্ত্র প্রাদেশিক গভর্নরের নামও প্রকাশিত হয়। ১৪ আগস্ট ভারতীয় রাষ্ট্রের মন্ত্রীদিগের নামও প্রকাশিত হয়।

১৯৭৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন জোমিনিয়ন রাষ্ট্রের
পর্ষায়ে উদ্বীত মইল। দুই শত বংসরের পরাধীনতার নাগপাশ হইতে
ভারতবর্ষ মক্তলাভ করিল—বৃটিশ শাসন ও শোষণের অবসান হইল।

১৭ নভেম্বর নূতন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভারূপে গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। জি, ভি, মবলকার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল।

শঙ্খ নিধি লাল মোহন সাহা

কণ্ঠদাবানল



આચાર્યશ્રી, મહાશૂલ ૩
 અર્ચકશ્રી, વેદલાલ
 શ્રેષ્ઠ ઉચ્ચ.



পাঁচড়া, বৈ
কাটা :
পোড়া ঘ
খুজল
অব্যর্থ

এল,এম্,শাহ্ শাখানিধি ঐকোং
৩২ই-জ্যাক্সন লেন কলিকাতা, ফোন-বি,বি, ৪৩

গণ-পরিষদ ও নূতন শাসন-তন্ত্র

পরিষদের সদস্য সংখ্যা	: ৩০৮
প্রথম অধিবেশন	: ২ ডিসেম্বর ১৯৪৬
শাসন-তন্ত্র গ্রহণের অধিবেশনের তারিখ	: ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯
মোট সময়	: ২ বৎসর ১১ মাস ১৮ দিন
মোট অধিবেশন	: ১১
অধিবেশনের দর্শকের সংখ্যা	: ৫৩,০০০
পরিষদের মোট ব্যয়	: ৬৩,২৬,৭২৯
শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা রচিত	
খসড়া শাসনতন্ত্রে আছে	: ২৪৩ অধ্যায় ও ১৩ তপশীল
খসড়া-রচনা কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত	
খসড়া শাসনতন্ত্রে আছে	: ৩১৫ অধ্যায় ও ৮ তপশীল
সংশোধনী প্রস্তাবের সংখ্যা	: প্রায় ৭,৬০০
উপস্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবের সংখ্যা	: ২,৪৭৩
গৃহীত শাসনতন্ত্রে আছে	: ৩২৫ অধ্যায় ও ৮ তপশীল

* * * *

সভাপতি—ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

সহকারী সভাপতি—ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় ও

শ্রী টি, ভি, কৃষ্ণমাচারী

শাসনতন্ত্র বিষয়ে উপদেষ্টা—শ্রী বি, এন, রাও

সম্পাদক—এইচ, ডি, আর, আয়েজার

যুগ্ম-সম্পাদক—এস, এন, মুখোপাধ্যায়

প্রচার-সচিব—ধরম যশ দেব

খসড়া কমিটির সভাপতি—বি, আর, আয়েজার

ভারতের শাসন-তত্ত্বের মূল সূত্র

এই গণ-পরিষদ ভাবতবর্ষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রে পরিণত করিতে দৃঢ় মনস্থ এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থার ক্ষুদ্র এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা রচনা করিবে—

যাহাতে বৃটিশ শাসিত প্রদেশসমূহ, দেশীয় রাজ্যসমূহ ও ইহা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য অংশ এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক অন্যান্য অঞ্চলকে লইয়া এই শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে।

যাহাতে উপরোক্ত প্রদেশ রাজ্য বা অঞ্চলসমূহে—বর্তমান সীমানা সহ বা গণপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত নূতন সীমানাসহ নিজেদের স্বায়ত্ত শাসনতন্ত্র থাকিবে এবং যুক্তরাষ্ট্রেব হস্তে যে সব ক্ষমতা থাকিবে তাহা ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয়ে তাহাদের স্বাধীন শাসন ক্ষমতা থাকিবে।

যাহাতে স্বাধীন ভারতের এবং তাহার অংশীভূত সমস্ত প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও অন্যান্য অঞ্চলসমূহের ক্ষমতা ও শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি জনগণের সমবেত ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে সমস্ত দেশবাসীর জায়-বিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে, পদমর্যাদা, সুযোগ সুবিধা, এবং আইনের চক্ষে সকলেব সমতা, চিন্তা, মতপ্রকাশ, ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে বিশ্বাস, উপাসনা, বৃত্তি, মেলামেশা, আইন ও নীতি-সঙ্গত কার্যকলাপে স্বাধীনতা থাকিবে।

যাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়, অল্পমত পাবত্যজাতি, নিম্ন ও অল্পমত সম্প্রদায়ের যথাযথ স্বার্থরক্ষা করা হইবে।

যাহাতে ভারতীয় সাধারণ তত্ত্বের অংশসমূহের অখণ্ডতা এবং ইহাদের স্থল, জল ও অন্তরীক্ষের উপর বর্তমান সভ্যজাতির আইন ও বিচারের মানদণ্ডে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে।

যাহাতে এই প্রাচীন দেশ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট তাহার যোগ্য সম্মানিত স্থান লাভ করিবে এবং পৃথিবীর শান্তি ও মানব জাতির কল্যাণ স্থাপনে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিবে।

[১৯৪৭ সালের ২২ জাছুয়ারী গণ-পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব]

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র

যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা ও ক্ষমতা :—

কতকগুলি রাষ্ট্র লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। রাষ্ট্রগুলি তিন শ্রেণীর হইবে। প্রথম তপশীলে উহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য এলাকা ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

নাগরিক অধিকার :—

(ক) যে ব্যক্তি নিজে বা যাহার মাতাপিতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা এই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার নূনপক্ষে ৫ বৎসর পূর্ব হইতে ভারতে বাস করিতেছেন।

(খ) পাকিস্থান হইতে ভারতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন এমন ব্যক্তিও এই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার সময় নাগরিক অধিকার পাইতে পারেন যদি ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের বণিত আইন অনুযায়ী তিনি অথবা তাঁহার পিতামাতা অথবা পিতামহ পিতামহী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি এইরূপ ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯ শে জুলাই এর পূর্বে ভারতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন, অথবা এইরূপ ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই অথবা তাহার পরে ভারতে আসিয়া ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী নাগরিক অধিকার পাইবার জন্ত নাম রেজিস্ট্রি করেন।

(গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধান অনুযায়ী কোন ব্যক্তি অথবা তাঁহার পিতামাতা অথবা পিতামহ পিতামহী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্তমানে ভারতের বাহিরে অন্য কোন রাষ্ট্রে সাময়িকভাবে বসবাস করিতেছেন—তিনিও ভারতের নাগরিক অধিকার পাইতে পারেন যদি তিনি তাঁহার বর্তমান বাসের রাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধির নিকট নাগরিক অধিকার পাইবার জন্ত দরখাস্ত করেন।

মৌলিক অধিকার :—

ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্পর্কে সমান অধিকার ও সরকারী চাকুরীতে সকল জাতীয় ক্রীপকৃষ নিম্নিশেষে সমান সুযোগ থাকিবে। ভারত রাষ্ট্র কাহাকেও খেতাব প্রদান করিবে না এবং এখানকার কোন নাগরিক অঙ্গ রাষ্ট্রের খেতাবও গ্রহণ করিতে পারিবে না। স্বাধীন মতামত প্রকাশ, শান্তিপূর্ণ সভার আয়োজন এবং সমিতি প্রভৃতি গঠনের অধিকার থাকিবে। ভারত রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে বসবাস স্থাপন, সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়, যে কোন পেশা গ্রহণ, ব্যবসা বাণিজ্য চালানো এবং অবাধ গমনাগমনের সমান অধিকার সকল নাগরিকের থাকিবে। স্বাধীন চিন্তা, ধর্মবিশ্বাস, আচার, রীতি-নীতি প্রভৃতি কোন ব্যক্তি-গত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অস্পৃশ্যতা আইন অমুখ্যায়ী দণ্ডনীয়।

রাষ্ট্রের মূল নীতি :—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যাহাতে সকলে সুবিচার পাইতে পারেন এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিতে হইবে।

রাষ্ট্র-পরিচালনা :—

সভাপতি—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার হইবেন রাষ্ট্রের সভাপতি। তিনি দায়িত্বশাল মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ অমুখ্যায়ী কার্য করিবেন। শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহার হস্তে থাকিবে। ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যগণ সভাপতি নির্বাচন করিবেন। সভাপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে। সভাপতির বয়স অন্ত্য ৩৫ বৎসর হইবে এবং আইন সভায় নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা তাঁহার থাকিতে হইবে। যুক্ত রাষ্ট্রের স্বার্থ-বিরোধী কোন কার্য করিলে সভাপতিকে অভিযুক্ত করা চলিবে।

সহকারী সভাপতি—যুক্তরাষ্ট্রের একজন সহকারী সভাপতি থাকিবেন। ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের বৈঠকে তিনি নির্বাচিত হইবেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতিও থাকিবেন। ইহার কার্যকাল ৫ বৎসর। সভাপতির আসন শূন্য হইলে নুতন সভাপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রের অধিনায়ক রূপে কার্য পরিচালনা করিবেন। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচনে যদি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে সুপ্রীম কোর্টের রায়ই চরম বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

মন্ত্রীমণ্ডলী—সভাপতিকে তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইবে। মন্ত্রীসভা গণ পরিষদের নিকট যুক্তভাবে দায়ী থাকিবেন। রাষ্ট্রের শাসন-কার্য সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যবস্থা সভাপতির নামে অনুষ্ঠিত হইবে। শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্য প্রধান মন্ত্রী সভাপতিকে জানাইবেন এবং সভাপতির প্রয়োজনানুসারে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইতে হইবে। ভারত সরকারকে আইন সংক্রান্ত উপদেশ দিবার জন্য একজন এটর্নি জেনারেল নিযুক্ত হইবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট—যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেন্টে একজন সভাপতি থাকিবেন এবং পার্লামেন্টের দুইটি পরিষদ রাষ্ট্র-পরিষদ ও গণ-পরিষদ নামে অভিহিত হইবে। রাষ্ট্র-পরিষদে অনধিক ২৫০ জন সদস্য থাকিবেন, তন্মধ্যে সভাপতি মহাশয় সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে হইতে ১২ জন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন। অবশিষ্ট সদস্যগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইবেন। গণপরিষদের সদস্য-সংখ্যা ৫ শতের অধিক হইবে না। প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি ৫ লক্ষ লোকে একজন প্রতিনিধি থাকিবেন এবং কোন ক্ষেত্রে প্রতি ৭৬ লক্ষ লোকে একজন প্রতিনিধি থাকিবেন। প্রতি দুই বৎসর অন্তর রাষ্ট্র-পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে বিদায় লইতে

হইবে। রাষ্ট্রপরিষদকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিবে না। ৫ বৎসর অন্তর গণ-পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে গণপরিষদের আয়ু্যকাল আরও ১ বৎসর বৃদ্ধি করা যাইবে।

পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান, কার্য পরিচালনা, কার্য স্থগিত রাখা, কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রদান, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয় পলিচালনা সম্পর্কে ১৯০৫ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যবস্থার অনুরূপ পূর্বা অবলম্বন করা হইবে। পার্লামেন্টের বীতি অনুসারে প্রত্যেক অধিবেশনের আরম্ভে সভাপতি মহাশয় উভয় পরিষদের যুক্ত বৈঠকে সভা আহ্বানের কারণ বুঝাইয়া দিবেন।

পার্লামেন্টের ২টি পরিষদেরই যখন বৈঠক হইবেন তখন সভাপতি প্রয়োজনবোধে জরুরী আইন (অর্ডিন্যান্স) প্রণয়ন করিতে পারিবেন। পার্লামেন্টের পুনরাধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পরে ঐ অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে একটি সুপ্রীম কোর্ট থাকিবে। এই আদালতে একজন প্রধান বিচারপতি ৬ সাতজনের অনধিক বিচারপতি থাকিবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করিবেন। সুপ্রীম কোর্টের অন্তর্গত মূল বিভাগ, আপীল বিভাগ ও পরামর্শ বিভাগ থাকিবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে, কোন বিষয়ে আইন সংক্রান্ত কোন বিরোধ ঘটিলে ইহা সুপ্রীম কোর্টের মূল বিভাগ নিষ্পত্তি করিবেন। রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে বিরোধ এবং অন্যান্য ২০ হাজার টাঙ্গা সম্পর্কীয় বিবাদের নিষ্পত্তির আপীল সুপ্রীম কোর্টে করা চলিবে। ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি মহাশয় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে কোন বিষয়ে পরামর্শ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ বিভাগ দিবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন আদালত ও ট্রাইবিউনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা চরম

নির্দেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পুনর্বিবেচিত হইতে পারিবে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের সমস্ত বিচারপতি যে কোন শুনানীর অধিবেশনে যোগ দিতে পারিবেন। কোনও ক্ষেত্রে আদালতের পৃথক শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং সভাপতি মহাশয় কোন অভিযত চাহিয়া পাঠাইলে এই নীতিই অমুসৃত হইবে।

অডিটার জেনারেল—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের হিসাব পরীক্ষার জন্য একজন অডিটার জেনারেল নিযুক্ত থাকিবেন।

গভর্নর শাসিত রাষ্ট্র :—

গভর্নর—গভর্নর শাসিত রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য গভর্নর সর্বময় কর্তা হইবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি কর্তৃক গভর্নর নিযুক্ত হইবেন। গভর্নরের বয়স ৩৫ বৎসরের কম হইবে না। গভর্নর গণপরিষদ অথবা রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য থাকিতে পারিবেন না। গভর্নরের কাঙ্ক্ষকাল হইবে পাঁচ বৎসর এবং নির্ধারিত শাসন নীতির বিপক্ষে কাজ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে শাসনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অবকাশ আছে। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি অমানুষ রাষ্ট্রে গভর্নরের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। গভর্নরকে তাঁহার কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীও নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইবে। আইন সভার অধিবেশন আহ্বান, আইন সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ও সদস্য নিয়োগ, প্রধান হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ, জরুরী অবস্থায় শাস্তি ও নিরপত্তা ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা থাকিলে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইন প্রয়োগ স্বগিত রাখার ঘোষণা প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে গভর্নর মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন। রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার সমস্ত কাজই গভর্নরের নামে হইবে। রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনার সমস্ত বিষয় প্রধান মন্ত্রী গভর্নরের নিকট পেশ করিবেন এবং গভর্নর চাহিলে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাব তাঁহার নিকট পেশ করিতে হইবে।

অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল—প্রত্যেক রাষ্ট্রে একজন অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল থাকিবেন। গভর্ণরকে আইন সংক্রান্ত উপদেশ দিবার জন্ত এবং অন্যান্য সরকারী কার্যের আইন সম্পর্কীয় কার্যাদি সম্পাদন করিবার জন্ত অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইবেন।

আইন সভা—কয়েকটি রাষ্ট্রে ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা নামে দুইটি আইন পরিষদ থাকিবে। অন্যান্য সকল রাষ্ট্রে একটিমাত্র পরিষদ (ব্যবস্থা পরিষদ) থাকিবে। বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় ২ টি আইন পরিষদ থাকিবে। ব্যবস্থা পরিষদে কোন ক্ষেত্রেই ৫০০ জনের বেশী ও ৬০ জনের কম সদস্য থাকিবে না। রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। প্রতি ৭৫ হাজার লোকে ১ জনের বেশী সদস্য থাকিবে না, কেবলমাত্র আসামের কয়েকটি স্থান এবং শিলং-এ ইহার ব্যতিক্রম হইবে।

ব্যবস্থাপক সভায় ব্যবস্থা-পরিষদের মোট সদস্যের এক-চতুর্থাংশের অধিক এবং ৪০ জনের কম সদস্য থাকিবে না। ব্যবস্থাপক সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মিউনিসিপ্যালিটী, ডিস্ট্রিক্টবোর্ড, এবং অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে নির্বাচিত হইবেন। বার ভাগের একভাগ সদস্য গ্র্যাজুয়েট অথবা পালীমেণ্টের অনুমোদিত গ্র্যাজুয়েটের সমপাঠ্যভুক্ত ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। বার ভাগের একভাগ শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। এক তৃতীয়াংশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নহে এমন লোক নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট অংশ গভর্ণর ইচ্ছানুযায়ী সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজ সেবাত্রী ও সমবায় আন্দোলনের বিশেষজ্ঞদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করিবেন।

ব্যবস্থা পরিষদের মেয়াদ ৫ বৎসর—তাহার পর ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। ব্যবস্থাপক সভা কোন দিনই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে না এবং প্রতি ৩ বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের কার্যকাল শেষ হইবে।

সভাপতি আইন পরিষদ অথবা পরিষদঘরের বৈঠক আহ্বান, বৈঠক স্থগিত রাখা বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, আইন সভার কার্য পরিচালনা, কোন সদস্যের অস্থায়িত্বের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন, আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে।

গভর্ণরের শাসন ক্ষমতা—আইন সভার অধিবেশনকাল ব্যতীত অত্যান্ত যে কোন সময়ে গভর্ণর অডিন্যান্স জারী করিতে পারিবেন। আইন সভার পুনরধিবেশনের ছয় মাস কাল পর্যন্ত এই অডিন্যান্স বলবৎ থাকিতে পারে।

জরুরী অবস্থা—জরুরী অবস্থায় শাস্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে শাসনতন্ত্রের কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োগ গভর্ণর দুই সপ্তাহের জন্ত স্থগিত রাখার আদেশ জারী করিতে পারিবেন। গভর্ণরকে এ বিষয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিকে জানাইতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ইচ্ছা করিলে গভর্ণরের আদেশ বাতিল করিতে পারেন এবং নিজে নূতন আদেশ জারী করিতেও পারেন। ইহার ফলে রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আসিবে এবং পার্লামেন্টের অধীনে আইন প্রণীত হইবে।

তপশীলী ও উপজাতীয় এলাকা—আসাম ব্যতীত অত্যান্ত রাষ্ট্রের তপশীলী এলাকা ও আসামের উপজাতীয় এলাকা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে বর্ণিত শাসন-বহির্ভূত ও আংশিক শাসন বহির্ভূত এলাকাগুলির অন্তর্গত।

হাইকোর্ট—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাষ্ট্রে একটি হাইকোর্ট থাকিবে। হাইকোর্টের বিচারপতি ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রাষ্ট্রের গভর্ণর এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ লইয়া হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করিবেন। অত্যান্য বিচারপতি নিযুক্ত করিতে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি সেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ ও গ্রহণ করিবেন। কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলে

কোনও আদালতে বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাধীন কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে আইন ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না।

হাইকোর্টের বিচারাধীন এলাকা বৃদ্ধি বা হ্রাস পার্লামেন্ট দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

রাজপ্রমুখ শাসিত রাষ্ট্র :—এই রাষ্ট্রগুলির শাসন ব্যবস্থা গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্রগুলির অমুরূপ হইবে। তবে গভর্ণরের স্থলে রাজপ্রমুখ রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হইবেন।

প্রথম তপশীলে বর্ণিত রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য এলাকা :—

তপশীলে বর্ণিত তিন শ্রেণীর রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য এলাকাগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি চীফ কমিশনার অথবা অন্য কোন প্রতিনিধির মারফত শাসন করিবেন। সভাপতি এই সব এলাকায় শাসনের সুবন্দোবস্তের জন্ত ইচ্ছামুরূপ আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং দরকার হইলে কোন প্রচলিত আইন রদ করিতেও পারিবেন।

চীফ-কমিশনার অথবা লেঃ গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্র :—এই রাষ্ট্রগুলি চীফ কমিশনার অথবা লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের গভর্ণর বা শাসনকর্তার অধীনে শাসিত হইবে। কোন বিশেষ এলাকায় শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতির নির্দেশ অনুসারে হইবে, অবশ্য এ বিষয়ে তিনি মন্ত্রীমণ্ডল'র পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। এই সকল এলাকায় আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদ ও শাসনবিধি প্রণয়নের ভার পার্লামেন্টের উপর থাকিবে।

“মাহুঘের মধ্যে সত্যকে না দেখতে পাওয়ায় নিরানন্দ এবং অন্ত্রায় বিশ্বের পূর্ণ অধিকার থেকে বিশ্ব জিগীষু কুন্তিগীরদেঃ আজ যেমন বঞ্চিত করেছে এমন কোনদিন করে নি। সেইজন্তেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে দিয়ে মাহুঘ একথা বলতে লজ্জাও করেছে না যে, মাহুঘকে শাসন করবার অধিকারই শ্রেষ্ঠ অধিকার ; অর্থাৎ তাকে পৃথক করে রাখবার নীতিই বড়ো নীতি।”

—রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের সম্পর্ক :—বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হইতেছে যে, যে কোন রাষ্ট্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে এবং এই সকল রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, আইন-প্রণয়ন ও বিচার-ব্যবস্থা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও যে রাষ্ট্রের সহিত তাহারা যুক্ত হইয়াছে তাহার সহিত একত্রে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জল-সরবরাহ বিষয়ে মীমাংসা সম্বন্ধে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্গত কোন বিষয় সমগ্র জাতির পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে ভারতীয় পার্লামেন্ট সে সম্পর্কে আইন রচনা করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতাতে অব্যাহতি হস্তক্ষেপ নিবারণ করার জন্ত এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে তবেই উহা প্রয়োগ করা চলিবে।

বত মানে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইলে দ্রব্যাদির সরবরাহ বিষয়ে তুলা, বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য ও পেট্রোল প্রভৃতির ব্যবসা-বাণিজ্য, আশ্রয়-প্রার্থীদের সাহায্য, পুনর্বসতি প্রভৃতিও ভারতীয় রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে।

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্র হইতে অন্যায় সুযোগ লইতে পারিবে না, জনস্বার্থের কল্যাণে যে কোন প্রয়োজনীয় বিধি নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা এবং নীতিগত সাম্য রক্ষা করিবার জন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মহাশয় একটি আন্তঃরাষ্ট্র পরিষদ গঠন করিতে পারিবেন।

রাজস্ব বণ্টন :—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ বণ্টন, বিভিন্ন রাষ্ট্রে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুরূপ হইবে। নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার ২ বৎসরের মধ্যে এই সব বণ্টন ও সাহায্যের বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্ত একটি অর্থ

কমিশন নিয়োগ করা হইবে এবং প্রতি ৫ বৎসর অন্তর এই কমিশন গঠিত হইবে তবে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ইচ্ছা করিলে ৫ বৎসরের পূর্বেও এই কমিশন গঠন করিতে পারেন।

জরুরী ক্ষমতা :—অন্তবিপ্লব বা যুদ্ধে ভারতীয় শান্তি শৃঙ্খলা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে সভাপতি মহাশয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।

সরকারী চাকুরী :—যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের দ্বারা চাকুরী সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়মের ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ও প্রত্যেক উপরাষ্ট্রে একটা পাবলিক সার্ভিস কমিশন থাকিবে। ২টি অথবা তাহার অধিক রাষ্ট্রসমূহ যুক্তভাবে একটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনও নিযুক্ত করিতে পারে।

নির্বাচন কমিশন :—

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমস্ত নির্বাচনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্ত একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে। পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি এই নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। নির্বাচন কার্যের সাহায্যের জন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, রাষ্ট্রের গভর্নর অথবা রাজপ্রমুখ নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজন মত কর্মচারী সরবরাহ করিবেন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা :—বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভায় তপশীলীভুক্ত সম্প্রদায়, তপশীলীভুক্ত উপজাতীয় সম্প্রদায় ও ভারতীয় খৃষ্টানের (শুধু মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে) স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের চাকুরী ও শিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে কতকগুলি অধিকার আরও কয়েক বৎসর প্রচলিত থাকিবে। তপশীলীভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে একজন করিয়া পদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত থাকিবেন এবং অল্পমত সম্প্রদায়গুলির অবস্থার তদন্ত করিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে একটি কমিশন নিযুক্ত করা হইবে। তপশীলীভুক্ত স্থানসমূহের শাসন ব্যবস্থা ও উপজাতীয়দের

উন্নতিবিধান সম্পর্কে বিবরণী পেশ করিবার জন্ত একটি কমিশন নিয়োগ করা হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত সরকারী ভাষা :—যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহৃত ভাষা হইবে হিন্দী (দেবনাগরী হরফে)। সংখ্যাগুলি পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের মতই ব্যবহৃত হইবে। এই শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইতে :৫ বৎসর কাল ইংরাজীই রাষ্ট্রের সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ইচ্ছা করিলে ইংরাজীর সহিত হিন্দীভাষা ও দেবনাগরী সংখ্যাও ব্যবহারের আদেশ দিতে পারেন। বিভিন্ন রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ রাষ্ট্রে এক বা একাধিক ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আদান প্রদানের জন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাই ব্যবহৃত হইবে।

বিবিধ :—ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি মহাশয় ও গভর্ণরগণের কায-কালে তাঁহাদের আইনতঃ রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, গভর্ণরগণ ও রাজপ্রমুখগণ তাঁহাদের কায্য সম্পাদনে কোন বিচারালয়ের নিকট দায়ী থাকিবেন না। অবশ্য পাল'ামেন্ট তাঁহাদের কায্যের বৈধতা নিরূপনের জন্ত বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। কোন বিচারালয় সভাপতি, গভর্ণর অথবা রাজপ্রমুখগণকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী করিতে পারিবেন না।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন :—শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইলে পাল'ামেন্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ক্রমে সদস্যদের ভোটাধিকো বিল পাশ করিতে হইবে এবং সভাপতির সম্মতি পাইলে তাহা করা চলিবে।

সাময়িক এবং পরিবর্তনকালীন ব্যবস্থা :—

বর্তমানের আইন সমূহই প্রচলিত থাকিবে কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্রের সহিত মিল রাখিবার জন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি মহাশয় প্রয়োজনানুসারে বিশেষ নির্দেশ দান করিতে পারিবেন। নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পরে ভোটাধিকারে পাল'ামেন্ট গঠন না হওয়া পর্যন্ত গণ পরিষদ

পালার্মেন্টসরূপে গণ্য হইবে। শাসনতন্ত্রের নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সভাপতির কার্য সমাধা করিবার জন্য গণ-পরিষদ সভাপতি নির্বাচন করিবে।

শাসনতন্ত্রের নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত না হওয়া পর্যন্ত শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বের মন্ত্রীমণ্ডলীই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পরে স্ব স্ব থাকিবেন। প্রাদেশিক গভর্ণর, আইন সভা ও গভর্ণর শাসিত প্রদেশগুলির মন্ত্রীগণ সম্বন্ধেও অমুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

অত্র কোন বিধিতে নিবাসিত না হওয়া পর্যন্ত ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিগণই সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত থাকিবেন এবং অত্র কোন টপায়ে নিবাসিত না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাইকোর্টের বিচারপতি হইবেন। এই সব বিষয়ে কোন অসুবিধা উপস্থিত হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি মহাশয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

— — —

প্রথম তপশীল—

(ক) গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্র—(১) আসাম, (২) বিহার, (৩) বোম্বাই (৪) মধ্যপ্রদেশ, (৫) মাদ্রাজ, (৬) উড়িষ্যা, (৭) পাঞ্জাব (৮) উত্তর-প্রদেশ (৯) পশ্চিম বাংলা।

(খ) রাজ প্রমুখ শাসিত রাষ্ট্র—(১) হায়দ্রাবাদ, (২) জম্মু এবং কাশ্মীর (৩) মধ্যভারত (৪) মহীশূর (৫) পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব যুক্তরাজ্য (৬) রাজস্থান (৭) সৌরাষ্ট্র (৮) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন (৯) বিজ্জা-প্রদেশ।

(গ) চীফ কমিশনার অথবা লেঃ গভর্ণর শাসিত রাষ্ট্র—

(১) আজমীড় (২) ভূপাল (৩) বিলাসপুর (৪) কুর্গ (৫) দিল্লী (৬) হিমা-চল প্রদেশ (৭) কচ্ছ (৮) মণিপুর (৯) ত্রিপুরা (১০) কুচবিহার (পরে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।)

(ঘ) অন্যান্য এলাকা বাহা রাষ্ট্রের সমপর্ষায় নহে—আল্লামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

দ্বিতীয় ভূপশীল—

১। ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি মাসিক ১০,০০০ টাকা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের গভর্নরগণ প্রত্যেকে ৫,৫০০ টাকা বেতন পাইবেন।

২। নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরগণ যে সমস্ত ভাতা পাইতেন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পরও রাষ্ট্রের সভাপতি ও গভর্নরগণ সেইরূপ পাইতে থাকিবেন।

৩। নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরগণ নিজ নিজ আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকাকালীন যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইতেন তাহা রাষ্ট্রের সভাপতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের গভর্নরগণ পাইতে থাকিবেন।

৪। সভাপতি বা গভর্নরের অমুপস্থিতিতে যদি সহকারী সভাপতি বা অন্য কোন ব্যক্তি সভাপতি বা গভর্নরের কার্য সম্পাদন করেন তবে তাঁহারা সভাপতি বা গভর্নরের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইবেন।

৫। নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বে প্রধানমন্ত্রিসহ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য মন্ত্রীগণ যেরূপ বেতন ও ভাতা পাইতেন, শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পরেও তাঁহারা সেইরূপ পাইতে থাকিবেন।

৬। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বে যে বেতন, ভাতা ও সুযোগ সুবিধা পাইতেন, শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পরেও তাহা পাইতে থাকিবেন।

৭। যুক্তরাষ্ট্রের গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান নূতন শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার পূর্বে যেরূপ বেতন ও ভাতা পাইতেন, শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার পরেও তাহা পাইবেন।

৮। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ রাষ্ট্রসমূহের ব্যবস্থা পরিষদের

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার পূর্বে যেক্রপ বেতন ও সুযোগ সুবিধা পাইতেন শাসনতন্ত্র হইবার পরও তাহা পাইবেন।

৯। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ যথাক্রমে মাসিক ৫,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা বেতন পাইবেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিনা ভাড়ায় ব্যবহারের অস্ত্র বাড়ী এবং অন্যান্য ভাতা পাইবেন।

১০। প্রথম তপশীলে বর্ণিত রাষ্ট্রগুলির হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ যথাক্রমে মাসিক ৪,০০০ টাকা ও ৩,৫০০ টাকা বেতন এবং অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ সুবিধা পাইবেন।

১১। এই অমুচ্ছেদে বিচারপতিগণের কার্য, ছুটি, বদলি, চাকুরীর নিয়ম কানুন বর্ণিত হইয়াছে।

১২। অডিটার জেনারেল মাসিক ৪,০০০ টাকা বেতন পাইবেন। এই অমুচ্ছেদে অডিটার জেনারেলের কার্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় তপশীল—

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীগণ, পার্লামেন্টের সদস্যগণ, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ, অডিটার জেনারেল, রাষ্ট্রের মন্ত্রীবর্গ, ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যবর্গ, এবং হাইকোর্টের বিচারপতিগণ প্রভৃতিদের শপথ ‘গ্রহণের সঙ্কল্পবাণী’— বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ তপশীল—

রাষ্ট্র পরিষদে (কাউন্সিল অব্ স্টেট) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সদস্য সংখ্যা

আসাম	৬	হারজাবাদ	১১	আজমীড়	} ১
বিহার	২১	অম্বু ও কান্দীর	৪	কুর্গ	
বোম্বাই	১৭	মধ্যভারত	৬	কুপাল	

মধ্যপ্রদেশ	১২	মহীশূর	৬	বিলাসপুর	}	১
মাদ্রাজ	২৭	পাতিয়ালা ও		হিমাচল		
উড়িষ্যা	২	পূর্বপাঞ্জাব	৩	প্রদেশ		
পাঞ্জাব	৮	রাজস্থান	২	কুচবিহার		১
উত্তর প্রদেশ	৩১	সোরাষ্ট্র	৪	দিল্লী		১
পশ্চিম বাংলা	১৪	ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৬	কচ্ছ		১
		বিক্র্যপ্রদেশ	৪	মণিপুর		
				ত্রিপুরা		

মোট আসনের সংখ্যা ২০৫। কুচবিহার ১২৫০ খৃঃ ১লা জামুয়ারী পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পঞ্চম তপশীল—

তপশীলভুক্ত স্থানসমূহ ও তপশীলভুক্ত উপজাতিসমূহের শাসন ব্যবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ তপশীল—

আসামের উপজাতিসমূহের শাসন ব্যবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম তপশীল—

প্রথম তালিকা—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে।

- ১। দেশরক্ষা এবং যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা।
- ২। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী এবং বিমান-বাহিনী।
- ৩। সৈন্তাশিবির।
- ৪। নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনীর কাৰ্য।
- ৫। অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক দ্রব্যসমূহ।
- ৬। আণবিক শক্তি এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু।
- ৭। দেশরক্ষা এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পাদি।

- ৮। গোয়েন্দা ও অহুসন্ধান বিভাগ।
- ৯। দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়ে এবং ভারতের নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা।
- ১০। বৈদেশিক বিষয়; পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক।
- ১১। বিদেশের রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যদূত প্রভৃতি।
- ১২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদের সহিত সম্পর্ক।
- ১৩। আন্তর্জাতিক সম্মিলনে যোগদান এবং সম্মিলনে সমর্থিত কোন প্রস্তাবকে কার্যকরী করা।
- ১৪। বিদেশীয় রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রী এবং চুক্তি সম্পাদন।
- ১৫। যুদ্ধ এবং শান্তি।
- ১৬। বৈদেশিক অধিকার।
- ১৭। নাগরিক অধিকার প্রভৃতি।
- ১৮। অগ্র রাষ্ট্রে পলায়িত অপরাধীকে তদীয় দেশের শাসন-কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ।
- ১৯। ভারতে প্রবেশ ও ভারত হইতে বহিষ্কারের নির্দেশ, ছাড়পত্র ও প্রবেশ পত্র :
- ২০। ভারতের বাহিরে তীর্থ যাত্রা।
- ২১। সমুদ্রে ও আকাশে অস্থিতি অপরাধসমূহ।
- ২২। রেলপথ।
- ২৩। জাতীয় রাজপথ।
- ২৪। জাহাজ ও আভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল।
- ২৫। বাণিজ্য জাহাজ এবং নৌ-শিক্ষা।
- ২৬। সামুদ্রিক আলোক স্তম্ভ।
- ২৭। বন্দর।
- ২৮। বন্দরে অবস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি।
- ২৯। বিমান পথ।
- ৩০। রেলপথ, বিমানপথ ও জলপথে যাত্রী ও মাল বহন।

৩১। ডাক ও তার বিভাগ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি বোগাযোগ ব্যবস্থা।

৩২। যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি ও তৎপ্রাপ্ত আয়।

৩৩। যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় সম্পত্তি দখল।

৩৪। দেশীয় রাজ্যের রাজত্ববর্ণের সম্পত্তির পরিচালনার জন্ত কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্।

৩৫। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ঋণ।

৩৬। মুদ্রা, মুদ্রাঙ্কণ, বৈদেশিক অর্থ বিনিময় প্রভৃতি।

৩৭। বৈদেশিক ঋণ।

৩৮। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

৩৯। ডাকঘর সংশ্লিষ্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক।

৪০। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা অধীনস্থ রাষ্ট্র পরিচালিত লটারী।

৪১। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য।

৪২। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য।

৪৩। সমবায় সমিতি ব্যতীত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির স্থাপনা, নিয়ম-কানুন, উচ্ছেদ।

৪৪। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ব্যবসায়ী ও অ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, নিয়ম কানুন, উচ্ছেদ।

৪৫। ব্যাঙ্ক।

৪৬। বিল অব্ এক্সচেঞ্জ, চেক, প্রমিসারী নোট প্রভৃতি।

৪৭। ইন্সিওরেন্স।

৪৮। স্টক এক্সচেঞ্জ।

৪৯। পেটেন্ট, আবিষ্কার, নক্সা, সত্ত্ব সংরক্ষণ, ট্রেড মার্ক ইত্যাদি।

৫০। ওজন ও মাপের মান।

৫১। বহির্ভারতে ও আভ্যন্তরীণ রপ্তানিযোগ্য মালের মান-নির্ণয়।

৫২। জন-স্বার্থ মূলক শিল্পসমূহ।

৫৩। তৈল খনির নিয়ন্ত্রণ ও পেট্রোল জাত দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বিপজ্জনক দাহ্য বস্তু।

৫৪। জনস্বার্থমূলক খনিসমূহ।

৫৫। শ্রমিক ও খনিসমূহের নিরাপত্তা।

৫৬। যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ একাধিক রাষ্ট্রে প্রবাহিত কোন নদী।

৫৭। অধীনস্থ রাষ্ট্রসমূহের এলাকার বাহিরে মৎস্ত ও মৎস্ত শিকার।

৫৮। লবণ।

৫৯। আফিম চাষ, রপ্তানি ইত্যাদি।

৬০। ছায়াচিত্র প্রদর্শনের অনুমতি।

৬১। বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক বিরোধ।

৬২। শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হইবার পরে ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইণ্ডিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল প্রভৃতি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের অর্থে আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিচালিত সেগুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৬৩। বেনারস হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয় প্রভৃতিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৬৪। সরকারী অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিচালিত বৈজ্ঞানিক বা কারীগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হইবে।

৬৫। যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা।

৬৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মান নির্ণয়।

৬৭। জাতীয় স্বার্থ সম্বলিত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক কীর্তি-স্মৃতি; দলিল পত্র, স্থাপত্য ও ভগ্নাবশেষ।

৬৮। জিওলজিক্যাল, বটানিক্যাল, জুলজিক্যাল ও এনথ্রপলজিক্যাল সাভে' ও আবহ বিজ্ঞান বিভাগ।

৬৯। আদম স্মারক

১০। নিখিল ভারত চাকুরীসমূহ ও কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

১১। ভারত সরকারের পেন্সন।

১২। পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচন। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন।

১৩। পার্লামেন্টের সদস্য, রাষ্ট্রপরিষদের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান ও গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা।

১৪। পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সদস্যের এবং বিভিন্ন কমিটির ক্ষমতা প্রভৃতি।

১৫। যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের গভর্নর, যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী-বর্গ ও অডিটর জেনারেলের বেতন, ভাতা, সুযোগ সুবিধা, ছুটি প্রভৃতি।

১৬। যুক্তরাষ্ট্রের ও অধীনস্থ রাষ্ট্রের হিসাব পরীক্ষা।

১৭। সুপ্রীম কোর্টের গঠন, পরিচালনা, এলাকা ও ক্ষমতা।

১৮। বিভিন্ন রাষ্ট্রের হাইকোর্ট সমূহের গঠন ও পরিচালনা।

১৯। হাইকোর্টের এলাকা বৃদ্ধি।

২০। রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর ক্ষমতা ও এলাকা বৃদ্ধি।

২১। বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তন, সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে জাহাজে আটক রাখা ইত্যাদি।

২২। কৃষি আয় ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর কর।

২৩। রপ্তানি শুল্ক সহ পণ্যশুল্ক।

২৪। ভারতে প্রস্তুত মদ্য, আফিম, ভাস্ক এবং অন্যান্য মাদক ঔষধাদি ব্যতীত তামাক, ও অন্যান্য আবকারি দ্রব্যের উপর শুল্ক।

২৫। কর্পোরেশন ট্যাক্স।

২৬। কৃষি-সংক্রান্ত জমি ব্যতীত ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির মূলধনের উপর কর।

৮৭। কৃষি সংক্রান্ত জমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির উপর শুল্ক।

৮৮। কৃষি সংক্রান্ত জমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উপর শুল্ক।

৮৯। রেলপথ, সমুদ্রপথ ও বিমান পথের যাত্রীদের বা মালের উপর কর।

৯০। স্ট্যাম্প-শুল্ক ব্যতীত স্টক এক্সচেঞ্জের আদান প্রদানের উপর কর।

৯১। বিল অব্ এক্সচেঞ্জ, চেক, প্রমিসারী নোট, বিল অব্ লেডিং, ইন্সিওরেন্সের পলিসি, শেয়ার হস্তান্তর, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির উপর স্ট্যাম্প-শুল্ক।

৯২। সংবাদ পত্র ক্রয় বিক্রয় এবং সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর কর।

৯৩। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কিত আইন অমান্য।

৯৪। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ের অত্মসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ।

৯৫। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ের বিচারালয়ের এলাকা ও ক্ষমতা (সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত)।

৯৬। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে ফী (আদালতের ফী ব্যতীত)।

৯৭। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ যে কোন বিষয় এবং এষ্ট দুই তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ কর।

দ্বিতীয় তালিকা—

যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ রাষ্ট্রসমূহের নিয়ন্ত্রিত বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে।

১। জন নিরাপত্তা।

২। রেলপথ ও গ্রামের পুলিশ সহ পুলিশ বাহিনী।

৩। বিচার ব্যবস্থা, আদালতের গঠন ও পরিচালনা (সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট ব্যতীত)।

৪। কারা, সংশোধনমূলক গারদ ও এই সকল স্থানে রুদ্ধ ব্যক্তি।

৫। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

৬। জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, হাসপাতাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি।

৭। বহির্ভারতে তীর্থ ব্যতীত অন্যান্য তীর্থ।

৮। নেশার জন্য মস্তের উৎপাদন, রক্ষণ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়।

৯। অক্ষম ও কার্যের অমুপযুক্ত ব্যক্তির সাহায্য।

১০। শবদাহ ও শ্মশান, কবর ও গোরস্থান।

১১। বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা ব্যবস্থা।

১২। রাষ্ট্রের পরিচালিত অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত গৃহাগার, যাহুঘর ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্মৃতি স্তম্ভ, দলিল পত্র।

১৩। যোগাযোগ ব্যবস্থা—প্রথম তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ রাজপথ, খেয়া এবং অন্যান্য চলাচল ব্যবস্থা, মিউনিসিপাল ট্রামপথ, রজ্জুপথ, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নৌ পথ প্রভৃতি।

১৪। কৃষি, কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা, পোকামাকড় নিবারণ ও উদ্ভিদ-রোগের প্রতিশোধ।

১৫। পশু রক্ষণ, পশু-প্রজন্মের উন্নতি বিধান, পশু রোগের প্রতিশোধ, পশু চিকিৎসা—শিক্ষা ও প্রয়োগ।

১৬। খোয়াড়।

১৭। প্রথম তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ জল-সরবরাহ, সেচ, খাল, নালা, বাধ, জলাধার, জল-শক্তি।

১৮। ভূমি-স্বত্ব, ভূম্যাধিকারী ও প্রজার সহিত সম্পর্ক, খাজনা আদায়, হস্তান্তর, পত্তন, জমির উন্নতি কৃষকগণ প্রভৃতি।

১৯। বন।

২০। বন্য পশু ও পক্ষী রক্ষা।

২১। মৎস্য।

২২। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস।

২৩। প্রথম তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ খনি এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়ন।

২৪। প্রথম তালিকায় বর্ণিত হয় নাই এরূপ শিল্প।

২৫। গ্যাস ও গ্যাসের কারখানাসমূহ।

২৬। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও বাণিজ্য (তৃতীয় তালিকায় যাহা বর্ণিত হয় নাই এরূপ)।

২৭। মাল পত্রের উৎপাদন সরবরাহ ও বণ্টন (তৃতীয় তালিকায় বর্ণিত নাই এরূপ)।

২৮। হাট বাজার ও মেলা।

২৯। ওজন ও মাপের মান নির্ণয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়।

৩০। ঋণ ও উত্তমর্গ, কৃষি ঋণ লাঘব।

৩১। সরাই খানা ও মালিক।

৩২। প্রথম তালিকায় বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের গঠন, পরিচালন ও বিলোপ, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মমূলক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

৩৩। নাট্যশালা ও নাটকান্বিত, ছায়াচিত্র (প্রথম তালিকায় বর্ণিত বিষয় ব্যতীত) ; খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ।

৩৪। বাজীধরা ও জুয়া খেলা।

৩৫। রাষ্ট্রের দখলীভূত জমি, এবং ইমারতের রক্ষণাবেক্ষণ।

৩৬। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অনধিকৃত জমি ও বাড়ীর সরকারী প্রয়োজনে দখল।

৩৭। পাল্লিমেন্টের আইনের অধুকূলে রাষ্ট্রের আইন পরিষদের নির্বাচন।

৩৮। রাষ্ট্রের আইন পরিষদের সদস্য, ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার এবং ব্যবস্থাপক সভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যানের বেতন ও ভাতা।

৩৯। আইন পরিষদ এবং আইন পরিষদের সদস্য ও আইন পরিষদের কোন কমিটির ক্ষমতা, সুবিধা ও নিরাপত্তা।

৪০। রাষ্ট্রের মন্ত্রীমণ্ডলীর বেতন ও ভাতা।

৪১। রাষ্ট্রের পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

৪২। রাষ্ট্রের পেন্সন।

৪৩। রাষ্ট্রের সাধারণ ঋণ।

৪৪। ভূগর্ভে প্রাপ্ত অস্থায়িক ধন।

৪৫। ভূমি রাজস্ব, রাজস্ব সংগ্রহ ইত্যাদি।

৪৬। কৃষি আয়কর।

৪৭। কৃষি-জমি উত্তরাধিকার শুল্ক।

৪৮। কৃষি জমির শুল্ক।

৪৯। ভূমি ও গৃহের কব।

৫০। খনিজ-সম্পদের স্বত্ত্বের কর।

৫১। আবকারী শুল্ক (কতকগুলি বিষয়ে)।

৫২। রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে মালপত্রের ব্যবহার ও বিক্রয়ের উপর কর।

৫৩। বিদ্যুৎ-শক্তির খরচ ও বিক্রয়ের উপর কর।

৫৪। সংবাদপত্র ব্যতীত অত্রাভ্র দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের উপর কর।

৫৫। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ব্যতীত অত্রাভ্র বিজ্ঞাপনের উপর কর।

৫৬। রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত রাজপথ ও জলপথে মাল ও যাত্রীর উপর কর।

৫৭। ট্রামগাড়ীসহ অত্রাভ্র সমস্ত যানবাহনের উপর কর।

৫৮। পশু এবং নৌকার উপর কর।

৫৯। রথ্যাকর, সেতুশুল্ক, বাজারের খাজনা প্রভৃতি।

৬০। বৃত্তি, ব্যবসা ও উপার্জনের উপর কর।

৬১। মাথাগণতি কর।

৬২। বিলাসদ্রব্য, আমোদ, প্রমোদ, বাজীধরা ও জুয়াখেলার উপর কর।

৬৩। স্ট্যাম্প-শুল্ক।

৬৮। এই তালিকায় বর্ণিত বিষয় সমূহের আইন লঙ্ঘন।

৬৫। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ের বিচারালয়ের এলাকা ও ক্ষমতা (সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত)।

৬৬। এই তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে ফী (আদালতের ফী ব্যতীত)।

তৃতীয় তালিকা—

(একযোগে কার্যকরণের তালিকা)

১। ফৌজদারী আইন—নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হইবার সময়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের যাবতীয় বিষয়সহ—প্রথম তালিকা ও দ্বিতীয় তালিকায় বর্ণিত বিষয় সংক্রান্ত আইনের অপরাধ ব্যতীত এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌ, স্থল, বিমান ও অন্যান্য সমগ্র বাহিনীর অসামরিক সাহায্যার্থে কাযাবলী ব্যতীত।

২। ফৌজদারী কার্যবিধি—এই শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইবার সময়ে ফৌজদারী আইনে বর্ণিত বিষয়সমূহ সহ।

৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হেতু শাস্তিরক্ষা, সাধারণের ব্যবহারের দ্রব্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা প্রভৃতির জন্য আটক রাখা এবং যাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে।

৪। এক রাষ্ট্র হইতে অগ্র রাষ্ট্রে বন্দী স্থানান্তর।

৫। বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ; শিশু এবং নাবালক, দস্তক, উইল, উত্তরাধিকার, যৌথ পরিবার, বিভাগ প্রভৃতি।

৬। সম্পত্তির হস্তান্তর (কৃষিভূমি ব্যতীত), দলিল রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি।

৭। চুক্তিপত্র, অংশীদারী কারবার, প্রতিভূ প্রভৃতি সহ।

৮। আইনতঃ দোষনীর অপরাধ।

৯। দেউলিয়া প্রভৃতি।

১০। ত্রাস ও ত্রাসধারী (ট্রাষ্ট এবং ট্রাষ্টী

১১। এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেল এবং অফিসিয়েল ট্রাষ্টী।

১২। সাক্ষ্য এবং সপথ, আইন মাননা, বিচারগত কার্যক্রম।

১৩। দেওয়ানী কার্যবিধি, তামাদি প্রভৃতি।

১৪। আদালতের অবমাননা (সুপ্রীমকোর্টের অবমাননা ব্যতীত)।

১৫। ভবঘুরেত্ব, যাযাবর ও যে সমস্ত উপজাতি বাসস্থানের জন্ত স্থানান্তরে যাতায়াত করে।

১৬। উন্নততা, মানসিক অপূর্ণতা, এবং এই সকল ব্যাধির চিকিৎসাকেন্দ্র।

১৭। পশুক্লেশ নিবারণী।

১৮। খাণ্ড এবং অন্যান্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ।

১৯। ঔষধ এবং বিষ।

২০। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা।

২১। বাণিজ্য ও শিল্পে একচেটিয়া অধিকার।

২২। ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসা ও শিল্পে শ্রমবিরোধ।

২৩। সামাজিক নিরাপত্তা এবং বীমা, শ্রমলিপ্ত ও বেকার।

২৪। শ্রমিক কল্যাণ—শ্রমের সতর্ক, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, অক্ষমতা, বার্ধক্য ভাতা, প্রসূতি কল্যাণ।

২৫। শ্রমিকের কার্যকরী ও কারিগরী শিক্ষা।

২৬। আইন, চিকিৎসা বিজ্ঞা এবং অন্যান্য বৃত্তি।

২৭। ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা হেতু বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির সাহায্য ও পুনর্বাসন।

২৮। দান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান, দাতব্য এবং ধর্মবিষয়ক অপিচ সম্পত্তি এবং ধর্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

২৯। কোন রাষ্ট্রের সংক্রামক ব্যাধি, এবং মনুষ্য, জন্তু এবং বৃক্ষাদির পক্ষে ক্ষতিকর কীট অন্য রাষ্ট্রে বিস্তার হওয়ার প্রতিরোধ।

৩০। জন্ম মৃত্যু সঞ্চয়ী পরিসংখ্যান—জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন সহ।

৩১। বন্দর (পারলামেন্ট কৃত আইন ব্যতীত এবং বৃহৎ বন্দর-গুলির প্রচলিত আইন ব্যতীত)।

৩২। জাহাজ এবং নৌ-পথ (প্রথম তালিকায় বর্ণিত আইন ব্যতীত)।

৩৩। পারলামেন্ট কর্তৃক আইন অনুযায়ী যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, সেই শিল্প সংক্রান্ত উৎপাদন, সরবরাহ, বণ্টন ইত্যাদি।

৩৪। মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

৩৫। যন্ত্রচালিত যানবাহন।

৩৬। কারখানা।

৩৭। বয়লার।

৩৮। বিদ্যুৎ ও শক্তি।

৩৯। সংবাদপত্র, পুস্তক এবং মুদ্রাষত্র।

৪০। প্রত্ন ঐতিহ্যিক স্থান এবং ভগ্নাবশেষ।

(পারলামেন্টের আইন দ্বারা যেগুলি জাতীয় মর্যাদা লাভ করিয়াছে সেগুলি ব্যতীত)।

৪১। বাস্তব্যাগী সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

৪২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও অধীনস্থ রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহারের জন্য গৃহাত সাধারণের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের বিধানাবলী।

৪৩। রাষ্ট্রের প্রাপ্য কর প্রভৃতি আদায়ের বিধি ব্যবস্থা।

৪৪। আদালতে ব্যবহার্য স্ট্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য স্ট্যাম্প শুল্ক।

৪৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার বিষয়সমূহের অনুসন্ধান ও তথ্যাদি সংগ্রহ।

৪৬। এই তালিকায় বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আদালতগুলির ক্ষমতা (সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত)।

৪৭। এই তালিকার কোন বিষয় সংক্রান্ত কি (আদালতে গৃহীত কি ব্যতীত)।

অষ্টম ভূপশীল

ভাষাসমূহ

১। অসমীয়া	৮। মারহাটি
২। বাংলা	৯। উড়িয়া
৩। গুজরাটি	১০। পান্জাবী
৪। হিন্দী	১১। সংস্কৃত
৫। কানাড়া	১২। তামিল
৬। কাশ্মিরী	১৩। তেলেগু
৭। মালয়ালম	১৪। উর্দু

ভা র তে র সু প্র সি দ্ধ জু য়ে লা স

স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী



মহাত্মা গান্ধী :—“আমি স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীর নানাপ্রকার শিল্পকার্য দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বড়ই সুখের বিষয় যে দেশীয় শিল্পের প্রাতিশ্রুতি সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভগবানের নিকট আমি ইহাদের সর্বোন্নতি কামনা করি।”

খাঁটি গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

বাজেট

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আয়-ব্যয়

বর্তমানে যে হারে কর নির্ধারিত রহিয়াছে তদনুসারে ১৯৫০-৫১ সালের প্রাথমিক হিসাবে ২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত্ত হইবে আশা করা হয়।

বৎসর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উদ্ধৃত্ত + ঘাটতি — (টাকা)
১৯৪৯-৫০ (প্রাথমিক)	৩০৭ কোটি ৭৪ লক্ষ	৩২২ কোটি ৫০ লক্ষ	— ১৪ কোটি ৭২ লক্ষ
১৯৪৯-৫০ (সংশোধিত)	৩৩২ কোটি ৩৬ লক্ষ	৩৩৬ কোটি ১০ লক্ষ	— ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ
১৯৫০-৫১ (প্রাথমিক)	৩৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ	৩৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ	+ ২ কোটি ৬২ লক্ষ

সামগ্রিক ও অসামগ্রিক ব্যয়—

১৯৫০-৫১ সালে ৩৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে দেশরক্ষা বিভাগে ১৬৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা ও অসামগ্রিক বিভাগে ১৬৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ১৯৪৯-৫০ সালে দেশরক্ষা বাবদ ১৭০ কোটি ৬ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

নুতন কর—

১৯৫০-৫১ সালে কোন নূতন প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হয় নাই। স্থানীয় বিলির ক্ষুদ্র পোস্টকাডের মূল্য দুই পয়সা ও খামের মূল্য এক আনা করা হইয়াছে। সাধারণ টেলিগ্রামের নূনতম মাণ্ডল ২ আনার স্থলে ৮ আনা ও এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের নূনতম মাণ্ডল এক টাকা ২ আনার স্থলে এক টাকা করা হইয়াছে। ব্যবসায়ে মূল্য কর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্পোরেশন কর ২ আনার স্থলে ২ আনা ৬ পাই করা হইয়াছে।

বই-ই শ্রেষ্ঠ উপহার—অবশ্য ভাল বই।

আয়কর—কোম্পানীসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত আয়করের হার কমাইয়া ৫ আনা হইতে ৪ আনা করা হইয়াছে। ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার টাকা আয়ের উপর আয়করের হার ৩ আনা ৬ পাই স্থলে ৩ আনা করা হইয়াছে। হিন্দু যৌথ পরিবারের ৫ হাজার টাকা আয়ের উপর কর ধার্য হইত না—এখন হইতে ৬ হাজার টাক আয়ের নীচে কর ধার্য হইবে না। ৩৬০০ টাকার নীচের ব্যক্তিগত অর্জিত আয়ের উপর কোন কর ধার্য হইবে না।

সাধারণ ট্রান্স টেলিফোনের হার (৩ ম'নটের জন্য) ১৬ টাকা হইতে কমাইয়া ১২ টাকা ও জরুরী ট্রান্স টেলিফোনের মাসিক ৩২ টাকা হইতে কমাইয়া ২৪ টাকা করা হইয়াছে।

ভারতীয় রেলপথের আয়-ব্যয়

বৎসর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	উদ্বৃত্ত (টাকা)
১৯৪৮-৪৯ (সংশোধিত)	২১৩ কোটি ১০ লক্ষ	১৯৩ কোটি ১২ লক্ষ	১৯ কোটি ২৮ লক্ষ
১৯৪৯-৫০ (সংশোধিত)	২২৫ কোটি ১৫ লক্ষ	২১৪ কোটি ১৩ লক্ষ	১১ কোটি ২ লক্ষ
১৯৫০-৫১ (প্রাথমিক)	৩২ কোটি ৫০ লক্ষ	২১৮ কোটি ৪২ লক্ষ	১৪ কোটি ১ লক্ষ

১৯৫০-৫১ সালে যাত্রী বা মালের ভাড়ার হারের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। যাত্রীদের সুখ সুবিধার জন্য ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হয়।

২৮৩টি দেশীয় রাজ্যের ভূতপূর্ব শাসনকর্তাদের যে আর্থিক ভারতীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে ভারত সরকারের বৎসরে ব্যয় হইবে ৫,৬৪,২৩,০০০ টাকা। সর্বোচ্চ ভাতা পাইবেন হায়দ্রাবাদের নিজাম—বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা; সর্বনিম্ন ভাতার পরিমাণ বার্ষিক ১০২ টাকা—সৌরাষ্ট্রের কাটোদিয়ার শাসনকর্তাকে।

ভারতের কয়েকটি রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়

(প্রাথমিক হিসাব ১৯৫০-৫১)

(নিম্নে টাকার অঙ্কগুলি হাজারে দেওয়া হইল)

রাষ্ট্র .	আয়	ব্যয়	উদ্ধৃত্ত + ঘাটতি -
পশ্চিম-বঙ্গ	৩৩,৮৯,৮৬	৩৫,২২,৮৭	- ১,৩৩,০১
বোম্বাই	৬১,৩৯,০৬	৬১,৩৭,০৮	+ ১,৯৮
মাদ্রাজ	৫৫,২১,২৫	৫৫,৫৭,২০	- ৩৫,৯৮
উত্তরপ্রদেশ	৫২,২৬,০০	৫২,২১,০০	+ ৫,০০
পাঞ্জাব	১৬,১৮,০০	১৬,১৪,০০	+ ৪,০০
বিহার	২৫,২০,০০	২৬,২৫,০০	- ৩৫,০০
আসাম	৯,০১,০০	৯,৮৫,০০	- ৮৪,০০
হায়দ্রাবাদ	২৯,৮২,০৩	৩০,০১,৪৪	- ১২,৬১
পাতিয়ালা ও পূর্ব-পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন	৫,০১,৭১	৪,৯২,২১	+ ২,৫০

পশ্চিমবঙ্গে কোন নূতন কব ধার্য করা হয় নাট। ১৯৫০-৫১ সালে দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা বাবদ ২ কোটি টাকা, রাজপথ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা, কাঁচড়াপাড়া এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ৩৯ লক্ষ টাকা, উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাবদ ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা, যানবাহন পরিকল্পনা বাবদ ৭৫ লক্ষ টাকা এবং খাত্ত বিভাগে ব্যবসায় পরিকল্পনা বাবদ ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের মধ্যে নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে ১ লক্ষ টাকা ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে দান হিসাবে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটিকে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ অন্ততম।

আসামে ঘাটতি পূরণের জন্য প্রমোদকর, স্ট্যাম্প শুধ, মোটর গাড়ীর ক এবং কৃষি কর বর্ধিত করা হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গ সরকার

আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব

(নিম্নের অঙ্কগুলি হাজারে দেওয়া হইল)

আয়—

	প্রাথমিক হিসাব ১৯৪২-৪০	সংশোধিত হিসাব ১৯৪২-৪০	প্রাথমিক হিসাব ১৯৪০-৪১
গত বৎসরে জের	৩,৬৫,৩৩	১০,১২,১৮	৩,৫৪,০২
রাজস্ব বাবদ	৩১,৮৩,০৪	৩৪,৭২,৭১	৩৩,৮২,৮৬
ঋণ সংক্রান্ত আয়	১,০৩,৮৭,৫৩	১,০৮,১২,২৫	১,০৭,২৫,১০
মোট	১,৩৯,০৫,২০	১,৫৩,০৪,৮৪	১,৪৫,৬৮,৯৮

ব্যয়—

রাজস্ব বাবদ	৩২,২৩,২৫	৩৩,২৫,৬৪	৩৫,২২,৮৭
এককালীন ব্যয়	১৩,১৬,১৬	১৩,০৬,৫৬	১৪,২১,১২
ঋণ সংক্রান্ত ব্যয়	২১,২৩,২৪	১,০৫,১৭,৬২	২৭,৩২,৭৪
বৎসর শেষে জের	১,১৩,৮৫	৩,৫৪,০২	—২,০৬,৭৫
মোট	১,৬০,৩৫,২০	১,৫৩,০৪,৮৪	১,৪৫,৬৮,৯৮

মোট ফলাফল—

রাজস্ব খাতে	—১,১০,২১	+ ১,৪৭,০৭	—১,০৩,০১
রাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য	—১,২২,৫৭	—৮,১২,২০	—৪,২৭,৭৬
মোট জের বাদে	—২,৩২,৮৮	—৬,৬৫,১৩	—৫,৩০,৭৭

উদ্ধৃতি, ঘাটতি—

১৯৪৮-৪৯ সালে বিদেশে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধি, মিশন প্রভৃতি বাবদ ব্যয় হয়—২৫,৭৩,০০০ টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সালে সরকারী কাজে আমন্ত্রিত বিদেশী প্রতিনিধি, মিশন প্রভৃতি বাবদ ব্যয় হয়—৮,৭৫,০০০ টাকা।

রাজস্ব-সংক্রান্ত আয়ের বিস্তারিত তালিকা

(নিয়ে টাকার অঙ্কগুলি হাজারে দেওয়া হইল)

চূড়ান্ত হিসাব সংশোধিত হিসাব প্রাথমিক হিসাব
(১৯৫৮-৫৯) (১৯৫৯-৬০) (১৯৬০-৬১)

[ক] রাজস্ব

১। পণ্য শুল্ক	৫৪,৭০	১,৩৫,১৪	১,০৫,০০
২। আয়কর	৫,৮৬,৬৯	৬,০৫,৮৮	৬,২২,০১
৩। ভূমি রাজস্ব	১,৯১,৯৭	১,৭৭,৪০	২,০৬,০৫
৪। প্রাদেশিক আবকারি	৬,২১,৭০	৬,১৫,৮৩	৫,৮৭,৫০
৫। স্ট্যাম্প	২,৩২,৭১	২,৫৫,০০	২,৪৩,০০
৬। বন	৬১,৫৭	৬১,২৫	৬২,১৫
৭। রেজিস্ট্রেশন	৩০,৪৭	৩৮,২৪	৩৮,৬৩
৮। মোটর গাড়ীর কর	৪৪,৪৭	৪৬,২০	৪৭,০৩
৯। অন্যান্য কর ও শুল্ক	৭,২০,৬৩	৮,০১,৭০	৭,৭০,৮০

[খ] রেলপথ হইতে আয় ... ১০ ...

[গ] সেচ, নৌ, বাঁধ, ৪,৪৭ ২০,৮২ —৭৮

খাল ইত্যাদি

[ঘ] ঋণের সুদ ৭,৯১ ২০,০৮ ২১,৬৩

[ঙ] অসামরিক শাসন

১। বিচার	৩৯,৩৮	৩৭,৫০	৩৭,২০
২। কারা প্রভৃতি	৪,২২	৬,২১	৫,৫১
৩। পুলিশ	১৬,০৬	২২,৫১	২২,৫০
৪। বন্দর প্রভৃতি	৫৭	৫৭	৪৭
৫। শিক্ষা	১২,৪৫	১৫,৬৭	১৬,২২
৬। চিকিৎসা	২২,৮৭	২৭,৩০	২৪,১২
৭। জনস্বাস্থ্য	৪,৬৬	৩,৪২	৩,২২
৮। কৃষি	৬২,০৭	১,১০,২৪	১,৩৭,৮৮

	চূড়ান্ত হিসাব (১৯৪৮-৪৯)	সংশোধিত হিসাব (১৯৪৯-৫০)	প্রাথমিক হিসাব (১৯৫০-৫১)
৯। পণ্ড চিকিৎসা	১,২২	১,৪০	১,৪২
১০। সমবায়	২,৫৫	২,০০	২,০১
১১। শিল্প	৫২,৪১	৩০,৬৩	৩২,২২
১২। অন্যান্য বিভাগ	২,২৮	২,১৮	২,১৮
[চ] পুঁজু ও বিনিময় উন্নয়ন	১৫,৯৮	৭০,৬৫	১,২০,৮৬
[ছ] বিবিধ			
১। পেন্সন সংক্রান্ত	১,৩৫	১,২৪	১,২৪
২। ষ্টেশনারী ও ছাপা	৩,৭৩	৩,৩৫	৩, - ৪
৩। রাষ্ট্রীয় পরিবহন	৪,৮৩	১,৬৫	৩,৬৯
৪। বিবিধ	৬২,০০	৪০,১৮	১,০৪,৫২
[জ]			
১। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য	৭০,০০
২। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে আদান প্রদান	১১	১১	১১
[ঝ] অসাধারণ আয়	১,৭৬,৭২	৩,১৬,৮২	২৭,৬৫
মোট	৩১,৭৬,৫২	৩৪,৭২,৭১	৩৩,৮২,৮৬

রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যয়ের বিস্তারিত তালিকা

[ক] রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যয়

১। কর্পোরেশন কর ব্যতীত আয়কর	২,৭৭	৫,০৭	৩,৩১
২। ভূমি রাজস্ব	২৮,৫৮	৩৭,২৭	৪১,৬২
৩। প্রাদেশিক আবকারি	৩৪,৮১	৩৪,৮১	৩৬,৬১
৪। স্ট্যাম্প	৬,২৬	৬,২২	৫,২৮
৫। বন	৪০,৬৪	৫২,৮২	৪২,০২

	চূড়ান্ত হিসাব (১৯৪৮-৪৯)	সংশোধিত হিসাব (১৯৪৯-৫০)	প্রাথমিক হিসাব (১৯৫০-৫১)
৬। রেজিস্ট্রেশন	১৩,৭৭	১৪,৮৩	২৫৮৩
৭। মোটর গাড়ীর কর	৪,৫০	৪,৫০	৪,৫০
৮। অগ্রান্য কর ও গুদ	১১,৫০	১২,৫৪	১৩,৯০
[খ] সেচ, নৌ, বাঁধ, খাল ইত্যাদি	৭৭,১৯	২৫,১৩	১ ০৪,৬৬
[গ] ঋণের সুদ	২৩,১৭	১৪,৬৮	৫৮১
[ঘ] অনাময়িক শাসন			
১। সাধারণ শাসন	১,৮০,৩১	২,২১,৫৩	২,৬৮,০০
২। ঋণ শাসন	২,৬২	১,০১	...
৩। বিচার	৮৬,২৭	৯১,৩২	৯৪,১৮
৪। কারা প্রতিষ্ঠা	৬৫,১২	৯৩,০৩	৯১,০০
৫। পুলিশ	৪,১৭,৮৬	৪,৪৩,৪০	৪,৮২,৭৬
৬। বন্দর প্রতিষ্ঠা	৩,০১	৫,০৮	৮,৭২
৭। বৈজ্ঞানিক বিভাগ	৪৯	৫,৪২	৪,৮১
৮। শিক্ষা	১,৯৬,৮০	২,৭৫,৭০	৩,০৫,৭২
৯। চিকিৎসা	১,১৯,৭৩	৩,২১,১৯	৩,০২,৮৭
১০। জনস্বাস্থ্য	৩৯,৮৫	৬৯,১২	৭৭,৮৫
১১। কৃষি	১,২০,৮৫	২,৫৫,২৭	২,৬১,১৩
১২। পশু চিকিৎসা	১২,৮০	১৩,৬০	১৪,৯৫
১৩। সমবায়	১১,৬৭	১৫,৬১	১৭,৮১
১৪। শিল্প			
শিল্প	২৫,৯৬	৪০,৭০	৩০,৪৫
মৎস্য	৪,৪৫	১৭,৭০	২০,৮৯
সিঙ্কোনা	৩২,৪৫	৩৩,১৩	৩২,৬৪
১৫। বিবিধ বিভাগ	১৮,৫৭	২১,২৮	২২,৭৭

৩০

চূড়ান্ত হিসাব সংশোধিত হিসাব প্রাথমিক হিসাব

(১৯৪৮-৪৯) (১৯৪৯-৫০) (১৯৫০-৫১)

[৬] পূর্ত ও বিবিধ উন্নয়ন ১,৫৭,৫৩ ৩,০২,২৩ ৩,৮২,৬৭

২ [৮] বিবিধ

১০ ১। স্থিতি ৪৫,৫১ ৩২,৬৫ ২৬,৪৭

১১ ২। পেন্সন ৮২,৭২ ৮৬,২৬ ৯১,০২

১২ ৩। স্টেশনারী ও ছাপা ৩৬,৬৫ ৩৯,৭২ ৩৬,৭৫

[৮] ৪। আশ্রয় প্রার্থী বাবদ ৪০,১৬

[৮] ৫। বিবিধ ২,৭৮,২৫ ২,০২,২৪ ১,২৬,২১

১ [৮] পেন্সন সংক্রান্ত ১০,৫০ ১২,৭১ ১৩,১০

২ [৮] অসাধারণ ব্যয়

৩১। ভারতে অসাধারণ ব্যয় ৩,৫৮,৪০ ৩,৮২,৪০ ৩,৮৩,১৭

৪২। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ৩,৪৬,৬৩ ...

[৮] ৩। বঙ্গবিভাগের পূর্বের পাওনা ... ৩৪,০০ ৬১,০০

১ মোট ২২,০২,৫২ ৩৩,২৫,৬৪ ৩৫,২২,৮৭

২

সর কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের বাজেট

[২] সংশোধিত হিসাব প্রাথমিক হিসাব

১৯৪৯-৫০

১৯৫০-৫১

আয় ৭,৮৩,০২,২৮৫ টাকা ৬,৩৫,২৩,৭৬৮ টাকা

ব্যয় ৭,৩০,৩৪,১৪৩ টাকা ৬,৮৮,৩৬,৮০৫ টাকা

উদ্ধৃত + ঘাটতি— +৫৮,৬৮,৮৪২ টাকা —৫৩,১৩,০৩৭ টাকা

১ ১৯৫০-৫১ সালে ৭১,৬৫,০০০ টন সমুদ্রবাহী মালপত্র কলিকাতা বন্দর হইতে চলাচল করিবে বলিয়া প্রাথমিক হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালে কলিকাতা বন্দরে ৮৫,৫২,০০০ টন মালপত্র চলাচল করিবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রদূতাবাসের ব্যয়

১৯৪৮-৪৯ সালে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থিত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রভৃতিদের

দপ্তরের কল্প নিম্নলিখিত অর্থ ব্যয় হয়—

ওয়াশিংটন	২২,৮৬,৮০০ টাকা	রেন্ডুন	৪,৩৮,২০০ টাকা
মস্কো	৮,১০,৫০০ "	বার্ণ	৪,২৩,১০০ "
প্যারিস	৮,১১,২০০ "	ব্যাঙ্গক	২,৪৭,০০০ "
চীন	৬,৭০,২০০ "	স্টকহোল্ম	১,৩১,৪০০ "
ব্রাসেলস	৩,২৮,২০০ "	লণ্ডন	৪৫,৪০,০০০ "
মিশর	৭,২০,০০০ "	অটোম	৪,১২,১০০ "
ইরান	৬,৫০,১০০ "	ক্যানবেরা	২,১২,৬০০ "
নেপাল	২,১৩,২০০ "	কলম্বো	২,০৮,৫০০ "
আফগানিস্থান	৪,৫৪,১০০ "	করাচী	৫,৩৮,১০০ "
ব্রিজিল	৪,১৭,২০০ "	জোহানেসবার্গ	১,৩৪,২০০ "
তুবস্ক	৬,৭৪,১০০ "	লাহোর	২ ২৩,৩০০ "
প্রাগ	১ ২৫,১০০ "	ঢাকা	১,৫২,৮০০ "
ইটালী	১,২০,৬০০ "	টোকিও	৩,৩৬,২০০ "

মোট ব্যয়—১.৮২,২৮ ০০০ টাকা

রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি বাবদ ব্যয়

বাণিজ্য-মিশন বাবদ ব্যয়

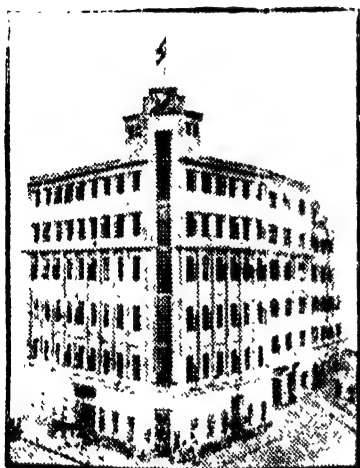
১৯৪৪-৪৫	—	৭২,৩৩,২১০ টাকা	৫,১১,০২০ টাকা
১৯৪৫-৪৬	—	১,০২,৬০,২২২ "	৮,৭৫,১২৩ "
১৯৪৬-৪৭	—	১,৩০,২১,২০২ "	১৬,২৫,২২০ "
১৯৪৭-৪৮	—	৭৪ ৬২,১০২ "	২,৮২,১৮৮ "
১৯৪৮-৪৯	—	১,৮২,২৮,০০০ "	২২,৪৫,৫০০ "

ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে ১৯৫০ সালে ৫১,৪৩,০ টাকা চাঁদা দেয়। ইহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট খরচের শতকরা ৩½ ভা বর্তমানে ৩২ ভারতবাসী উক্ত প্রতিষ্ঠানের দপ্তরে চাকুরী করেন ; এই স মোট কর্মচারীর শতকরা ২৪১ ভাগ।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

অনুমোদিত মূলধন	...	২, ০,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	...	৫০,০০,০০০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	...	২৪,০০,০০০ টাকার উদ্ধে



সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে “ক্যালকাটা গ্রাশনাল” এক রক্ষণশীল ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছে। “ক্যালকাটা গ্রাশনালের” কাবঞ্চেত্র সম্পূর্ণরূপে ভাবতেই অবস্থিত।

ক্যালকাটা গ্রাশনাল ব্যাঙ্কের হেড অফিস কলিকাতা, মিশন রো এয়টেনশনে নিজস্ব শ্রাসাদোপম ছতলা অট্টালিকায় অবস্থিত। হেড অফিস ভিন্ন স্থার ফিরোজ শা নেটা রোডস্থিত ব্যাঙ্কের বোম্বাই অফিস এবং আহমেদাবাদ, পাটনা, গয়া, রায়পুর ও কটকের অফিসসমূহও ব্যাঙ্কের নিজস্ব অট্টালিকায় অবস্থিত। ব্যাঙ্কের নাগপুর অফিসের অট্টালিকার নির্মাণও এখন সমাপ্তিব পথে।

হেড অফিস :

শাখাসমূহ :

কলিকাতা, বড়বাজার, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, ক্যানিং ষ্ট্রিট, হাটখালা, হাইকোর্ট, গ্রামবাজার দিল্লী, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, ফাটরা, বানারস, পাটনা, গয়া, কটক, আসানসোল, বোম্বাই (ফোর্ট), কলবাদেবী, শ্রীহাট্ট রোড, আহমেদাবাদ, আজমীড়, কানপুর, মেঠেন রোড, বেরিলী, মাজাজ, নাগপুর, নাগপুর সিটি, অমরাবতী, জবলপুর, জবলপুর ক্যান্টনমেন্ট, রায়পুর।

লণ্ডন এক্চেঞ্জ্‌স্ : মিড্‌ল্যান্ড ব্যাঙ্ক লি:

মাত্র দুইশত টাকা দিয়া “ক্যালকাটা গ্রাশনালে” একটি কারেন্ট একাউন্ট খোলা যায়। চেক বই ও পাশ বই বিনামূল্যে ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া হয়। মাত্র পঁচিশ টাকা জমা দিয়া “ক্যালকাটা গ্রাশনালে” একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যায়।

এক বৎসরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা হয় ও বার্ষিক শতকরা ২১০ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

“ক্যালকাটা গ্রাশনালে” আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

বাণিজ্য (২)

বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ভারতের ষ্টালিং সম্পদই ভারতের বৈদেশিক বিনিময় তহবিল। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ঐ তহবিলে ১৫৩৭ কোটি টাকা গচ্ছিত ছিল। উহা হ্রাস পাইয়া ১৯৪৯ সালের জুন মাসে ৮২০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ ঐ এক বৎসরে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ৭১৭ কোটি টাকা হ্রাস পায়। সামরিক ষ্টোরসমূহ এবং ষ্টালিং পেমেন্ট বাবদ ব্রিটিশ সরকারকে ২২৬ কোটি টাকা দান ও পাকিস্থানের অংশ হিসাবে ১৮৭ কোটি টাকা দেওয়ার ফলেই ভারতের গচ্ছিত অর্থ এরূপ দ্রুত হ্রাস পায়। অবশিষ্ট অংশ দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি পূরণের জন্ত ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত এক বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে মোট ৬৫০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি করা হয়। উহার মধ্যে খাদ্যশস্যই ছিল ১৩৭ কোটি টাকার। অবশিষ্ট অর্থে শিল্পদ্রব্য ও অতি প্রয়োজনীয় ব্যবহারোপযোগী পণ্য দ্রব্য আমদানি করা হয়। বিলাসদ্রব্য আমদানির পরিমাণ মোট আমদানির শতকরা ২ ভাগের অধিক নহে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় শিথিলতা দেখা দেওয়ার ও বৈদেশিক চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় ঐ সময়ে ভারতের

১৯৪৯ সালে ভারতে খাদ্যশস্য আমদানির হিসাব

শস্য	পরিমাণ	মূল্য
গম	২০,৪৭,০০০ টন	৭৪,৮৮ লক্ষ টাকা
ময়দা	১,৫৩,০০০ "	৭,৮০ " "
যব	১,৮২,০০০ "	৫,৪৭ " "
ভুট্টা	১,৩৪,০০০ "	৩,৫৭ " "
চাউল	৬,৭৮,০০০ "	৪১,২৭ " "
জোয়ার	৩৩,০০০ "	২৮ " "
বিবিধ	৩,৮৩,০০০ "	২,২২ " "

রপ্তানিও সামান্য হ্রাস পায়। বৈদেশিক আদান প্রদানের ব্যাপারে এইরূপ প্রতিকূলে অবস্থার ফলে গচ্ছিত ষ্টালিং হইতে ৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড উঠাইয়া লইতে হইয়াছে। ১২৪৮ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের সহিত ষ্টালিং চুক্তি হওয়ার ফলে উপরোক্ত অর্থের হিসাবের সামঞ্জস্যবিধান করা হয়। উক্ত চুক্তির ফলে স্থির হয় যে, পরবর্তী দুই বৎসরে ভারত কতৃক ষ্টালিং পাওনা গ্রহণের পরিমাণ বৎসরে ৪ কোটি পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫ কোটি পাউণ্ড করা হইবে এবং উহার বাণিজ্যনীতি পরিবর্তনের পূর্বে প্রতিশ্রুত আমদানি মূল্য শোধের জ্ঞাত ভারতকে অতিরিক্ত ৫ কোটি পাউণ্ড দেওয়া হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের এরূপ অবস্থা ভারতের পক্ষে নিঃসন্দেহে ক্ষতিজনক দেখিয়া উহার বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন করা হয়। ১২৪৯ সালের মে মাসে অবাধ সাধারণ লাইসেন্স বাতিল করা হয়। ঐ বৎসর জুলাই মাসে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত আলোচনার পর আমদানির উপর আরও নিষেধাজ্ঞা আবেদন করা হয়। ইতিমধ্যে ষ্টালিং অঞ্চলের ডলার সম্পদ সংরক্ষণের জ্ঞাত ১২৪৯ সালের জুন মাস হইতে আড়াই মাসের জ্ঞাত ডলার অঞ্চল হইতে আমদানি লাইসেন্স বাতিল করা হয়। ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পর ভারতের রপ্তানির অবস্থা উন্নতিলাভ করে এবং জুন মাসের শেষ পর্যন্ত ষ্টালিং পাওনা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৩২ কোটি টাকা হয়।

কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল

১২৪৮ ও ১২৪৯ সালে যথাক্রমে ৪,৭২,০৬১ টন ও ৭,০৭,২১৫ টন কেরোসিন তৈল এবং ৪,১২,৫৩১ টন ও ৫,৪৭,১১১ টন পেট্রোল ভারতে আমদানি করা হয়। ভারতে ১২৪৮ সালে ৫,৫৫,২০০ টন এবং ১২৪৯ সালের প্রথম ১১ মাসে ৬,৫৪,৭২০ টন তৈল ব্যবহৃত হয়।

ডলারের অবস্থা

১৯৪০ সালের ষ্টালিং চুক্তি অনুযায়ী ৬ কোটি ডলারের সমপরিমাণ ষ্টালিং ডলারে রূপান্তর করা চলিবে বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু রপ্তানির আয় হ্রাস পাওয়ায় উহাতে ২১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের মত ঘাটতি দেখা যায়। আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার হইতে ডলার ক্রয় করিয়া ঐ ঘাটতি ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের মত পূরণ করা হয়। অবশিষ্ট ঘাটতি ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার প্রারম্ভিক তহবিল হইতে পূরণ করা হয়। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে গৃহীত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি ডলার দাঁড়ায়। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসের চুক্তির ফলে এই অতিরিক্ত অর্থের হিসাবের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত এখন ষ্টালিং অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত পূর্ণ সদস্য। ভারতের ডলার-ঘাটতি পূরণের জন্ত এখন কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ-যোগ্য অর্থের পরিমাণ কোন দিক দিয়া সীমাবদ্ধ নহে। ষ্টালিং অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশের সহিত ভারতও একযোগে ১৯৫০ সালের জুন মাস পর্যন্ত এক বৎসবে ডলার অঞ্চল হইতে আমদানি হ্রাস করিয়া পূর্ব বৎসরের তুলনায় উক্ত আমদানি শতকরা ৭৫ ভাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছয় মাসে ভারতের ডলার আয় ব্যয় অপেক্ষা ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ডলার লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিল করায় ও অন্যান্য সাময়িক কারণে এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। নূতন বিনিময় ব্যবস্থা এবং খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধের ফলে অপরিহার্য দ্রব্যাদি ডলার অঞ্চল হইতে আমদানী করা সম্ভব হইতে ছ। রেলপথ সমূহের পুনঃ সংস্থাপন কার্য ও ভূমি সংস্কারের জন্ত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে মোট ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্ত আরও ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

রপ্তানি-বাণিজ্য সংরক্ষণের জন্ত ব্যবস্থা হিসাবে মুদ্রামূল্য হ্রাস করার ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং গত তিন মাসে

রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৯ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৪৮ সালে রপ্তানি-বাণিজ্যের ত্রৈমাসিক গড়পড়তা পরিমাণ ছিল ১০.৭ কোটি ৮ লক্ষ টাকার মত। রপ্তানি-বাণিজ্যে এই উন্নতি আংশিকভাবে সাময়িক কারণের জন্তই সংঘটিত হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির সম্পূর্ণ ফল কি হইবে, তাহা এখনও ঠিকভাবে বলার সময় আসে নাই। তবে আশা করা যায় রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির চাহিদা সাময়িক নহে।

ভারত ও পাকিস্তানের ভিত্তর বাণিজ্য

সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও ধরা হইয়াছে যে ১৯৫২ সালের জুন মাস পর্যন্ত এক বৎসরে ভারত পাকিস্তানে ৮৩ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়াছে ও পাকিস্তান হইতে ১১৭ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি করিয়াছে। এই ঘাটতি অংশতঃ মূলধনের স্থানান্তর ও ষ্টোলিং হস্তান্তরের ফলে (১১ কোটি টাকা) মিটান হইয়াছে। অনেকগুলি কারণে এই ঘাটতি দেখা দেয়। ভারত পাকিস্তান হইতে প্রধানতঃ কাঁচা মাল আমদানি করে (২৭ কোটি টাকা)। ভারত পাকিস্তান হইতে আমদানির জন্ত অবাধ সাধারণ লাইসেন্স বলবৎ রাখিলেও পাকিস্তান ভারত হইতে বঙ্গ আমদানির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। অপরপক্ষে পাকিস্তান ভারতের কতকগুলি পাওনা মিটাইতে অস্বীকার করে। ইহার ফলে পাকিস্তানের উদ্ভূত বাণিজ্য বৃদ্ধিরও অনেক সহায়তা হয়। ভারতের সহিত তুলনায় পাকিস্তানের অবস্থা অধিক আশাগ্রদ ছিল বলিয়াই বোধ হয়। পাকিস্তানে তাহার মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু উহা সার্থক না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। কারণ পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্যের সামঞ্জস্যবিধানের জন্ত ভারতকে বাবস্থা অবলম্বন করিতেই হইত। বাস্তবচ্যুতদিগের সম্পত্তি ও দেশ-বিভাগকালীন ঋণ বাবদ পাকিস্তান কর্তৃক ভারতকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ দেয় ছিল। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে অন্যান্য দেশের

সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্যাবস্থার অবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ১৯৪৯ সালের শেষ তিন মাসে পাকিস্তানের ষ্টালিং পাওনা ১ কোটি পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। পাট ও চামড়ার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে এবং কাঁচা কার্পাসের মূল্যের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। ষ্টালিংয়ের মূল্য হ্রাসের পূর্বে পাকিস্তান যে হারে ডলার আয় করিত, ডলার আয়ের সেই হার বজায় রাখিয়া ষ্টালিং অঞ্চলকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য বৃদ্ধির ফলে তাহার ডলার আয়ের পরিমাণ সম্ভবতঃ বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক

পাকিস্তান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করাব সিদ্ধান্ত কবায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যে প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় উৎপাদকদের পক্ষে পাকিস্তানের নিকট হইতে কাঁচা মাল বিশেষতঃ পাট ক্রয় করা বায়বহুল হইয়া দাঁড়ায়। পণ্যদ্রব্য বিনিময় অথবা অবাধ মুদ্রা বিনিময়ের ভিত্তিতে কিছু কিছু বাণিজ্য চলিতেছিল। পাকিস্তান সরকারের কার্যের ফলে ঠেঁহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্য পুনরায় চালু করার জন্য উভয় সরকারের মধ্যে চিঠিপত্র চলিতেছিল। কিন্তু পাকিস্তান দাবী করে যে, তাহার বাট্টার হার বা পাটের নিম্নতম মূল্য সম্পর্কে কোনও আলোচনা চলিবে না। ইহার ফলে স্বাভাবিক বাণিজ্য পুনরায় চালু করা 'অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পাট ও বস্ত্র শিল্পের কাঁচা মাল সম্পর্কে পরনির্ভরশীল হইয়া থাকার বিপদ যে কত বড়, এই সকল ঘটনার তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। কাজেই উভয় দ্রব্যেরই উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

(৭ এপ্রিল ১৯৫০ সপ্তাহ শেষের হিসাব)

(নিম্নের অঙ্কগুলি টাকায় দেওয়া হইল)

ইস্রু বিভাগ :—দেনা—	ব্যাঙ্কিং বিভাগে নোট	২,০২,০২,০০০
	চলতি নোট	১১,৮৬,৭০,৮৭,০০০
	মোট নোট	১,১২৫,৮৬,০৬,০০০
সম্পত্তি (১) স্বর্ণমুদ্র ও বুলিয়ন্		
(ক) ভারতে চালু		৪০,১১,৭১,০০০
(খ) ভারতের বাহিরে চালু		—
(গ) বিদেশী আমানত		৬,৫০,৩৪ ৩৮,০০০
	মোট	৬,২০,৩৬,০২,০০০
(২) রৌপ্য মুদ্রা		৫৫,২৩,৬২,০০০
ভারত সরকারের মুদ্রার		
	আমানত	৪,৫০,২৭,১৮,০০০
অভ্যন্তরীণ এক্সচেঞ্জ বিল		—
মোট সম্পত্তি		১,১২৫,৮৬,২৬,০০০

“মহাত্মাজি যখন বিদেশী কাপড়কে অশুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম; আমি বলেছিলাম, ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হতে পারে, অশুচি হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিন্তা ভোলাতে হবে, নইলে কাজ পাব না—মহামুদ্রের এমন-তরো চিরস্থায়ী অবমাননা আর কা হতে পারে। নারক চালিত দেশ এমনি ভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে—এক জাহ্নকর যখন বিদায় গ্রহণ করে তখন আর এক জাহ্নকর আর—এক মন্ত্র সৃষ্টি করে।”

—রবীন্দ্রনাথ

ব্যয়িং বিভাগ :—

দেনা—

জমা—		আদায়ীকৃত মূলধন	৫,০০,০০,০০০
নোট	২,০২,০১,০০০	সংরক্ষিত তহবিল	৫,০০,০০,০০০
বোপা মুদ্রা	৭,৭৬,০০০	জমা—	
খচরা "	২,৩৮,০০০	(১) ভারত	
আভ্যন্তরীণ বিল	৮৮,০০,০০০	সরকার	১,২৪,৮৫,৭৭,০০০
সরকারী ট্রেজারী		অগ্রাণু "	৩১,২২,২০,০০০
বিল	২,২০,৬২,০০০	(২) ব্যাঙ্কসমূহ	৫১,৭২,৫৪,০০০
অগ্রাণু দেশের		(৩) অগ্রাণু	৬৩,৬৫,০০,০০০
বাণী	২,০৪,৮৭,১১,০০০	দেয় বিল	৫,৭১,৮২,০০০
সরকারকে দেওয়া		অগ্রাণু দেনা	১৫,৩১,৮১,০০০
অগ্রিম ও ঋণ	১,৫২,০০,০০০	মোট দেনা	৩,০৩,২৬,২১,০০০
অগ্রাণু অগ্রিম ও			
ঋণ	১০,২৪,৮৩,০০০		
অর্থের বিনিয়োগ	৬৮,৪২,৬২,০০০		
অন্যান্য সম্পত্তি	৫,২২,৪৩,০০০		
মোট সম্পত্তি	৩০৩,২৬,২১,০০০		

— — —

“ভারতবর্ষের ধনমতিমা ছিল, কিন্তু সেটা কোন্ বাহনযোগে দীপাস্তরিত হয়েছে সে-কথা যদি ভুলি তবে পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসেয় একটা তত্ত্বকথা আমাদের এড়িয়ে যাবে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীৰ্য্যভিমান নয়। সে হচ্ছে ধনের লোভ, এই তত্ত্বটি মনে রাখা চাই। রাক্তগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু ধনলোভের সঙ্গে তা থাকতেই পারে না। ধন নির্মম, নৈব্যক্তিক।”

—রবীন্দ্রনাথ

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

পশ্চিম-বঙ্গের হাসপাতাল

১৯৪৮

১৯৪৯

হাসপাতালের সংখ্যা	শয্যা-সংখ্যা	শয্যা পুরুষ	মোট	সংখ্যা	সংখ্যা	হাসপাতালের সংখ্যা
১০	২,০৭৪	১,২৩৩	৩,৩০৭	৬৮২	৬২,৬৭১,২১২	১১
৩৪	২৮৮	৫২৫	১,৫১০	১০৬	০,৩৭,২২২	৩৬
৪৪	১,৮৬৮	১,৮৭১	৩,৬৮৩	—	—	৬৩
১৫১	—	—	৬,১৫০	২০০	২৪,৭১,১১২	১৪২
১৯	—	—	৪৭৫	২১	৪,৮৫,০০০	২০

বিভিন্ন হাসপাতালে মোট রোগীর সংখ্যা (১৯৪৮)—অস্ত্রবিভাগ ২,৬৮,৪২৩, বহির্বিভাগ ৫১,০০,৪২৭

বাংলা বহির্বিভাগ

পশ্চিম-বঙ্গে জন্ম ও মৃত্যু

	১৯৪৭		১৯৪৮	
	সংখ্যা	জন-সংখ্যার প্রতি হাজারে	সংখ্যা	জন-সংখ্যার প্রতি হাজারে
জন্ম—	৪,২৭,৭৫৫	২০.১	৪,৫৩,৫৬৪	২১.৩
মৃত্যু—				
কলেরা	১০,৫০১	০.৫	১৩,৭৮২	০.৬
বসন্ত	৩,১৩৭	০.১	৭,২০২	০.৪
প্লেগ	৭	০.০০৩	১৮	০.০০৮
আমাশয়	২,৭৭৬	০.৫	১০,২১৮	০.৫
উদরাময়	১৩,৩৩৫	০.৬	১৪,১১৫	০.৭
অর—				
ম্যালেরিয়া	৮২,৫৩২	৩.৯	৭৬,৫৭৬	৩.৬
কালাজর	৩,০৭০	০.১	২,৮২১	০.১
টাইফয়েড্	৩,৭৪২	০.২	৪,১০৮	০.২
অগ্নাত অর	১,১৬,১১১	৫.৫	১,১২,৩৬৮	৫.২
শাসয়ন্ত্রের পীড়া—				
নিউমোনিয়া	১২,৫২৬	০.৬	১৮,২৫৪	০.৯
যক্ষ্মা	৭,৬৩৭	০.৪	৮,০৭২	০.৪
অগ্নাত	১০,৫৭২	০.৫	১০,১২৩	০.৫
আঘাত-জনিত	৭,২২৩	০.৪	৭,৪৬১	০.৪
প্রসব কালীন	৩,০৭২	০.১	২২,৩০৮	৪.৬
অগ্নাত ব্যাধি	২৬,১২২	৪.৫		
মোট মৃত্যু	৩,৮৭,১৬৫	১৮.২	৩,৮৫,২৭০	১৮.১

* প্রতি হাজার জন্মে মৃত্যুর হার

শ্রী জোসেফ্‌ ভোর স্বাস্থ্যোন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট

“ইংলণ্ডে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ৫ হইতে ১০; ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ২৪ হইতে ৪৮; প্রতি বৎসর ১০ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং তাহার মধ্যে ২০ লক্ষ লোক মারা যায়। যক্ষ্মারোগে ভাগ্যের ২৫ লক্ষ লোক ভোগে এবং তন্মধ্যে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ লোক মারা যায়। যক্ষ্মারোগ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ডাক্তার সমগ্র ভারতবর্ষে ৮০ জনের অধিক নাই। পৃথিবীর ৫০ লক্ষ কুষ্ঠ রোগীর মধ্যে একমাত্র ভারতেই কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ। ভারতবর্ষে ডাক্তারের সংখ্যা প্রতি ৬ হাজার অধিবাসীর জন্য ১ জন এবং প্রতি ৪৩ হাজার অধিবাসীর জন্য ১ জন নাস। কিন্তু গ্রেটব্রিটেনে প্রতি হাজার জন অধিবাসীর জন্য ১ জন ডাক্তার ও ৩০০ জন অধিবাসীর জন্য ১ জন নাস। ব্রিটেনে প্রতি ৬১৮ জন অধিবাসীর জন্য ১ জন ধাত্রী কিন্তু ভারতবর্ষে ৬০,০০০ অধিবাসীর জন্য মাত্র ১ জন ধাত্রী। ব্রিটেনে প্রতি ২,৭০০ জন অধিবাসীর জন্য ১ জন দস্ত চিকিৎসক কিন্তু ভারতে প্রতি ৩ লক্ষ অধিবাসীর জন্য ১ জন।.....”

১৯৪৩ সালে শ্রী জোসেফ্‌ ভোরের নেতৃত্বে ভারতে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য দেশী ও বিদেশী ২৪ জন বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি দেড় বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া যে মূল্যবান রিপোর্ট রচনা করেন তাহা হইতে দেখা যায় যে ভারতের জনস্বাস্থ্য দিনের পর দিন যেরূপ অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা বোধ করিয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে ভারতবর্ষে ডাক্তারের সংখ্যা বর্তমান অপেক্ষা ৫ গুণ, নাসের সংখ্যা ১০০ গুণ, ধাত্রীর সংখ্যা ২০ গুণ ও দস্তাচিকিৎসকের সংখ্যা ২০ গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে জনস্বাস্থ্যের জন্য জন প্রতি কাঞ্চদধিক ৩ আনা হইতে প্রায় ১১ আনা মাত্র সরকার পক্ষ হইতে খরচ করা হয়। ইহা বাড়াইয়া প্রথম বৎসরে ১ টাকা ৩ আনা, দশম বৎসরে ২ টাকা ৩ আনা করার প্রস্তাব ভোর কমিটি উত্থাপন করেন। স্বাস্থ্যহানির জন্য ভারত-

বাসীর গড় আয়ুর হার ২৭ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে যত লোক রোগে ভুগিয়া মারা যায় এবং কর্মের অল্পপযোগী হয়, তাহা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

চিকিৎসা বিষয়ক সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক ইউনিয়ন ও প্রত্যেক থানায় একটি কবিতা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক কেন্দ্রে এক : অন্তর্বিভাগ, একটি বাহ্যবিভাগ, এবং সম্ভবপর হইলে প্রসূতি বিভাগ, ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিভাগ ও ম্যালেরিয়া নিবারক কমৌদল থাকিবে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্বিভাগে ৩ হইতে ১০টি শয্যা ও থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩০ হইতে ৫০টি শয্যা থাকিবে। অর্থ-সংগ্রহ, স্থান-নির্বাচন অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ তত্ত্বাবধানের জন্য প্রত্যেক থেলায় ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি করা হইয়াছে। চিকিৎসা ও হেলথ্‌ স্যারিস্ট্যান্টদেরকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫০ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৫টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং প্রায় ৮০টি কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য চলিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র কাঁচড়াপাড়ায় একটি সরকারী যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে। ১৯৬৬ সালের ১ জুন উহা স্থাপিত হয়। শয্যা সংখ্যা বর্তমানে মোট ১২০। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল এই প্রদেশের প্রধান বেসরকারী যক্ষ্মা হাসপাতাল। মেদিনীপুর জেলার দিগ্ৰীতে একটি সরকারী আরোগাশালা (স্থানোটোবিয়াম) স্থাপনের ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে ও ১৯৫০ সালের মে মাসে উহার উদ্বোধন হইবে আশা করা যায়।

বর্তমানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী নাসের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ উচ্চতর পদ মাদ্রাজী ও ম্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা অধিকার

করিয়া আছেন। ১৯৪২ সালের আরম্ভে সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালসমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্সের সংখ্যা ছিল ১,৫০২। সম্ভ্রান্তি বর্ধমান্বে একটি নার্সদের শিক্ষাকেন্দ্ৰ স্থাপন করা হইয়াছে। সাহায্যকারী সরকারী হাসপাতালের নার্সদিগকে (যাহারা কোন বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই) এখানে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নার্সদের শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা বিশেষ কিছু করেন নাই। হাসপাতালসমূহে নার্সিং শিক্ষাদানের পূর্বের ব্যবস্থাই আছে।

কলিকাতায় একটি সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল স্থাপনের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় করা হইয়াছে ও গৃহ নির্মাণের উপযোগী করিয়া উক্ত জমি উন্নয়ন করা হইতেছে।

যৌন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এই প্রদেশে ১৩টি সরকারী 'ক্লিনিক' খোলা হইয়াছে। এখানে গড়ে দৈনিক ৭০০ রোগী দেখা হইতেছে।

মেডিকেল স্কুলগুলিতে ভর্তি বন্ধ করা হইয়াছে। চিকিৎসা-শিক্ষায় কেবলমাত্র ডিগ্রি কোর্স বলবৎ থাকিবে এবং ডিগ্রি লাভের পর স্বাতন্ত্র্যকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। ১৯৪০ সালের জুলাই হইতে ক্যান্সার মোড়ক্যাল স্কুলকে কলেজে পরিণত করা হইয়াছে।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জলপাইগুড়িতে কম্পাউণ্ডারদিগের উন্নতমানের শিক্ষাদানের জন্ত একটি বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানে ফার্মাসিতে ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে।

দৃষ্ট চিকিৎসা ও তদ্বিষয়ে শিক্ষাদানের উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন ও উন্নতির ব্যবস্থা করা হইতেছে।

দৈর্ঘ্যের অনুপাতে শরীরের ওজন

দৈর্ঘ্য	ওজন	ওজন	সর্বোচ্চ
ফুট—ইঞ্চি	সর্বনিম্ন	গড়	
৫ — ১	২৫ পাউণ্ড	১২৫ পাউণ্ড	১৫৫ পাউণ্ড
৫ — ২	২৭ "	১২৮ "	১৫৮ "
৫ — ৩	১০০ "	১৩১ "	১৬১ "
৫ — ৪	১০২ "	১৩৪ "	১৬৩ "
৫ — ৫	১০৫ "	১৩৭ "	১৬৭ "
৫ — ৬	১০৮ "	১৪১ "	১৭১ "
৫ — ৭	১১১ "	১৪৬ "	১৭৬ "
৫ — ৮	১১৫ "	১৫১ "	১৮১ "
৫ — ৯	১১৯ "	১৫৬ "	১৮৬ "
—	১২৩ "	১৬১ "	১৯১ "
	১২৬ "	১৬৭ "	১৯৭ "
	১৩১ "	১৭৩ "	২০৩ "

শরীরের তাপ ও নাড়ীর বেগ

সুস্থ শরীরে সাধারণতঃ আমাদের শরীরের উত্তাপ জিহ্বার তলায় ৯৮°৪' ফারেনহাইট; বগলের উত্তাপ উহা অপেক্ষা ১° কম।

বয়স	নাড়ীর বেগ (প্রতি মিনিটে)
১ম বৎসরে ...	১১৫ হইতে ১৩০
২য় " ...	১০০ " ১১৫
৩য়—৬ষ্ঠ " ...	৯০ " ১০৫
৭ম—১৪শ " ...	৮০ " ৯০
১৪শ—৩০ উর্ধ্ব " ...	৭৫ " ৮৫

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের নাড়ীর বেগ কিছু দ্রুত।

ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা

ভারতের সেন্সাস কমিশনারের আনুমানিক হিসাব অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ রাষ্ট্রসমূহে ১৯৫০ সালের ১ মার্চ যে জনসংখ্যা ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

রাষ্ট্র	লোকসংখ্যা	রাষ্ট্র	লোকসংখ্যা
(ক)--		পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন	৩৫,০০,০০০
পশ্চিমবঙ্গ	২,৪৩,২০,০০০	বংগস্থান	১৪৬,২০,০০০
আসাম	৮৫,১০,০০০	সৌরাষ্ট্র	৩২,৬০,০০০
বিহার	৩,২৪,২০,০০০	ত্রিপুরা-কোচিন	৮৫,৮০,০০০
বোম্বাই	৩,২৬,৮০,০০০	(খ)--	
মধ্যপ্রদেশ	২,০২,২০,০০০	আন্ধ্রপ্রদেশ	৭৬০,০০০
মাদ্রাজ	৫,৪২,২০,০০০	ভূপাল	৮,৫০,০০০
উড়িষ্যা	১,৪৪,১০,০০০	বিলাসপুর	১,৩০,০০০
পাঞ্জাব	১,২৬,১০,০০০	কুর্গ	১,৭০,০০০
উত্তর প্রদেশ	৬,১৬,২০,০০০	দিল্লী	১৫,১০,০০০
(খ)--		হিমাচল প্রদেশ	১০,২০,০০০
হায়দ্রাবাদ	১,৭৬,২০,০০০	কচ্ছ	৫,৫০,০০০
জম্মু ও কাশ্মীর	৪৩,৭০,০০০	মণিপুর	৫৪০,০০০
মধ্য ভারত	৭৮,৭০,০০০	গুজরাট	৫,৮০,০০০
মহীশূর	৮০,৬০,০০০	বিক্রা প্রদেশ	৩-৮০,০০০

মোট অর্থাৎ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—৩৪,৭৩,৪০,০০০

ভারতের শ্রমবিরোধ

বৎসর	শ্রমবিরোধের সংখ্যা	জন-দিবস নষ্ট
১৯৪৭	১,৬১১	১,৬৫,৬২,৬৬৬
১৯৪৮	১,২৫২	৭৮,১৭,১৭৩
১৯৪৯	২১৪	৬৫,৮০,৮৮৭

ভারতীয় রেলপথ

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম রেলপথ নির্মাণ হয় বোম্বাই ও থানাব মধ্যে
২২ মাইল পথ।

* * * *

ভারত বিভাগের ফলে ভারতের রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৩৩,৮৬৭ মাইল।

* * * *

১৯০৫ খৃঃ ভারতে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল করে বোম্বাই (ভিক্টোরিয়া
টার্মিনাস) ও কুরণাব মধ্যে।

* * * *

ভারতের অধিকাংশ রেলপথের প্রস্থ ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি।

* * * *

১৮৫৮-৬২ সালে ভারত সরকারের রেলপথ সমূহ হইতে মোট ১২ কোটি
২৮ লক্ষ টাকা ও ১৯৪২-৫০ সালে ১১ কোটি ২ লক্ষ টাকা লাভ হয়।

* * * *

১৯৫৮-৬২ সালে রেলপথ সমূহে মোট ১১,৮০,৬০০ জন যাত্রী ভ্রমণ করেন
ও প্রায় ৬০ লাখ গাভি গাভে ৩২৮ মাইল ভ্রমণ করেন। মালপত্র চলাচল করে
৮ কোটি ২৬ লক্ষ টন।

* * * *

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে রেল-চর্ঘটিনায় প্রায় ৪,৬৬০ জন নিহত ও ২৬,২০৬
জন আহত হন। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫০ সালের মার্চ মাস
পর্যন্ত প্রায় ৯১টি ছোটবড় রেল চর্ঘটনা হইয়াছে।

* * * *

১৯৪৮ সালে ভারতীয় রেলপথে যাত্রীগণের ভ্রমণ বাবদ মোট আয় হয়
৮১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে—১ম শ্রেণী—২,১৯ লক্ষ টাকা, ২য় শ্রেণী
৬,২২ লক্ষ টাকা, মধ্যম শ্রেণী—৫,২০ লক্ষ টাকা ও ৩য় শ্রেণী—৬৭,২৭
লক্ষ টাকা।

ভারতীয় বে-সামরিক বিমানপথ

ভারতে বিমান পথের স্থাপনা হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। ১৯৩৮ খৃঃ ৭টি, আন্তঃসরীণ পথে বিমান চলাচল করিত। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ৪১টি আন্তঃসরীণ পথ ও ৩টি বহিঃভারতীয় (বোম্বাই-লণ্ডন, কলিকাতা ব্যাঙ্ক)—থোলা ছিল। বর্তমানে বে-সামরিক বিমানের জন্ত ৩৭ টি বিমান-ঘাঁটি আছে। নিম্নে বে-সামরিক বিমান-চলাচলের হিসাব দেওয়া হইল—

				টন	টন
১৯৪৫	২১,৭৮১	৩৩,২০,২৭৭	২৪,০২০	৮,৫২,০৬৮	৫,৮০,৪১৬
১৯৪৬	২,৫৩২	৪৫,২০,০৪৬	১,০৫,২৫১	১৩,১৮,১৫৩	১০,২৬,৪০৩
১৯৪৭	৫২,৩০১	৯৩,৬১,৬৭৩	২,৫৪,২৬০	৩৮,৬৮,৫৪৬	১৪,০৫,০৭৩
১৯৪৮	৭৮,২৬১	১,২৬,৪৮,৭৬৫	৩,৪১,১৮৬	৮১,৫৬,৪৭১	১৫,৮২,৬৪৫
১৯৪৯	২৩,০০০	১,৪২,০০,০০০	৩,৫৮,০০০	১,৩৩,০০,০০০	৪২,০০,০০০

NATURE-CURE AND DIET

SPECIALIST—

Drugless Cure For All Human

Ailments Where Other Treatments Failed.

বিশেষজ্ঞ—যে কোন রোগে বা বার্দ্ধক্যে জীর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত বিকল দেহবস্ত্র (যেখানে সর্বপ্রকার চিকিৎসা ব্যর্থ হইয়াছে) ছয়মাসের মধ্যে বিনা ঔষধে—পুনরায় আনন্দময় সতেজ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবে।

KRISHNA D. MITTER

N. D., D. O. D. B. TH (London)

32 & 33, Akhoy Kumar Mukherje Road,

Baranogore, Calcutta.

১৩৫৬ সালের ঘটনা প্রবাহ

১৪ই এপ্রিল '৪৯—(১ বৈশাখ—)

১৪—মানভূমে বাঙ্গালী সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি ও বর্শা চালনা।
কাশ্মীরে পাকিস্তান সৈন্য কর্তৃক যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন।
১৬—কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া পাকিস্তানী সৈন্য কর্তৃক
ভারতীয় বাহিনীর উপর গুলীবর্ষণ। ১৯—কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী
সম্মেলনে যোগদানের জন্য পণ্ডিত নেহেরুর লগুন যাত্রা। ২১—ঢাকার
ছাত্র বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের লাঠি চালনা। ২২—দিল্লী
ছাত্র শোভাযাত্রায় লাঠিচালনা। ত্রিপুরা-সীমান্তে পাকিস্তানীদের
সহিত গুলী বিনিময়। ২৩—শিলং-এ প্রচণ্ড ঝড়। মানভূম
সত্যাগ্রহ নেতা অতুল চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সাময়িকভাবে সত্যাগ্রহ বন্ধ
বাখার নির্দেশ দান। ২৭—ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও
কমনওয়েলথে থাকার সীদ্ধান্ত গ্রহণ। ২৮—কলিকাতায় মহিলা
শোভাযাত্রীদের উপর গুলীবর্ষণ ও বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৭ জন
নিহত ও ৩ জন আহত। ২৯—কলিকাতায় পুলিশের সহিত
শোভাযাত্রীদের পুনরায় সংঘর্ষ।

মে '৪৯—(১৮ বৈশাখ—১৭ জ্যৈষ্ঠ

১—বরোদা রাজ্যের বোম্বাইয়ের অন্তর্ভুক্তি। ২—কলিকাতায়
পুনরায় শোভাযাত্রীদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ। ৩—গান্ধী হত্যার
মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ। ৪—মুইস পার্লামেন্টে পণ্ডিত
নেহেরুর ভাষণ। ৭—পণ্ডিত নেহেরুর ভারতে প্রত্যাবর্তন। ৯—
হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক যোগদানের সিদ্ধান্ত। ১৭—ভারতীয়
গণ-পরিষদ কর্তৃক ভারতের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কীয়
লগুন-চুক্তি অম্বুমোদিত। ২৬—কলিকাতায় নিমতলায় কাঠের
গোলায় এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েকশত কাঠের গোলা ও টানের
বাড়ী ভস্মীভূত।

জুন '৪৯ (১৮ জ্যৈষ্ঠ—১৬ আষাঢ়)

৯—কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে এক হাঙ্গামায় ২ জন রাজবন্দী নিহত ও ৩৫ জন পুলিশ আহত। দমদম জেলে গুলীদর্ষণে ৩ জন রাজবন্দী নিহত ও ২০ জন আহত। ১৪—পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের দক্ষিণ কলিকাতা সাধারণ কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে শরৎচন্দ্র বসুর জয়লাভ। পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর ইউরোপ যাত্রা। নলিনীরঞ্জন সরকার অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী মনোনীত। ১৯—চন্দননগরে গণভোট গ্রহণ। ২১—গান্ধী হত্যার মামলার আপীলে পূর্ব-পাঞ্জাব হাইকোর্টের রায় দান—ডাঃ পারচুরে ও শঙ্কর কৃষ্ণায়াব মুক্তিলাভ। গোপাল গড়সের বাবজীবন দীপাস্তরের মেয়াদ হাস; নাথুরাম গড়সে ও নারায়ণ আশ্বের মৃত্যুদণ্ড; করকরে ও মদনলালের বাবজীবন দীপাস্তর। চন্দননগরের গণভোটে শতকরা ৯৮ জনের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভোটদানের ফলাফল ঘোষিত। ২৮—কয়েকদিন যাবত কলিকাতায় শোভাযাত্রাকারীদের সহিত পুলিশের সঙ্ঘর্ষ ও প্রায়ই সহরতলীতে কমিউনিষ্টদের হানা ও পুলিশের সহিত সঙ্ঘর্ষ।

জুলাই '৪৯ (১৭ আষাঢ়—১৫ শ্রাব)

১—জিবাকর ও কোচিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা—বাজপ্রমুখ ও মন্ত্রীবর্গের শপথ গ্রহণ। ২—ভারত সরকার কর্তৃক রামপুর বাজ্যের শাসনভার গ্রহণ। পণ্ডিত নেহেরুর কলিকাতায় আগমন। ১৮—১৬ বৎসর কারারুদ্ধ ও অন্তরীণ থাকার পর নাগা মহিলা নেত্রী রাণী গুইদালোকে আসাম সরকারের মুক্তিদান। ২৭—হায়দ্রাবাদের রাজাকার নেতা সৈয়দ কাসেম রেজভীর স্পেশাল ট্রাইবিউনালে বিচার আরম্ভ।

আগষ্ট '৪৯ (১৬ শ্রাবণ—১৪ ভাদ্র)

৪—লণ্ডনে ব্রুটন ও ভারতের মধ্যে স্টালিং চুক্তির ফলে ভারতের ১৯৪৮-৪৯ সালে ৮ কোটি ১০ লক্ষ স্টালিং পাওয়ার কথা ভারতের অর্থসচিবের ঘোষণা। ১১—ত্রিপুরার নিকট পুলিশের সহিত

একদল সম্মত লোকেব সম্মুখে ২ জন নিহত ও কয়েকজন আহত।

১৭—করাচীতে ভারতীয় দূতাবাসের সম্মুখে হাঙ্গামা। কলিকাতার

স্বাধীনতা বিবোধী বিক্ষোভ কানীদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ।

১৭—বিপ্লবী নেতা পুলিন বিহারী দাসের মৃত্যু। ১৮—আন্তর্জাতিক

ব্যাঙ্ক কর্তৃক ভারতকে বেলপথের জন্য ৩৫০ লক্ষ ডলার ঋণ দান।

২৩—বাস্তবতাপী সম্পত্তি সম্পর্কীয় করাচী চুক্তি ভঙ্গ করায় ভারত

সরকার কর্তৃক পাকিস্তানের নিকট দীর্ঘ প্রতিবাদ লিপি পেশ। ২৭—

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীদেব বিরুদ্ধে ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় কংগ্রেস

সদস্যের অভিযোগের পণ্ডিত নেতৃবৃন্দের উত্তর প্রকাশিত।

সেপ্টেম্বর '৪৯ (১৫ ভাদ্র - ১৩ আশ্বিন)

২—কান্ট্রীর সমস্তার মীমাংসার জন্য এডমিরাল নিমিংসকে

মধ্যস্থরূপে গ্রহণ করার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও ব্রিটিশ

প্রধান মন্ত্রী এন্থনি ভারত ও পাকিস্তানের নিকট আবেদন। ৬—মাদ্রাজ

সরকার কর্তৃক মাদ্রাজের ৩৩টি জমিদারীর কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ।

১১—কুচবিহার রাজ্যের আন্তর্জাতিকভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান

ও ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ভি, আই, নানজাপ্রাব শাসনভার গ্রহণ।

১৪—গণপারষদে দেবনাগরী ভাসায় লিখিত হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা

রূপে গৃহীত। ষ্টালিংএর মূল্যহাস ও টাকার মূল্যহাস। ২১—চীনে

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংবাদ ঘোষণা। ৩০—কমিউনিষ্ট নেতা

নাওসে তুং চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত।

অক্টোবর '৪৯ (১৪ আশ্বিন - ১৪ কাতিক)

৬—পণ্ডিত নেহেরুর ঠং ও ও আমেরিকা সফরে গিয়ানযোগে

যাত্রা। ৮—পণ্ডিত নেহেরু লণ্ডনে উপনীত। ১১—পণ্ডিত নেহেরু

ওয়াশিংটনে উপনীত ও বিপুলভাবে সম্বিধিত। ১৫—আন্তর্জাতিকভাবে

ভারত সরকারের পক্ষ হইতে রণজিৎ রায় কর্তৃক চাক্ কমিশনার

রূপে ত্রিপুরারাজ্যের শাসনভার গ্রহণ। মণিপুর রাজ্যের দেওয়ান

রাওলাল অমর সিংহ চীফ কমিশনার রূপে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে মণিপুর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ। ১৭—পূর্ব পাক্সাবের প্রধান মন্ত্রী ভীমসেন সাচার কর্তৃক পূর্বপাক্সাব পরিষদ কংগ্রেস দলের নেতার পদ ত্যাগ ও ডাঃ জোপীচাঁদ ভার্গবের উক্ত পদে নির্বাচন। ১৮—পূর্ব পাক্সাবের প্রধান মন্ত্রী ভীমসেন সাচার ও মন্ত্রী সভার সদস্যদের পদত্যাগ ২৩—কলিকাতা কর্পোরেশনে শ্রমিক ধর্মঘট আরম্ভ। ৩০—কর্পোরেশন শ্রমিক ধর্মঘটের অবসান।

নভেম্বর '৪৯ (১৫ কাতিক—১৪ অগ্রহায়ণ)

৭—লণ্ডন যাত্রার জন্ত পণ্ডিত নেহেরুর আমেরিকা ত্যাগ। ১১—ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ হাত্তার কলিকাতায় আগমন। ১৪—পণ্ডিত নেহেরুর ইউরোপ আমেরিকা সফরান্তে ভারতে প্রত্যাবর্তন। ১৫—আম্বালা সেন্ট্রাল জেলে গান্ধী-হত্যাকারী নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আশ্বের ফাঁসি। -কলিকাতার আকাশে বিমান দুর্ঘটনায় ১৪ জন নিহত ও ১৫ জন আহত। ২৬—ভারতীয় গণ-পরিষদে ভারতীয় শাসনতন্ত্র গৃহীত। ২৯ - খ্যাতনামা সাহিত্যিক কেশবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন।

ডিসেম্বর '৪৯ (১৫ অগ্রহায়ণ—২৬ পৌষ)

১—১৫টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনে বিশ্বশান্তি সম্মেলন আরম্ভ। ৫—কলিকাতায় ডাঃ বাগের সভাপতিত্বে ভারত-পাকিস্তান সীমানা তদন্ত কমিশনের অধিবেশন আরম্ভ। ১৯—খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার কয়েকটি গ্রামে হিন্দুদের উপর পাকিস্তানীদের অমানুষিক অত্যাচার—পুলিসের সহযোগিতায় নরহত্যা, নারীধর্ষণ ও লুণ্ঠরাজ। ২৪—কলিকাতায় ডাঃ এন বি খারের সভাপতিত্বে নির্ধিগ ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ। ২৭—নেদারল্যান্ডের রাণী জুলিয়ানা কর্তৃক নবগঠিত ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ হাত্তার নিকট রাষ্ট্রের সার্বভৌম

কমতা হস্তান্তর। ৩০—ভারত কতৃক কমিউনিষ্ট চীন সরকারকে অনুমোদন।

জানুয়ারী '৫০ (১৭ পৌষ—১৭ মাঘ)

১—আনুষ্ঠানিকভাবে কুচবিহারের পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্তি। ৭—কুচবিহারে জনসভায় বাঙালি প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ। ৯—কলকাতাতে কমনওয়েলথ সম্মেলন আরম্ভ। ১১—মাদাম জলিয়ট-কুরি কতৃক কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের আণবিক গবেষণাগারের উদ্বোধন। ১২—সদার বল্লভ-ভাই প্যাটেলের কলিকাতায় আগমন। ১৬—সদার প্যাটেলের কলিকাতা ত্যাগ। ২১—নূতন দিল্লী জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারের উদ্বোধন। ২৬—নূতন দিল্লীতে ভাষতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতিরূপে ডাঃ রাধাকৃষ্ণপ্রসাদের শপথ গ্রহণ ও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ২৮—প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্যারামেণ্টের প্রথম অধিবেশন ও সদস্যগণের আহুগত্যের শপথ গ্রহণ। নূতন দিল্লীর রাজ্য পরিষদ ভবনে সুপ্রীম কোর্টের উদ্বোধন। ২৯—পাঞ্জাবে আদালার কিছু দূরে ট্রেন দুর্ঘটনায় ৫০ জন নিহত ও শতাধিক আহত।

ফেব্রুয়ারী '৫০ (১৮ মাঘ—১৬ ফাল্গুন) .

৪—মিঃ আলগট বাগের সভাপতিত্বে ভারত পাকিস্তান সীমানা বিরোধ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ঘোষিত। ১০—ঢাকা সহরে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, লুণ্ঠতরাজ ও গৃহে অগ্নিসংযোগ আরম্ভ। ১১—ঢাকার পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ চীফ-সেক্রেটারী সম্মেলন সমাপ্ত। ১৩—পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত বিলে কর্পোরেশন বাতিলের মেয়াদ ১৯৫০ এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত। ১৯—নূতন দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনা—পণ্ডিত নেহেরু কতৃক পূর্ববঙ্গের অবস্থা বিশ্লেষণ। ২০—দেশবরেণ্য নেতা শরৎচন্দ্র বসুর কলিকাতায় হঠাৎ

সদস্যদের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার দরুণ মৃত্যু। ২৩—ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক অত্যাচার সম্পর্কে এক দীর্ঘ বিবৃতি দান—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ফেনী, রাজসাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গের বহু অংশেই ব্যাপক আকারে শোচনীয় ঘটনাবলী অনুষ্ঠানের উল্লেখ—একমাত্র ঢাকা সহরেই নিহতের সংখ্যা ৬০০ হইতে ১০০০ বলিয়া অনুমান।

মার্চ '৫০ (১৭ ফাল্গুন—১৭ চৈত্র)

৬—পূর্ব-বঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ ও আলোচনার জগা পণ্ডিত নেহেরু কলিকাতায় আগমন। হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মীন লায়েক আলি হায়দ্রাবাদ হইতে পাকিস্তানে পলায়নের সংবাদ প্রকাশ। ৮—পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক বনগাঁয়ের উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন। ৯—পণ্ডিত নেহেরুর দিল্লী প্রত্যাবর্তন। ১০—পশ্চিম-বঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনকাণ্ডকে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার ন্যায় অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক ঘোষিত। ১৩—নূতন দিল্লীতে সরকারীস্বত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ পূর্ব-বঙ্গের সাম্প্রতিক তত্বাকাণ্ডে নিহত হিন্দুর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার ও নষ্ট সম্পত্তির মূল্য প্রায় ছয় কোটি টাকা। ১৪—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পুনরায় কলিকাতায় আগমন। ১৫—পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক রাণাঘাটের উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন। ১৯—ভারতে আগমনেচ্ছু

“জনগণের ভাগা বন্দি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে ন'ড বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে। এই নায়কতা শাপের, মধ্যেই থাক্, গুরুর মধ্যেই থাক্, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক্, মনুষ্য হানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।”

—রবীন্দ্রনাথ

হাজার হাজার উদ্বাস্তর পূর্ববঙ্গের রেল ও ষ্টীমার স্টেশনে অপেক্ষা করার সংবাদ প্রকাশ। ২১—দুই হাজার পাকিস্থানী মুসলমান সীমান্তবর্তী গ্রাম কাদীপুর গ্রামে হানা। ৩১—নদীয়া জেলার জয়নগর সীমান্তে পাকিস্থানীদের হানা ও উপর্যুপরি গুলীবর্ষণ।

১—১৩ এপ্রিল '৫০ (১৮—৩০ চৈত্র)

২ - নূতন দিল্লীতে নেহেরু ও লিয়াকৎ আলির মধ্যে সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ। ৪ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও দেশ হিতব্রতী ডাঃ সুন্দরী মোহন দাশের ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন। বীর সাভারককার নিরাপত্তা আটক আইন অনুসারে গ্রেপ্তার। ৫—বসুমতী সম্পাদক অগ্নিবুগের বিপ্লবী সাধক উপেক্ষনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। ৮ - পাণ্ডিত নেহেরু লিয়াকৎ আলি কতৃক ভারত পাকিস্থান চুক্তি (সংখ্যালঘু দম্পকিত) স্বাক্ষরিত।

ন্যাশানাল ইকনমিক

প্রাইভেট ইন্সিওরেন্স লিঃ

(স্থাপিত ১৯৩৬ ইং)

১৪ হেয়ার স্ট্রীট কলিকাতা—১*

ফোন :—সিটি—৫১৪০

ভারতের শ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানীসমূহের অঙ্গভূম

* জীবনবীমা তহবিল— ১,২৫,০০০ টাকার উর্দে

গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি— ১,০০,০০০ টাকার উর্দে

উচ্চ বেতনে ও কমিশনে সম্ভ্রান্ত এজেন্ট ও অর্গেনাইজার আবশ্যক

জে. সি. পাল

ম্যানেজিং ডিরেকটর

বর্তমানের বিশিষ্ট ব্যাকালী

‘বর্ষলিপি’র পাঠকদের অনেকের অভিযোগ এই অধ্যায় সম্পর্কে। আমরা অভিযোগ পাই—অমুক নাম দেওয়া হয় নাই কেন? পাঠকদিগকে আমরা জানাইতে চাই যে প্রথমতঃ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট চিঠি-পত্র লিখিয়াও আমরা তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই—সম্ভবতঃ তাঁহারা এইরূপ প্রচার পছন্দ করেন না। দ্বিতীয়তঃ এই অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তির নাম থাকি উচিত এ বিষয়ে প্রত্যেক পাঠকের সহিত আমাদের একমত হওয়া সম্ভব নহে। প্রত্যেক পাঠকের ইচ্ছানুযায়ী নাম তালিকাভুক্ত করিলে এই অধ্যায়টি বিরাট হইয়া উঠিবে। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন যে, সমালোচনাকালে তাঁহারা এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করিবেন ও এ বিষয়ে ক্রটি কমা করিবেন।

শ্রী অরবিন্দ (ঘোষ) :—জন্ম ১৫ অগাস্ট ১৮৭২—কলিকাতায়।
বালাকাল হইতেই বিলাতে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯০ সালে আই, সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন কিন্তু অশচালনা পরীক্ষায় অসুপস্থিত হওয়ায় তিনি অমনোনীত হন। কিছুকাল বরোদার অধ্যাপনার পর বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন ও ‘বন্ধেমাতরম্’ পত্রিকার সম্পাদনা করেন। আলিপুরের বোমার মামলার গ্রেপ্তার হন কিন্তু নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর ১৯১০ সালে তিনি পণ্ডিচেরীতে যান এবং তখন হইতে সেইখানেই বাস করিতেছেন। পণ্ডিচেরীতে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া তিনি নীরবে যোগসাধনায় মগ্ন আছেন। ইনি একজন বিজ্ঞ দার্শনিক এবং কাব্য-ও। ধর্ম, দর্শন ও যোগ-সাধনা সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, আই, ই :—জন্ম ১৮৭১; আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জন্মদাতা। কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। এঁর অঙ্কিত চিত্রাবলী দেশ বিদেশে বহু প্রদর্শনীতে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা। শিল্পকলা ও শিশু সাহিত্যে এঁর কয়েকটি পুস্তক বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব আচার্য।

অখিলচন্দ্র দত্ত. এম, এ; বি, এল :—জন্ম ১৮৬২; ১৮৯৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং বর্তমানে ফেডারেল কোর্টের ম্যাডভোকেট। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ১৯১৬-৩০। সভাপতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, ১৯১৮; সভাপতি, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন, ১৯২৭-২৮; প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, কংগ্রেস স্তাশানালিষ্ট পার্টি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি। ঠিকানা—পি ৩৪২ সাদার্ণ এভেন্যু, কলিকাতা।

স্ত্রার অভুল চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, (ক্যান্টাব); এল এল ডি (এডিন); কে, সি, এস, আই; জি, সি, আই, ই; আই সি, এস (অবসরপ্রাপ্ত) :—জন্ম ১৮৬৪; আই, সি, এস পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি ভারত সরকারের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য। ভূতপূর্ব লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনার। রাজকীয় অর্থনীতি কমিটির সদস্য। লণ্ডনের কাউন্সিল অব আর্টসের ভূতপূর্ব সভাপতি। ভারত সচিবের ভূতপূর্ব পরামর্শদাতা (ম্যাডভাইসর)।

অনুরূপা দেবী :—ইনি ভূদেব সুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। ইনি সংস্কৃত, কাব্য, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন। মন্ত্রশক্তি, মা, গোষাপুত্র, মহানিশা প্রভৃতি অনেক উপন্যাস রচনা করিয়া ইনি বশবিনী হইয়াছেন। সমাজ ও ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও অনেক প্রবন্ধ

লিখিয়াছেন। ইহার স্বামী দীর্ঘকাল মজঃফরপুরে আইনব্যবসা করেন। বর্তমানে অমুরূপা দেবী কলিকাতার বহু শিক্ষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

অমলদাশকর রায়, আই, সি, এস : ইনি আর্ট, সি, এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। সাহিত্যে এর যথেষ্ট অমুরাগ আছে ও পথে প্রবাসে, সত্যাসত্য (৫ খণ্ড) তাকনা, বিহুর বই, ইমারা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

অসিতকুমার হালদার :—জন্ম ১৮২০, শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। রয়াল সোসাইটি অব আর্টস্-এর ফেলো। বর্তমানে লক্ষ্মোয়ের সরকারী আর্ট স্কুলেও অধ্যক্ষ। চিত্রশিল্পে ইনি বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।

অমল চন্দ্র) হোম জন্ম ১৮২৪ খৃঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের ভূতপূর্ব সম্পাদক (১৯২৫-১৯৪২)। মডার্ন বিজ্ঞা ও বেঙ্গলী, পত্রিকায় শিক্ষানবিশী করেন ও 'দি পাক্সাবী' 'দি ট্রিবিউটন' 'দি ইনডিপেন্ডেন্ট' ও 'দি ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' প্রভৃতি পত্রিকাসমূহের সহযোগী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। ১৯৩৬ সালে প্রথম নিখিল ভারত স্বায়ত্তশাসন সম্মেলনের অন্যতম সভাপতি হ'ন। ১৯৩১ সালের কলিকাতার রবীন্দ্র-জয়ন্তীর পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন। ১৯৪২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার আধিকর্তা নিযুক্ত হন। রচনা—'রামমোহন রায়', 'দি ম্যান য্যাণ্ড হিচ ওয়ার্ক' প্রভৃতি।

আবুল কাশেম ফজলুল হক, এম, এ ; বি, এল ; এম, এল, এ : -জন্ম ১৮৭৩, ১৯০০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন পরে কিছুকাল সরকারী চাকুরী করেন। এবং ১৯২৩ সালে পদত্যাগ করিয়া পুনরায় আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালে ইনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সম্পাদক। ইনি প্রথম ও দ্বিতীয় গোল গোবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র; নিখিল ভারত

মুসলীম লীগের ভূতপূর্ব সভাপতি। বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী (১৯৩৭—৪৩) ; কৃষক প্রজাপতির প্রতিষ্ঠাতা।

আলাউদ্দীন দাস :—জন্ম ১৮৯৫ ; দরিত্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং শুলের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া ১৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসেন এবং ফিরি করিয়া ঐ মুড়ি বিক্রয় আরম্ভ করেন। কিন্তু নিজ উৎসাহ ও দৃঢ়তার বলে, নানারূপ ব্যবসা করিতে করিতে পরে ওজন করিবার যন্ত্র প্রভৃতি মেশিনারীর একটি কারখানা খুলেন। তাঁহার নিজ কারখানাতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতির দ্বারা ভারত জুট মিলসের প্রতিষ্ঠা করেন। জুট মিলস ও ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দাস ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী এবং আরও অনেকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ঠিকানা—দাশনগর, হাওড়া।

উদয়শঙ্কর (চৌধুরী), এ. আর, সি, এ (লণ্ডন) :—জন্ম ১৯০০ ; বোম্বাই আর্টস কলেজ ও লণ্ডন আর্টস কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রাচ্যনৃত্য প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় নৃত্যকে জগতের সম্মুখে একটি বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৯০৯ সালে আনমোড়াতে নৃত্যকলা ও সংস্কৃতি চর্চার একটি কেন্দ্র স্থাপনা করেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী। নৃত্যশিল্পী অমলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইনি “কল্লনা” ছায়াচিত্রের দ্বারা ভারতীয় নৃত্যশিল্প ও সংস্কৃতিকে ভারতে ও ভারতের বাহিরে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ডাঃ কালিদাস নাগ, এম এ ; ডি পিট :—জন্ম ১৯২২ ; স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক ; ১৯২১ সালে জেনেভাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ইনি পৃথিবীর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন এবং বহুস্থানে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। বঙ্গীয় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক। ইনি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকখানি বই লিখিয়াছেন।

নবাব আসেফ্ কুদ্দুর সৈয়দ ওয়াসেফ্ আলী মীরজা, কে, সি, এস, আই; কে, সি, ডি, ও, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর—জন্ম ১৮৭৫; বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য; ইনি আরবী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপন্ন। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্ত ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

কালিপদ মুখোপাধ্যায় :—বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। ইনি আজীবন কংগ্রেসকর্মী ও দীর্ঘদিন কারাভোগ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজ্যীয় সমিতির ভূতপূর্ব সম্পাদক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ঠিকানা—১৬ গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এম, এ :—জন্ম ১৮৮০; কান্ট্রি টোলসমূহ ও কুইন্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা ওজরাটি প্রভৃতি ভারতীয় বহু ভাষায় সুপাণ্ডিত। ১৯০৮ সালে শাস্ত্র-নিকেতন বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং সেই হইতে বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। বর্তমানে বিজ্ঞা ভবনের অধ্যক্ষ। কবীর (৪ খণ্ড), ভারতীয় সাধনার ধারা ও আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, এম, এ; বি, এল :—জন্ম—১৮৮৮; কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ১৯২১—৩৪ এবং ১৯৪২—৪৫। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতপূর্ব দেওয়ান। ১৯৪৬ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আধবেশনে যোগদান করেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীপদ হইতে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করেন। ঠিকানা—১৩/এ সাদার্ণ এভেন্যু, কলিকাতা ২৬।

ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি, এস, সি; এম, বি :—জন্ম ১৮৮৭—ষারভাদ্রায়; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানবিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ; ভারতীয় মনঃসমীক্ষণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা; মানসিক রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিকিৎসক। ইনি মনোবিজ্ঞা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ঠিকানা—১৪ পাশিবাগান লেন, কলিকাতা।

চারুচন্দ্র বিশ্বাস, এম, এ; বি, এল; সি, আই, ই :—জন্ম ১৮৮৮; ১৯১০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলর; লণ্ডনের রিচার্ড ব্যাঙ্ক কমিটির সদস্য (১৯৩৩), জেনেভার লাগ অব্ নেশন্সের ভারতীয় সদস্য, ১৯৩৬। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। ঠিকানা—১৮ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, এম, এ; বি, এল :—জন্ম ১৯০১; কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২০ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেস গ্রাশানালিস্ট পার্টির ভূতপূর্ব সম্পাদক (১৯৩৩-৩৯)। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক। দীর্ঘকাল সংবাদপত্র সেবা করিতেছেন। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। গ্রন্থ—‘কংগ্রেস ইন্ ইভলুশন’ ও কংগ্রেস সংগঠনের বাংলা।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডি, এস্, সি :—জন্ম ১৮৯৪; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক, ১৯২১—৩৯; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি, ১৯৩১; সরকারী ও বেসরকারী বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য; বাল্মোরেয় ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টর, ১৯৩৯-৪৭। বর্তমানে ভারত সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল।

মেজর জেনারল জে, এন, চৌধুরী, ও, বি, ই :—বর্তমান বয়স প্রায় ৪১ বৎসর। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এ, এন, চৌধুরার জ্যেষ্ঠ পুত্র। লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৮ সালে সামরিক বিভাগে যোগদান করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৪৩ সালে কোয়েটার সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক

নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে তৃতীয় ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার নিযুক্ত হন। ভারত সরকার কর্তৃক হায়দ্রাবাদ দখলের পর হায়দ্রাবাদের মিলিটারী গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৯০৩; শাস্তিনিকেতন, কলিকাতা ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৩ খৃঃ পৈতৃক কয়লাখনির ব্যবসায় যোগদান করেন। ভারতীয় মাইনিং ফেডারেশনের সভাপতি, ১৯৪৮-৪৮। রেলওয়ে কোলিয়ারি এন-কোয়ারী কমিটির, সেন্ট্রাল এড্‌ভাইসরি কাউন্সিল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাপ্লি হুন্ড্রেশন কমিটির সদস্য। জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে মালিকদের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ঠিকানা—১০ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভার্মাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯৮ সালে বীরভূম জেলার লাঙপুর গ্রামে। ১৯৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান লেখক—ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখিয়া ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এঁর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই—গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কবি, ষাটী দেবতা, দুই পুরুষ, জলসা ঘর, হারানো সুর, সন্দীপন পাঠশালা। ইনি ‘হাসুলী বাকের উপকথা’ উপন্যাস লিখিয়া শরৎচন্দ্র-স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।

তিমিরবরণ ভট্টাচার্য :—জন্ম ১৯১০ কলিকাতায়। অল্প বয়স হইতেই ইনি ভারতীয় বাগযন্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে থাকেন। ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁর নিকট শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩০ সালে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সঙ্গে যোগ দেন এবং ইউরোপের সর্বত্র ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমান ভারতে ঐক্যতান বাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী।

তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, (শ্রদ্ধা) :—জন্ম ১৮৯০; কলিকাতা, প্যারী ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরি-

বাংলা বর্ষলিপি

ষদের কংগ্রেসদলের ভূতপূর্ব ডেপুটি-লীডার। বাংলার ভূতপূর্ব অর্থ সচিব। ক্যানাডার এম্পায়ার পাল্‌স্‌মেটোরী র‍্যাসোসিয়েশনের অধি-বেশনে সদস্যরূপে যোগদান করেন। ঠিকানা—১৮/২ ডোভার লেন, কলিকাতা।

তুষারকান্তি ঘোষ, বি, এ :—জন্ম ১৮২২; অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য ইনি একবার রাজরোবে পতিত হন ও তিনমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভাপতি। ঠিকানা—১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা।

দিলীপকুমার রায় :—জন্ম ১৮২৭, ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এস-সি পাশ করেন; ১৯১৯ সালে কেমব্রিজে গণিত ও আইন শিক্ষালাভ করিতে যান এবং সঙ্গীতও শিক্ষা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে গণিত ও আইন শিক্ষা হইতে বিরত হইয়া সঙ্গীত শিক্ষাতেই মনোনিবেশ করেন। ১৯২২ অবধি ইউরোপীয় বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভ করিয়া সঙ্গীতে পারদর্শী হইয়া উঠেন। ভারতীয় সঙ্গীতে পারদর্শীতা লাভের জন্য ১৯২২—২৭ ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ১৯২৭ সালে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করেন এবং সঙ্গীতের দ্বারা যোগ সাধনাও তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিল। সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট যশ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী, মনের পরশ, রঙের পরশ, তীর্থঙ্কর, আবার ভ্রাম্যমান, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য এম, এস-সি; পি-এইচ. ডি (ডাবলিন); ডি এস-সি (প্যারী)—জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিজ্ঞান অধ্যাপক, ১৯০০-৪৭। ২৫টি প্ৰবন্ধে মূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। বর্তমানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার। ঠিকানা—৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ।

বুর্জুটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮২৪ ; লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। ইনি একজন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক, সমালোচক ও সঙ্গীত বিচারক। কংগ্রেসী মন্ত্রিস্থের সময়ে ইনি উক্ত প্রদেশের ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক ইনকর্পোরেশন ও প্রেস্ অ্যাডভাইজর পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান—তাঁহার প্রবন্ধাবলী, ছোট গল্প, ত্রি-ধারা (উপন্যাস) প্রভৃতি। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপরে ইংরাজী ভাষায় ইঁহার একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮২৮ খৃঃ উত্তর পাড়ায়। হুগলী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অসহযোগ আন্দোলন ও আগস্ট বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়া বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ হইতে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য। বঙ্গ বিভাগ কালে অর্থনৈতিক বণ্টন পরিষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের চীফ্ হুইপ। বঙ্গীয় জাতীয় চেম্বার অব্ কমার্স ও ভারত চেম্বার অব্ কমার্সের সদস্য ও বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ঠিকানা—৪২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

ধীরেন্দ্রনাথ সেন :—১৯১১ খৃঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৯১৭ খৃঃ আইন ব্যবসায় যোগদান করেন। ১৯১৯ খৃঃ কাঁচ শিল্পে যোগদান করেন ও ব্যবসা, শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন। কলিকাতার ভূতপূর্ব শেরিফ, বেঙ্গল জাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের ভূতপূর্ব সভাপতি, প্রাদেশিক আইন সভার ভূতপূর্ব সদস্য, অল-ইণ্ডিয়া গ্রাস মাস্থফ্যাকচারার্স ফেডারেশানের ভূতপূর্ব সভাপতি। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের ডিরেক্টর। ঠিকানা—৭ রডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নলিনীরঞ্জন সরকার :—জন্ম ১৮৮৮, ময়মনসিংহ জেলার সাজুড়া গ্রামে। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইনস্টিটিউট সোসাইটিতে সাধারণ কেরাণীরূপে প্রবেশ করিয়া শেষে ইহার ম্যানেজার ও সভাপতি হন।

বাংলা বর্ষলিপি

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের ভূতপূর্ব সভাপতি। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, ১৯৩৪-৫৫। ভারতীয় অর্থনৈতিক সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি। স্বরাজ্য পাটির সম্পাদক ও প্রধান হুইপ ছিলেন। দিল্লী বিত্তালয়ের ভূতপূর্ব প্রো-চ্যান্সেলার। বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য ছিলেন—১৯৪২ সালে পদত্যাগ করেন। ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯৪৫ সালে ভারতীয় শিল্পপতি মিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যান। বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গের অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ঠিকানা—২৩৭, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

নন্দলাল বসু :—জন্ম ১৮৮৩; ডাঃ অবনীন্দ্রনাথের স্নযোগ্য শিষ্য। কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে ও অবনীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২৪ সালে শাস্তিনিকেতনের কলাভবনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহার বহু চিত্রে ও প্রাচীর-চিত্রে একজন প্রতিভাবান্ শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ঠিকানা—শাস্তিনিকেতন পোঃ, বীরভূম।

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ; ডি, এল :—জন্ম ১৮৮২; কলিকাতা হাইকোর্টের স্নাড্‌ভোকেট। রিপণ, সিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ঢাকা আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যক্ষ। ঢাকা জগন্নাথ হলের ভূতপূর্ব ‘প্রভোষ্ট’ ও ‘ডীন অব দি ফ্যাকাল্টি অব্ ল’। ইনি আইন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান বই লিখিয়াছেন। বহু সংখ্যক উপস্থাপন লিখিয়া ইনি বাংলার সাহিত্য-জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন—অভয়ের বিয়ে, তরুণী ভার্যা, প্রহেলিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঠিকানা—পি ৯৩ মনোহর পুকুর রোড, কলিকাতা।

নজরুল ইসলাম :—জন্ম ১৮১৯; বিগত মহাসময়ের সময়ে ইনি বাঙ্গালি পণ্টনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি অগ্নিবীণা, সঙ্কিতা, চিত্রনায়া প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

সঙ্গীত রচনাতেও এঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। ভূতপূর্ব সম্পাদক, 'নবযুগ'।

শ্রার খাজা নাজিমুদ্দিন, এম, এ (অব্জন্); সি, আই, ই :—
জন্ম ১৮২৪; ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান; বাংলা
সরকারের শিক্ষা সচিব ১২২২-৩৪, স্বরাষ্ট্র সচিব ১২৩৭-৪১; প্রধান
মন্ত্রী ১২৪৩-৪৪; বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ভূতপূর্ব সভাপতি। ১২৪৫
সালে ভারতীয় খাদ্যমিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যান।
পূর্ববঙ্গের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী। বর্তমানে পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারল।

নলিনীরঞ্জন সেন, বৈজ্ঞানিক, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-তর্কতীর্থ—
জন্ম ১২৯৭; ফরিদপুর, কাশী, ভাটপাড়া ও কলিকাতায় সংস্কৃত ও
আয়ুর্বেদ শিক্ষালাভ করেন। বর্তমানে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের
অধ্যাপক। আয়ুর্বেদ স্টেট ফ্যাকালটির সদস্য। ঠিকানা—১২৩, হরিশ
মুখার্জী রোড, কলিকাতা।

নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম, ডি; এম, এস, এম, এক—জন্ম
১৮৮২; ১২:১ খৃঃ এম, বি, ও ১৯১৪ খৃঃ এম, ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
ধর্ম বিষয়ে ইহার বিশেষ আগ্রহ ও প্রচুর দান আছে। ইনি বৈষ্ণবপন্থী
ও বিভিন্ন সনাতনী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। হাওরান মেডিক্যাল
এশোশিয়েশনের কলিকাতা ও বাংলা শাখার ভূতপূর্ব সভাপতি ও
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহঃ সভাপতি। বিদেশে শিক্ষা লাভ না করিয়াও
ইনি ভারতে চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উপার্জন করেন।
ঠিকানা—২১ চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

ডাঃ নলিনী মোহন সাংখ্যাল, এম, এ; পি-এইচ, ডি—জন্ম—
১৮৬১ খৃঃ শান্তিপুরে। ১৮৮৫ খৃঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এম, এ পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হন। সরকারী কার্য হইতে
অবসর গ্রহণের পরে তিনি ১৯২১ খৃঃ হিন্দী ভাষার এম, এ পরীক্ষায়
সম্মানে উত্তীর্ণ হন ও ৮৩ বৎসর বয়সে গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য
পি-এইচ, ডি উপাধি লাভ করেন।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ ; ডি, এস-সি, (ইকন) (লণ্ডন), বার-ম্যাট-ল ;—জন্ম ১৮৭২ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক, ১৯২০-৩৫ । ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি, ১৯৩০, ও ভারতীয় রাজনীতি-বিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতি, ১৯৪০ ; কংগ্রেস গ্রামনালিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি ; অর্থনীতি ও শাসন-বিধি বিষয়ে ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ ; বি. এল ; পি. আর এস ; বার-ম্যাট-ল :—জন্ম ১৮৯২ . বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক ; বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের অধ্যক্ষ । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার । ঠিকানা—৬৯এ হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ।

প্রমথনাথ বসী, এম, এ :—জন্ম ১৯০২ ; শাস্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেন । দশ বৎসর রিপণ কলেজে অধ্যাপনার পর কিছুকাল আনন্দবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন । বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন । সমালোচনা, কাব্য, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ৩০ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । তাঁহার রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহ, রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতন, জোড়াদৌঘির চৌধুরী পরিবার, কোপবতী, ঋণ কৃষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ঠিকানা—২৬বি অশ্বিনী দত্ত রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা ।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন :—বর্তমান বয়স ৫১ বৎসর । বি, এস-সি পাশ করিয়া চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অধ্যয়নকালীন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন ও হুগলী বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করেন । হুগলী জেলার আরামবাগে ১৯৩০ ও '৩২ সালের গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন । আরামবাগে অনেক গঠনমূলক কার্য করেন ও সেখানেই বাসস্থান করেন । নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও গণপরিষদের সদস্য । বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য ও কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ।

পঞ্চজ শুভ্র বি, এ—জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ। বাল্যে সকল খেলাতেই অংশ গ্রহণ করেন ও পরে ফুটবল রেফারী ও হকি আম্পায়ার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন ও তৎপরে ফুটবল, ক্রিকেট হকি প্রভৃতি খেলায় পরিচালকরূপে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিন বৎসর অলিম্পিক হকি টিমের ম্যানেজাররূপে ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের, হকি দলের ও ফুটবল দলের সহিত ম্যানেজাররূপে বহুবার বিদেশে যান। আই, এফ, এ শিল্ডের প্রথম ভারতীয় রেফারী। খেলাধুলা সম্পর্কীয় সাংবাদিতায় রত আছেন। ঠিকানা—১০০/বি সুরেন্দ্র বানার্জি রোড, কলিকাতা।

ক্যাপ্টেন পি, বি, মুখোপাধ্যায় বি, এস-সি ; এম, বি, এফ, আর. পি, এস (এডিন) : এফ, এফ, আর (লণ্ডন) ; ডি, এম, আর, ই (কেম্ব্রিজ) ; এফ, আই, সি, এস—জন্ম সন ১২৯৬ সালে সাহেবগঞ্জে। জামতাড়া, পাটনা। কলিকাতায় শিকশাভাব কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধে চিকিৎসা বিভাগে যোগদান করেন। পাটনা মেডিক্যাল কলেজের রজন-বর্গ্য বিভাগে নিযুক্ত থাকেন—১৯১২-১৫ ; ১৯৩৫ হইতে কলিকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এর স্থাপনা হইতে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত আছেন ও এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে ১৯৪৭ খৃঃ বিশ্ব চিকিৎসক সম্মেলনে যোগদান করেন। ঠিকানা—৪৭-২ হাজরা রোড, কলিকাতা।

‘বনফুল’—(ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) :—জন্ম সন ১৩০৬, পূর্ণিয়ার মণিহারী গ্রামে। ইনি বর্তমানে ভাগলপুরে চিকিৎসা ব্যবসা করেন। ছোট গল্প, নাটক উপন্যাস ও কবিতা দ্বারা ইনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এর প্রত্যেক লেখাতেই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এর উল্লেখযোগ্য রচনা—বৈতরণী তীরে, বৈরথ, যুগরা বনফুলের ছোট গল্প, সে ও আমি, সপ্তর্ষি শ্রীমধুসূদন, জন্ম প্রভৃতি। ঠিকানা—আদমপুর, ভাগলপুর।

বিবেকানন্দ যুথোপাধ্যায় :—জন্ম ১৯০৪ ; সম্পাদক 'যুগান্তর' । পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন । ইণ্ডিয়ান জাৰ্ণালিষ্ট স্যাসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি । কাব্য ও সাহিত্যেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । উল্লেখযোগ্য রচনা—জাপান যুদ্ধের ডায়েরী । ঠিকানা—১৪০ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, এম. ডি ; এফ, আর, সি, এস (ইংলণ্ড) ; এম, আর, সি, পি (লণ্ডন) :—জন্ম ১৮৮৩ খৃঃ—পাটনায় । খুলনা জেলার শ্রীপুরে পৈতৃক বাসভূমি । পাটনায় ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ করেন । ১৯০৮ সালে এম, ডি, উপাধি লাভের পর বিলাতে শিক্ষালাভ করেন । ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলের ও ভারতীয় মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব সভাপতি । ১৯১৬ খৃঃ হইতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত বিশেষভাবে জড়িত ও ভাইস চ্যান্সেলার—১৯৪২—৪৪ । কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি ও কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব সদস্য । ইনি যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন । ১৯৩১ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন । ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম নির্বাচিত হন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত হন ও বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন । ঠিকানা—৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ :—জন্ম ১৮৯৯—বশোহর জেলার বারাকপুর গ্রামে । ইনি প্রথমে ভাগলপুরে এক জমিদারীর ম্যানেজার হন, তাহার পর হইতে শিক্ষকতার রত আছেন । পঞ্চম পাঁচালী, অপরাজিতা, আরণ্যক, অহুবর্তন প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী প্রণয়ন করিয়া ইনি বিশেষ বশসী হইয়াছেন ।

বুদ্ধদেব বসু :- জন্ম ১৯০৮, কুমিল্লা, ঢাক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম, এ পাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই বহু রচনা দ্বারা ইনি খুব জনপ্রিয় হইয়াছেন। এর উল্লেখযোগ্য রচনা—অস্বর্ষস্পর্শা, সাড়া, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, সমুদ্র-তীর, বন্দীর বন্দনা প্রভৃতি। ১৯৩৩ সালে এর লেখা “এবা ও ‘রা” অম্লীলতার অভিযোগে বাৎসর্যাপ্ত হয়। ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রের—“কবিতার” সম্পাদক। ঠিকানা -রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা ১১।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :- জন্ম ১৮৯১ ; ১৯০৮ হইতে ১৯২৮ পর্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন অফিসে চাকরী করেন। ১৯২৯ হইতে ‘প্রবাসী’ ও মডার্ন রিভিউ’ পত্রের সহকারী-সম্পাদক রূপে নিযুক্ত আছেন। সংবাদপত্রে সে কালের কথা, বঙ্গীয় নাট্যশালা-র ইতিহাস, সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৩৮ খানি) প্রভৃতি গুরু রচনা ও কয়েকটি গ্রন্থেব সম্পাদনা করিয়া ইনি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক।

বিমলচন্দ্র সিংহ এম. এ :- পাইকপাড়ার রাজা মুনীন্দ্রচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র। বর্তমান বয়স ৩৫ বৎসর। ইনি একজন কৃতী ছাত্র—অর্থনীতি বিষয়ে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষ মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় এম, বি (অনার্স) ; এম পি, এস (লণ্ডন) ডি, এস-সি (মিচিগান) ; এফ. এ. পি, এস ; এফ, এন, আই—জন্ম ১৯০৩ খৃঃ। ১৯২৭ খৃঃ এম, বি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্কুল অব টপিক্যাল মেডিসিনে কিছুদিন গবেষণার কাজ করার পর ড্রাগস্ এনকোয়ারী কমিটির সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন ও ১৯২৩ খৃঃ রক্কেলার ফেলোসিপ লাভ করিয়া চীন, জাপান, আমেরিকা, ব্রুটেন ও জার্মানীতে ৩ বৎসরের উপর গবেষণা করেন।

ভারত সরকারের বায়োকেমিক্যাল ইন্সটিটিউশন লেবরেটরীর ভূতপূর্ব প্রধান কার্মাকলজিষ্ট ও অস্থায়ী ডিরেক্টর ; বর্তমানে ভারত সরকারের সেন্ট্রাল ড্রাগস লেবরেটরীর ডিরেক্টর । ঠিকানা—৫৪ গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা ।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার—জন্ম ১৯০১ খৃঃ । ১৯২৩ খৃঃ লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৩০ পর্যন্ত ইমারত নির্মাণ ব্যবসায় রত থাকেন । ১৯৩১ খৃঃ নিউ থিয়েটার্স এর প্রতিষ্ঠা করেন ও সেই সময় হইতে চিত্র শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন ।

বেরি সর্বাধিকারী—জন্ম ১৯০৩ কলিকাতায় । প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । কলেজ জীবনে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন । ভারতে ও সিংহলের বিভিন্ন স্থানে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার অংশ গঠন করেন । খেলার সংবাদ পরিবেশনের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিরূপে একাধিকবার বিলাতে প্রেরিত হন । কলিকাতা ও লণ্ডন হইতে বেতারযোগে খেলার সংবাদ পরিবেশন করিয়া বেতারে ও সংবাদপত্রে খেলাধুলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছেন । ঠিকানা—২০৬/ই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ।

বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম, এস-সি :—১৯১০ খৃঃ এম, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করার পর ১৯১৬ খৃঃ হই বঙ্গুর সহযোগিতায় ক্যানকটা কেমিক্যাল গড়িয়া তুলেন । ভূতপূর্ব সভাপতি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন, ইনডাস্ট্রিয়াল এডভাইসরী কাউন্সিল, কেমিক্যাল কোংটার এডভাইসরী কমিটি । এসোসিয়েশন অফ রিসার্চ কমিটির প্রভূতির সদস্য । ঠিকানা—২৪ লেক ভিউ রোড, কলিকাতা ।

ভূপতি ঈজুস্বামী :—জন্ম ১৮৯১ ; হুগলীতে শিক্ষালাভ করেন । ১৯০৫ সাল হইতেই দেশের কাজে বোগদান করেন । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান জাহাজ হইতে অস্ত্র সংগ্রহ ব্যাপারে গ্রেপ্তার হন ও তৎকাল

সিঙ্গাপুরে কারাদণ্ড ভোগ করেন (১৯১৫-১৮)। আরামবাগে চৌকিদারী কর বন্ধ, জমিদারের দুর্নীতি দূরীকরণ প্রভৃতি আন্দোলন পরিচালনা করেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির স্বরাজ্য পার্টির প্রথম সম্পাদক। দার্বাদিন কারাভোগ করেন (১৯২০—২৩, ১৯৩০—৩২, ১৯৪২—)। ‘যুগান্তর পার্টির’ একজন উদ্যোগী সদস্য ছিলেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সভাপতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ঠিকানা—২৩৪/৫ লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

মন্মথ রায় এম, এ : বি, এল :—জন্ম ১৮৯৯—বালুর ঘাটে। ১৯২৬ হইতে ১০ বৎসর বালুরঘাটে ওকালতি করেন। ইহার রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটক “মুক্তির ডাক” ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। বাংলা সাহিত্যে একাঙ্কিকার প্রবর্তক। “চাঁদসদাগর” “অশোক,” “কারাগার” “থনা,” “বিদ্যাৎপর্ণা” “রাজনটী,” “রূপকথা,” “মৌর্যকশিম” প্রভৃতি নাটক লিখিয়া ইনি নাট্যজগতে একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করেন। ইহার “কারাগার” নাটকের অভিনয় সুরভাব কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়—সম্প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত হইয়াছে। ইহার রচিত “অভিনয়” “রাজনতকী,” প্রভৃতি বহু আখ্যায়িকা ছায়চিত্রে রূপায়িত হয়। ইহার ইংরাজী আখ্যায়িকা “Court Dancer” ভারতবর্ষে প্রথম সবাং ইংরাজী চিত্র। “ভাণ্ডার” ও “Bengal Co-Operative Journal”-এর ভূতপূর্ব সম্পাদক। বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রচার-প্রযোজক। ঠিকানা—২৩৯ সি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

মামবেশ্বরনাথ রায় :—১৯০৩ সালে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি মামলার সহিত জড়িত হন। ১৯১৫ সালে আমেরিকায় যান এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগদান করেন। তাহার পর লেনিন কর্তৃক রাশিয়ার আহৃত হইয়া ‘কমিউনিষ্ট-ইন্টারন্যাশনালের’ একজন সদস্য হন। ১৯২৭ সালে মস্কোর ইন্টারন্যাশনালিস্টির ভারতীয় শাখার প্রধান নিযুক্ত হন। নানা কারণে

রাশিয়া হইতে বহিষ্কৃত হইয়া জার্মানি ও পরে ফ্রান্সে আসেন। ১৯৩০ সালে গোপনে ভারতে আসেন কিন্তু গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ধৃত হইয়া ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারামুক্তির পর কংগ্রেসে যোগদান করেন কিন্তু কংগ্রেসের সহিত মতবৈধ হওয়ার ১৯৪০ সালে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন।

মৃণালকান্তি নস্তু, এম. এ, বি, এল :—জন্ম ১৮৮০; অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব সহযোগী সম্পাদক ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা, ভূতপূর্ব সভাপতি ও সম্পাদক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে এর কয়েকটি বই আছে। ঠিকানা—৪৬ সাউথ-এণ্ড পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা ২২।

ডাঃ মেঘনাথ সাহা, এফ, আর, এস, ডি, এস, সি, ; এক, এন আই :—জন্ম ১৮৯৩; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানে অধ্যাপনার পর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯২৩—৩৮)। তাহার পর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে পালিত অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি—১৯৩৪; জাশনাল ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের সহ-সভাপতি, ১৯৩৭-৩৮; “সায়েন্স গ্যাণ্ড কালচার” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ইনি জাতীয় পরিকল্পনার সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। পদার্থ বিজ্ঞানের অনেকগুলি গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালে বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্যরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বান ও সোভিয়েট রাশিয়া বিজ্ঞান পরিষদের জুবিলি উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যত্নে যান। ঠিকানা—১২/১ কেয়াতলা লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

ডাক্তার যতুনাথ সরকার, পি, আর, এস ; ডি, লিট ; সি, আই, ই :—জন্ম ১৮৭০ ; ইনি প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজ, পাটনা কলেজ এবং পরে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন । ভারতের মোগল যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এঁর গবেষণাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত । এঁর রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি খুবই মূল্যবান । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি ।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম, এ ; পি, আর, এস ; পি, এইচ, ডি :—জন্ম ১৮০৮ ; ১৯১৪ হইতে ১৯২১ পঞ্চম কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন । ১৯২১ হইতে ১৯৩৬ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ১৯৩৭-৪২ ; ইনি অনেকগুলি মূল্যবান ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । ঠিকানা—৪ বিপিন পাল রোড, কলিকাতা ২৬ ।

রাজশেখর বসু, এম, এ ; বি, এল :—জন্ম ১৮৮৮ ; ১৯০৩ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল গ্যাণ্ড ফার্মাসিটিকল ওয়ার্কসে প্রবেশ করেন এবং শেষে এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন । ১৯৩২ সালে তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন । সাহিত্যিক জগতে ইনি ‘পরশুরাম’ নামে সুপরিচিত । গড্ডালিকা, কঙ্কণী, চলন্তিকা (অভিধান), মহাভারত প্রভৃতি বই লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । ঠিকানা—৭২ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা ।

ডাঃ রাখাকমল মুখোপাধ্যায়, এম, এ ; পি, এইচ, ডি :—জন্ম ১৮৯০ ; লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজ নীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । পাজাব, পাটনা, নাগপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দিয়া-ছিলেন । ভারতের বহু অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন । ১৯১৭ সালে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন ; ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম, এ ; পি, আর, এস ; পি এইচ, ডি : ইতিহাস শিরোমণি :—জন্ম ১৮৮৪ ; বঙ্গীয় আইন পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য ; বঙ্গীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশনের সদস্য ১৯১৮-১৯ ; লক্ষী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক । ইনি জাতীয়তাবাদী এবং কংগ্রেসের সেবক । ইতিহাস এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ।

স্বার রূপেন্দ্রকুমার মিত্র এম এস সি ; এম, এল—জন্ম ১৮৯০ ; কলিকাতা হাইকোর্ট প্রথম আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ; কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ।

শ্রীমতী রেণুকা রায়, বি, এস-সি (ইকন) লণ্ডন—১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন । পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কর্মসচিব শ্রী এস, এন, রায়ের সহিত ১৯২৫ খৃঃ বিবাহ হয় । সমাজ-সেবী ও দেশহিতৈষী বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন । কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যা, ১৯৪০-৪৫ । গৃহ-পরিষদের (বর্তমানে পার্লামেন্টের) সদস্যা । মহা-সভানেত্রী, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন । যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্বাসন বিভাগের অবৈতনিক আঞ্চলিক পরামর্শদাতা । কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড, বিশ্বভারতী প্রভৃতির সদস্যা । ১৯৪২ সালে জেসিনে জাতিপুঞ্জ সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন । ঠিকানা—২৪।১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা ও ১৩ ক্যানিং লেন, নতুন দিল্লী ।

১. রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—জন্ম ১৯০২ খৃঃ । কলিকাতা, শান্তিনিকেতন, লণ্ডন ও প্যারীতে শিক্ষালাভ করেন । ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৪৬ খৃঃ প্যারীতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ও ১৯৪৭ খৃঃ লণ্ডনের প্রদর্শনীতে পরিচালনার জন্ত প্রেরিত চন । অন্ধ জাতীয় কলাশালা ও দিল্লী পলিটেকনিকের শিল্প শাখার সহিত কিছুকাল যুক্ত ছিলেন, ১৯২৯ খৃঃ হইতে কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের সহিত যুক্ত

আছেন ও বর্তমানে এই কুলের অধ্যক্ষ। ঠিকানা—২৮ চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

লাবণ্যপ্রভা দত্ত :—জন্ম ১৮৯০; বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম মহিলা সভাপতি; বর্তমানে সহ-সভাপতি। ২৩ বৎসর বয়সে ইনি বিধবা হন এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি তজ্জ্ঞ কয়েকবার কারাবরণও করিয়াছেন। ঠিকানা—১০ সুবাবন কুল রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ডাঃ শান্তিভূষণ দত্ত, এম. এ. বি, এল ; বার-র্যাট-ল ; পি, এইচ ডি (ইকন) লণ্ডন—জন্ম ১৮৯৫ খৃঃ কুমিল্লা। কুমিল্লা, ঢাকা কলেজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৬ খৃঃ অবধি আইন ব্যবসা করার পর ঐ বৎসর কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে যোগদান করেন। বেঙ্গল জাশালার চেম্বার অব্ কমার্সের ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৪৬-৪৭), ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির কার্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব সচিব ও কোষাধ্যক্ষ। বর্তমানে ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক্ এসোসিয়েশনের সভাপতি ও কলিকাতার শেরিফ।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, ডি, এন্স-সি (কলিকাতা ও প্যারী) এম, বি, ই :—জন্ম ১৮৯১; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের দ্ব্যর্থ অধ্যাপক। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি, ১৯৩৪; ইনি ভারতে বেতার সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান গবেষণা করেন। ঠিকানা—২, হিন্দুহান রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ ; বি, এল ; ডি, লিট, বার-র্যাট-ল :—জন্ম ১৮৮১; স্বর্গীয় শ্রীর আন্তত্বের মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিবাচিত হন। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। বাংলা সরকারের ভূতপূর্ব অর্থ সচিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ইনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি।

স্বাধীন ভারতের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের প্রথম ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্ত সম্পর্কে মন্ত্রীসভার সহিত যতবৈধ হওয়ার ইনি ১৯৫০ এর এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করেন। ঠিকানা—৭৭ আন্তর্ভেষ্টি মুখার্জি রোড, ভবানীপুর কলিকাতা।

শৈলজামল্ল মুখোপাধ্যায় :—জন্ম সন ১৩০৭ ; ইনি সাঁওতাল ও করলাকুটির মজুরদের কথা লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে পরিচিত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। এর উল্লেখযোগ্য রচনা—অভিশাপ, হোমানল, নারীমেধ ইত্যাদি। বর্তমানে ছাত্রাচিত্র পরিচালনার কাজে যোগদান করিয়াছেন।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ ; বি, এল ; পি, এইচ, ডি, :—জন্ম ১৮৯৪ ; প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ও রাজসাহী কলেজের কিছুকাল অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের সভাপতি।

সত্যীশচন্দ্র দাসগুপ্ত :—জন্ম ১৮৮২। ইনি বেঙ্গল কেমিক্যাল স্ট্র্যাণ্ড ফার্মাসিটিক্যাল ওয়ার্কসের সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। এরই চেষ্টায় খাদি-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইনি অত্যন্ত প্রধান কর্মী ছিলেন এবং তত্ত্বাবধায় কারাভুক্ত হন। গান্ধীজীর আত্মজীবনী, গীতা-ভাষ্য প্রভৃতি অনেক বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহা ব্যতীত Village & Home Doctor ও ইংরেজী বাংলা ও হিন্দিতে আরও অনেক বই লিখিয়াছেন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু :—১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং তৎপাঃ ইহাতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম' এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রীডার' এবং ১৯২৭ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পণ্ডিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে

ইনি বহুমূল্য গবেষণা করিয়াছেন এবং ‘বসু-আইন্সটাইন তথ্য’ আধুনিক-পন্যার্থ বিজ্ঞানের মূল্যবান দান। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও ইহার বর্ণে আগ্রহ আছে। ইনি জাতীয়তাবাদী ও দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। সভাপতি, ‘বিজ্ঞান পরিষদ’। মূল-সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ১৯৪৪। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্যার্থবিজ্ঞান অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত।

সন্তোষকুমার বসু, এম. এ ; বি, এল ; :--জন্ম ১৮৮৯ ; নাগপুরে কিছুদিন অধ্যাপনার পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করিতেছেন। ইনি স্বরাষ্ট্র পার্টির সভা ছিলেন। কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলর, ডেপুটি মেয়র (১৯৩০) ও মেয়র (১৯৩৩)। বাংলার ভূতপূর্ব মন্ত্রী। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্থানে ভারতের ডে. টি-হাইকমিশনার।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ ; পি, এইচ ডি (লাইপজিগ্) ; এক, এন, আই-মনঃসমীক্ষক ; জন্ম ১৮৯৫। ১৯২০ খৃঃ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছেন। বর্তমানে উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ও ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের মনোবিজ্ঞান শাখার ভূতপূর্ব সভাপতি। ইণ্ডিয়ান সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির বর্তমান সভাপতি। ইনি “মনঃসমীক্ষণ” ও “অনিচ্ছাকৃত” গ্রন্থ ও অন্যান্য বহু প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

সুচেতা কৃপালনী এম, এ :--জন্ম ১৯০৮ ; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কান্টী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে আচার্য কৃপালনীর সহিত বিবাহ হয়। ১৯৩৯ সালে অধ্যাপনা কার্য পরিত্যাগ করিয়া দেশসেবার আত্মনিরোগ করেন ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বহির্ভারতীয় বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। দেশের জন্য তাঁহাকে দুইবার কারাবরণ করিতে হয়।

বর্তমানে নিখিল ভারত কল্লরবা স্থিতি ভাণ্ডারের সংগঠন সম্পাদিকা ও গণপরিষদের সদস্য।

সুরেশচন্দ্র রায়, এম, এ ; বি এল : - জন্ম ১৯০২ ; ইনি ইংলণ্ডে বীমা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্সের ভূতপূর্ব সুপারিনটেন্ডেন্ট। ইণ্ডিয়ান ইনস্যুরেন্স ইনস্টিটিউটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৩২-৪১)। ভারত সরকারের ইনস্যুরেন্স 'র্যাড্‌ভাইসরি কমিটি'র সদস্য ছিলেন। "ইনস্যুরেন্স ওয়ার্ল্ড" পত্রিকার সম্পাদক ও আর্থস্থান ইনস্যুরেন্সের জেনারেল ম্যানেজার।

ডাঃ সুবোধ দত্ত, এম, বি . এল, এম ; এফ, আর, সি, এস (ই) ; জন্ম ১৮৯০, গোহাটি কলিকাতা ও এডিনবরায় শিক্ষালাভ করেন। ইনি abdominal surgeryতে পারদর্শিতা লাভ করেন। আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ও সার্জন ও মাদোয়ারী হাসপাতাল ও কালীপুর হাসপাতালের সার্জন ; ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এশোসিয়েশনের কলিকাতা ও বাংলা শাখার ভূতপূর্ব সভাপতি।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ ; ডি, লিট (লন্ডন) ; জন্ম ১৮৯০ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের ঞ্চর্যা অধ্যাপক। বাংলার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতি। ১৯৩৫ ও ১৯৩৮ সালে ইউরোপের বহু সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-রূপে যোগদান করেন। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সমিতির সহ-সভাপতি। ভাষাতত্ত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঠিকানা—১৬, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম, এ, পি, এইচ, ডি (কলিকাতা ও ক্যান্টাব) ; ডি, লিট (রোম) ; সি, আই, ই ; আই, ই, এস (অবসর প্রাপ্ত) :—জন্ম ১৮৮৭ ; চট্টগ্রাম কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ; কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থানে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, নোবোবিজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়ে

বক্তৃতা দেন। ১৯৩৮ সালে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের ভূতপূর্ব সভাপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে ইনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ :—জন্ম ১৮৯৩—মৈমনসিংহে। ১৯১১ সালে কলেজে অধ্যয়নকালে ‘অন্ধ-আইনে’ ধৃত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২০ সালে মুক্তিলাভ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন। দেশসেবার জন্য ইহাকে বহুবার কারাবরণ করিতে হয়—সর্বসম্মত প্রায় বাইশ বৎসরকাল কারাজীবন বাপন করেন। ১৯২১ সাল হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। ঠিকানা—১০, সুবারবন স্কুল রোড, কলিকাতা।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার :—জন্ম ১৮৯৩, ১৯০৭ সালে রাজনৈতিক কারণে স্কুল হইতে বহিস্কৃত হন। ১৯১২ সাল হইতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবাসম্মেলনের মধ্য দিয়া বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৮ হইতে সাময়িক পত্রিকার লেখক। সম্পাদক আনন্দবাজার পত্রিকা—(১৯২২—৪০); ঐ সময়ে তিনবার রাজ-জোহের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন। বর্তমানে সম্পাদক—স্বরাজ ও সাপ্তাহিক ‘অরণি’। উদ্দেশ্যযোগ্য গ্রন্থ বিবেকানন্দ চরিত, জওহরলালের আত্মচরিত (অমুবাদ), সমাজ ও সাহিত্য প্রভৃতি।

ডাঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, বি :—ইণ্ডিয়ান মোডিক্যাল সার্ভিসের ক্যাপ্টেনের পদে থাকাকালীন ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য চাকুরী ত্যাগ করেন। দেশ সেবার জন্য ইহাকে বহুদিন কারাজীবন বাপন করিতে হয়। ভারতীয় জাতীয় ফ্রন্ট ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। প্যারিসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব প্রথমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সভাপতি।

কবিরাজ জুবিলকুমার সেন, এম, এস-সি ; প্রাণাচার্য, ভিষাচার্য
—জন্ম ১৯০৩ খৃঃ। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেনের পুত্র ও
ছাত্র। বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও
ব্যবহারিক বিত্তজ্ঞানন্দ সরস্বতী হাসপাতালের আয়ুর্বেদ বিভাগের প্রধান
চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক। ঠিকানা—২২৩ চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলিকাতা।

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ ; পি, এইচ, ডি :—
জন্ম ১৮৮৭ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ-সমূহের পরিদর্শক,
১৯১৬-৩৬ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ, ১৯৩৬-৪০। নিখিল
বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি। নিখিল ভারত ভারতীয়-খৃষ্টান
সংমেলনের ভূতপূর্ব সভাপতি। গণপরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯৮ ; হায়দ্রাবাদে শিক্ষা-
লাভ করেন। কবি ও নাট্যকার হিসাবে ইনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ
করিয়াছেন—এঁর অধিকাংশ রচনাই ইংরেজীতে। ইউরোপ ও আমে-
রিকার বহুস্থানে ইনি অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ
করেন। ইনি শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা ও বোম্বাই প্রবাসী।

ছদ্মানন্দ কানির, এম. এ (কলিকাতা) ; বি. এ. (অক্সন)—
জন্ম ১৯০৬ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ; পদ্মা, সাধী,
প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ; সম্পাদক,
চতুর্ভুজ ; বঙ্গীয় কৃষক প্রজা দলের একজন উদ্যোগী সদস্য। বর্তমানে
ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বি, এ ; :—জন্ম ১৮৭৬ ; লণ্ডনের
ইনস্টিটিউট অব্ আর্থালিজম-এর সদস্য। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সাংবাদিক প্রতি-
নিধিরূপে মেসোপোটেমিয়ার বান। ১৯১৮ সালে ভারতীয় সাংবাদিক
প্রতিনিধিদলে বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপে বান।
বহুবর্তী ও “হ্যাড্‌ভাল” পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক। বিপ্লবীক,
অধঃপতন, প্রেমের জর, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা
করেন।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ ; বি. এল :—২৪ পরগণার টাকীর বিখ্যাত ‘মুক্তি’ পরিবারে জন্ম, বর্তমান বয়স ৬০ বৎসর । বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য । শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহশীল ও বঙ্গীয় সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের বিশেষাধিকার নেতৃত্ব করেন । বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী । ঠিকানা—মুক্‌লী হাউস, বরাহনগর ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিন্দাস সিদ্ধাস্তবাগীশ—জন্ম ১২৮৩ সালে ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায় । কাব্য, নব্যত্বা ও স্থিতি, পুরণ জ্যোতিষ ও বহু দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রে ৬টি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । সংস্কৃত ভাষায় কাব্য নাটক প্রভৃতি ১২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করেন । গবেষণামূলক মূল, নিবন্ধকৃত সংস্কৃত টীকা, বঙ্গানুবাদ ও পাঠান্তর সংগ্রহ প্রভৃতি সহ মহাভারত প্রকাশ করিতেছেন । তাঁহার টোলে ছাত্রগণ বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন । ঠিকানা—৪১ দেব লেন, কলিকাতা ।

দুর্জয়ল্যভার সময়—

আপনার সক্ষিত অর্থে—

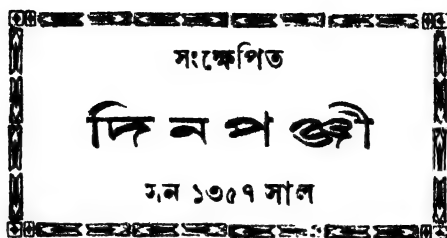
‘প্যালেডিয়াম’ পলিসি

ক্রয় করিয়া অর্থের সহ্যবহার ও ভবিষ্যতের সংস্থাপন করুন ।

শ্রমের এবং অন্তান্ত সম্পত্তির মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি হইবার
সম্ভাবনা আছে—অথচ প্যালেডিয়াম পলিসির টাদার
হার ও সুবিধা ও সর্বশুলি অপরিবর্তনীয় ।

প্যালেডিয়াম ফ্র্যান্সিস কোং লিঃ

১১, ড্যান্টিং রো, কলিকাতা



বিশেষ জ্ঞাতব্য—এই দিনপঞ্জীতে যে সময় ব্যবহৃত
হইয়াছে তাহা কলিকাতার স্থানীয় সময় (Local time) ।
এই সময় হইতে ২৪ মিনিট বাদ দিলে “ইণ্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড
টাইম” পাওয়া যাইবে—এই স্ট্যান্ডার্ড সময়ই ভারতীয়
যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

“কুঁচের তৈল—”

টাক ও কেশ পতনের অব্যর্থ মহৌষধ। চর্মরোগ
চিকিৎসাভিজ্ঞ ডাঃ এন. সি, বসু এম, বি, ; ডি, টি, এম ;
ডি, পি, এইচ, আবিষ্কৃত এবং ত্রিশ বৎসর যাবৎ পরীক্ষিত ।
এক শিশি দেড় টাকা, তিন শিশি একত্রে চারি টাকা ।

১নং, আর. জি. কর রোড, শ্যামবাজার

সোতাল, ক্রম নং ৫২, কলিকাতা—৪

শুভদিনের নির্ধারিত

বিবাহ—বৈশাখ ৭।১৫।২২।২৪।২৬, জ্যৈষ্ঠ ৩।৪।১১।১৮, শ্রাবণ ১০।১২।১৬।
১৮।২২।২৪।২৬, অগ্রহায়ণ ৮।১১।১৮।২৮, মাঘ ৪।১১, কান্তন ৪।১১।১৮।২৮।

গাত্রহরিজা ও অব্যুচ্চাল—বৈশাখ ৪।৭।২০।২৫।২৬, জ্যৈষ্ঠ ৩।৪।১১।১৮।
১৮।২২।২৪।২৬, শ্রাবণ ৪।১১।১৫।১৭।১৮।২৪।২৬, অগ্রহায়ণ ১।৪।১২।২৪।২৬, মাঘ ১।৪।১৫।
১১, কান্তন ৪।১১।১১।১৮।২৪।২৬।

সাপ্তমহা . বৈশাখ ৭।১১।১৭, জ্যৈষ্ঠ ৪।৮।১৫, আষাঢ় ৩, শ্রাবণ ৪।৩১, ত্যজ ৮।
২৪।২৭, আশ্বিন ১।৫।৭।২৬, কার্তিক ২৪।২৬, অগ্রহায়ণ ৪।৫।২৮, পৌষ ৬।২৫, মাঘ ৪।৫।
২৪।২৫।২৮, কান্তন ৬।৭, চৈত্র ১।৪।২৩।

অন্নপ্রাশন—বৈশাখ ৬।৭।১৭, জ্যৈষ্ঠ ৪।৫।৮।১২।১৫, আষাঢ় ৩, শ্রাবণ ৮।৩১,
ত্যজ ১।৮।২৭, আশ্বিন ৭।২৪।২৮, কার্তিক ৩।৬।২৬, পৌষ ২।৫।৬।২৫, মাঘ ৩।২৮, কান্তন
৪।৭।২৫, চৈত্র ৭।২৪।২৮।

বিভারস্তু . বৈশাখ ১৫, জ্যৈষ্ঠ ৫।৭, পৌষ ২৭, মাঘ ২৫।২৮।

উপনয়ন—বৈশাখ ১৪, জ্যৈষ্ঠ ৫।৮।১৪, মাঘ ৫।২৮, কান্তন ৪, চৈত্র ৩৫।

নবান্ন—বৈশাখ ৬।৭।১১, জ্যৈষ্ঠ ৪।৮।১৪।১৭, শ্রাবণ ৮, আশ্বিন ২৮, মাঘ ১।৩।২৫।
২৮, কান্তন ২।৬।

প্রধান পর্বদিন সমূহ

নববর্ষ—১ বৈশাখ ; দশহরা—১৩ জ্যৈষ্ঠ ; নানযাত্রা—১৭ জ্যৈষ্ঠ ; রথযাত্রা—১
শ্রাবণ ; পুনযাত্রা—১ শ্রাবণ ; জন্মষ্টমী—১৮ ত্যজ ; বিধকর্মী পূজা—৩১ ত্যজ ;
বহালরা—২৪ আশ্বিন ; দুর্গোৎসব—৩০ আশ্বিন—৩ কার্তিক ; কোজাগর লক্ষ্মীপূজা—
৮ কার্তিক ; শ্রাদ্ধপূজা—২৩ কার্তিক ; জ্যৈষ্ঠীয়া—২৫ কার্তিক ; কার্তিক পূজা—
৩০ কার্তিক ; রাসযাত্রা—৭ অগ্রহায়ণ ; শ্রীপঞ্চমী—২৮ মাঘ ; শিবরাত্রি—২২ কান্তন ;
দোলযাত্রা—১ চৈত্র ; চড়ক পূজা—৩১ চৈত্র।

হুটবাস ডে—১ পৌষ ; নিউইয়ার্স ডে—১৬ পৌষ ; গুডফ্রাইডে—১ চৈত্র ; ইষ্টার-
সডে—১২ চৈত্র।

শবেরাৎ—১৮ জ্যৈষ্ঠ ; ইদলকেন্দর—১ শ্রাবণ ; ইদুলজাহা—৬ আশ্বিন ; মহরর—৬
কার্তিক ; আশেরিচাহারতবা—২০ অগ্রহায়ণ ; কভেরঃদোরাজনাহান—৬ পৌষ।

বৈশাখ মাস

১ বৈশাখ ইং ১৪ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৪৫১৯ সূর্যাস্ত য ৬১২৫৪৯। শুক্রবার
চান্দনী য ১১১২৭ পূর্বভাত্রাপদ নক্ষত্র রাত্রি য ১১৪৪৪০। সব বর্ষারম্ভ।

২ বৈশাখ ইং ১৫ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৪৪১৪৪ সূর্যাস্ত য ৬১২৬১৪৪। শনিবার
ক্রমোদনী য ১০১১৪৫ উত্তরভাত্রাপদ নক্ষত্র রাত্রি য ৩১৪৭১৫৮।

৩ বৈশাখ ইং ১৬ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৪৩১১৯ সূর্যাস্ত য ৬১২৬১৩৯। রবিবার
চতুদশী য ১১১২৪১৫৬ রেবতীনক্ষত্র দং ৬-০১০। অমাবস্তার নিষিধান।

৪ বৈশাখ ইং ১৭ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৪২১১৫ সূর্যাস্ত য ৬১২৭১৫। সোমবার
অমাবস্তা য ১১১১৫৪ রেবতীনক্ষত্র প্রাতঃ য ৬১২৩৫৫। অমাবস্তার উপবাস, অমাবস্তার
ভ্রত।

৫ বৈশাখ ইং ১৮ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৪১১৩১ সূর্যাস্ত য ৬১২৭১৩১। মঙ্গলবার
প্রতিপদ য ৩১১১৪৮ অশ্বিনীনক্ষত্র য ৮১৩২১২৪।

৬ বৈশাখ ইং ১৯ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৪০১৩৭ সূর্যাস্ত য ৬১২৭১৫৭। বুধবার
দ্বিতীয়া অপরাহ্ন য ৫১৩৬৫ ভরগীনক্ষত্র য ১১১১৪৮

৭ বৈশাখ ইং ২০ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৩৯১৪৪ সূর্যাস্ত য ৬১২৮১২৪। বৃহস্পতিবার
তৃতীয়া রাত্রি য ৭১৩০১২ কৃত্তিকানক্ষত্র য ১১৪১১৫০। অক্ষয়তৃতীয়ারম্ভ। শ্রীকৃষ্ণের
চন্দনবাত্রী।

৮ বৈশাখ ইং ২১ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৩৮১৫১ সূর্যাস্ত য ৬১২৮১৫১। শুক্রবার
চতুর্থী রাত্রি য ৮১৪৪১৪৪ রোহিণীনক্ষত্র য ৪১১১৪৩।

৯ বৈশাখ ইং ২২ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৩৭১৫৯ সূর্যাস্ত য ৬১২৯১১৯। শনিবার
পঞ্চমী রাত্রি য ১০১৩০৩ বৃশ্চিকানক্ষত্র সন্ধ্যা য ৬০১১৫৫। বটপকস্মিত্ত।

১০ বৈশাখ ইং ২৩ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৩৭১১৪ সূর্যাস্ত য ৬১২৯১৩৮। রবিবার
ষষ্ঠী রাত্রি য ১১১৪১২১। আত্রীনক্ষত্র রাত্রি য ৭১২৯১২২।

১১ বৈশাখ ইং ২৪ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৩৬১৩১ সূর্যাস্ত য ৬১২৯১৫৯। সোমবার
সপ্তমী রাত্রি য ১১১২৪১৫৭ পূর্বফলনক্ষত্র রাত্রি য ৮১৩০১৭। জহ্নুসপ্তমী, জাহ্নবীপূজা।

১২ বৈশাখ ইং ২৫ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৩৫১৪৮ সূর্যাস্ত য ৬১২৯১২০। মঙ্গলবার
অষ্টমী রাত্রি য ১১১১৪১৮ পূজানক্ষত্র রাত্রি য ৯১৩০১১।

১৩ বৈশাখ ইং ২৬ এপ্রিল। সূর্যোদয় য ৫১৩৫১৩৬ সূর্যাস্ত য ৬১২৯১৪২। বুধবার
নবমী রাত্রি য ১০১৩০১৩৫ অশ্বেষানক্ষত্র রাত্রি য ৯১১০১৪৯। শ্রীশ্রীসাতনবমীভ্রত।

১৪ বৈশাখ ইং ২৭ এপ্রিল। শুধোদয় য ৫১৩৪২৩ শুক্লাস্ত য ৬২১১৩। বৃহস্পতিবার
দশমী রাত্রি য ৮১২১৩৩ মঘানক্ষত্র রাত্রি য ৮১৪৭১৪১।

১৫ বৈশাখ ইং ২৮ এপ্রিল। শুধোদয় য ৫১৩৪২২ শুক্লাস্ত য ৬২১১২৬। শুক্রবার
একাদশী রাত্রি য ৭১৫৮১৩৬ পূর্বফল্গুনীক্ষত্র রাত্রি য ৮১১২৮। একাদশীর উপবাস।

১৬ বৈশাখ ইং ২৯ এপ্রিল। শুধোদয় য ৫১৩৪১ শুক্লাস্ত য ৬২১১৪৯। শনিবার
দ্বাদশী সন্ধ্যা য ৬৬৬২ উত্তরফল্গুনীক্ষত্র রাত্রি য ৭১৮১২৫। পিপীতকীদ্বাদশীত্রত
ও রুদ্রিণীদ্বাদশীত্রত।

১৭ বৈশাখ ইং ৩০ এপ্রিল। শুধোদয় য ৫১৩২১২ শুক্লাস্ত য ৬২২১১২। রবিবার
ত্রয়োদশী য ৩৫২১৪৮ হস্তানক্ষত্র অপরাহ্ন য ৬৩৪৪০। শ্রীশ্রীমুসিংহচতুর্দশীত্রত।

১৮ বৈশাখ ইং ১ মে। শুধোদয় য ৫১৩১১০ শুক্লাস্ত য ৬২২১৩৬। সোমবার
চতুর্দশী য ১১৪১৩২ চিত্রানক্ষত্র য ৪৩১২৭। পুণিমার নিশাপালন।

১৯ বৈশাখ ইং ২ মে। শুধোদয় য ৫১৩১০ শুক্লাস্ত য ৬২২৩০। মঙ্গলবার পুণিমা
য ১১১৫১৩৯ স্বাতীনক্ষত্র য ২২২৪৫। পূর্ণিমার উপবাস, ত্রত ও ব্রতাদি উপবাস।
শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পূজা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলযাত্রা। বুদ্ধপুণিমা।

২০ বৈশাখ ইং ৩ মে। শুধোদয় য ৫১৩০১২ শুক্লাস্ত য ৬২২৩২৬। বুধবার
প্রতিপদ য ৮১৪১৩৬ বিশাখানক্ষত্র য ১২১৪৫১।

২১ বৈশাখ ইং ৪ মে। শুধোদয় য ৫১২৯১৩ শুক্লাস্ত য ৬২৩১৪১। বৃহস্পতিবার
দ্বিতীয়া প্রাতঃ য ৬২২৪২০ পরে তৃতীয়া (শুধোদয়ের পরে) রাত্রি য ৪১৮১৪৩ পবন্ত।
অমুরাধানক্ষত্র য ১১১১৩৫।

২২ বৈশাখ ইং ৫ মে। শুধোদয় য ৫১২৯১৫ শুক্লাস্ত য ৬২২১১৭। শুক্রবার চতুর্থী
রাত্রি য ২১৫১২ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র য ২১৪২১৪।

২৩ বৈশাখ ইং ৬ মে। শুধোদয় য ৫১২৮১২ শুক্লাস্ত য ৬২২১৪৪। শনিবার পঞ্চমী
রাত্রি য ১২১১৭ ১৭ মূলানক্ষত্র য ৮১২৮১৩৯।

২৪ বৈশাখ ইং ৭ মে। শুধোদয় য ৫১২৭১৫ শুক্লাস্ত য ৬২২১১১। রবিবার ষষ্ঠী
রাত্রি য ১০১৪১২ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র য ৭১৩২১৩১।

২৫ বৈশাখ ইং ৮ মে। শুধোদয় য ৫১২৭১৫ শুক্লাস্ত য ৬২২১৩৯। সোমবার
সপ্তমী রাত্রি য ১১৪১৮ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র প্রাতঃ য ৬১৫৮২৯। কবিকুরু স্ববীজনাথের
জন্মোৎসব।

২৬ বৈশাখ ইং ৯ মে। শুধোদয় য ৫১২৬১০ শুক্লাস্ত য ৬২২১৮। মঙ্গলবার অষ্টমী
রাত্রি য ১১১৫১৩৩ অশ্বিনানক্ষত্র প্রাতঃ য ৬১৫৮১৬। ত্রিলোচনাষ্টমী। কামা-
ত্রিলোচনপূজা।

২৭ বৈশাখ ইং ১০ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২৩।৫ সূর্যাস্ত ঘ ৩২৩।৩৭। বুধবার
নবমী রাত্রি ঘ ৩।১১।২৭ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ঘ ৭।৩।০।

২৮ বৈশাখ ইং ১১ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২৫।৩০ সূর্যাস্ত ঘ ৩২৭।৬। বৃহস্পতিবার
দশমী রাত্রি ঘ ৩।৩৮।২০ শতভিষানক্ষত্র ঘ ৭।৫৮।২৪।

২৯ বৈশাখ ইং ১২ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২৪।৫৭ সূর্যাস্ত ঘ ৩২৭।৩৭। শুক্রবার
একাদশী রাত্রি ঘ ১০।৩৫।৫৯ পূর্বভাত্রাপদনক্ষত্র ঘ ১।১৭।৪৩। একাদশীর উপবাস।

৩০ বৈশাখ ইং ১৩ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২৪।২৪ সূর্যাস্ত ঘ ৩২৮।৮। শনিবার
দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১১।৫৭।৫০ উত্তরভাত্রাপদনক্ষত্র ঘ ১১।৫।৩৯।

৩১ বৈশাখ ইং ১৪ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২৩।৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৩২৮।৩৯। রবিবার
ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১।৪২।২৬ রেবতীনক্ষত্র ঘ ১।১৩।২১। বিষ্ণুপদীসংক্রান্তি।

জ্যৈষ্ঠ মাস

১ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৫ই মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২৩।১৮ সূর্যাস্ত ঘ ৩২৯।১০। সোমবার
চতুর্দশী রাত্রি ঘ ৩।৪০।৯ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ৩।৪৪।২। সার্বিজীতচতুর্দশীত্রয়।

২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৬ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২২।৪৬ সূর্যাস্ত ঘ ৩২৯।৪২। মঙ্গলবার
অমাবস্তা নং ৬০।০।০ তরুণীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৩২০।২৩। অমাবস্তার ত্রৈতোপবাস ও
নিশিপালন। ত্রীশ্রীকলহারিণীকালিকাপূজা।

৩ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৭ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২২।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৩৩০।১৫। বুধবার অমাবস্তা
প্রাতঃ ঘ ৫।৪২।১২ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫৪।৪৬।

৪ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২১।৪৫ সূর্যাস্ত ঘ ৩৩০।৪৯। বৃহস্পতিবার
প্রতিপদ ঘ ৭।৩৭।৫৯ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।১৮।২৩।

৫ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৯ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২১।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৩৩১।২৩। শুক্রবার দ্বিতীয়া
ঘ ১।১৮।৫৭ বৃশ্চিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।২২।৩৭।

৬ জ্যৈষ্ঠ ইং ২০ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২০।৪৬ সূর্যাস্ত ঘ ৩৩১।৫৮। শনিবার তৃতীয়া
ঘ ১০।৩০।৬ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫১।২২। রত্নাতৃতীয়াত্রয়।

৭ জ্যৈষ্ঠ ইং ২১ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫২০।১৭ সূর্যাস্ত ঘ ৩৩২।৩০। রবিবার চতুর্থী
ঘ ১।২৭।৪৭ পূর্বফল্গুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৮।৪১। উষাচতুর্থীত্রয়।

৮ জ্যৈষ্ঠ ইং ২২ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৯।৪৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৩।২। সোমবার পক্ষমী ঘ ১।১৪।৪৩ পুণ্যনক্ষত্র রাত্রি ৪।৪৮।৫২। বটপক্ষমীত্রত।

৯ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৩ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৯।২১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৩।৪৫। মঙ্গলবার বহু ঘ ১।১৩।৫৮ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি শেষ ঘ ৫।০।২১। অরুণ্যবধী (জামাইবধী) F

১০ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৪ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৯।১২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।৩। বুধবার সপ্তমী ঘ ১।০৫।২৩ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৩।৫।

১১ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৫ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৯।৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।২১। বৃহস্পতিবার অষ্টমী ঘ ৯।৫০। ১৯ পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।২।২৯।

১২ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৬ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।৫৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৪।৪১ শুক্রবার নবমী ঘ ৮।১৯।২২। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫৯।৪৪।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৭ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮। ৪৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।০ শনিবার দশমী শ্রাতঃ ঘ ৬।২৭। ৪১ পরে একাদশী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।২১।১৩ পয়স্তু; ইত্য নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১৪।২০। দশহরা। শ্রীশ্রীগঙ্গাপূজা ও শ্রীশ্রীমনসাপূজা।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৮ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।৪৩ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।২০। রবিবার দ্বাদশী রাত্রি ঘ ২।২।০ জিহানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।১৩।৪৬। একাদশীর উপবাস।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৯ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।৩৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৫।৪২ সোমবার ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১।১৩।৫২৪ দ্বাদশীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।০।৩৭।৮।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ইং ২৯ মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।৩২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।৩। মঙ্গলবার চতুর্দশী রাত্রি ঘ ৯।৭।১১ বিশখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫৮।৫। চন্দ্রক চতুর্দশীর ব্রত। পুণিমার নিষিদ্ধাঙ্গন।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ইং মে। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।২৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।২৪। বুধবার পুণিমা সন্ধ্যা ঘ ৪।৪১।৪৬ অমুহুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২১।৫১। পুণিমার ব্রতোপবাস, ব্রতাদ উপবাস। শ্রীশ্রীগঙ্গাধেবের স্নানযাত্রা।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ইং ১ জুন। সূর্যোদয় ৫।১৮।২২ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৬।৪৬। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ ঘ ৪।২৩।৩৫ জ্যৈষ্ঠানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৪।৫৩।৭। ঋ পর্ব শবেরাং।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ইং ২ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।১৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৭। ৮। শুক্রবার দ্বিতীয়া ঘ ২।২।৮।৩। মূলানক্ষত্র ঘ ৪।৩৮।৮।

২০ জ্যৈষ্ঠ ইং ৩ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।১৩ সূর্যাস্ত ৬।৩৭।৩০। শনিবার তৃতীয়া ঘ ১।২।২৮।২৫ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ৬।৩৯।২৯।

২১ জ্যৈষ্ঠ ইং ৪ জুন। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৮।১০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩৭।৫৪। রবিবার চতুর্থী ঘ ১।০।৫৯।২৯। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ঘ ২।৫৭।৫৮।

২২ জ্যৈষ্ঠ ইং ৫ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৮।৬ শ্রবান্ত যঃ ৬।৩৮।১৭। সোমবার পক্ষমী
যঃ ২।৫৫।১৩। শ্রবণানকত্র যঃ ২।৪২।২৪।

২৩ জ্যৈষ্ঠ ইং ৬ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৮।৬ শ্রবান্ত যঃ ৬।৩৮।১৭। মঙ্গলবার বসী
যঃ ২।১৮।২৭। ধনিষ্ঠানকত্র যঃ ২।৫৬।৪২।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ইং ৭ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৮।১ শ্রবান্ত যঃ ৬।৩৯।৫। বুধবার সপ্তমী
যঃ ২।১১।৩৫। শতভিষানকত্র যঃ ৬।৩৯।৪৭।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ইং ৮ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৭।৫৮ শ্রবান্ত যঃ ৬।৩৯।২৯। বৃহস্পতিবার
অষ্টমী যঃ ২।০৫।১২। পূর্ভাত্রপদনকত্র যঃ ৪।৫২।৩৪।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ইং ৯ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৭।৫৬ শ্রবান্ত যঃ ৬।৩৯।৪৪। শুক্রবার নবমী
যঃ ১।০৩।১০। উত্তরভাত্রপদনকত্র সন্ধ্যা যঃ ৬।৩২।২০।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ইং ১০ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৭।৫৫ শ্রবান্ত যঃ ৬।৪০।১৯। শনিবার দশমী
যঃ ১।১৫।০৮ রেবতীনকত্র রাত্রি যঃ ৮।৩৮।৪১।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ইং ১১ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৭।৫৩ শ্রবান্ত যঃ ৬।৪০।৪৪। রবিবার
একাদশী যঃ ১।৩২।৪৬ অশ্বিনীনকত্র রাত্রি যঃ ১১।৩।৫৮। একাদশীর উপবাস।

২৯ জ্যৈষ্ঠ ইং ১২ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৭।৫২ শ্রবান্ত যঃ ৬।৪১।১০। সোমবার
দ্বাদশী যঃ ৩।২৯।১০ ভরগীনকত্র রাত্রি যঃ ১।৩৯।৩০।

৩০ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৩ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৭।৫০ শ্রবান্ত যঃ ৬।৪১।৩৬। মঙ্গলবার
ত্রয়োদশী অপরাহ্ন যঃ ৫।৩০।৪৮ কৃত্তিকানকত্র রাত্রি যঃ ৪।১৫।২৭।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৪ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৭।৪০ শ্রবান্ত যঃ ৬।৪২।১। বুধবার চতুর্দশী
রাত্রি যঃ ৭।২৩।২ রোহিণীনকত্র দঃ ৬।০।০। অমাবস্তার নিশিপালন।

৩২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৫ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৭।৪৮ শ্রবান্ত যঃ ৬।৪২।২৬। বৃহস্পতিবার
অমাবস্তা রাত্রি যঃ ৯।৭।১৭ রোহিণীনকত্র প্রাতঃ যঃ ৬।৪২।২৬। অমাবস্তার ব্রতোপবাস।
বড়নীতি সঙ্কোচ। রাত্রি যঃ ৯।৭।১৭ গতে অকাল আরম্ভ।

আষাঢ় মাস

১ আষাঢ় ইং ১৬ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৭।৪৯ শ্রবান্ত যঃ ৬।৪২।৫৩। শুক্রবার
অতিপদ রাত্রি যঃ ১।০২।৫৯ শ্রবণানকত্র যঃ ৮।৫১।৪৩।

২ আষাঢ় ইং ১৭ জুন। শ্রবোদয় যঃ ৫।১৭।৪৮ শ্রবান্ত যঃ ৬।৪৩।১৯। শনিবার
বিভীরা রাত্রি যঃ ১।১৭।২১ আত্মানকত্র যঃ ১।০৩।২৫।

৩ আষাঢ় ইং ১৮ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৭।৪৮ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৩।৪৬। রবিবার তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১।১৩।২৫ পুনর্ভবনকত্র ঘ ১।১৫।৩২।

৪ আষাঢ় ইং ১৯ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৭।৪৮ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৪।১২। সোমবার চতুর্থী রাত্রি ঘ ১।১২।১০ পুষ্যানকত্র ঘ ১২।৪০।১৭

৫ আষাঢ় ইং ২০ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৪।৩৮। মঙ্গলবার পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১০।৪১।৪৮ অশ্বিনানকত্র ঘ ১২।৫৮।৩৬।

৬ আষাঢ় ইং ২১ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫। বুধবার ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১।৪৩।৩২ মঘানকত্র ঘ ১২।৪৬।২১।

৭ আষাঢ় ইং ২২ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৫।৩১। বৃহস্পতিবার সপ্তমী রাত্রি ঘ ৮।১২।৩৬ পূর্বফল্গুনীনকত্র ঘ ১২।১০।৪৫। প্রাতঃ ঘ ৫।৩৩।৪৭ গতে অগ্নুবাচী প্রবৃত্তি।

৮ আষাঢ় ইং ২৩ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৭।৪৭ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৮। শুক্রবার অষ্টমী অপরাহ্ন ঘ ৬।২১।২৩ উত্তরফল্গুনীনকত্র ঘ ১।১১।২৩।

৯ আষাঢ় ইং ২৪ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৮।১৩ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৮। শনিবার নবমী ঘ ৪।১৪।৫২ হস্তানকত্র ঘ ১।৫৮।২২।

১০ আষাঢ় ইং ২৫ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৮।৩৮ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৭। রবিবার দশমী ঘ ১।৫৬।৩৯ চিত্রানকত্র ঘ ৮।৩১।২০। অপরাহ্ন ঘ ৫।৫৭।২৬ গতে অগ্নুবাচী নিবৃত্তি।

১১ আষাঢ় ইং ২৬ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৯।৪ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৫।৪৭। সোমবার একাদশী ঘ ১।১৩।০৩ স্বাতীনকত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৪৫।৪০ পরে বিশধানকত্র (শ্রবোদয়ের পরে) রাশিপ্রশেষ ঘ ৫।১৬।২৭ পযন্ত। একাদশীর উপবাস।

১২ আষাঢ় ইং ২৭ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৯।২৯ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৭। মঙ্গলবার দ্বাদশী ঘ ১।২।০ অমুরাধানকত্র রাত্রি ঘ ৩।৩১।১।

১৩ আষাঢ় ইং ২৮ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।১৯।৫৫ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৭। বুধবার ত্রয়োদশী প্রাতঃ ঘ ৬।৩৫।২৫ পরে চতুদশী (শ্রবোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।১৬।১৩ পর্যন্ত; জ্যেষ্ঠানকত্র রাত্রি ঘ ৭।৮।২৪।

১৪ আষাঢ় ইং ২৯ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।২০।২১ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৫।৪৭। বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ২।১।১১ মুলানকত্র রাত্রি ঘ ১২।৫০।৩৫। পূর্ণিমার ত্রয়োপবাস, ব্রতাদ্ধ উপবাস ও নিশিপালন।

১৫ আষাঢ় ইং ৩০ জুন। শ্রবোদয় ঘ ৫।২০।৪৫ শ্রবাস্ত ঘ ৬।৪৫।৫৫। শুক্রবার অত্রিপদ রাত্রি ঘ ১২।১৭।৪৮ পূর্বাষাঢ়ানকত্র রাত্রি ঘ ১।১।৪৫।১১।

১৩ আষাঢ় ইং ১ জুলাই। শ্রবোদয় য ৫১২১১১ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৫৫। শনিবার
তৃতীয়া রাত্রি য ১১১১৩৬ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি য ১১১১৩৬।

১৭ আষাঢ় ইং ২ জুলাই। শ্রবোদয় য ৫১২১৩৬ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৫৪। রবিবার
তৃতীয়া রাত্রি য ১১৪০১৮ অশ্বিনানক্ষত্র রাত্রি য ১০৪০১৮।

১৮ আষাঢ় ইং ৩ জুলাই। শ্রবোদয় য ৫১২২০ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৫২। সোমবার
চতুর্থী রাত্রি য ১০১৫৬ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি য ১০৪৮১২৯।

১৯ আষাঢ় ইং ৪ জুলাই। শ্রবোদয় য ৫১২২১৪ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৫০। মঙ্গলবার
পঞ্চমী রাত্রি য ৮৪৫১৫৭ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি য ১১১২৪১৮।

২০ আষাঢ় ইং ৫ জুলাই। শ্রবোদয় য ৫১২২৪৬ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৪৭। বুধবার ষষ্ঠী
রাত্রি য ১১১২১১ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি য ১২১৩১৫১।

২১ আষাঢ় ইং ৬ জুলাই। শ্রবোদয় য ৫১২৩১০ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৪৫। বৃহস্পতিবার
সপ্তমী রাত্রি য ১০৪১০ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি য ২১৩১৩৫।

২২ আষাঢ় ইং ৭ জুলাই। শ্রবোদয় য ৫১২৩১৩ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৪২। শুক্রবার
অষ্টমী রাত্রি য ১১১২১৪৮ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি য ৪৪৪১৭।

২৩ আষাঢ় ইং ৮ জুলাই। শ্রবোদয় য ৫১২৩১৫ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৩৮। শনিবার
নবমী রাত্রি য ১১২১৪ অশ্বিনীনক্ষত্র য ৬০১০১।

২৪ আষাঢ় ইং ৯ জুলাই। শ্রবোদয় য ৫১২৪১৮ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৩৬। রবিবার—
দশমী রাত্রি য ২১৫৭১৮ অশ্বিনীনক্ষত্র শ্রোতঃ য ৬২৭১১৫।

২৫ আষাঢ় ইং ১০ জুলাই। শ্রবোদয় য ৫১২৪১০ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৩২। সোমবার
একাদশী রাত্রিশেষ য ৪১২১২৬ ভরগীনক্ষত্র য ১১১৩। একাদশীর উপবাস।

তিলক আয়ুর্বেদিক ফার্মেসী

—লিমিটেড—

কলিকাতা

অভিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে আয়ুর্বেদীয়

ঔষধসমূহ যথাশাস্ত্র প্রস্তুত করা হয় এবং মূল্য

মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

২৬ আষাঢ় ইং ১১ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫২৫।১ শ্রবান্ত ঘ ৬৪৫।২৭। মঙ্গলবার
বাদশী দং ৬০।০।০ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১১।৩৮।৩৯।

২৭ আষাঢ় ইং ১২ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫২৫।২২ শ্রবান্ত ঘ ৬৪৫।২২। বুধবার
বাদশী প্রাতঃ ঘ ৬৫৬।৪ রোহিনীনক্ষত্র ঘ ২।৮।২৪।

২৮ আষাঢ় ইং ১৩ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫২৫।৪৩ শ্রবান্ত ঘ ৬৪৫।১৭। বৃহস্পতি-
বার ত্রয়োদশী ঘ ৮।৩৮।১৪ শ্রুগণিমানক্ষত্র ঘ ৪।২২।৪৭।

২৯ আষাঢ় ইং ১৪ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫২৬।৩ শ্রবান্ত ঘ ৬৪৫।১১। শুক্রবার
চতুর্দশী ঘ ৯।৫৭।৪২ আর্দ্রানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৬।১৪।১৫। অমাবস্তার নিশিগালন।

৩০ আষাঢ় ইং ১৫ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫২৬।২৩ শ্রবান্ত ঘ ৬৪৫।৫। শনিবার
অমাবস্তা ঘ ১০।৫২।৫ পূর্ণবিনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৩৫।৪৯। অমাবস্তার উপবাস। ঘ
১০।৫২।৫ গতে অকাল নিবৃত্তি।

৩১ আষাঢ় ইং ১৬ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫২৬।৪৩ শ্রবান্ত ঘ ৬৪৫।৫৯। রবিবার
প্রতিপদ ঘ ১১।১৫।২৫ পুর্ভানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।২৯।৫৪। মনোরথ বিতীয়াব্রত। দক্ষিণায়ন
সংক্রান্তি।

শ্রাবণ মাস

১ শ্রাবণ ইং ১৭ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫২৭।০ শ্রবান্ত ৬৪৫।৫১। সোমবার
বিতীরা ঘ ১১।৮।৭ অশ্বিনানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫৫।৩৮। ত্রিভুজগঙ্গাধন্যদেবের রথযাত্রা।
মুং পর্ব ইদলক্ষেত্র।

২ শ্রাবণ ইং ১৮ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫২৭।৩৫ শ্রবান্ত ৬৪৫।৩৪। মঙ্গলবার
তৃতীয়া ঘ ১০।৩০।৪৫ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫।২৬। বিপত্তারিণীব্রত।

৩ শ্রাবণ ইং ১৯ জুলাই। শ্রবোদয় ৫২৭।৩৫ শ্রবান্ত ঘ ৬৪৫।৩৪। বুধবার চতুর্থী
ঘ ৯।২৬।১৩ পূর্বফল্গুনানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।২০।১৫।

৪ শ্রাবণ ইং ২০ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫২৭।৫২ শ্রবান্ত ঘ ৬৪৫।২৫। বৃহস্পতিবার
পঞ্চমী ঘ ৭।৫৬।৫২ উত্তরফল্গুনানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৬।৪২। ঘটপঞ্চমীব্রত, হোরাপঞ্চমী,
ত্রিভুজগঙ্গাবিক্রম।

প্রাতঃ য ৬৯৮৪২ পরে সপ্তমী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি য ৪১০৩৫ পর্যন্ত, হস্তানক্ষত্র
অপরাহ্ন য ৬১৫১২০। বিষমং সপ্তমীত্রত। ঈজীপূর্বপূজা।

৬ শ্রাবণ ইং ২২ জুলাই। সূর্যোদয় য ৪১২৮২৬ সূর্যাস্ত য ৬৪৪৮৮। শনিবার ঈষ্টমী
রাত্রি য ১৪৩১৫৬ চিত্রানক্ষত্র য ৪৪২১৫৫। বিপত্তারিণীত্রত।

৭ শ্রাবণ ইং ২৩ জুলাই। সূর্যোদয় য ৪১২৮৪২ সূর্যাস্ত য ৬৪৩১৫৮। রবিবার
নবমী রাত্রি য ১১১৩৬২ ষাটানক্ষত্র য ৬১৫১২০।

৮ শ্রাবণ ইং ২৪ জুলাই। সূর্যোদয় য ৪১২৮৪৬ সূর্যাস্ত য ৬৪৩১৫৬। সোমবার
দশমী রাত্রি য ৮৪৭১১৮ বিশাখানক্ষত্র য ১৩৫১৫৫। শ্রীশ্রীগঙ্গাধরদেবের পুনর্যাত্রা
(শ্রাত'মতে)।

৯ শ্রাবণ ইং ২৫ জুলাই। সূর্যোদয় য ৪১২৯১০ সূর্যাস্ত য ৬৪৩১৩৪। মঙ্গলবার
একাদশী সন্ধ্যা য ৬২০১১০ অশুভানক্ষত্র য ১১৫৫১৭। শ্রম একাদশীর উপবাস।
শ্রীশ্রীগঙ্গাধরদেবের পুনর্যাত্রা (উৎকল মতে)।

১০ শ্রাবণ ইং ২৬ জুলাই। সূর্যোদয় য ৪১২৯৪৩ সূর্যাস্ত য ৬৪৩১৩০। বুধবার
দ্বাদশী য ৪১০৪৭ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র য ১০১৩০৪৪।

১১ শ্রাবণ ইং ২৭ জুলাই। সূর্যোদয় য ৪১৩০১৬ সূর্যাস্ত য ৬৪২১৩০। বৃহস্পতিবার
ত্রয়োদশী য ১৪৩১১৭ মূলানক্ষত্র য ৯২১৩১৭।

১২ শ্রাবণ ইং ২৮ জুলাই। সূর্যোদয় য ৪১৩০৪৮ সূর্যাস্ত য ৬৪২১০০। শুক্রবার
চতুর্দশী য ১২১০৩২ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র য ৭১৫৩২২। পূর্ণিমার নিশিপালন।

১৩ শ্রাবণ ইং ২৯ জুলাই। সূর্যোদয় য ৪১৩১১২ সূর্যাস্ত য ৬৪১১২৭। শনিবার
পূর্ণিমা য ১০১৮১৭ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র য ৭১৪১২২। পূর্ণিমার উপবাস, ব্রতাল উপবাস ও
ব্রত। গুরুপূর্ণিমা।

“বড়ো ভূঃধ, বড়ো ব্যথা - সম্মুখেতে কষ্টের সম্ভার
বড়োই দরিদ্র, শূন্স, বড়ো ক্ষুদ্র, বহু অককার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জল পরমায়ু,
সাহস বিমুক্ত বন্ধপট।... ..”

—স্বাভাশ্রমা

প-৮

প-১২

১৪ শ্রাবণ ইং ৩০ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩১।৪৮ শ্রবান্ত ঘ ৬।৪০।৫২। রবিবার
অতিপদ ঘ ৯।২০।১৩ শ্রবণানকত্র আতঃ ঘ ৬।৩৮।১৭।

১৫ শ্রাবণ ইং ৩১ জুলাই। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩২।১৮ শ্রবান্ত ঘ ৬।৪০।১০। সোমবার
বিতীয়া ঘ ৮।৩৯।১৮ বনিতানকত্র আতঃ ঘ ৬।৩৮।২৩। অনুষ্ঠশরনা বিতীয়া ত্রত।

১৬ শ্রাবণ ইং ১ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩২।৪৮ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩৯।৪৪। মঙ্গলবার
তৃতীয়া ঘ ৮।২৭।৫২ শতভিবানকত্র ঘ ৭।৯।২।

১৭ শ্রাবণ ইং ২ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৩।১৬ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩৯।৮। বুধবার
চতুর্থী ঘ ৮।৪৬।৫৪ পূর্বভাত্রপদনকত্র ঘ ৮।৮।১৪। নাপপকর্মী। মনসা দেবী ও
অষ্টনাগ পূজা।

১৮ শ্রাবণ ইং ৩ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৩।৪৪ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩৮।৩২। বৃহস্পতিবার
পঞ্চমী ঘ ৯।৩৭।২৮ উত্তরভাত্রপদনকত্র ঘ ৯।৩৩।৩৪।

১৯ শ্রাবণ ইং ৪ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৪।১১ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩৭।৫৫। শুক্রবার ষষ্ঠী
ঘ ১০।৫৩।৪৮ রেবতীনকত্র ঘ ১১।২৯।৩১।

২০ শ্রাবণ ইং ৫ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৪।৩৮ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩৭।১৮। শনিবার সপ্তমী
ঘ ১২।৩৩।৩৮ অশ্বিনীনকত্র ঘ ১।৪৭।৩১।

২১ শ্রাবণ ইং ৬ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৫।৪ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩৬।৪০। রবিবার অষ্টমী
ঘ ২।২৮।৩৩ ভরগীনকত্র ঘ ৪।১৮।৪৩।

২২ শ্রাবণ ইং ৭ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৫।২৯ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩৬।১। সোমবার
নবমী ঘ ৪।৩০।১৯ কৃত্তিকানকত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৬।১৮।

২৩ শ্রাবণ ইং ৮ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৫।৫৪ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩৫।২২। মঙ্গলবার
দশমী সন্ধ্যা ঘ ৬।২৭।৩২ রোহিণীনকত্র রাত্রি ঘ ৯।২৭।৫৩।

২৪ শ্রাবণ ইং ৯ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৬।১৯ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩৪।৪৩। বুধবার
একাদশী রাত্রি ঘ ৮।১১।৩৯ বৃশ্চিকানকত্র রাত্রি ঘ ১১।৪৬।৪৯ একাদশীর উপবাস।

২৫ শ্রাবণ ইং ১০ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৬।৪৩ শ্রবান্ত ৬।৩৪।৩। বৃহস্পতিবার
দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৯।৩৩।৫১ আর্দ্রানকত্র রাত্রি ঘ ১।৪৩।৪২।

২৬ শ্রাবণ ইং ১১ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৭।৬ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩৩।২২। শুক্রবার
ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১০।৩০।৫৫ পূর্ণিমানকত্র রাত্রি ঘ ৩।১০।৩৪।

২৭ শ্রাবণ ইং ১২ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৭।২৯ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩২।৪১। শনিবার
চতুর্দশী রাত্রি ঘ ১০।৫৭।১৮ পূর্বানকত্র রাত্রি ঘ ৪।১১।৪৬।

২৮ শ্রাবণ ইং ১৩ আগষ্ট। শ্রবোদয় ঘ ৫।৩৭।৫১ শ্রবান্ত ঘ ৬।৩১।৫৯। রবিবার

অবাকতা রাত্রি য ১০।৫২।৫৮ অগ্নিবানকত্র রাত্রি য ৪।৪২।৫৫। অবাকতার ত্রুত, উপবাস ও নিশিপালন।

২৯ শ্রাবণ ইং ১৪ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৩৮।১২ শ্রবান্ত য ৬।৩১।১৬। সোমবার প্রতিপদ রাত্রি য ১০।১১।১৭ মঘানকত্র রাত্রি য ৪।৪৪।১৭।

৩০ শ্রাবণ ইং ১৫ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৩৮।৩২ শ্রবান্ত য ৬।৩০।৩২। মঙ্গলবার দ্বিতীয়া রাত্রি য ৯।১৬।৪১ পূর্বকান্তনীনকত্র রাত্রি য ৪।১১।৪।

৩১ শ্রাবণ ইং ১৬ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৩৮।৫২ শ্রবান্ত য ৬।২৯।৪৮। বুধবার তৃতীয়া রাত্রি য ৭।৫০।১২ উত্তরকান্তনীনকত্র রাত্রি য ৬।৩০।৪৫।

৩২ শ্রাবণ ইং ১৭ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৩৯।১২ শ্রবান্ত য ৬।২৯।৪। বৃহস্পতিবার চতুর্থী অপরাহ্ন য ৬।১১।৩৬ হস্তানকত্র রাত্রি য ২।২২।১২। বিজুপদী সংক্রান্তি।

ভাদ্র মাস

১ ভাদ্র ইং ১৮ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৩৯।৩২ শ্রবান্ত য ৬।২৮।২০। শুক্রবার পঞ্চমী য ৩।৫৭।২৪ চিত্রানকত্র রাত্রি য ১।০।৫২। ষটপঞ্চমী ত্রুত।

২ ভাদ্র ইং ১৯ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৩৯।৫১ শ্রবান্ত য ৬।২৭।৩৭। শনিবার ষষ্ঠী য ১।৪০।৪২ ঞ্জীনকত্র রাত্রি য ১।১২৮।৪৪। লুণ্ঠন বজা।

৩ ভাদ্র ইং ২০ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৪০।১৯ শ্রবান্ত য ৬।২৬।৪৯। রবিবার সপ্তমী য ১।১১।৫১ বিশাখানকত্র রাত্রি য ২।৪৮।৫২। ত্রিভীলক্ষী পূজা।

৪ ভাদ্র ইং ২১ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৪০।২৭ শ্রবান্ত য ৬।২৬।৩। সোমবার অষ্টমী য ৮।৪৭।৫৩ অশ্বরাধানকত্র রাত্রি য ৮।৯।১৪।

৫ ভাদ্র ইং ২২ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৪০।৪৫ শ্রবান্ত য ৬।২৫।১৭। মঙ্গলবার নবমী প্রাতঃ য ৬।২১।১৭ পরে দশমী (শ্রবোদয়ের পরে) রাত্রি য ৪।১।৫৩ পর্বত; জ্যোতীনকত্র সন্ধ্যা য ৬।৩৪।০।

৬ ভাদ্র ইং ২৩ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৪১।১২ শ্রবান্ত য ৬।২৪।৩০। বুধবার একাদশী রাত্রি য ১।৫৩।৩৭ মূলানকত্র অপরাহ্ন য ৫।৭।৪২। একাদশীর উপবাস। ত্রিভীলক্ষীর বৃন্দাবনা।

৭ ভাদ্র ইং ২৪ আগষ্ট। শ্রবোদয় য ৫।৪১।১৮ শ্রবান্ত য ৬।২৩।৪২। বৃহস্পতিবার দ্বাদশী রাত্রি য ১২।১।১৯ পূর্বাষাঢ়ানকত্র য ৩।৫৪।৪৬। ত্রিভীলক্ষীর পক্ষিমোহন।

৮ ভাদ্র ইং ২৫ আগষ্ট। সর্বোদয় ঘ ৫৪১।৩৪ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।৫৪। শুক্রবার
ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১০২৮।৫৮ উত্তরাত্তানকত্র ঘ ২৫২।৪০।

৯ ভাদ্র ইং ২৬ আগষ্ট। সর্বোদয় ঘ ৫৪১।৫৮ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।৫৮। শনিবার
চতুর্দশী রাত্রি ঘ ২১২।১৭ শ্রবণানকত্র ঘ ২২৭।৫৪। পূর্ণিমার নিশিপালন।

১০ ভাদ্র ইং ২৭ আগষ্ট। সর্বোদয় ঘ ৫৪২।২১ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১১। রব্বিবর পূর্ণিমা
রাত্রি ঘ ৮৩২।৩৭ ধনিষ্ঠানকত্র ঘ ২১২।৫০ পূর্ণিমার ব্রত, ব্রতাজ উপবাস ও উপবাস।
রাধিবন্ধন, ক্ষয়িতর্পণ।

১১ ভাদ্র ইং ২৮ আগষ্ট। সর্বোদয় ঘ ৫৪২।৪৪ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।৪১। সোমবার
প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৮২৭।১৩ শততিবানকত্র ঘ ২৪৪।৫৮।

১২ ভাদ্র ইং ২৯ আগষ্ট। সর্বোদয় ঘ ৫৪৩।৭ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।৭। মঙ্গলবার
দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৮৪৫।৫৫ পূর্বভাদ্রপদনকত্র ঘ ৩৩৬।৫৬।

১৩ ভাদ্র ইং ৩০ আগষ্ট। সর্বোদয় ঘ ৫৪৩।২২ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১২। বুধবার
তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৯৩৬।৩৩ উত্তরভাদ্রপদনকত্র ঘ ৪৫৭।১৭।

১৪ ভাদ্র ইং ৩১ আগষ্ট। সর্বোদয় ঘ ৫৪৩।৫১ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১২। বৃহস্পতিবার
চতুর্থী রাত্রি ঘ ১০৫৩।৭ রেবতীনকত্র রাত্রি ঘ ৬৪৭।১২।

১৫ ভাদ্র ইং ১ সেপ্টেম্বর। সর্বোদয় ঘ ৫৪৪।১৩ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১৩। শুক্রবার
পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১২৩৩।৩৭ অশ্বিনীনকত্র রাত্রি ঘ ৮৫২।৪২।

১৬ ভাদ্র ইং ২ সেপ্টেম্বর। সর্বোদয় ঘ ৫৪৪।৩৬ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১৩। শনিবার
ষষ্ঠী রাত্রি ২২২।১২ ভরগীনকত্র রাত্রি ঘ ১১২৮।৩৬।

১৭ ভাদ্র ইং ৩ সেপ্টেম্বর। সর্বোদয় ঘ ৫৪৪।৫৪ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১৪। রবিবার
সপ্তমী রাত্রি ঘ ৪৩২।৩২ কৃত্তিকানকত্র রাত্রি ঘ ২৫১।১।

১৮ ভাদ্র ইং ৪ সেপ্টেম্বর। সর্বোদয় ঘ ৫৪৫।১৪ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১৪। সোমবার
অষ্টমী দং ৬০।০। রোহিণীনকত্র রাত্রি ঘ ৪৩৮।৫৪। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাহুতী।

১৯ ভাদ্র ইং ৫ সেপ্টেম্বর। সর্বোদয় ঘ ৫৪৫।৩৪ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১৪। মঙ্গলবার
অষ্টমী প্রাতঃ ঘ ৬৩২।৮ মৃগশিরাণকত্র দং ৬০।০। নক্ষত্রংসব।

২০ ভাদ্র ইং ৬ সেপ্টেম্বর। সর্বোদয় ঘ ৫৪৫।৫৪ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১৪। বুধবার
নবমী ঘ ৮১৮।১১ মৃগশিরাণকত্র ঘ ৭১১।১৮।

২১ ভাদ্র ইং ৭ সেপ্টেম্বর। সর্বোদয় ঘ ৫৪৬।১৫ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১৫। বৃহস্পতিবার
দশমী ঘ ৯৪২।১২ আর্দ্রানকত্র ঘ ৯৩৩।১।

২২ ভাদ্র ইং ৮ সেপ্টেম্বর। সর্বোদয় ঘ ৫৪৬।৩৫ সন্ধ্যান্ত ঘ ৬২২।১৫। শুক্রবার
একাদশী ১০৪১।১৫। পূর্ণব্রহ্মনকত্র ঘ ১০১৬।১৪। একাদশীর উপবাস।

২৩ ভাদ্র ইং ৯ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৪।৪৬।৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৮।১৫। শনিবার
হান্দী ঘ ১।১।০।৮ পূর্বানক্ষত্র ঘ ১।১।৪৩।৩৩।

২৪ ভাদ্র ইং ১০ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৪।৪৭।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৭।১৪। রবিবার
ত্রয়োদশী ঘ ১।১।৮।৫০ অরুণানক্ষত্র ঘ ১।২।২।১।৩০। অঘোরচতুর্দশীত্রত।

২৫ ভাদ্র ইং ১১ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৪।৪৭।৩০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৬।১৩। সোমবার
চতুর্দশী ঘ ১।০।৩৭।২২ মঘানক্ষত্র ঘ ১।২।২০।৪১। অমাবস্তার নিশিপালন।

২৬ ভাদ্র ইং ১২ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৪।৪৭।৫২ সূর্যাস্ত ৬।৫।১২। মঙ্গলবার
অমাবস্তা ঘ ১।৩৭।৩২ পূর্বাফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১।২।১।৪২। অমাবস্তার উপবাস ত্রত।
কৌশী অমাবস্তা; আলোকামাবস্তাত্রত।

২৭ ভাদ্র ইং ১৩ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৪।৪৮।১১ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৪।১১। বুধবার
প্রতিপদ ঘ ৮।১০।৪৬ উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র ঘ ১।১।২৬।২০।

২৮ ভাদ্র ইং ১৪ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৪।৪৮।৩০ সূর্যাস্ত ঘ ৬।৩।১০। বৃহস্পতিবার
দ্বিতীয়া প্রাতঃ ঘ ৬।২৬।৪৫ পরে তৃতীয়া (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ঘ ৪।২৪।০ পর্বন্ত;
ইপ্তানক্ষত্র ঘ ১।০।২।১।৪১।

২৯ ভাদ্র ইং ১৫ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৪।৪৮।৪৯ সূর্যাস্ত ঘ ৬।২।৯। শুক্রবার
চতুর্থী রাত্রি ঘ ২।১।৪ চিত্রানক্ষত্র ঘ ১।২।৫৭। সৌভাগ্যচতুর্থাত্রত, বরদাচতুর্থী,
সিদ্ধিবিনায়কত্রত। শ্রীলীলেশপূজা।

৩০ ভাদ্র ইং ১৬ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৪।৪৯।৮ সূর্যাস্ত ঘ ৬।১।৮। শনিবার
পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১।১।৪৫।২৭ স্বাধীনক্ষত্র ঘ ৭।৩২।২। ষট্পঞ্চমীত্রত, রক্ষাপঞ্চমী,
ভবিষ্যপঞ্চমী।

৩১ ভাদ্র ইং ১৭ সেপ্টেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৪।৪৯।২৭ সূর্যাস্ত ঘ ৬।০।৭। রবিবার
ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১।১।১২।১ বিশাখানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৪।৫৪।১৩০ পরে অনুরাধানক্ষত্র
(সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রি ৪।১।৪।০ পর্বন্ত। অরুণ ও বিধকর্মপূজা।

জাতিকে যদি মুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার
আন্দোলন পাইতে হইবে। ‘আমি মুক্ত স্বাধীন মানুষ’ এই কথা
ধ্যান করিতে, করিতে মানুষ নির্ভীক হইয়া উঠে। নির্ভীক হইতে
পারিলে মানুষ কোনখানে, আবেহ হয় না; কোন বাধা-বিঘ্ন তাহার
পথরোধ করিতে পারে না।”

—সুভাষচন্দ্র

আধ্বিন মাস

১ আধ্বিন ইং ১৮ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯১৪৫ হুযান্ত য ৫৪৯১৫১।
সোমবার সপ্তমী রাত্রি য ৫৪৯১৪৯ জ্যোতানক্ষত্র রাত্রি য ২১৩৭১৮। ললিতাসপ্তমী।

২ আধ্বিন ইং ১৯ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০৪৪ হুযান্ত য ৫৪৯০৪৮। মঙ্গলবার
ঋতুমী য ৪১৩৫৪৮ মূলানক্ষত্র রাত্রি য ১৮১০৪। দুর্বাষ্টমীত্রিত। রাধাষ্টমীত্রিত।

৩ আধ্বিন ইং ২০ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০১২২ হুযান্ত য ৫৪৯০১২। বুধবার
শ্রবণী য ২১২৮১৩৬ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি য ১১৫৩৪৮। তালনবমীত্রিত।

৪ আধ্বিন ইং ২১ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০১৪১ হুযান্ত য ৫৪৯০১১।
বৃহস্পতিবার দশমী য ২১৩৩১৩৬ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি য ১০৫৩২১।

৫ আধ্বিন ইং ২২ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০১০ হুযান্ত য ৫৪৯০১০। শুক্রবার
একাদশী য ১১৪১৩৪ শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি য ১০১১৫১০। পার্শ্ব-একাদশীর ও শ্রবণ
ষাটশীর উপবাস।

৬ আধ্বিন ইং ২৩ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০১৮ হুযান্ত য ৫৪৯০১৮।
শনিবার ষাটশী য ১১৫৭১৩০ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি য ১০১১৪০। মৃৎ পর্ব ইদ্রজ্যোহা।

৭ আধ্বিন ইং ২৪ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০১৩৭ হুযান্ত য ৫৪৯০১৩৭।
রবিবার ত্রয়োদশী য ১১৫৭১৮ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি য ১০১১৭৫২।

৮ আধ্বিন ইং ২৫ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০১৫৬ হুযান্ত য ৫৪৯০১৫৬।
সোমবার চতুর্দশী য ১১৬১৪১ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি য ১১১২১৩২। পূর্ণিমার নিশি-
পালন। অনন্তচতুর্দশীত্রিত।

৯ আধ্বিন ইং ২৬ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০১৬৬ হুযান্ত য ৫৪৯০১৬৬।
মঙ্গলবার পূর্ণিমা য ১১৬১৪৪ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি য ১১১১৭১২৩ পূর্ণিমার
উপবাস ও ত্রাত্ত উপবাস। অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধ ও তিলতর্পণরত্ত।

১০ আধ্বিন ইং ২৭ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০১৭৫ হুযান্ত য ৫৪৯০১৭৫।
বুধবার প্রতিপদ য ১০১৮১৪৪ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি য ১০৯১২৪।

১১ আধ্বিন ইং ২৮ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০১৮৫ হুযান্ত য ৫৪৮০১৮৫।
বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়া য ১১১৩৬১৪৮ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি য ৫১৩৪৪।

১২ আধ্বিন ইং ২৯ সেপ্টেম্বর। হুযোদয় য ৫৪৯০১৯৫ হুযান্ত য ৫৪৯০১৯৫।
শুক্রবার তৃতীয়া য ১১১১১৩ ভরণীনক্ষত্র যং ৩০১০।

১৩ আশ্বিন ইং ৩০ সেপ্টেম্বর। শ্রবোদয় য ৫৫৩৩৪ শ্রবান্ত য ৫৫৩৫৪।
শনিবার চতুর্থী য ৩১৭১। ভরগীনকত্র প্রাতঃ ৬৩২৫১।

১৪ আশ্বিন ইং ১ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৩৫৫ শ্রবান্ত য ৫৫৫৫৫। রবিবার
পঞ্চমী সন্ধ্যা য ৫৫৩৫২ কৃত্তিকানকত্র য ২৮১১৪।

১৫ আশ্বিন ইং ২ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৪১৫ শ্রবান্ত য ৫৫৪১৫। সোমবার
ষষ্ঠী রাত্রি য ৭১২৩৪২ রোহিণীনকত্র য ১১৪৩১৫।

১৬ আশ্বিন ইং ৩ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৪৩৬ শ্রবান্ত য ৫৫৪৩৬। মঙ্গলবার
সপ্তমী রাত্রি য ২১২১২ বুধশিরানকত্র য ২৮১১৬।

১৭ আশ্বিন ইং ৪ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৪৫৮ শ্রবান্ত য ৫৫২১৮। শ্রবান্ত
অষ্টমী রাত্রি য ১০৩৮৩২ আশ্বিনীনকত্র য ৪১৫১৩। জিতাষ্টমী। প্রদোষে জীমূতবাহন
পূজা।

১৮ আশ্বিন ইং ৫ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৫১২ শ্রবান্ত য ৫৫২১০। বৃহস্পতিবার
নবমী রাত্রি য ১১৩২৫৩ পুনর্ব্বহনকত্র সন্ধ্যা য ৫৫৬১৫। শ্রবান্ত য ২১৫০৫৩ মঘো
জ্যৈষ্ঠাশ্বিনীরাহুগর্গাদেবীর নবম্যাদিককারন্ত ও বোধন প্রাপ্ত।

১৯ আশ্বিন ইং ৬ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৫১৩ শ্রবান্ত য ৫৫২১০। শুক্রবার
দশমী রাত্রি য ১২১১০৩ পুষ্ঠানকত্র রাত্রি য ৭১২১৭।

২০ আশ্বিন ইং ৭ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৬১৫ শ্রবান্ত য ৫৫০১৫। শনিবার
একাদশী রাত্রি য ১২১১০৫ অশ্লেষানকত্র রাত্রি য ৭৫৪১২। একাদশী উপবাস।

২১ আশ্বিন ইং ৮ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৬১২ শ্রবান্ত য ৫৫৩১৭। রবিবার
দ্বাদশী রাত্রি য ১১৪০৪২ মঘানকত্র রাত্রি য ৮১২১৭।

২২ আশ্বিন ইং ৯ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৬১০ শ্রবান্ত য ৫৫৩১০। সোমবার
ত্রয়োদশী রাত্রি য ১০৪৩৮ পূর্ব্বফাল্গুনীনকত্র রাত্রি য ৭৫৪১৩।

২৩ আশ্বিন ইং ১০ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৭১৪ শ্রবান্ত য ৫৫৩১১৪। মঙ্গলবার
চতুর্দশী রাত্রি য ২১২১৩৭ উত্তরফাল্গুনীনকত্র রাত্রি য ৭১৩১২। অমাবস্তার নিশিগালন।

২৪ আশ্বিন ইং ১১ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৭১৩ শ্রবান্ত য ৫৫৩১৮। বুধবার
অমাবস্তা রাত্রি য ৭১৩১২ হস্তানকত্র রাত্রি য ৬১৫১৩। অমাবস্তার ত্রয়োপবাস।
সহায়তা পাবণশ্রাদ্ধ।

২৫ আশ্বিন ইং ১২ অক্টোবর। শ্রবোদয় য ৫৫৮১০ শ্রবান্ত য ৫৫৫১২। বৃহস্পতিবার
প্রতিপদ সন্ধ্যা য ৫৫৩১৫ চিত্রানকত্র অপরায় য ৫১০১৭ শ্রবান্ত য ২১৫০৩০ মঘো
জ্যৈষ্ঠাশ্বিনীরাহুগর্গাদেবীর প্রতিপদাষ্টিককারন্ত ও নবম্যাদিক ব্রতান্ত।

২৬ আশ্বিন ঈং ১৩ অক্টোবর। সূর্যোদয় ৫।৫৮।২৮ সূর্যাস্ত ৫।৩৪।২৮। শুক্রবার
বিতীয়া য ৩।২৩।৪ স্বাভীনক্ষত্র য ৩।৩১।৩২।

২৭ আশ্বিন ঈং ১৪ অক্টোবর। সূর্যোদয় য ৫।৫৮।৫৩ সূর্যাস্ত য ৫।৩৩।৩৩ শনিবার
ভূতীয়া য ১।১।২৮ বিশাখানক্ষত্র য ১।৫৫।১।

২৮ আশ্বিন ঈং ১৫ অক্টোবর। সূর্যোদয় য ৫।৫২।১২ সূর্যাস্ত য ৫।৩২।৩২ রবিবার
চতুর্থী য ১।০।৩৭।১৩ অনুরাধানক্ষত্র য ১২।১৫।১২। মানচতুর্থী।

২৯ আশ্বিন ঈং ১৬ অক্টোবর। সূর্যোদয় য ৫।৫২।৪৬ সূর্যাস্ত য ৫।৩১।৪৬ সোমবার
পঞ্চমী য ৮।১৩।৫৪ পরে বজ্রী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ৫।৫৭।২৮ পর্যন্ত; জ্যেষ্ঠানক্ষত্র
য ১।০।৩৭।৩৮। য ৮।১৩।৫৪ মধ্যে ষটপঞ্চমীভ্রত ও পরে দুর্গাবস্তী। য ৮।১৩।৫৪ গতে
পূর্বায় য ২।৫।০২৬ মধ্যে শ্রীশীশারদীয়া দুর্গাদেবীর ষষ্ঠাদি বজ্রারম্ভ। সন্ধ্যায় দেবীর
বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

৩০ আশ্বিন ঈং ১৭ অক্টোবর। সূর্যোদয় য ৬।০।১৩ সূর্যাস্ত য ৫।৩০।৫৩। মঙ্গলবার
সপ্তমী রাত্রি য ৩।৫২।৩৭ মূলানক্ষত্র য ২।৬।৪৬। দিবা য ২।৫০।২৬ পর্যন্ত পূর্বায় শ্রীশ্রী-
শারদীয়া দুর্গাদেবীর পত্রিকা প্রবেশ স্থাপন। পূর্বাভ্রমধ্যে সপ্তমাঙ্গি বজ্রারম্ভ ও সপ্তমী-
বিহিত পূজা। দেবীর ঘোটকে আগমন, ফল-চতুস্তম্ভ। জলবিব্ব সংক্রান্তি।

উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান.

ভাগ্যানক্ষ্মী ইনসিওরেন্স
—লিমিটেড—

৮নি, মালবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা

কাৰ্ত্তিক মাস

১ কাৰ্ত্তিক ইং ১৮ অক্টোবৰ। শূৰ্যোদয় ঘ ৬১-১৪১ সূৰ্যাস্ত ঘ ৫৩০-১১। বুধবাৰ অষ্টমী
 ৰাত্ৰি ঘ ২১৩১ পূৰ্বাৰ্দ্ধানক্ৰম ঘ ৭৪৮-১৫২। দিবা ঘ ২১৫০-১২৮ পূৰ্বাহ্নমধ্যে মহাষ্টমীদি ও
 কেবল মহাষ্টমী কল্লারন্ত ও মহাষ্টমীবিহিত পূজা। মহাষ্টমীৰ উপবাস ও ব্ৰত। বীৰাষ্টমীৰ
 ব্ৰত। ৰাত্ৰি ঘ ১১২১১২১ গতে ৰাত্ৰি ঘ ১২১১২১ মধো স্ৰীশীশাৰদীয়াৰ্দ্ধগদেবীৰ অৰ্ধ-
 ৰাত্ৰি বিহিত পূজা। ৰাত্ৰি ঘ ১৩০১১ গতে ৰাত্ৰি ঘ ২২৭১১ মধো সন্ধিপূজা। ৰাত্ৰি
 ঘ ২৩০১ গতে ৰাত্ৰি ঘ ২২৭১১ মধো বলিহান।

২ কাৰ্ত্তিক ইং ১৯ অক্টোবৰ। শূৰ্যোদয় ঘ ৬১১১১ সূৰ্যাস্ত ঘ ৫২২১১। বৃহস্পতিবাৰ
 নবমী ৰাত্ৰি ঘ ১২১৩০১২৮ উত্তৰাৰ্দ্ধানক্ৰম শ্ৰাতঃ ঘ ৬৪৪১৫৮ দিবা ঘ ২১৫০-১২০ পূৰ্বাহ্ন
 মধো কেবল মহানবমী কল্লারন্ত ও মহানবমীবিহিত পূজা।

৩ কাৰ্ত্তিক ইং ২০ অক্টোবৰ। শূৰ্যোদয় ঘ ৬১১৩১ সূৰ্যাস্ত ঘ ৫২৮১১১ শুক্ৰবাৰ দশমী
 ৰাত্ৰি ঘ ১১২৭১৩৬ শ্ৰবণানক্ৰম শ্ৰাতঃ ঘ ৬২২১২১ পৰে ধনিষ্ঠানক্ৰম (শূৰ্যোদয়ের পৰে)
 ৰাত্ৰিশেষ ঘ ৫৪২১৩৫ পৰ্যন্ত। দিবা ঘ ২১৫০-১৩২ পৰ্যন্ত পূৰ্বাহ্ন কিত্ত বিহিত লগ্নাদিৰ অনু-
 বোধে ঘ ৮২০-১৩৪ মধো স্ৰীশীশাৰদীয়াৰ্দ্ধগদেবীৰ দশমীবিহিত পূজা সমাপনান্তে
 বিসৰ্জন। বিজয়া দশমীকৃতা। দেবীৰ দোলায় গমন, কল—মড়ক।

৪ কাৰ্ত্তিক ইং ২১ অক্টোবৰ। শূৰ্যোদয় ঘ ৬২১১১ সূৰ্যাস্ত ঘ ৫২৭১২১। শনিবাৰ
 একাদশী ৰাত্ৰি ঘ ১০৪১২১ শতভিষানক্ৰম ৰাত্ৰিশেষ ঘ ৫৪১১৫৩। একাদশীৰ
 উপবাস।

৫ কাৰ্ত্তিক ইং ২২ অক্টোবৰ। শূৰ্যোদয় ঘ ৬২১৩১ সূৰ্যাস্ত ঘ ৫২৬১৩১। রবিবাৰ
 দ্বাদশী ৰাত্ৰি ঘ ১০৪১২১ পূৰ্বভাত্ৰপদনক্ৰম দং ৬০১০১।

৬ কাৰ্ত্তিক ইং ২৩ অক্টোবৰ। শূৰ্যোদয় ঘ ৬৩১০১ সূৰ্যাস্ত ঘ ৫২৫১৪০। সোমবাৰ
 ত্ৰয়োদশী ৰাত্ৰি ঘ ১১৪১১৪ পূৰ্বভাত্ৰপদনক্ৰম শ্ৰাতঃ ঘ ৬৩০১৪৫। মূঃ পৰ্ব মহরম।

৭ কাৰ্ত্তিক ইং ২৪ অক্টোবৰ। শূৰ্যোদয় ঘ ৬৩১৪৮ সূৰ্যাস্ত ঘ ৫২৫১৮ মঙ্গলবাৰ
 চতুৰ্দশী ৰাত্ৰি ঘ ১১৪১১৮ উত্তৰভাত্ৰপদনক্ৰম ঘ ৭১০১১০।

এই পঞ্জিকার সময় কলিকাতার স্থানীয় সময় (Local time)।
 ইহা হইতে ২৪ মিনিট বাদ দিলে ভারতীয় স্ট্যান্ডাৰ্ড সময় (Indian
 standard time.) পাওরা যাইবে। এই স্ট্যান্ডাৰ্ড সময়ই এখন ভারতে
 সরকারীভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

৮ কাৰ্ত্তিক ইং ২৫ অক্টোবর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪১১৩ শ্রবান্ত ঘ ৫১২৪১৩। বুধবার
পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ১১২০১৪ রেবতীনক্ষত্র ঘ ৯১২২৪৩। ত্রীক্ষিকোজাগর লক্ষ্মীপূজা।
পূর্ণিমার ব্রত। পূর্ণিমার ব্রত, উপবাস ও ব্রতাক্ত উপবাস। পূর্ণিমার নিশিপালন।

৯ কাৰ্ত্তিক ইং ২৬ অক্টোবর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪১৪৬ শ্রবান্ত ঘ ৫১২৩২৬। বৃহস্পতিবার
অতিপদ রাত্রি ঘ ৩৫১১১ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ১১১১৫৩৮।

১০ কাৰ্ত্তিক ইং ২৭ অক্টোবর। শ্রবোদয় ঘ ৬৫১১৪ শ্রবান্ত ঘ ৫১২২৪৬। শুক্রবার
ষষ্ঠীয়া রাত্রিশেষ ঘ ৫৫১২৮ ভরণীনক্ষত্র ঘ ১১৩৮১৪।

১১ কাৰ্ত্তিক ইং ২৮ অক্টোবর। শ্রবোদয় ঘ ৬৫১৪২ শ্রবান্ত ঘ ৫১২২৪৫। শনিবার
তৃতীয়া দং ৬০১০১ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ৪১১১৫২।

১২ কাৰ্ত্তিক ইং ২৯ অক্টোবর। শ্রবোদয় ঘ ৬৬১১১ শ্রবান্ত ঘ ৫১২১২৬। রবিবার
তৃতীয়া ঘ ৭১১৩৩৯ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬৪৮১১৮। দশরথব্রত।

১৩ কাৰ্ত্তিক ৩০ অক্টোবর। শ্রবোদয় ঘ ৬৬১৪২ শ্রবান্ত ঘ ৫১২০৪৮। সোমবার
চতুর্থী ঘ ৯১১৭৬ মৃগশিরাশনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯১৬১৪০।

১৪ কাৰ্ত্তিক ইং ৩১ অক্টোবর। শ্রবোদয় ঘ ৬৭১১৩ শ্রবান্ত ঘ ৫১২০১১। মঙ্গলবার
পঞ্চমী ঘ ১১৭১৩৭ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১২৮১৮।

১৫ কাৰ্ত্তিক ইং ১ নভেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৭১৪৫ শ্রবান্ত ঘ ৫১১৯৩৫। বুধবার
ষষ্ঠী ঘ ১২১৩৫১২ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১৭১২৪।

১৬ কাৰ্ত্তিক ইং ২ নভেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৮১১৭ শ্রবান্ত ঘ ৫১১৮৫৮। বৃহস্পতিবার
সপ্তমী ঘ ১৩৮১১৫ পুশ্যনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২১৩৭১৩৩।

১৭ কাৰ্ত্তিক ইং ৩ নভেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৮১৫০ শ্রবান্ত ঘ ৫১১৮৫৩। শুক্রবার
অষ্টমী ঘ ২১৯৫০ অশ্লেশানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩১২৮১২।

১৮ কাৰ্ত্তিক ইং ৪ নভেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৯১২৫ শ্রবান্ত ঘ ৫১১৭৪৯। শনিবার
নবমী ঘ ২১৩০৫ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩৫১১৫১।

১৯ কাৰ্ত্তিক ইং ৫ নভেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬১০১০ শ্রবান্ত ঘ ৫১১৭১৬। রবিবার
দশমী ঘ ১৪১১৪০ পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩৪৩১২৮।

২০ কাৰ্ত্তিক ইং ৬ নভেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬১০৩৬ শ্রবান্ত ঘ ৫১৬১৪৪। সোমবার
একাদশী ঘ ১২১৪৪১৮ উত্তরকম্বুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩১০১৪৭। একাদশীর উপবাস।

২১ কাৰ্ত্তিক ইং ৭ নভেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬১১১২ শ্রবান্ত ঘ ৫১৬১১১। মঙ্গলবার
দ্বাদশী ঘ ১১২০২২ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২১৫১২৪।

২২ কাৰ্ত্তিক ইং ৮ নভেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬১১১৫ শ্রবান্ত ঘ ৫১৫১৪১। বুধবার
ত্রয়োদশী ঘ ৯১৪০৭ চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১২১১৯। তৃতীয়া দং। চতুর্থী উপবাস।

২৩ কাতিক ইং ১ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১২১ শ্রবান্ত য ৬১২১১১। বৃহস্পতিবার চতুর্থী য ৭১৪১২৫ পরে অমাবস্তা (শ্রবোদয়ের পরে) রাত্রিপূর্ণ য ৬১২১১৮ পূর্ণিমা; বাতানন্দ রাত্রি য ১১৩৫১০। অমাবস্তার উপবাস ও নিশিগালন। অমাবস্তার ত্রত। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। শ্রীশ্রীআশাপূজা।

২৪ কাতিক ইং ১০ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১৩৮ শ্রবান্ত য ৬১২১৪২। শুক্রবার প্রতিপদ রাত্রি য ৬১২১৪৫ বিশাখানন্দ রাত্রি য ১০১০১৮।

২৫ কাতিক ইং ১১ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১৪৭ শ্রবান্ত য ৬১২১৫২। শনিবার দ্বিতীয়া রাত্রি য ১২১৪৭২৩ অমরাধানন্দ রাত্রি য ৮১২০১৫। জ্যৈষ্ঠীয়া।

২৬ কাতিক ইং ১২ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১৫৮ শ্রবান্ত য ৬১২১৬২। রবিবার তৃতীয়া রাত্রি য ১০১২১৬ জ্যোতানন্দ রাত্রি য ৬১২১৬০।

২৭ কাতিক ইং ১৩ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১৬১ শ্রবান্ত য ৬১২১৬৫। সোমবার চতুর্থী রাত্রি য ৮১২১৬৭ মুলানন্দ সন্ধ্যা য ৬১২১৬৬।

২৮ কাতিক ইং ১৪ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১৬৩ শ্রবান্ত য ৬১২১৬৭। মঙ্গলবার পঞ্চমী রাত্রি য ৬১২১৬২ পূর্বাষাঢ়ানন্দ রাত্রি য ৬১২১৬৯। ষটপঞ্চমীত্রত।

২৯ কাতিক ইং ১৫ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১৬৭ শ্রবান্ত য ৬১২১৭১। বুধবার ষষ্ঠী য ৬১২১৬৫ উত্তরাষাঢ়ানন্দ য ২১২১৬৩।

৩০ কাতিক ইং ১৬ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১৭১ শ্রবান্ত য ৬১২১৭৫। বৃহস্পতিবার সপ্তমী য ২১৫৭১২ শ্রবণানন্দ য ১১৫৭১২। বিজুপদী সক্রান্তি। সর্বজয়াত্রত। মিত্র বা ঈঃপূজা। শ্রীশ্রীকাতিক পূজা।

অগ্রহায়ণ মাস

১ অগ্রহায়ণ ইং ১৭ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১৭৫ শ্রবান্ত য ৬১২১৮০। শুক্রবার অষ্টমী ১১৫৭১৩ ধনিষ্ঠা নন্দ রাত্রি য ১২২১৬৯। গোষ্ঠীয়া।

২ অগ্রহায়ণ ইং ১৮ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১৮০ শ্রবান্ত য ৬১২১৮৫। শনিবার নবমী য ১২২১৬৬ পততিধানন্দ য ১১০২১০৯। দুর্গানবমীত্রত, গৌরীত্রত, অক্ষয়নবমীত্রত। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা।

৩ অগ্রহায়ণ ইং ১৯ নভেম্বর। শ্রবোদয় য ৬১২১৮৫ শ্রবান্ত য ৬১২১৯০। রবিবার দশমী য ১১০২১০ পূর্বভাদ্রপদানন্দ য ২১০১৬০।

৪ অগ্রহায়ণ ঈং ২০ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২০১২৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১৩৫। সোমবার
একাদশী ঘ ১৪১১৫২ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ঘ ৩৭১৪। উষান একাদশীর উপবাস।

৫ অগ্রহায়ণ ঈং ২১ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২১১১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১১৫। মঙ্গলবার
দ্বাদশী ২৪০১৩৮ রেবতীনক্ষত্র ঘ ৪৩৪৪০।

৬ অগ্রহায়ণ ঈং ২২ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২২১০ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১৫৬। বুধবার
ত্রয়োদশী ঘ ৪৫১২৫ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬৩২১২৭। বৈকুণ্ঠচতুর্দশীত্রয়, পাৰ্বণ-
চতুর্দশীত্রয়।

৭ অগ্রহায়ণ ঈং ২৩ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২২১৫৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১৩৮। বৃহস্পতিবার
চতুর্দশী রাত্রি ঘ ৫৪৩১৫৬ ভরগীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮৫১১৪১। পূর্ণিমার নিশিপালন।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।

৮ অগ্রহায়ণ ঈং ২৪ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২৩১৪৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১২১। শুক্রবার
পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ৭৫৭১২৫ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১২৩১৪৫ পূর্ণিমার ব্রতোপবাস,
ব্রতাদি উপবাস।

৯ অগ্রহায়ণ ঈং ২৫ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২৪১১৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১২৪। শনিবার
প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১০৭১২২ মোহিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২১১৭।

১০ অগ্রহায়ণ ঈং ২৬ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২৪১৪৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১২৮। রবিবার
দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১২১২১৬ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪৩১১৫৪।

১১ অগ্রহায়ণ ঈং ২৭ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২৫১১২ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১৩২। সোমবার
তৃতীয়া রাত্রি ঘ ২৩১৫৩ আর্দ্রানক্ষত্র দং ৬০১০।

১২ অগ্রহায়ণ ঈং ২৮ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২৫১৫৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১৩৬। মঙ্গলবার
চতুর্থী রাত্রি ঘ ৩৩১১৮ আর্দ্রানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬৪২১২৭।

১৩ অগ্রহায়ণ ঈং ২৯ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২৬১২৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১৪৫। বুধবার
পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৪৩৫১৩৩ পুনর্বসুনক্ষত্র ঘ ৮৪৪১২৭।

১৪ অগ্রহায়ণ ঈং ৩০ নভেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২৭১১২ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১৫২। বৃহস্পতিবার
ষষ্ঠী রাত্রিশেষ ঘ ৫৩৬১৫৯ পুষ্যানক্ষত্র ঘ ১০১৮৫৯।

১৫ অগ্রহায়ণ ঈং ১ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২৭১৩৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১০। শুক্রবার
সপ্তমী রাত্রিশেষ ঘ ৫১৮১৫৫ অশ্লোচানক্ষত্র ঘ ১১১৭১২।

১৬ অগ্রহায়ণ ঈং ২ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২৮১১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১১০। শনিবার
অষ্টমী রাত্রি ঘ ৪৩৩১১ মঘানক্ষত্র ঘ ১১৩৩১৩৮।

১৭ অগ্রহায়ণ ঈং ৩ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৬২৮১৫১ সূর্যাস্ত ঘ ৫১০১১২। রবিবার
নবমী রাত্রি ঘ ৩৪৪১৩ পূর্ণকৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১১৩৫১৪৯।

১৮ অগ্রহায়ণ ইং ৪ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩২৯।২২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।২২। সোমবার
চতুর্থী রাত্রি ঘ ২।২০।১৩ উত্তরফাল্গুনীদক্ষত্র ঘ ১।১।৫৩।

১৯ অগ্রহায়ণ ইং ৫ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩০।১৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।৩২। মঙ্গলবার
একাদশী রাত্রি ঘ ১।২।১।২০ হস্তানক্ষত্র ঘ ১০।১১।৮। একাদশীর উপবাস।

২০ অগ্রহায়ণ ইং ৬ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩০।৪৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১০।৪২। বুধবার
দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১০।৩৮।৪২ চিত্রানক্ষত্র ঘ ৯।৮।৫৩।

মুং পর্ব আহেরিচাহারহুবা।

২১ অগ্রহায়ণ ইং ৭ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩১।২৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।১। বৃহস্পতিবার
ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৮।২৮।১৩ স্বাভীনক্ষত্র ঘ ৭।৪৭।৫ পরে শিলাখানক্ষত্র (সূর্যোদয়ের
পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৩।৩৩।৫৩ পর্যন্ত।

২২ অগ্রহায়ণ ইং ৮ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩২।১৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।১৩। শুক্রবার
চতুর্দশী রাত্রি ঘ ৬।৩।১৪ অমুবানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৩৪।১০, অমাবস্তার নিশিপালন।

২৩ অগ্রহায়ণ ইং ৯ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩২।৪৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।২৬। শনিবার
অমাবস্তা ঘ ৩।৪৮।২৮ জ্যোষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫৪।৪২। অমাবস্তার ব্রতোপবাস।

২৪ অগ্রহায়ণ ইং ১০ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩৩।২৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।৩২। রবিবার
প্রতিপদ ঘ ১।২০।১৭ মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।২০।১১। কাঁচাঘটপুজা বা হরিষষ্ঠী।

২৫ অগ্রহায়ণ ইং ১১ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩৪।৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১১।৫১। সোমবার
দ্বিতীয়া ঘ ১।১।১৭।৫১ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১।৫৬।১৩।

২৬ অগ্রহায়ণ ইং ১২ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩৪।৪৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।৭। মঙ্গলবার
তৃতীয়া ঘ ২।১৮।১১ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪৪।৪৭।

২৭ অগ্রহায়ণ ইং ১৩ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩৫।২২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।২১। বুধবার
চতুর্থী ঘ ৭।৩৪।১১ পরে পঞ্চমী (সূর্যোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ ঘ ৩।১০।১৩ পর্যন্ত;
শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫২।৩০ বটপঞ্চমীব্রত।

২৮ অগ্রহায়ণ ইং ১৪ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩৬।১০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।৩৫। বৃহস্পতিবার
পঞ্চমী রাত্রিশেষ ঘ ৫।১১।৩২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।২৩।২২। শুক্লষষ্ঠী।

২৯ অগ্রহায়ণ ইং ১৫ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩৬।৫২ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১২।৪২। শুক্রবার
ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৪।৪০।২৩ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।১২।১৪। মিত্রসপ্তমী, শ্রীপূর্ণিমা।
ষড়ীতিসংক্রান্তি।

৩০ অগ্রহায়ণ ইং ১৬ ডিসেম্বর। সূর্যোদয় ঘ ৩৩৭।৩৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৩।৫ শনিবার
সপ্তমী রাত্রি ঘ ৪।৩২।২৩ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৪৬।১। ষড়ীতিসংক্রান্তি।

পৌষ মাস

১ পৌষ ইং ১৭ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৩৮১৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৩২০ রবিবার
নবমী রাত্রিশেষ ঘ ৫১১১ উত্তরভাত্রপদ নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০৪১৮।

২ পৌষ ইং ১৮ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৩৯২২ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৩৩৬। সোমবার
দশমী রাত্রিশেষ ঘ ৬১০২৫ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২৩৪১।

৩ পৌষ ইং ১৯ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৩৯৪৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৩৫২। মঙ্গলবার
একাদশী দং ৬০১০ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১৫৬৮।

৪ পৌষ ইং ২০ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪০১২৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৩৮। বুধবার
একাদশী ঘ ৭৩৮১৬ ভরগীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪১১১৭। একাদশীর উপবাস।

৫ পৌষ ইং ২১ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪১১২২ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৪২৪। বৃহস্পতিবার
দ্বাদশী ঘ ৯২৯২০ কৃত্তিকীনক্ষত্র রাত্রিশেষ ঘ ৬৪১৪১।

৬ পৌষ ইং ২২ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪১৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৪৩৯। শুক্রবার
ত্রয়োদশী ঘ ১১৩৪৫৭ রোহিণীনক্ষত্র দং ৬০১০। মূং পর্ব ফতেহাদোয়ারজদাহান্।

৭ পৌষ ইং ২৩ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪২১৩৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৪৫৫। শনিবার
চতুর্দশী ঘ ১৪৫৫৩ রোহিণীনক্ষত্র ঘ ৯১৯৩২। পূর্ণিমার নিশিগালন।

৮ পৌষ ইং ২৪ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪৩১২২ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৪১১। রবিবার
পূর্ণিমা ঘ ৩৫১৩২ মৃগশিরা নক্ষত্র ঘ ১১৫৩৫। পূর্ণিমার উপবাস ও ব্রত।

৯ পৌষ ইং ২৫ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪৩৩৭ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৪৫৫। সোমবার
প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৫৪২৮ আর্দ্রীনক্ষত্র ঘ ২১৪২৪। ঋ পর্ব ষ্টমাস ডে।

১০ পৌষ ইং ২৬ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪৩৫৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৩৪১। মঙ্গলবার
দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৭১১২৭ পুনর্বহুনক্ষত্র ঘ ৪১৪৪৭।

১১ পৌষ ইং ২৭ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪৪১৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৭১২৪। বুধবার
তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৮১০৫৫ পূর্বানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৫৪৫৪০। রাত্রি ঘ ২২৫৪৫
গড়ে অকাল নিবৃত্তি।

১২ পৌষ ইং ২৮ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪৪২৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৮৮। বৃহস্পতিবার
চতুর্থী রাত্রি ঘ ৮৪০৪১ অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৬৪১১৩।

১৩ পৌষ ইং ২৯ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় ঘ ৬৪৪৪০ সূর্যাস্ত ঘ ৫১৮৫২। শুক্রবার
পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৮৩১৪৭ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭২৬৩৮।

১৪ পৌষ ইং ৩০ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৫৫ শ্রবান্ত য ৪১৯১৩৫। শনিবার
বঠ রাত্রি য ৮৮৮৪৫ পূর্বফাল্গুনীকক্স রাত্রি য ৭১৩৩১৩।

১৫ পৌষ ইং ৩১ ডিসেম্বর। শ্রবোদয় য ৩৪৪১২ শ্রবান্ত য ৪২০১১৮। রবিবার
সপ্তমী রাত্রি য ৭১৩১২০ উত্তরফাল্গুনীকক্স রাত্রি য ৭১১১৩৮।

১৬ পৌষ ইং ১ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১২৪ শ্রবান্ত য ৪২১১১। সোমবার
অষ্টমী রাত্রি য ৪৪৭১০ হস্তানক্স রাত্রি য ৩২৭১৭ পুণ্ড্রকাক্স। ইং ১৯৫১ নববর্ষারম্ভ।

১৭ পৌষ ইং ২ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৩৯ শ্রবান্ত য ৪২১১৪৫। মঙ্গলবার
নবমী য ৪১৩৫ চিত্রানক্স সন্ধ্যা য ৪২১১৮।

১৮ পৌষ ইং ৩ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৫৩ শ্রবান্ত য ৪২২১২৭। বুধবার
দশমী য ২১৩৩০ স্বাতীকক্স য ৪২১৩৫।

১৯ পৌষ ইং ৪ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৬ শ্রবান্ত য ৪২৩১২। বৃহস্পতিবার
একাদশী য ১১৫২৮ বিশাখানক্স য ২১৩১৭। একাদশীর উপবাস।

২০ পৌষ ইং ৫ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১১২ শ্রবান্ত য ৪২৩১৫০। শুক্রবার
দ্বাদশী য ২১৩৩১২ অমুরাধানক্স য ১২১৫৩১৮।

২১ পৌষ ইং ৬ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৩২ শ্রবান্ত য ৪২৪১৩২। শনিবার
ত্রয়োদশী য ৭১২১৪৪ পরে চতুর্দশী (শ্রবোদয়ের পরে) রাত্রি য ৪১৫৩৪৯।

২২ পৌষ ইং ৭ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৪৫ শ্রবান্ত য ৪২৫১২০। রবিবার
অমাবস্তা রাত্রি য ২১৪৩১১। অমাবস্তার ত্রয়োপবাস ও নিশিগালন।

২৩ পৌষ ইং ৮ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৫৫ শ্রবান্ত য ৪২৫১৫২। সোমবার
প্রতিপদ রাত্রি য ১২৪৫১২ পূর্বাষাঢ়ানক্স য ৮১১০৪১।

২৪ পৌষ ইং ৯ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৭ শ্রবান্ত য ৪২৬১৩৩। মঙ্গলবার
দ্বিতীয়া রাত্রি য ১১৩১১৭ উত্তরাষাঢ়ানক্স প্রাতঃ য ৩১৫৭১১১ পরে প্রবণানক্স
(শ্রবোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ য ৪১৫৭১৫৬ পর্যন্ত।

২৫ পৌষ ইং ১০ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৮ শ্রবান্ত য ৪২৮১১২। বুধবার
তৃতীয়া রাত্রি য ২১৪২১১ ধনিষ্ঠানক্স রাত্রিশেষ য ৪২২১৩৭।

২৬ পৌষ ইং ১১ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১২৮ শ্রবান্ত য ৪২৭১৫১।
বৃহস্পতিবার চতুর্থী রাত্রি য ৮১৪৩২ শর্তান্তধানক্স রাত্রিশেষ য ৪১১১৫।

২৭ পৌষ ইং ১২ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৩৭ শ্রবান্ত য ৪২৮১২৮। শুক্রবার
পঞ্চমী রাত্রি য ৮১৭১৩৯ পূর্বভাদ্রপদনক্স রাত্রিশেষ য ৪১৩১১৪। ষট্‌পঞ্চমীভুক্ত।

২৮ পৌষ ইং ১৩ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৪৪১৪৬ শ্রবান্ত য ৪২৯১১৬। শনিবার
ষষ্ঠী রাত্রি ৮১৯১৪৫ উত্তরভাদ্রপদনক্স রাত্রিশেষ য ৩১৭১৩৭।

২০ পৌষ ইং ১৪ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৪৫ সূর্যাস্ত ঘ ৪।২৯।৪০। রবিবার
সপ্তমী রাত্রি ঘ ৮।৫২।২৬ রেবতীনক্ষত্র দং ৬।১।১। উত্তরায়ণসংক্রান্তি। পৌষপার্বণ।
বধিসংক্রান্তিও ব্রত।

মাঘ মাস

১ মাঘ ইং ১৫ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩০।১৯। সোমবার
অষ্টমী রাত্রি ঘ ৯।৪৬।৪৪ রেবতীনক্ষত্র ঘ ৭।৩৫।২৭।

২ মাঘ ইং ১৬ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৮।১০ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩০।৪৫। মঙ্গলবার
নবমী রাত্রি ঘ ১১।২৫।৪৬ অশ্বিনীনক্ষত্র ঘ ৯।২০।৫২।

৩ মাঘ ইং ১৭ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৮।১৭ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩১।৩১। বুধবার
দশমী রাত্রি ঘ ১।১৮।৩২ ভরগীনক্ষত্র ঘ ১১।৩০।৪০।

৪ মাঘ ইং ১৮ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৮।২৩ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩২।৪। বৃহস্পতিবার
একাদশী রাত্রি ঘ ৩।২৪।১১ কৃত্তিকানক্ষত্র ঘ ১।৫৮।৮। একাদশীর উপবাস।

৫ মাঘ ইং ১৯ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৮।২৮ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩২।৩৮। শুক্রবার
দ্বাদশী রাত্রি শেষ ঘ ৪।৩৪।৪৮ রোহিনীনক্ষত্র ঘ ৪।৩৪।২৩।

৬ মাঘ ইং ২০ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩২ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩৩।১১। শনিবার
ত্রয়োদশী দং ৬।০।০।০ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২।৫৪।

৭ মাঘ ইং ২১ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩৬ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩৩।৪৪। রবিবার
ত্রয়োদশী ঘ ৭।৩৮।৪০ আর্দ্রীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৩৪।২৮।

৮ মাঘ ইং ২২ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৩৮ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩৪।১৪। সোমবার
চতুর্দশী ২।২৭।১২ পূর্বফলনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৪০।৩৮। পূর্ণিমার ব্রতান্ত উপবাস, নিধি-
পালন ও ব্রত।

৯ মাঘ ইং ২৩ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৮।২২ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩৫।৪। মঙ্গলবার
পূর্ণিমা ঘ ১০।৫১।৫৬ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১৯।৩৬। পূর্ণিমার উপবাস।

১০ মাঘ ইং ২৪ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৮।৫ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩৫।৪৩। বুধবার
অতিপদ ঘ ১১।৪০।২৩ অশ্লেষীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩১।২২।

১১ মাঘ ইং ২৫ জামুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪৭।৪৭ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৩৬।৪১। বৃহস্পতি-
বার দ্বিতীয়া ঘ ২।১৭।৪ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।১৩।৪৫।

১২ মাঘ ঈং ২৬ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৭১২৮ শ্রবান্ত য ৬৪৭১২৮। শুক্রবার
ভূতীয়া য ১২১১৩১ পূর্বকল্পনীনকত্র রাত্রি য ৬২৭১১১।

১৩ মাঘ ঈং ২৭ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৭১৭ শ্রবান্ত য ৬৪৭১১৪। রবিবার
চতুর্থী য ১১৩৮১৫৪ উত্তরকল্পনীনকত্র রাত্রি য ৬১১০৪৯

১৪ মাঘ ঈং ২৮ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৬১৪৬ শ্রবান্ত য ৬৪৬১৫২। রবিবার
পঞ্চমী য ১০১৩৭১২৭ হস্তানকত্র রাত্রি য ২১৩১৩১।

১৫ মাঘ ঈং ২৯ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৬১২৪ শ্রবান্ত য ৬৪৬১৪৩। সোমবার
ষষ্ঠী য ১১১১২৭ চিত্রানকত্র রাত্রি য ১১২১১৪।

১৬ মাঘ ঈং ৩০ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৬১২ শ্রবান্ত য ৬৪৬১২৭। মঙ্গলবার
সপ্তমী য ৭১২৫৪২ পরে অষ্টমী (শ্রবোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ য ৬২৪১৩৪ পর্যন্ত;
শ্রাবীনকত্র রাত্রি য ১২১১৩৩৫।

১৭ মাঘ ঈং ৩১ জানুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৫১৩৮ শ্রবান্ত য ৬৪৫১৩৮। বুধবার
নবমী রাত্রি য ৩১১১৫৬ বিশপানকত্র রাত্রি য ১০৪৪১৮।

১৮ মাঘ ঈং ১ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৫১১৪ শ্রবান্ত য ৬৪৫১১১। বৃহস্পতিবার
দশমী রাত্রি য ১২১৫১৪১ অনুরাধানকত্র রাত্রি য ১১৭১১৮।

১৯ মাঘ ঈং ২ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৪১৪১ শ্রবান্ত য ৬৪৪২১৩৩। শুক্রবার
একাদশী রাত্রি য ১০১৩০১৩ জ্যেষ্ঠানকত্র রাত্রি য ৭১২৭১৪৩। একাদশীর উপবাস।

২০ মাঘ ঈং ৩ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৪১২৪ শ্রবান্ত য ৬৪৪১১৮। রবিবার
দ্বাদশী রাত্রি য ৮১১১১২ মূলানকত্র সন্ধ্যা য ৬৪৫০১৩৩।

২১ মাঘ ঈং ৪ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৪১৫২ শ্রবান্ত য ৬৪৪১৫৫। রবিবার
ত্রয়োদশী সন্ধ্যা য ৬৪১২১ পূর্বাষাঢ়ানকত্র য ৪১২০১৩৫। ত্রীত্রিংশটীকালিকা পূজা।

২২ মাঘ ঈং ৫ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৪১৩২ শ্রবান্ত য ৬৪৪১৩৪। সোমবার
চতুর্দশী য ৪১২১২ উত্তরাষাঢ়ানকত্র য ৩১৩৫২। অমাবস্তার নিশিপালন।

২৩ মাঘ ঈং ৬ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৪১৪ শ্রবান্ত য ৬৪৪১১২। মঙ্গলবার
অমাবস্তা য ২১২০১৬ শ্রবণানকত্র য ২১০৪৮। অমাবস্তার উপবাস, অমাবস্তার ব্রত।

২৪ মাঘ ঈং ৭ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৪১৩৬ শ্রবান্ত য ৬৪৪১৫০। বুধবার
প্রতিপদ য ১২১৫১৫৬ ধনিষ্ঠানকত্র য ১১৩১৫৬।

২৫ মাঘ ঈং ৮ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৪১৬ শ্রবান্ত য ৬৪৪১২৬। বৃহস্পতিবার
ষষ্ঠী য ১২১৪১৩ শতভিষানকত্র য ১১২১২২।

২৬ মাঘ ঈং ৯ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৬৪৪১৩৬ শ্রবান্ত ৬৪৪১২। শুক্রবার
ভূতীয়া য ১১৩৭১৩৪ পূর্বকল্পনীনকত্র য ১১৩৩৪৬।

২৭ মাঘ ইং ১০ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪১।৪ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৭।৩৭। শনিবার
চতুর্থী ঘ ১।১৪।৪৭ উত্তরভাত্রপদনকত্র ঘ ১।৫৬।৬। বরদাস্ততুর্থা; বিনায়কত্র ৩
ঈশ্রীগণেশ পূজা।

২৮ মাঘ ইং ১১ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৪০।৩১ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৮।১০। রবিবার
পঞ্চমী ঘ ১২।১৪।৩১ রেবতীনকত্র ঘ ৩।৩।৪৪। ঘটপক্ষমীত্রত। ঈশ্রীসরস্বতী পূজা
(ঈশ্রীগক্ষমী)।

২৯ মাঘ ইং ১২ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৯।৫৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৮।৪৩। সোমবার
ষষ্ঠী ঘ ১।১২।৩৪ অধিনীনকত্র ঘ ৪।৪০।৫৪। শীতলা ষষ্ঠী। রাত্রি শেষ ঘ ৫।৩।৫৮ গতে
মাঘ সপ্তমী দান। বিকুপদী সংক্রান্তি। দিবা ঘ ৩।২০।৪৬ গতে অকাল আরম্ভ।

ফাল্গুন মাস

১ ফাল্গুন ইং ১৩ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৯।২৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৯।১৬। মঙ্গলবার
সপ্তমী ঘ ২।৪২।৪৫ ভরগীনকত্র রাত্রি ঘ ৬।৪৫।২৬ সিধানসপ্তমীত্রত, আরোগ্যসপ্তমীত্রত,
রথখায়া সপ্তমী।

২ ফাল্গুন ইং ১৪ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৮।৫০ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৯।৪৭। বুধবার
অষ্টমী ঘ ৪।৪১।৪৯ কৃত্তিকানকত্র রাত্রি ঘ ২।৯।৮।

৩ ফাল্গুন ইং ১৫ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৮।১৫ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫০।১৮। বৃহস্পতিবার
নবমী রাত্রি ঘ ৬।৪৭।২৫ রোহিণীনকত্র রাত্রি ঘ ১।১৪।৩৯ মহানন্দানবমী।

৪ ফাল্গুন ইং ১৬ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৭।৩৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫০।৪৮। শুক্রবার
দশমী রাত্রি ঘ ৮।৫৬।৪০ শুগশিরানকত্র রাত্রি ঘ ২।১২।৪৫।

৫ ফাল্গুন ইং ১৭ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৭।১৩ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫১।১৯। শনিবার
একাদশী রাত্রি ঘ ১০।৫৮।৩৯ আত্রীনকত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৭।২৬। ভৈরী একাদশীর
উপবাস।

৬ ফাল্গুন ইং ১৮ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৬।২৬ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫২।৪৮। রবিবার
দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১২।৪৩।৫১ পূনর্বসুনকত্র দং ৬।০।০।

৭ ফাল্গুন ইং ১৯ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৫।৪৮ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫২।১৬। সোমবার
ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ২।৫।১০ পূনর্বসুনকত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫৭।১৪।

৮ ফাল্গুন ইং ২০ ফেব্রুয়ারী। সূর্যোদয় ঘ ৬।৩৫।১৯ সূর্যাস্ত ঘ ৫।৫২।৪৩। মঙ্গলবার
চতুর্দশী রাত্রি ঘ ২।৫২।৩৯ পূজানকত্র ঘ ৮।৪৩।৪১।

৯ ফাল্গুন ইং ২১ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৩৪১৩০ শ্রবাস্ত য ৪৫৩১০। বুধবার
পূর্ণিমা রাত্রি য ৩২২১৩৬ অরোহণকৃত য ১০১৩১৩৪। পূর্ণিমার ত্রয়োদশ, ত্রয়োদশ
উপবাস ও নিশিগালন।

১০ ফাল্গুন ইং ২২ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৩৩৪১ শ্রবাস্ত য ৪৫৩৪৪।
বৃহস্পতিবার প্রতিপদ রাত্রি য ৩১৪১৩২ মঘানকৃত য ১০৫২১৩।

১১ ফাল্গুন ইং ২৩ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় ৩৩২১৪৩ শ্রবাস্ত য ৪৫৪১৩৮। শুক্রবার
দ্বিতীয়া রাত্রি য ২১৩৪৪১ পূর্বফল্গুনীনকৃত য ১১১২২১৩৩।

১২ ফাল্গুন ইং ২৪ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৩২১৪ শ্রবাস্ত য ৪৫৪১৪২।
শনিবার তৃতীয়া রাত্রি য ১১০১১৩৫ উত্তরফল্গুনীনকৃত য ১১১১২৩০।

১৩ ফাল্গুন ইং ২৫ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৩১১১৩ শ্রবাস্ত য ৪৫৪১২৪।
রবিবার চতুর্থী রাত্রি য ১২১৩৭ হস্তানকৃত য ১০১২৭১১১।

১৪ ফাল্গুন ইং ২৬ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩৩০১২৩ শ্রবাস্ত য ৪৫৪১৪৬।
সোমবার পঞ্চমী রাত্রি য ১০১৪১১৫ চিত্রানকৃত য ৯১০১২।

১৫ ফাল্গুন ইং ২৭ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩২৯১৩২ শ্রবাস্ত য ৪৫৩১২৮।
মঙ্গলবার ষষ্ঠী রাত্রি য ৮১০১১০ শ্রাটীনকৃত য ৮১৫৪৪৭।

১৬ ফাল্গুন ইং ২৮ ফেব্রুয়ারী। শ্রবোদয় য ৩২৮১৪০ শ্রবাস্ত য ৪৫৩১৪২।
বুধবার সপ্তমী সন্ধ্যা য ৪৫৫১২৯ নিশাপানকৃত শ্রাতঃ য ৩৪৮১১৯ পরে অমুরাধা-
নকৃত (শ্রবোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ য ৪১৩১১৮ পর্যন্ত।

১৭ ফাল্গুন ইং ১ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩২৭১৪৮ শ্রবাস্ত য ৪৫৭১২৯।
বৃহস্পতিবার অষ্টমী য ৩৩৩১২০ জ্যৈষ্ঠানকৃত রাত্রি য ৩৩৩১৩৯।

১৮ ফাল্গুন ইং ২ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩২৬১৫৫ শ্রবাস্ত য ৪৫৭১৪০। শুক্রবার
নবমী য ১১০১৪৬ জ্যৈষ্ঠানকৃত রাত্রি য ১১৪১২১।

১৯ ফাল্গুন ইং ৩ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩২৬১১ শ্রবাস্ত য ৪৫৮১২৮। শনিবার
দশমী য ১০৫০১৪৬ পূর্বাষাঢ়ানকৃত রাত্রি য ১২১২২১৫১।

২০ ফাল্গুন ইং ৪ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩২৫১৮ শ্রবাস্ত য ৪৫৮১৪৭। রবিবার
একাদশী য ৮১০১৩৮ উত্তরাষাঢ়ানকৃত রাত্রি য ১১২১৫৮। একাদশীর উপবাস।

২১ ফাল্গুন ইং ৫ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩২৪১১৪ শ্রবাস্ত য ৪৫৯১২৬। সোমবার
দ্বাদশী শ্রাতঃ য ৩৪৫১৪০ পরে ত্রয়োদশী (শ্রবোদয়ের পরে) রাত্রি য ৪৫৮১৪৩ পর্যন্ত;
ত্রয়োদশী রাত্রি য ৩১৫১৪০।

২২ ফাল্গুন ইং ৬ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩২৩১১২ শ্রবাস্ত য ৪৫৯১৪৪। মঙ্গলবার
চতুর্দশী রাত্রি য ৩০৭১৪৩ বনিটানকৃত রাত্রি য ৩১১১১২। ত্রয়োদশীর রাত্রি।

২৩ ফাল্গুন ইং ৭ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬২২২২৪ সূর্যাস্ত য ৬০১২১। বুধবার
অমাবস্তা রাত্রি য ২১৪১৪৪ শতভিষানক্ষত্র রাত্রি য ৮১৪৫৫৪। অমাবস্তার ত্রয়োদশ
ও নিষিপালন।

২৪ ফাল্গুন ইং ৮ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬২২১২৮ সূর্যাস্ত য ৬০১১৮। বৃহস্পতিবার
প্রতিপদা রাত্রি য ২১৪১৪০ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি য ৮১৫০১৪৪।

২৫ ফাল্গুন ইং ৯ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬২০১৩২ সূর্যাস্ত য ৬০১১৫। শুক্রবার
ষষ্ঠীয়া রাত্রি য ২১৭১৩৫ উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি য ৯১২৩৩৮।

২৬ ফাল্গুন ইং ১০ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬১১১৩৬ সূর্যাস্ত য ৬০১১৪। শনিবার
সপ্তমীয়া রাত্রি য ২১৪১২২ রেবতীনক্ষত্র রাত্রি য ১০১২৭১২২।

২৭ ফাল্গুন ইং ১১ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬১১৮৩৯ সূর্যাস্ত য ৬০২১৭। রবিবার
চতুর্থীয়া রাত্রি য ৩১৫৫১৩৭ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি য ১১১৫৬১২।

২৮ ফাল্গুন ইং ১২ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬১১৭১৪১ সূর্যাস্ত য ৬০২১৩২। সোমবার
পঞ্চমীয়া রাত্রিশেষ য ৫১২৫১৩৭ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি য ১১৫৪৪২২ ষটপঞ্চমীত্র।

২৯ ফাল্গুন ইং ১৩ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬১১৬১৪৪ সূর্যাস্ত য ৬০২১৫৭। মঙ্গলবার
ষষ্ঠীয়া নং ৬০১০১০ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি য ৪১১৪৪১১।

৩০ ফাল্গুন ইং ১৪ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬১১৫১৪৮ সূর্যাস্ত য ৬০৩১২৪। বুধবার
ষষ্ঠীয়া য ৭১৪১৪০ রোহিণীনক্ষত্র নং ৬০১০১০। বড়শীতি সংক্রান্তি। ঘটাকর্ণপূর্ণা।

চৈত্র মাস

১ চৈত্র ইং ১৫ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬১১৪১৪২ সূর্যাস্ত য ৬০৩১৪৮। বৃহস্পতিবার
সপ্তমী য ২১১৮১৪৩ রোহিণীনক্ষত্র প্রাতঃ য ৬১৪৫১৫৩। ত্রিংশীনক্ষত্রপূর্ণা।

২ চৈত্র ইং ১৬ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬১১৩১৫০ সূর্যাস্ত য ৬০৪১১১। শুক্রবার
অষ্টমী য ১১১২৫১৪১ মৃগশিরাশনক্ষত্র য ৯১২৩১১।

৩ চৈত্র ইং ১৭ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬১১২১২১ সূর্যাস্ত য ৬০৪১৫। শনিবার
নবমী য ১১২৪১২৮ জ্যৈষ্ঠীনক্ষত্র য ১১১৫২১২১।

৪ চৈত্র ইং ১৮ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬১১১১৪৩ সূর্যাস্ত য ৬০৫০১। রবিবার
দশমী য ৩১৭১৫১ পুনর্ভূতনক্ষত্র য ২১৭১৫৮।

৫ চৈত্র ইং ১৯ মার্চ। শ্রবোদয় য ৬১১০১৫৮ সূর্যাস্ত য ৬০৫১২৩। সোমবার
একাদশী য ৪১২৩১৩৭ পুষ্যনক্ষত্র য ৪১০১৫৪। একাদশীর উপবাস।

১১ চৈত্র ইং ২০ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৫৫ শ্রবান্ত য ৩১৫৭।

একাদশী অপরাহ্ন য ৩১৭১৩১ অষ্টমিনক্ষত্র অপরাহ্ন য ৩১৭১৩১।

১২ চৈত্র ইং ২১ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৫৬ শ্রবান্ত য ৩১৫৮। বুধবার
ত্রয়োদশী ভূপরাহ্ন য ৩১৭১৩২ অষ্টমিনক্ষত্র সন্ধ্যা য ৩১৭১৩২।

১৩ চৈত্র ইং ২২ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৫৭ শ্রবান্ত য ৩১৫৯। বৃহস্পতিবার
চতুর্দশী অপরাহ্ন য ৩১৭১৩৩ পূর্বফল্গুনীক্ষত্র রাত্রি য ৩১৭১৩৩। পূর্ণিমার নিশি-
পালন। সন্ধ্যা বহুঃসব (চাঁচর)।

১৪ চৈত্র ইং ২৩ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৫৮ শ্রবান্ত য ৩১৬০। শুক্রবার
পূর্ণিমা য ৩১৭১৩৪ উত্তরফল্গুনীক্ষত্র রাত্রি য ৩১৭১৩৪। পূর্ণিমার ত্র্যতোপবাস, ষোড়শ
উপবাস। ঐশ্বিকের দোলযাত্রা। শ্বঃ পর্ব শুক্লাইডে।

১৫ চৈত্র ইং ২৪ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৬০ শ্রবান্ত য ৩১৬২। শনিবার
প্রতিপদ য ৩১৭১৩৫ হস্তানক্ষত্র সন্ধ্যা য ৩১৭১৩৫।

১৬ চৈত্র ইং ২৫ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৬১ শ্রবান্ত য ৩১৬৩। রবিবার
দ্বিতীয়া য ৩১৭১৩৬ চিত্রানক্ষত্র অপরাহ্ন য ৩১৭১৩৬।

১৭ চৈত্র ইং ২৬ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৬২ শ্রবান্ত য ৩১৬৪। সোমবার
তৃতীয়া য ৩১৭১৩৭ স্বাতীনক্ষত্র য ৩১৭১৩৭। শ্বঃ পর্ব ইষ্টার মতে।

১৮ চৈত্র ইং ২৭ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৬৩ শ্রবান্ত য ৩১৬৫। মঙ্গলবার
চতুর্থী য ৩১৭১৩৮ বিশাখানক্ষত্র য ৩১৭১৩৮।

১৯ চৈত্র ইং ২৮ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৬৪ শ্রবান্ত য ৩১৬৬। বুধবার
পঞ্চমী য ৩১৭১৩৯ পরে বর্জ (শ্রবোদয়ের পরে) রাত্রিশেষ য ৩১৭১৪০ পঞ্চ
অনুরাধানক্ষত্র য ৩১৭১৪০। স্থলবর্জ।

২০ চৈত্র ইং ২৯ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৬৫ শ্রবান্ত য ৩১৬৭। বৃহস্পতি
ষষ্ঠী রাত্রি য ৩১৭১৪১ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র য ৩১৭১৪১।

২১ চৈত্র ইং ৩০ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৬৬ শ্রবান্ত য ৩১৬৮। শুক্রবার
সপ্তমী রাত্রি য ৩১৭১৪২ মূলানক্ষত্র য ৩১৭১৪২। শীতলাষ্টমী।

২২ চৈত্র ইং ৩১ মার্চ। শ্রবোদয় য ৩১৬৭ শ্রবান্ত য ৩১৬৯। শনিবার
অষ্টমী রাত্রি য ৩১৭১৪৩ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র য ৩১৭১৪৩।

২৩ চৈত্র ইং ১ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৩১৬৮ শ্রবান্ত য ৩১৭০। রবিবার
নবমী রাত্রি য ৩১৭১৪৪ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র য ৩১৭১৪৪ পরে শ্রবানক্ষত্র (শ্রবো
দয়ের পরে) রাত্রিশেষ য ৩১৭১৪৫ পঞ্চমী।

২৪ চৈত্র ইং ২ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৩১৬৯ শ্রবান্ত য ৩১৭১। একাদশী
একাদশী রাত্রি য ৩১৭১৪৫ দ্বিষ্টানক্ষত্র রাত্রি য ৩১৭১৪৫। একাদশীর উপবাস।

২০ চৈত্র ইং ৩ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৫৫৪৩ শ্রবান্ত য ৩১০৫২। বঙ্গল
কালী অপরাহ্ন য ৫২৩৪৯ শতভিষানক্ষত্র রাতি য ৪২৩৩।

২১ চৈত্র ইং ৪ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৫৫৪৪ শ্রবান্ত য ৩১১০৬। বুধবার
অমোদনী য ৪২৩৩০ পূর্বভাষপদনক্ষত্র রাতি য ৪২৩২৯। মধুকৃৎযামোদনী।

২২ চৈত্র ইং ৫ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৫৫৪৫ শ্রবান্ত য ৩১১৫৯। বৃহস্পতিবার
চতুর্দশী য ৩৫৮১৮ উত্তরভাষপদনক্ষত্র রাতি য ৪৫১০২। অমাবস্তার নিশিগালন।

২৩ চৈত্র ইং ৬ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৫৫৪৬ শ্রবান্ত য ৩১২২৩। শুক্রবার
অমাবস্তা য ৩৫৯৫২ রেবতীনক্ষত্র রাতিশেষ য ৫৪৭১৩৯। অমাবস্তার উপবাস, ব্রত।

২৪ চৈত্র ইং ৭ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৫২১৮ শ্রবান্ত য ৩১২১৮। শনিবার
অতিপদ য ৪৩২৩০ অশ্বিনীনক্ষত্র য ৩০১০১।

২৫ চৈত্র ইং ৮ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৫১১৯ শ্রবান্ত য ৩১৩১২। রবিবার
শিখীরা অপরাহ্ন য ৫৩৫২২ অশ্বিনীনক্ষত্র য ৭১১৩৪।

২৬ চৈত্র ইং ৯ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৫০১১ শ্রবান্ত য ৩১৩৩৬। সোমবার
তৃতীয়া রাতি য ৭১৩১৯ ভরগীনক্ষত্র য ৯২১৫৫।

২৭ চৈত্র ইং ১০ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৪৯১৩ শ্রবান্ত য ৩১৪১১। মঙ্গলবার
চতুর্থী রাতি য ৮১৫২৫ কৃত্তিকানক্ষত্র য ১১১৮৪৫।

২৮ চৈত্র ইং ১১ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৪৮১৪ শ্রবান্ত য ৩১৪১৫। বুধবার
পঞ্চমী রাতি য ১০৫৪১ রোহিণীনক্ষত্র য ১৪৮১২৮। ষটপঞ্চমীব্রত।

২৯ চৈত্র ইং ১২ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৪৭১৭ শ্রবান্ত য ৩১৪১৬। বৃহস্পতিবার
ষষ্ঠী রাতি য ১২৫২৩ মৃগশিরাশ্রিত য ৪২৫৪৩। অশোকষষ্ঠী। পূর্বাহ্ন য ১৫৩১৮
মধ্যে জীজীবাসভীর্গাদেবীর বট্যাদিকমারত। সন্ধ্যার দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

৩০ চৈত্র ইং ১৩ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৪৬১২ শ্রবান্ত য ৩১৫১৭। শুক্রবার
সপ্তমী রাতি য ২১৫৫২ আর্দ্রানক্ষত্র রাতি য ৩৫৭১৭। দিবা য ৩৫৬০। পূর্ণ
পূর্বাহ্ন জীজীবাসভীর্গাদেবীর পত্রিকাশ্রবেণ স্থাপন ও সপ্তম্যাদিকমারত ও সপ্তমীবিহিত
পূজা। দেবীর দোলায় আগমন। কল—মরক। নীলের পূজা ও উপবাস।

৩১ চৈত্র ইং ১৪ এপ্রিল। শ্রবোদয় য ৫৪৫১৩ শ্রবান্ত য ৩১৫১২। শনিবার
অষ্টমী রাতি য ৪৩৫১৮ পুনর্বহনক্ষত্র রাতি য ৩১৭১২৪। অশোকষ্টমী। পূর্বাহ্ন
য ১৫৫১২ মধ্যে জীজীবাসভীর্গাদেবীর অষ্টমীবিহিত পূজা। রাতি য ১১৩৩০২
শ্রবান্ত রাতি য ১২২৪৩২ মধ্যে জীজীবাসভীর্গাদেবীর অবরাত্রিবিহিত পূজা। রাতি
য ৪১১১৮ শ্রবান্ত রাতি য ৪৫১১৮ মধ্যে শুদ্ধপূজা। রাতি য ৪৩৫১৮ শ্রবান্ত
রাতি য ৪৫১১৮ মধ্যে বলিধান ও শুদ্ধপূজা সমাপন। জীজীবাসপূর্ণাপূজা।
মহাবিধি সন্ধ্যাতি। চতুর্থপূজা। শ্রবান্তব্রত। জল সন্ধ্যাতিব্রত।

